Dín i haqq kí Tahqíq:

AN

INVESTIGATION OF THE TRUE RELIGION.

VOL. I.

EXAMINATION OF HINDUISM AND CHRISTIANITY.

সদ্ধর্ম্ম নিরূপণ।

প্রথম ভাগ।

হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের পরীক্ষা।

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1854.

প্রথম নির্ঘণ্ট।

প্রথম নির্ঘণ্ট।

ভূমিকা।

সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা যে অদ্বিতীয় অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহারই মহিমা হউক! তিনি পবিত্র, ন্যায়কারী, সত্যময়, অদৃশ্য, এবং অগম্য তেজোনি-বাসী; তাঁহাকেই আমরা আরাধনা করি!

ধন্য ২ পরমেশ্বর, যিনি সমুদয় জগৎ অন্ধকারাবৃত হওন কালে "দীপ্তি হউক" বলিবা মাত্রে তৎক্ষণাৎ দীপ্তি হইল! আর যৎকালে তাবৎ মনুষ্য ভ্রমান্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক মৃত্যুরূপ ছায়াতে উপবিষ্ট হইতেছিল, এমন সময়ে যিনি তাহাদের চরণ মঙ্গলপথে চালাইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার আজ্ঞা করিলেন, "দীপ্তি হউক;" তাহাতে ত্রাণরূপ সূর্য্য উদিত হইলে জীবনের পথ সুপ্রকাশ হইল, এতাদৃশ করুণাসাগর পরমেশ্বরকে আমরা সতত ধন্যবাদ করি।

সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর এমত অদ্ভুত জ্যোতিঃ জগতে উদয় করাইয়াছেন, যাঁহার সহিত তুলনা করিতে গেলে দিবাকরের দীপ্তি খদ্যোতের তুল্যও হয় না; কিন্তু হায় ২! অনেকানেক লোকের নিকটে অজ্ঞা-

নতারূপ বিচ্ছেদ বস্ত্রদ্বারা সেই ঐশ্বরীয় জ্যোতি আচ্ছাদিত হইলে তাহারা নিজকৃত বা পৈতৃক প্রদীপকে সূর্য্য জ্ঞান করত মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে।

আহা! কী বিলাপনীয় অজ্ঞানতা। দেখ দেখি, সহস্র২ প্রদীপের আলো কি কখনো সূর্য্যের এক কিরণের সমতুল্য হইতে পারে? অথবা অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র কি মশালের ন্যায় দীপ্তি প্রদান করিতে পারে? তবে যে তেজোময় সূর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ কিরণ মাত্রেই সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহারই আ-ভাতে ঈষদুজ্জ্বল প্রদীপের শিখা কীরূপে দেদীপ্য-মান হইবে?

অতএব স্ব২ পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তির সত্য দীপ্তিরূপ ধর্ম্ম নির্ণয় করা আবশ্যক; অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোন্টা বা মিথ্যা, ইহা সকলেরই জ্ঞান কর্ত্তব্য। ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সূর্য্যের জ্যোতিহইতে প্রদীপের আলোকে বিশেষ করিতে পারে, তদ্রূপ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রকৃত লক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে সত্য ও মিথ্যা ধর্ম্মের মীমাংসা অনায়াসে করিতে সমর্থ হইবেন।

অথ সত্য ধর্ম্মের লক্ষণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে একটি বিশেষ ধর্ম্ম দিয়া থাকিবেন, ইহা নাস্তিক ব্যতিরেকে সকলেই স্বীকার করেন; ফলতঃ ঈশ্বরদত্ত ঐ ধর্ম্মেতে এই২ লক্ষণ সুপ্রকাশ হওয়া আবশ্যক। যথা;

প্রথম লক্ষণ। সত্য ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের গুণ ও স্বভাবের বর্ণনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় লক্ষণ। তাহাতে সৃষ্টির বিশেষতঃ মনুষ্যের উৎপত্তি এবং তদুৎপত্তির যে কিছু কারণ বর্ণনা করা যায়, সে পরমেশ্বরের গুণ ও স্বভাব ও মাহাত্ম্যের যোগ্য হইবে।

তৃতীয় লক্ষণ। ঈশ্বর ও মনুষ্যের পরস্পর কীরূপ সম্বন্ধ, তাহাও তাহাতে প্রকাশ পাইবে।

চতুর্থ লক্ষণ। ঐ ধর্ম্মেতে পরমেশ্বরকর্তৃক এতাদৃশ চিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত হইবে যে তদ্রূপ করা মনুষ্যমাত্রেরই অসাধ্য।

প্রথম লক্ষণ। সত্য ধর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের স্বভাব ও গুণ ইত্যাদির বর্ণনা করা যাইবে।

ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে মনুষ্যদের মধ্যে তর্ক বিতর্কদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হয় না, ইহা সত্য বটে;

তথাপি ঈশ্বরেতে কোন২ বিশেষ গুণ আছে, ইহা নাস্তিক ভিন্ন তাবৎ মতাবলম্বিরা স্বীকার করে; এবং যে ধর্ম্মদ্বারা ঐ সকল গুণ প্রকাশ না পায় সে ঈশ্বর-দত্ত নহে, ইহাও সকলেই অঙ্গীকার করে। এইক্ষণে সেই প্রধান গুণ সকল বিশেষ করিয়া লিখিতেছি।

১। **পরমেশ্বর পবিত্র;** ফলতঃ পবিত্রতা তাঁহার আর ২ সকল গুণের শিরোভূষণ স্বরূপ হয়।

২। **পরমেশ্বর ন্যায়কারী;** সুতরাং তিনি পক্ষপাত বিহীন, এই জন্যে প্রত্যেক জনের স্বভাব ও কর্ম্মানুসারে ফল দেন।

৩। **পরমেশ্বর দয়াবান;** অর্থাৎ মনুষ্যেরা পাপী হইলেও তিনি তাঁহাদের মঙ্গলেচ্ছুক হন, কিন্তু দয়া প্রকাশ করণার্থে আপনার পবিত্রতা ও ন্যায় গুণের হানি কদাচ করিবেন না।

৪। **পরমেশ্বর অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ;** এই প্রযুক্ত তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ঘটনা সকল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন; সুতরাং তাঁহার তাবৎ কল্পনা বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, এবং তাহা সাধনার্থে তি-নি সর্ব্বোত্তম উপায় নিয়ত ব্যবহার করেন। ইহা-তে বোধ হয়, মনুষ্যদের পারমার্থিক প্রয়োজনীয় বিষয় প্রথমাবধি এক প্রকার হওয়াতে পরমেশ্বর

তদুপযুক্ত যে পরিত্রাণের উপায় স্থির করিয়াছেন, সেও সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে একই হইবে। মনুষ্য সকল ভবিষ্যদ্ ঘটনার বিষয় অজ্ঞাত, এই প্রযুক্ত তাহাদের রীতি ও ব্যবস্থা সকলের বারম্বার বিনিময় হইয়া থাকে; কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনি সৃষ্টি কালাবধি অবধি মনুষ্যদের অবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের কারণ যে উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন কদাচ সম্ভব হয় না।

৫। পরমেশ্বর সত্যময়; সুতরাং তাঁহার কথা সকলও সত্য, এই জন্যে তাহাদের মধ্যে এক কথা অন্য কথাকে কখন খণ্ডন করিতে পারে না। অতএব পরমেশ্বরদত্ত শাস্ত্র এক হউক কিম্বা অনেক হউক, তথাপি সে সকলের পরস্পর অনৈক্য কদাচ সম্ভবে না। আরও পরমেশ্বর সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রযুক্ত তাঁহার কর্ম্মের সহিত তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধতা হইতে পারে না, বরঞ্চ উভয়ের মৈল অবশ্যই থাকিবে।

৬। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; অর্থাৎ তিনি আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন।

৭। পরমেশ্বর একই আছেন।

৮। পরমেশ্বর নির্ব্বিকার; অর্থাৎ তাঁহার স্বভাব

ও গুণ ও ইচ্ছা এবং মনের কল্পনা ইত্যাদির কখন অন্যথা হয় না।

উক্ত অষ্ট প্রধান গুণ ভিন্ন ঈশ্বরের আর২ যে সকল গুণ আছে, তাহা এইক্ষণে বিশেষ করিয়া লিখনের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, তাবৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন যে ঈশ্বরেতে ঐ সকল গুণ অবশ্যই আছে, এবং যাঁহাতে ঐ সকল গুণ নাই তিনি কদাচ ঈশ্বর হইতে পারেন না, ইহাও সকলে অঙ্গীকার করেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ। সদ্ধর্ম্ম লিখিত জগৎসৃষ্টির বৃত্তান্ত ও মনুষ্যাদি সৃষ্টির হেতু বর্ণনদ্বারা পরমেশ্বরের গুণ ও গৌরব প্রকাশিত হইবে। এই স্থলে উক্ত দুই বিষয় বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। যথা;

১। জগৎ ও মনুষ্যাদির সৃষ্টি কী প্রকারে হইয়াছিল?

২। মনুষ্যদের সৃষ্টিকরণের অভিপ্রায় কী?

তৃতীয় লক্ষণ। ঈশ্বর ও মনুষ্যদের পরস্পর কীদৃশ সম্বন্ধ তাহা সত্য ধর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবে। সেই সম্বন্ধ দুই প্রকার। যথা;

১। মনুষ্যদের সহিত পরমেশ্বরের কী রূপ সম্বন্ধ আছে? তিনি কি তাহাদের সৃষ্টি ও পালন

ও শাসনের কর্ত্তা? যদি তিনি মনুষ্যদের স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তা হন, তবে তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও পাপ পুণ্যের নির্ণয় করণার্থে কোন ব্যবস্থা অবশ্য দিয়া থাকিবেন। সেই ব্যবস্থা কী?

২। **পরমেশ্বরের সহিত মনুষ্যদের কী রূপ সম্বন্ধ আছে?** তাহারা কি তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, এবং তাঁহার নিকটে কি স্ব২ কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে? মনুষ্যেরা যদি এরূপ দায়ী ও পাপী হয়, তবে তাহাদের পাপের ক্ষমা কি হইতে পারিবে? যদি ক্ষমা হইতে পারে, তবে কী রূপে হইবে?

সত্য ধর্ম্ম এ সকল বিষয় মনুষ্যগণকে অবশ্য জ্ঞাত করাইবে, যেন তাহারা আপনাদিগকে ও ঈশ্বরকে এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলকে জানিয়া পরকালে অনন্ত ত্রাণ প্রাপ্ত হয়। আরও এই ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত মনুষ্যদের ব্যবহার্য্য, ইহা এমত সুপ্রকাশ হইবে, যে তাবৎ অপক্ষপাতি ও সত্যান্বেষণকারি ব্যক্তিরা তাহার ঐশ্বরিক উৎপত্তি অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

চতুর্থ লক্ষণ। সত্য ধর্ম্মেতে পরমেশ্বরের এতাদৃশ চিহ্ন থাকিবে যে তদ্রূপ করা কোন মনুষ্যের সাধ্য হইবে না। তাহা হইলে ঐ ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত

ইহা নিশ্চয় রূপে প্রামাণ্য হইবে। পরন্তু ঈশ্বরের স্বভাব ও গুণ সকল অসীম প্রযুক্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যদের বুদ্ধির গোচর হন না; অতএব যদ্রূপ সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের যোগ্য ও মনুষ্যদের হিতজনক অথচ বোধাগম্য নানা কর্ম্ম দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ তাঁহার শাস্ত্রের মধ্যেও কোন২ নিগূঢ় কথা থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কী? অতএব বোধ হয়, সত্যান্বেষণকারি ব্যক্তিরা প্রত্যেকে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ পায়, এতন্নিমিত্তে সেই শাস্ত্রকে কোন বিশেষ মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত করা ঈশ্বরের নিতান্ত আবশ্যক; তাহাতে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে কোন২ স্থানে দুর্জ্ঞেয় কথা থাকিলেও তাহা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দত্ত বটে, ইহা সকলেই জানিতে পারিবে।

আর ঈশ্বরের বাক্য পালন করা সকল মনুষ্যদের কর্ত্তব্য, অতএব ঐ সকল চিহ্ন যেন অনায়াসে দৃষ্টি গোচর হয় এ জন্যে তাহা স্পষ্টরূপে মুদ্রাঙ্কিত করা আবশ্যক। ফলতঃ আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য, এই দুই চিহ্ন ব্যতিরেকে ঐশ্বরীয় শাস্ত্রের আরো স্পষ্ট ও দৃঢ়তর চিহ্ন হওয়া অসাধ্য।

১ চিহ্ন। আশ্চর্য্য ক্রিয়া। স্বয়ং ঈশ্বরকৃত কিম্বা তাঁহার শক্তিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিদ্বারা কৃত বিধা-

তার গতির বিপরীত অথবা বস্তুর স্বভাবাতিরিক্ত যে ঘটনা, তাহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম বলা যায়।

যদ্দ্বারা ঈশ্বরীয় শাস্ত্র প্রামাণ্য হইতে পারে এমত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিশেষ২ চিহ্ন আছে। যথা,

১। উক্ত ধর্ম্মকে সপ্রমাণ করণার্থে ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা যায়।

২। তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করণে সমর্থ, অথচ বিশ্বস্ত কতক গুলি সাক্ষিদের সম্মুখে ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

৩। তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়।

৪। যুক্তি ও তর্কভিন্ন কেবল চাক্ষুষাদি প্রমাণ-দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয়।

৫। এবং তৎকালীন বিজ্ঞ বিপক্ষেরাও তাহা কখন অস্বীকার করে নাই।

আশ্চর্য্য কর্ম্মের আরো কতক চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহা এস্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাও সম্ভব হয়, যে কোন২ সত্য আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে উক্ত পাঁচ চিহ্ন সমূহ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু যদ্দ্বারা ঐশ্বরীয় শাস্ত্র বা ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত হয়, এমত আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে ঐ পাঁচ চিহ্ন অবশ্যই থাকিবে।

২ চিহ্ন। ভবিষ্যদ্বাক্য। ইহাই জ্ঞান সম্বন্ধীয় এক

আশ্চর্য্য কর্ম্ম বটে; তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের পরিণাম-দর্শিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যত্ব এবং জগৎ শাসন কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। ফলতঃ ঈশ্বরীয় শাস্ত্র নিশ্চয় করণার্থে আর২ সকল প্রমাণ অপেক্ষা ভবিষ্যদ্বাক্যরূপ প্র-মাণই দৃঢ় বিশ্বাসজনক হয়; কারণ ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য পুরুষানুক্রমে সিদ্ধ হয়, তাহাতে উত্তরোত্তর কালীন লোকদের নিমিত্তে সে প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ক্রিয়া রূপে নিত্য২ দেখা যায়; এবং সে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে পূর্ব্বকালে যে২ অদ্ভুত কর্ম্ম করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দৃঢ়তর রূপে প্রমাণীকৃত হয়।

অবশেষে নিবেদন করিতেছি, ঐ সকল লক্ষণ-দ্বারা সত্য ধর্ম্মের নির্ণয় ও প্রামাণ্য করা সুসাধ্য; আর যে ধর্ম্মে ঐ সকল লক্ষণ না থাকে সে কদাচ ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে না। অতএব এতদ্দেশে প্রচ-লিত হিন্দু ও মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম এই তিন প্রধান ধর্ম্মকে আমরা পক্ষপাত ত্যাগ পূর্ব্বক সত্যা-কাঙ্ক্ষী হইয়া পরীক্ষা করি। উক্ত তিন ধর্ম্মের মধ্যে প্রায় আর২ সকল ধর্ম্মের সারাংশ পাওয়া যায়। আর যে লক্ষণদ্বারা ঐ ধর্ম্মত্রয় পরীক্ষিত হয় তদ্দ্বারা আর২ ধর্ম্মেরও পরীক্ষা হইতে পারে।

কিন্তু এস্থানে স্মরণ করা উচিত যে আমরা উক্ত

ধর্ম্মাবলম্বি লোকদের দোষাদোষ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল তত্তদ্ধর্ম্মেরই পরিচয় লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেননা কোন ধর্ম্মেরই সত্যাসত্যতা তদবলম্বি লোকদের আচরণদ্বারা প্রকাশ না হইয়া তাহার নিজ গুণদ্বারাই জানা যায়।

অতএব আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, উক্ত তিন ধর্ম্ম সকলই সত্য কি সকলই মিথ্যা? অথবা ঐ তিনের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোন্‌টি বা মিথ্যা? তাহারা প্রত্যেকে স্ব২ ঐশ্বরীয় উৎপত্তি জানায় বটে; কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিতে গেলে এক ভিন্ন অন্য দুই ধর্ম্ম স্বীয় ঐশ্বরিক উৎপত্তি সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। এইক্ষণে আমরা যথাসাধ্য পক্ষপাত বিহীন হইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের পরীক্ষা লইতে যত্নবান হই। এতন্নিমিত্তে আমরা ধার্ম্মিক সর্ব্বপালনকর্ত্তা ও দয়াবান প্রার্থনা শ্রবণকারি পরমেশ্বর সন্নিধানে যাচ্ঞা করি, তিনি যেন আমাদের মনোরূপ চক্ষুঃ প্রসন্ন করিয়া এই চেষ্টা সফল করেন; তাহাতেই আমরা উক্ত তিন মতের মধ্যে সত্য ধর্ম্মের উদ্দেশ পাইয়া তাহা এমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিব যে পাঠক মহাশয়েরাও আনন্দপূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিবেন।

পুনশ্চ হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি পাঠক মহাশয়দিগকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, আপনকারা এমত বোধ করিবেন না যে আমরা কেবল বাদ বিতণ্ডা করিবার নিমিত্তে এই পুস্তক লিখিয়াছি; বরঞ্চ প্রেমভাবে সকলের হিতার্থে তাহা রচিত হইয়াছে, ইহা জানিবেন। অতএব ইহার মধ্যে পাঠক মহাশয়দের দুঃখজনক কোন কথা যদি থাকে, তবে লেখকদিগের সদভিপ্রায়ানুরোধে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।

আরো নিবেদন করিতেছি, কোন মহাশয় এই পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া যেন তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবর্ত্ত না হন; বরঞ্চ ঈশ্বরের প্রতি সভীত হইয়া এই পুস্তকের আনুপূর্ব্বিক সকল কথা আলোচনা করিয়া সদ্বিবেচকের ন্যায় তাহার গুণাগুণ নির্ধার্য্য করিবেন।

পরমেশ্বর সকল মনুষ্যদের প্রতি এমত অনুগ্রহ করুন, যে তাহারা তাবৎ মিথ্যা ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক তৎকৃত সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে; কেননা তন্নিরূপিত পথ ভিন্ন অন্য পথদ্বারা কোন মনুষ্য তাঁহার নিকটে কদাপি পৌঁছিতে পারিবে না। ঈশ্বরের মহিমা সর্ব্বদা হউক! তথাস্তু।

(*Examination of Hinduism.*)

পূর্ব্বলিখিত লক্ষণদ্বারা

হিন্দু ধর্ম্মের পরীক্ষা।

প্রথম খণ্ড।

হিন্দুশাস্ত্র লিখিত

ঈশ্বরের গুণবিষয়ক বিচার।

হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থ চারি বেদ ও চারি উপবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ এবং চারি উপাঙ্গ; তন্মধ্যে চারি বেদ ও ষড় দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ প্রসিদ্ধরূপে চলিত আছে। অতএব ঈশ্বর ও জগৎসৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ক সেই শাস্ত্রীয় বাক্য সকলকে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বারা এইক্ষণে পরীক্ষা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে উক্ত শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বর দুই প্রকার অবস্থাতে আবির্ভূত হন; এক নির্গুণ, দ্বিতীয় সগুণ। নির্গুণ শব্দের অর্থ এই, যাঁহাতে কোন গুণের সম্বন্ধ নাই। পরমেশ্বর সৃষ্টির অবর্ত্তমানে নির্গুণ হন, অতএব সেই অবস্থায় তাঁহাকে কোন রূপে বর্ণনা করা যায় না; ফলতঃ নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় সে সময়ে তাঁহাকে পবিত্র কিম্বা অপবিত্র, সত্য বা মিথ্যা, পরাক্রমী বা দুর্ব্বল,

সজ্ঞান বা অজ্ঞান ইত্যাদি কিছু বলা যায় না। কারণ তিনি নিতান্ত গুণ রহিত, তন্নিমিত্তেই তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়; অর্থাৎ তিনি পুংলিঙ্গও নহেন, এবং স্ত্রীলিঙ্গও নহেন, কিন্তু ক্লীব লিঙ্গ হন।

উক্ত শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে পরমেশ্বর সৃষ্টি রচনায় ইচ্ছুক হইলে সগুণ অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট হন। তৎকালে মায়া তাঁহার অন্তরে আবির্ভাব হয়, তাহাতে তিনি অহঙ্কারবিশিষ্ট হন; পরে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ তাঁহাতে উৎপন্ন হইলে জগৎসৃষ্টি হয়। তখন তিনি তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হন, যেমন বেদে লিখিত আছে, পরমেশ্বর সৃষ্টি সময়ে কহেন, যথা;

একোঽহং, বহু স্যাং;

অর্থাৎ "আমি এক আছি, অনেক হই।"

পুনর্ব্বার সামবেদেয় আরণ্যক গানেতে লিখে; "পরমেশ্বর আপনি কৃষক হইয়া ভূমিতে চাস করত বীজ বপন করেন, আর জল হইয়া তাহাতে সেচেন, পরে অন্নাদিরূপে পরিণত হইয়া তাবৎ লোকের উদর পরিপূর্ণ করেন; সত্য মিথ্যা সকলই তাঁহাহইতে হয়।"

অথর্ব্ব বেদীয় মণ্ডুকোপনিষদে এবং যজুর্ব্বেদের কঠোপনিষদ্ ইত্যাদি অন্য বেদ সকলের নানা স্থানে বর্ণিত আছে, যথা;

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
বিদিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃত্তাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষঃ সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা ইত্যাদি॥

অর্থাৎ "অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দশ দিক্ তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, সংসার তাঁহার বুদ্ধি, পৃথিবী তাঁহার চরণ; তিনি সকল সৃষ্টির আত্মাস্বরূপ। আর তিনি আপনি সকল হন, পাপ পুণ্যের প্রতিফল দাতা ও ভোক্তা তিনিই। পরমেশ্বর দেবতা ও মনুষ্য ও হোম ও বলিদান প্রভৃতি সকলেতে বাস করিতেছেন। তিনি আকাশ পথে গমন করেন, ও জলমধ্যে মৎস্যরূপে উৎপন্ন হন, ও ভূমিতে তৃণ হইয়া জন্মেন, ও স্রোত হইয়া পর্ব্বতহইতে বহেন; হোম ও বলিদানের অঙ্গ তিনিই হন, তথাপি তিনি মহা পবিত্র এবং মহান্।"

পুনরায় বেদে কহিয়াছে, যথা,

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপোব্রহ্ম পরমৃতং।

অর্থাৎ "এই জগৎ ও কর্ম্ম ও তপস্যা ও ব্রহ্ম ইত্যাদি সকলই সেই পুরুষ।"

পুনর্ব্বার কহিয়াছে, যথা,

প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈ র্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদঃ।

অর্থাৎ "এই প্রাণবায়ু সকল ভূতেতে দেদীপ্যমান

আছে, বিদ্বান্ লোকেরা ইহা জ্ঞাত হইয়া এ বিষয়ে বি-বাদ করেন না।"

আর বশিষ্ঠ মুনিও কহিয়াছেন, যথা,

এতস্মাৎ সর্ব্বগাৎ দেবাৎ সর্ব্বশক্তে র্মহাত্মনঃ।
বিভাগকল্পনা শক্তি র্লহরীবোত্থিতাম্ভসঃ॥

অর্থাৎ "সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা যে ঈশ্বর, তাঁহাহইতে বিভাগযোগ্যা এক শক্তি নির্গতা হয়, যাদৃশ সমুদ্রহইতে তরঙ্গ।"

পুনরায় বেদে লিখে, যথা,

একোদেবঃ সর্ব্বভূতানামন্তরাত্মা।

অর্থাৎ "এক দেব সকল প্রাণির অন্তরে আত্মাস্বরূপ হইয়া আছেন।"

আর দেবদাসও কহিয়াছেন, যথা,

এক এব তথা জীবেশ্বরঃ ব্রহ্মেতি একমেব বস্তু।

"জীব ও ঈশ্বর এক, অর্থাৎ সকল বস্তুই ব্রহ্ম হন।"

এ বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রহইতে আর২ প্রমাণোল্লেখ করণের প্রয়োজন নাই, কারণ বেদ ও দর্শন শাস্ত্র ও পুরাণ সকলের ফলিতার্থ এই, যথা,

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

অর্থাৎ "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

উক্ত সকল শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরের নির্গুণ অবস্থার কিছু বর্ণনা হইতে পারে না। আর তিনি সগুণ হইয়া জীবময় হন; অতএব তৎকালে তাঁহাতে কী২ গুণ বর্ত্তে, ইহা পশ্চাল্লিখিত আট অধ্যায়ের মধ্যে নির্ণয় করা যাইবে।

---

১ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের পবিত্রতার বিষয়।

হিন্দু শাস্ত্রের অনেক২ স্থানে লেখা আছে যে পরমেশ্বর পবিত্র; যথা, উপরি লিখিত উপনিষদের বচন পরমেশ্বরের পবিত্রতা দর্শায়। তিনি যদি কেবল সগুণাবস্থাতে জ্ঞেয় হন, তবে আমাদের এই বিচার করা কর্ত্তব্য যে সেই অবস্থাতে পবিত্ররূপে জ্ঞেয় হন কি না।

ঈশ্বর ঐ সকল শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন প্রধান দেবতারূপে আবির্ভাব হন। ভাল, ঐ তিন দেবতাতে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনি আপনাকে পবিত্ররূপে প্রকাশ করেন, কি না? সুতরাং ইহাঁদের মধ্যে থাকিয়া যদি তিনি পবিত্ররূপে প্রকাশ না পান, তবে কিসেতে প্রকাশিত হইবেন?

এই তিন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এবিষয়ে

হিন্দুশাস্ত্রে বড় বাদানুবাদ হয়; পরন্তু অনেকেই ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ বলে, এ জন্যে প্রথমে তাঁহার পরীক্ষা করিয়া পরে বিষ্ণু ও শিবের বিষয় বিবেচনা করিব।

১। ব্রহ্মা কি পবিত্র হন?

দেখ, চণ্ডীমাহাত্ম্য লেখে, ব্রহ্মার মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, কারণ তাঁহাতে রজোগুণের আধিক্য আছে। পুরাণেতে লেখা আছে, ব্রহ্মা সর্ব্বদা মদিরা পান করিতেন; তাহাতে এক দিবস তিনি মত্ত হইয়া আপন কন্যার প্রতি কামদৃষ্টি করিলেন। আর মৎস্য পুরাণে লেখে, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যাকে আপনার পত্নী করিয়া দেব পরিমাণের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিলেন, পরে আপন পুত্র স্বায়ম্ভুবের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। এই কথার প্রমাণ লিঙ্গ পুরাণে ও বায়ু পুরাণে ও মৎস্য পুরাণে আর মনুস্মৃতির টীকাতে এবং বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের সপ্তমাধ্যায়ে লেখা আছে। আরো লেখে; ঐ অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহার মস্তক ছেদন হইল। আর হরপার্ব্বতীর বিবাহে ব্রহ্মা সকলের নিকটে নির্লজ্জরূপে স্বীয় কাম দর্শাইলেন। অন্য পুরাণে লেখা আছে, তিনি আপন কুকর্ম্মপ্রযুক্ত শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার

পূজা সর্ব্বত্র রহিত হইয়াছে। সাংখ্যসারে লিখিত আছে, যে ব্রহ্মলোক অপবিত্র, এবং তন্নিবাসি ব্যক্তিরাও অপবিত্র, কেনন৷ তাহারা মৃত্যুর এবং সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের অধীনে আছে। এই সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে কে ব্রহ্মাকে পবিত্র বলিতে পারে?

২। বিষ্ণু কি পবিত্র?

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, বিষ্ণু আপনি জলন্ধর দৈত্যের রূপ ধারণ করিয়া ছলক্রমে তাহার স্ত্রীর সহিত সঙ্গ করিলেন। পুনশ্চ তিনি এক পতিব্রতা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে বৃক্ষরূপী হইলেন। আর এক সময়ে অসুরগণকে ভুলাইবার নিমিত্তে তিনি এক জন সুন্দরী স্ত্রীর বেশ ধারণ করিলেন, এবং মোহিনী রূপে মহাদেবকে ভুলাইলেন।

৩। শিব কি পবিত্র?

লিখিত আছে, তিনি আপন বিবাহোপলক্ষে নগ্ন হইয়া বৃষ আরোহণ করত নিজ স্ত্রী পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া কামরূপে প্রস্থান করিলেন। শিবপুর নামক গ্রামে এক বেশ্যা ছিল; মহাদেব ভিক্ষা যাত্রা করিতে২ সেই বেশ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার সহিত কুকর্ম্ম করি-

লেন; তন্নিমিত্তে পার্ব্বতী বড় ক্রোধান্বিতা হইয়া আপন স্বামী মহাদেবকে নানা প্রকার কটু বাক্য কহিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। আর এক সময়ে মহাদেব মায়ারূপী মোহিনীকে বলিলেন, যদি আমি তোমাতে একবার উপগত হই, তবে আপনার সমস্ত তপস্যার ফল তোমাকে দিব। পুনশ্চ তিনি এক সময় অত্রি মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন। লেখা আছে যে ঐ মুনির শাপদ্বারা শিবের পুরুষচিহ্ন পতিত হইল।

আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতার নিম্ন লিখিত কথা হিন্দুলোকেতে বিদিত আছে; যে অত্রি মুনির স্ত্রী অনসূয়া সকল স্ত্রীলোক হইতে বড় পতিব্রতা ছিল, অতএব তাঁহাকে ব্যভিচারিণী করিবার কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া তাহার দ্বারে গিয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিলেন। যখন অনসূয়া দ্বারে আসিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতে লাগিল, তখন তাঁহারা কহিলেন, আমরা এ ভিক্ষা গ্রহণ করিব না। আমরা ক্ষুধিত আছি; যদি তুমি আমাদিগকে ঘরে লইয়া গিয়া উলঙ্গা হইয়া ভোজন করাও, তবে আমরা থাকি, নতুবা চলিয়া যাই। তখন অনসূয়া আপন পতির নিকটে যাইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত কহিল; পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে আপন গৃহমধ্যে লইয়া গেল। তাঁহারা

খাইতে বসিলে অনসূয়া ঐ তিন জনার উপরে জল ছি-টাইয়া দিল; তাহাতে তাঁহারা ছোট২ বালক হইয়া গেলেন, এবং লজ্জাপ্রযুক্ত, মাথা হেঁট করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। আহার সাঙ্গ হইলে পর অনসূয়া তাঁহাদিগকে লইয়া খাটে শোওয়াইল। নারদ মুনি এই সমাচার শুনিয়া তাঁহাদের স্ত্রীগণের নিকটে যাইয়া কহি-লেন; তাহাতে তাহারা ত্রস্তা হইয়া উঠিল, এবং শীঘ্র অনসূয়ার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া আপন২ স্বামির নিমিত্তে গদ২ স্বরে তাহাকে বিনতি করিতে লাগিল। সে তাহাদিগ-কে কহিল, তোমরা আপন২ পতিকে চিনিয়া লইয়া যাও।

এই সকল কথা বিচার করিলে জানা যায় যে পর-মেশ্বর হিন্দুধর্ম্মের রীতি ও শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ হইয়া পবিত্ররূপে প্রকাশ হন নাই। আর এই গুণের বিষয়ে অধিক পরীক্ষা করা নিষ্প্রয়ো-জন; কেননা যাঁহারা সকলহইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং সকলের সৃজনকর্ত্তা রূপে মান্য হন, ইহাঁ-রা যদি পবিত্র নহেন, তবে আর কোন্ দেব-তাকে পবিত্র জানা যাইবে? যখন রাজা এমত দুষ্ট, তখন প্রজা সকল কেমন হইবে? কিন্তু ইহাতে যেন কেহ সন্দেহ না করে এই কারণ শাস্ত্রে লিখিত নয় অবতারের মধ্যে যে দুই প্রধান অবতার আছে, তাঁহাদেরও কিছু বর্ণনা করিব।

৪। রাম কি পবিত্র?

দশরথ রাজার পুত্র রাম প্রধান অবতারের মধ্যে গণিত হইতেছেন। তাঁহার বিষয়ে বাল্মীক রামায়ণে লেখা আছে যে নারদ মুনির শাপপ্রযুক্ত তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। ফলতঃ তিনি যুদ্ধ করাতে ও ব্রাহ্মণকে মারাতে এবং রাবণকর্ত্তৃক হৃতা আপনার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করাতে এমত অপবিত্র হইলেন, যে অযোধ্যার লোকদের সহিত তাঁহার ভোজন পান করা রহিত হইল; এই কারণ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। অতএব রাম পবিত্র নহেন।

৫। কৃষ্ণ কি পবিত্র?

অনেক শাস্ত্রে কৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্মের অবতার ও স্বয়ং বিষ্ণু বলে। দেখ, তাঁহার বিষয়ে লেখা আছে, যে তিনি গোকুলের স্ত্রীগণের পতি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের সহিত সঙ্গম করিতেন।

গোপীনামধরসুধারসস্য পানৈ
রুত্তুঙ্গ স্তনকলসোপগূহনৈশ্চ।
আশ্চর্য্যৈরপি রতিবিভ্রমৈ র্মুরারেঃ
সংসারে মতিরভবৎ প্রহর্ষিণীহ॥

অর্থাৎ "গোপীগণের অধর সুধারসকে পান, আর উত্তুঙ্গ স্তনকলসের আলিঙ্গন, এবং রতিকেলির অদ্ভুত

বিলাস করিয়া এই সংসারে মুরারির মন বড় হর্ষিত হইয়াছিল।”

আরো লেখে যথা ;

গোবিন্দো বল্লবীনামধররসসুধাং প্রাপ্য সুরসাং ইত্যাদি।

অর্থাৎ “গোবিন্দ গোপীগণের অধরামৃতকে পাইলেন।” যখন সকল ব্রজবালিকা একত্রে হইয়া যমুনাতে স্নান করিতে গেল, তখন কৃষ্ণ তাহাদের বস্ত্র হরণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে উঠিলেন, আর তাহাদিগকে জলের বাহিরে আসিয়া উলঙ্গা হইয়া আপনার অগ্রে দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিলেন। ইহার অধিক বর্ণন করিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কেননা সেখানকার লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত ঐ বৃক্ষের আদর করিয়া যাত্রিকদিগকে তাহা দেখায়। আরও লেখা আছে, দণ্ডী রাজার যে ঘোটকী রাত্রি-কালে সুন্দরী স্ত্রী হইত, কৃষ্ণ তাহাকে লইবার নিমিত্তে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু লইতে পারিলেন না। তিনি আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধাকে প্রেম করিয়া কী রূপে বাহির করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে। আর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কৃষ্ণের জন্মখণ্ডে লেখা আছে, যে ঐ রাধার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত তিনি অবতার হইয়াছিলেন।

অতএব এই সকল কথা ভিন্ন অন্য শাস্ত্রহইতে আর২ প্রমাণ সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কেননা ইহাদ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে

হিন্দুগণের মতানুসারে পরমেশ্বর পবিত্র নহেন। পরন্তু তাহারা যে কথা কহিয়া থাকে, যথা,

তেজীয়সাং ন দোষায়; অর্থাৎ "তেজস্বি ব্যক্তিদের কিছু দোষ নাই," তাহার উত্তর পরে দিব।

---

২ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের ন্যায্যের বিষয়।

পরমেশ্বর ন্যায়কারী হন। (৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

অতএব এখন আমরা এই গুণদ্বারা ঐ সকল দেবগণের পরীক্ষা করি।

১। ব্রহ্মা কি ন্যায়কারী?

ভাগবতের দশম স্কন্ধে লেখা আছে, যখন কৃষ্ণ বনেতে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা আসিয়া গোরু ও বৎস সকল চুরি করিয়া লইয়া গেলেন।

২। বিষ্ণু কি ন্যায়কারী?

বিষ্ণুর বিষয়ে লেখা আছে যে তিনি সমুদ্র মন্থন করিবার সময়ে অসুরগণের সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে তাহাদিগকে অমৃত দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন এক জন অসুরকে অমৃত পান করিতে দেখিলেন, তখন চক্রদ্বারা তাহার

মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে মৃত্যুর রসরূপ ঘোল তাহাকে পান করাইলেন। আর মৎস্যপুরাণে লেখা আছে, ভৃগুমুনির স্ত্রীর তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্তে বিষ্ণু তাহারও মস্তক ছেদন করিলেন; তৎপ্রযুক্ত ভৃগু তাঁহাকে পৃথিবীতে তিনবার জন্মগ্রহণ করিতে শাপ দিলেন।

৩। শিব কি ন্যায়কারী?

লেখা আছে, যখন মহাদেবের সন্তানগণ ক্ষুধায় মরিতেছিল, তখনও তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া বেশ্যাগণের সহিত সংসর্গ করিতে গেলেন। পুনশ্চ যখন শনি বিনা অপরাধে শিবের পুত্র গণেশের মস্তক ভস্ম করিলেন, তখন তিনি তাঁহার কিছু সহায়তা করিলেন না, আর শনিকেও ন্যায় দণ্ড দিলেন না। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্বে লেখা আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সঙ্গি সেনাগণ যুদ্ধে বাঁচিয়া তাম্বুতে ফিরিয়া আইলে, মহাদেব তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া তাবৎ রাত্রি তাঁহাদের রক্ষক হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা নামে দুর্য্যোধনের এক জন সৈন্য মহাদেবের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে লওয়াইয়া বশ করিলে তিনি ঐ সেনাগণকে মারিতে

দিলেন; তাহা কেবল নয়, তন্নিমিত্তে আপন অস্ত্রও অশ্বত্থামাকে দিলেন।

৪। রাম কি ন্যায়কারী?

রামের বিষয়ে লেখা আছে, তিনি বিনা অপ-রাধে বালি রাজাকে বধ করিলেন, এবং তাহার রাজ্য লইয়া তাহার ভ্রাতা সুগ্রীবকে দিলেন। আরও লিখিত আছে, তিনি আপন মন্দিরে কাল পুরুষের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি আইলে দ্বারপাল লক্ষ্মণ তাঁ-হাকে ভিতরে যাইতে দিলেন; এই নিমিত্তে রাম ক্রোধিত হইয়া আপন ভাইকে ত্যাগ করিলেন। ইহাতে লক্ষ্মণ অতিশয় শোকাকুল হওত সরযু নদীতে যাইয়া ডুবিয়া মরিলেন; পরে রামও সেই প্রকারে আপন প্রাণকে নষ্ট করিলেন।

৫। কৃষ্ণ কি ন্যায়কারী?

যদি ন্যায্য গুণ কৃষ্ণেতে অনুসন্ধান করি, তবে তাহা পাওয়া আরও দুষ্কর হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, তিনি বাল্যকালে বারম্বার গোপীগণের দুগ্ধ দধি মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। পুনশ্চ যখন তিনি আপন মাতুল কংসকে বধ করিবার নিমিত্তে মথুরাতে যাইতেছিলেন, তখন পথের

মধ্যে রাজার রজকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহার নিকটে রাজবস্ত্র যাজ্ঞা করিলেন। রজক তাহা দিতে অস্বীকার করিলে কৃষ্ণ তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া কাহারোহইতে ফুলের মালা ও কাহাহইতে চন্দন কাড়িয়া লইয়া আপনাকে আর নিজ ভাই বলরামকে ভালরূপে সাজাইলেন, পরে যাইয়া কংস রাজাকে বধ করিলেন। আরও লেখা আছে, তিনি আপন ভাবঙ্ক বংশের নাশক হইলেন; ফলতঃ তাহারা যেন প্রভাসে মরিয়া মুক্তি না পায়, এই জন্যে তিনি তাহাদিগকে সেখানে পাঠাইলেন। ইহা বিষ্ণু পুরাণের ৫ অংশে ৩৭ অধ্যায়ের টীকাতে দেখ; আর ভাগবত ও মহাভারতের মধ্যেও এই কথা লেখা আছে। ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, যে "পাপের কারণ মনুষ্যদিগকে এই সংসারে বারম্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আর তাহারা ইহজন্মেতে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের দণ্ড ভোগ করে।" সুতরাং মনুষ্যেরা সে সকল পাপের বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে, তবে তৎপ্রযুক্ত দণ্ড দেওয়া কি ন্যায় বিচার হয়? পুনশ্চ কহেন, "যদ্যপি কোন ব্যক্তি

শীতকালের কৃষ্ণপক্ষেতে মরে, তবে সে সুকর্ম্মী হইলেও পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু যে কোন ব্যক্তি গ্রীষ্মের শুক্লপক্ষেতে মরে, সে দুষ্ট হইলেও মোক্ষপদ পাইবে।” এমত ন্যায়ের প্রতি ধিক্।

অতএব হিন্দুদিগের মতানুসারে পরমেশ্বর যে ন্যায়কারী, ইহা ঠাহরাইতে পারা যায় না।

---

৩ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের দয়ার বিষয়।

পরমেশ্বর দয়ালু হন। (৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

এই ক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ব্রহ্মাদি দেবগণের ক্রিয়াতে ও কথাতে এই গুণ প্রকাশ পায় কি না?

১। ব্রহ্মা কি দয়াবান্?

ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি কর্ত্তারূপে বিখ্যাত হন: অতএব তিনি যদি স্রষ্টা বটেন, তবে সংসারের প্রতি তাঁহার দয়া প্রকাশ করা উচিত হয়। কিন্তু কোন শাস্ত্রে বা পুরাণে তাঁহার এই গুণের চিহ্নও পাওয়া যায় না। বরঞ্চ সর্ব্বত্র লেখা আছে, তিনি স্বার্থপর হইয়া নানা কুকর্ম্মেতে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন। ইহাতে তিনি আপনার রজোগুণ দর্শাইলেন।

২। বিষ্ণু কি দয়াবান্?

বিষ্ণুকে জগতের পালনকর্ত্তা বলা যায়। কিন্তু আলোচনা করিলে জানা যাইতেছে, যে তিনি কেবল দেবতা এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, আর কাহারো নহেন। দেখ, বিষ্ণু দীনহীন পাপিদিগের বাঁচিবার নিমিত্তে কিছু উপায় করিলেন না, বরঞ্চ ইহাই কহিতেন, "যে ব্যক্তি যেমত কর্ম্ম করিবে, সে সেই মত ফল পাইবে।" আর তিনি তাহাদিগকে সেই দুর্দ্দশাতে ছাড়িয়া গেলেন। পুনশ্চ পূর্ব্বোক্ত যে অসুর তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে অমৃত পান করিতে গেল, বিষ্ণু নির্দ্দয়রূপে তাহার প্রাণ নষ্ট করিলেন।

৩। শিব কি দয়াবান্?

শিব জগতের সংহারকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হন; তাঁহাতে দয়া কী প্রকারে ঠাহরান যাইবে? বরঞ্চ তাঁহার নির্দ্দয়তা তাঁহার তাবৎ চরিত্রদ্বারা প্রকাশ পায়। দেখ, তিনি আপন সন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ না করিয়া ক্ষুধায় মারিলেন। আর তাঁহার পুত্র গণেশের মস্তক শনির দৃষ্টিদ্বারা ভস্ম হইলে তিনি তাঁহার কিছু সহায়তা করিলেন না। পুনশ্চ, পদ্মপুরাণে লেখা আছে, যে শিব আপনি

আপনার পুত্রের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন। তবে বল দেখি, তাঁহার দয়া কোথা?

৪। রাম কি দয়াবান্?

সর্ব্বত্র লেখা আছে, যে রাম ও কৃষ্ণ পাপিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে আইসেন নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে বধ করিবার কারণ আসিয়াছিলেন। রাম যখন বিনা অপরাধে বালিকে মারিলেন, এবং আপন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার দয়া কোথায় রহিল? পুনশ্চ, যখন ৩৩ কোটী দেবগণ লঙ্কাদ্বীপে বদ্ধ ছিল, তখন রাম তাহাদের প্রতি কিছু দয়া করিলেন না; পরে রাবণ তাঁহার স্ত্রী সীতাকে হরণ করিয়া তথায় রাখিলে রাম তদনুরোধে যাইয়া সীতা সুদ্ধ সকলকে উদ্ধার করিলেন।

---

* পুরাণেতে লেখা আছে, শনি ধ্যান তপস্যাতে এমত মনোযোগী ছিলেন, যে আপন স্ত্রীর সহিত কিছু প্রয়োজন রাখিতেন না। এক দিবস সে রমণেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকটে গেল, কিন্তু শনি তাহার প্রতি দৃষ্টিও করিলেন না; তাহাতে সে ক্রোধিতা হইয়া তাঁহাকে এই শাপ দিল; 'যাও, তুমি যাহার প্রতি প্রথমে দৃষ্টি করিবা তাহার মস্তক ভস্ম হইয়া যাউক!' দৈবক্রমে শিবের পুত্র গণেশ প্রথমে সম্মুখে আইলে শনি তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মস্তক ভস্ম হইয়া গেল।

৫। কৃষ্ণ কি দয়াবান্?

কৃষ্ণের বিষয়ে লেখা আছে যে তিনি কংস রাজার ধোবাকে বিনা অপরাধে বধ করিলেন; আর মহাভারতে যে ভারি যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহার কারণ কেবল তিনিই ছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি লক্ষ২ মনুষ্যকে কাটাইয়া কত দেশের সর্ব্বনাশ করাইলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেতে যখন কর্ণের রথের চাকা চোরা বালিতে বসিয়া গেল, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে মারিতে মনস্থ করিলে কর্ণ চেঁচাইয়া কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! এমত আর্ত্ত সময়ে প্রাণে মারা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।" ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া কর্ণকে বধ করাইলেন। আরও তিনি আপন মামাত ভাই শিশুপালকে কেবল গালি দেওন প্রযুক্ত বধ করিলেন; এবং আপন তাবৎ কুটুম্বের মুক্তির প্রতিবন্ধক হইয়া তাহাদের বিনষ্ট হইবার কারণ হইলেন। অতএব জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেহই কৃষ্ণকে দয়ালু করিয়া বুঝিবে না।

উক্ত সকল কথা সত্য হইলে পরমেশ্বর যে দয়াবান্ ইহা হিন্দুধর্ম্মানুসারে প্রামাণ্য হয় না।

৪ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার বিষয়।

পরমেশ্বর অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ আছেন। পরন্তু ত্রিদেব, এবং রামকৃষ্ণের ক্রিয়াদ্বারা জানা যাইতেছে যে এই গুণও, তাঁহাদিগেতেও নাই। তাহা বিশেষরূপে বর্ণনার কিছু আবশ্যক হয় না, কিন্তু হিন্দুগণকে বুঝাইবার নিমিত্তে এতদ্বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

১। ত্রিদেব কি সর্ব্বজ্ঞ?

দেখ, স্কন্দ পুরাণেতে লেখা আছে, যখন মুনির শাপে শিবের পুরুষ চিহ্ন খসিয়া পড়িল, তখন সে এমত বাড়িয়া উঠিল যে তাবৎ পৃথিবী আর আকাশকে পরিপূর্ণ করিল; তাহাতে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও, তাহার সীমাকে জানিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহাদের এক জন পাতালে আর এক জন আকাশে গিয়াও কেহই তাহার অন্ত পাইলেন না। ঐ পুরাণের অন্য স্থানে লেখা আছে, যে সমুদ্র মন্থন সময়ে যখন এক জন অসুর অমৃত পান করিতেছিল, তখন যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্র বিষ্ণুকে তাহার সমাচার না দিল, সেই পর্য্যন্ত

তিনি তাহা জানিলেন না। পুনশ্চ লেখা আছে, যে মহাপ্রলয়ের সময়ে বেদ সকল জলেতে ডুবিয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্মা তাহা না দেখিয়া সৃষ্টিকে সৃজন করিতে পারিলেন না; এই নিমিত্তে বিষ্ণু মৎস্য অবতার হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে পর তাহার উদ্দেশ পাইলেন, পরে সৃষ্টিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল। পুনশ্চ, শিবের বিষয়ে লেখা আছে, তিনি কামান্ধ হইয়া বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইলেন। এমত২ কথাদ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে, যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব অন্তর্যামী আর সর্ব্বজ্ঞানী কখন হইতে পারেন না।

পুনশ্চ ত্রিদেবকে অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কী প্রকারে ঠাহরান যায়? তাঁহাদের মধ্যে কেহ মাতাল, কেহ বা হত্যাকারী ও চোর হইলেন; আর তিন জনই কাম ক্রোধ লোভ মোহেতে আসক্ত হইয়া কেহ আপনার কুটুম্বের পুত্রী আর কেহ বা অন্য লোকদের স্ত্রীগণের সহিত ব্যভিচারাদি কুকর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানী হইতেন। এমত ব্যক্তিরা যে সর্ব্বজ্ঞ এবং অন্তর্যামী, ইহা নিতান্তই অসম্ভব কথা।

কথিত আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, অথবা তাঁ-

হাদের ভক্তগণকর্ত্তৃক বেদ শাস্ত্র ও পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ অনেকে কহে, ব্রহ্মা আপন চারি মুখহইতে চারি বেদ প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তকে স্বর্গ ও পৃথিবী এবং স্থাবরাদি সৃষ্ট বস্তুর যথার্থ অবস্থার বিরুদ্ধে অনেক কথা আছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সে সকলের কর্ত্তা নহেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার বর্ণন বিস্তারিত রূপে করা যাইবে।

২। রাম ও কৃষ্ণ কি সর্ব্বজ্ঞ?

রামেতেও এই গুণ পাওয়া যায় না। দেখ, বাল্মীকি রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডে লেখা আছে, তিনি যখন দণ্ডকারণ্যেতে গেলেন, তখন অগস্ত মুনির আশ্রম কোথায় ইহা আপনি জানিতে পারেন নাই, এই নিমিত্তে সুতক্ষ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনশ্চ যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহাকে কে বা কোথায় লইয়া গিয়াছে, ইহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। শেষে হনুমান আসিয়া তাঁহাকে সীতার সমাচার দিলে তিনি আপন স্ত্রীর সচ্চরিত্র বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সীতা আপন সতীত্ব

রক্ষা করিয়াছে কি না। পরে যখন রাবণের সহিত সংগ্রাম হইতেছিল, তখন তিনি আপনি কিছু জ্ঞাত না হইয়া হনুমান আর অঙ্গদাদি চরদ্বারা সকল সমাচার পাইতেন। রাবণ মরিয়া গেলে তাহার স্ত্রী মন্দোদরী রোদন করিতে২ রামের নিকটে আইল; তাহাতে তিনি তাহার বৃত্তান্ত না জানিয়া তাহাকে বর দিয়া কহিলেন, "যাও! তোমার আইয়ত সদা থাকিবে।" এই সকল কথা রামায়ণে লেখা আছে।

কৃষ্ণেরও সর্ব্বজ্ঞ হওয়া শাস্ত্রদ্বারা প্রামাণ্য হইতে পারে না। লিখিত আছে, এক সময়ে সাল রাজা তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কহিল, আমি তোমার পিতা বসুদেবকে বন্দিগৃহে ফেলিয়া রাখিয়াছি। এই কথা শ্রুতমাত্র তিনি শোকপূর্ব্বক বিলাপ করিয়া বড় রোদন করিতে লাগিলেন। এখন বিচার করা আবশ্যক, কৃষ্ণ যদি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী হইতেন, তবে তাঁহার এমত ভ্রম কেন হইল? আর কেন মিথ্যা বিলাপ করত রোদন করিলেন? অবশেষে মহাভারতে লেখা আছে, কৃষ্ণ আপনি অজ্ঞাতসারে জরা ব্যাধের বিষাক্ত বাণদ্বারা হত হইলেন।

৫ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সত্যতার বিষয়।

পরমেশ্বর সত্যবাদী হন। (৫ পৃষ্ঠা দেখ।)

বিচার করিতে গেলে সত্যগুণ ত্রিদেবেতে আর দুই প্রধান অবতারেতে প্রাপ্ত হইবে না।

১। ব্রহ্মা কি সত্যবাদী?

যখন ব্রহ্মা আর বিষ্ণু শিবলিঙ্গের অন্ত অনুসন্ধানে গিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া আপনার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে কামধেনু আর কেতকীকে লওয়াইলেন; এবং আপনিও তিনবার এই মিথ্যা কথা বলিলেন, "আমি শিবলিঙ্গের অন্ত পাইয়াছি।" এই অসত্য কথা হেতু দেবতা সকলে তাঁহাকে শাপ দিলেন; আর বামনপুরাণে লেখা আছে, ঐ অপরাধ প্রযুক্ত সংসারহইতে তাঁহার পূজা রহিত হইল।

২। বিষ্ণু কি সত্যবাদী?

বিষ্ণু এবং উদ্দালক ঋষি উভয়ে লক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত হইলে বিষ্ণু ছলনা করিয়া ঋষির বিবাহ অলক্ষ্মীর সহিত দেওয়াইলেন, এবং আপ-

নি লক্ষ্মীকে বিবাহ করিলেন। পদ্মপুরাণে লেখা আছে, বিষ্ণু জলন্ধর দৈত্যের রূপ ধারণ করিয়া তাহার স্ত্রীর সতীত্ব ভঙ্গ করিলেন। আর বিষ্ণু-পুরাণে লেখা আছে, যে সমুদ্র মন্থন সময়ে তিনি দৈত্যদের নিকটে মিথ্যাবাদী হইলেন। পুনশ্চ তিনি বলিরাজাকে প্রবঞ্চনা করণার্থে বা-মন অবতার হইয়াছিলেন।

৩। শিব কি সত্যবাদী?

শিবের বিষয়ে লিখিত আছে, তিনি অঞ্জনাকে ছলনা করিলেন; বিশেষতঃ, তাহাকে মন্ত্র দিবার প্রবঞ্চনায় আপনার নিকটে ডাকাইয়া আপন বীর্য্য তাহার কর্ণে ক্ষেপ করিলেন।

৪। রাম কি সত্যবাদী?

বাল্মীকি রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডে লেখা আছে, যখন রাবণের ভগিনী সূর্পনখা রামকে বিবাহ করিতে চাহিল, তখন তিনি তাহাকে কহিলেন; "তুমি আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকটে যাও, কেননা তিনি অবিবাহিত আছেন; আমার তো বিবাহ হইয়াছে।" সে সময়ে লক্ষ্মণেরও বি-বাহ হইয়াছিল। আর যখন সে রাক্ষসী ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া পথে যাইতেছিল, তখন

রাম লক্ষ্মণকে তাহার নাক কাণ কাটিতে পরামর্শ দিয়া পাঠাইলেন; তাহাতে সূর্পনখা পৌছিলে তিনি সেই মত করিলেন। এই নিমিত্তে রামের সহিত রাবণের বৈরিভাব জন্মিল। পুনশ্চ রাম বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া বালিকে বাণদ্বারা মারিলেন। রাবণ একবার তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিলে তিনি তাহার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে "আমি তোমাকে কখন বধ করিব না;" পরে দেবতাদের পরামর্শে রাবণ রামকে দুর্ব্বাক্য বলিলে তিনি তাহাকে হত করিলেন। রাবণের মৃত্যুর পরে রাম তাহার স্ত্রী মন্দোদরীকে কহিলেন, "তোমার বৈধব্য দশা কখন হইবে না;" কিন্তু সেই স্ত্রী তখনই ঐ দুর্দ্দশাতে পতিতা হইয়াছিল।

৫। কৃষ্ণ কি সত্যবাদী?

পূর্ব্বে লিখিত আছে, কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা কহাইলেন, এই নিমিত্তে যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিতে হইল। পুনশ্চ কৃষ্ণের বিষয়ে এই কথা মহাভারতে আছে; তাঁহার দৃষ্টি রাধার প্রতি পড়িলে এক দিন কোটিলা নাম্নী তাহার ননদ ঐ দুই জনকে রতিকেলি করিতে এক

স্থানে দেখিল; তজ্জন্য রাধা বড় ভীতা হইয়া কৃষ্ণকে কহিল, ননদ আমার পতিকে এই কথা কহিয়া দিলে তিনি আমাকে মারিয়া ফেলিবেন। তখন কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, "ভয় করিও না। তিনি কখন যদি আইসেন, তবে আমি কালীরূপী হইব; তুমি আমার পূজা করিতে আরম্ভ করিও, তাহাতে রক্ষা পাইবা।" পরে রাধার ননদ যাইয়া আপন ভাইকে ঐ সকল কথা কহিয়া দিল; তাহাতে আয়ান ঘোষ আসিয়া দুই জনকে সেই প্রকার দেখিতে পাইল, অর্থাৎ কৃষ্ণ কালীরূপ ধরিয়াছেন, আর রাধা তাঁহার পূজা করিতেছে। অদ্যাবধি এই কথা স্মরণার্থে ঐ চারি জনার চারি প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া থাকে; যথা, এক কৃষ্ণকালী, দ্বিতীয় রাধা, তৃতীয় আয়ান ঘোষ, চতুর্থ কোটিলা। হায়২! এমত ব্যভিচারি ও কপট রূপধারি ব্যক্তি কি কখন সত্যময় পরমেশ্বর হইতে পারেন?

অতএব হিন্দু শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে সত্যতা ঐ সকল দেবগণের মধ্যে নাই, সুতরাং তাঁহারা পরমেশ্বর হইতে পারেন না।

---

৬ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সর্ব্বসামর্থ্যের বিষয়।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। (৫ পৃষ্ঠা দেখ।) এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই;

১। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, ইহাঁরা কি সর্ব্বশক্তিমান?

লেখা আছে, যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করণে অপারক হইয়া খেদ করত রোদন করিতে লাগিলেন, তখন শিব উৎপন্ন হইয়া সৃজন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে তাঁহার পিতা ব্রহ্মা তাঁহাকে বড় শিথিল দেখিয়া পুনরায় আপনি ঐ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাঁরা যদি সর্ব্বশক্তিমান হইতেন, তবে কেন এমত অসমর্থ হইয়া আপনাদিগকে পরাস্ত মানিলেন? ইহাতে জানা যাইতেছে যে ব্রহ্মা ও শিব সর্ব্বশক্তিমান নহেন। আর দেখ, সমুদ্র মন্থন করিবার কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং অন্য সকল দেবতারা একত্র হইয়া অসুরদের সহায়তা ভিন্ন মন্থন করিতে পারিলেন না। পুনশ্চ, একবার অসুরগণ তাবৎ দেবতা সুদ্ধ ঐ তিন জনকে স্বর্গহইতে বাহির করিয়া

দিয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। পরে যখন অত্রি মুনির স্ত্রী ঐ তিনের প্রতি জল ছিটাইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র২ বালক বানাইয়া দোলনাতে শুয়াইয়া রাখিল, তখন তাঁহারা বড় হইয়া সেখানহইতে কেন চলিয়া যান নাই? আর যখন শুম্ভ নিশুম্ভ তাঁহাদের প্রতি আক্রমণ করিল, তখন ঐ দৈত্যদের সম্মুখবর্ত্তী কেন হইতে পারিলেন না? ঐ সময় তাঁহাদের সর্ব্বশক্তিমত্তা কোথায় রহিয়াছিল? পুনশ্চ ব্রহ্মা কেন আপন মস্তক রক্ষা করিতে পারিলেন না? আর মহাদেব আপন লিঙ্গকে কেন পুনরায় সংলগ্ন করিতে পারিলেন না? আর বিষ্ণুকে ভৃগুর অভিশাপে কেন সাতবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইল? আর তিনি দর্প করিলে কৃষ্ণকর্তৃক কেন গিলিত হইলেন?

২। রাম ও কৃষ্ণ কি সর্ব্বশক্তিমান?

রাম আর কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে বিখ্যাত, অতএব যদি বিষ্ণুকেই সর্ব্বশক্তিমান করিয়া জানা গেল না, তবে তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান জানা যাইবে? বিশেষতঃ, রাম যদি সর্ব্বশক্তিমান বটেন, তবে তিনি রাবণের সহিত

যুদ্ধ করিবার কারণ ভল্লূক ও বানরের সহায়তার অপেক্ষা কেন করিলেন? আর তিনি লঙ্কাতে যাইবার নিমিত্তে রাবণের * ন্যায় দিব্য রথারোহণ করত আকাশ পথে কেন গমন করেন নাই? কিম্বা হনুমানের মত সমুদ্রকে না লঙ্ঘিয়া কেন অনেক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সেতু বন্ধন করিলেন?

কৃষ্ণের বিষয়ে রাক্ষসকে বধ করা, আর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ধারণ করা ইত্যাদি অনেক আশ্চর্য্য কথা লেখা আছে বটে; পরন্তু ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে তিনি অন্য২ সময়ে নিতান্ত অশক্ত ও দুর্ব্বল ছিলেন, তাহাতে তাঁহার ঐ সকল

---

* রাবণের পরাক্রমের বিষয়ে বাল্মীকি রামায়ণের আদ্যকাণ্ডে লেখা আছে;

বিশ্রবার পুত্র রাজা দশানন।
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন॥
তার তেজে স্বর্গে দেব রহিতে না পারে।
দেবের দেবত্ব হরে দুষ্ট বলাৎকারে॥
ঘুচাইল যমের যতেক অধিকার।
সূর্য্যের উদয় নাই সদা অন্ধকার॥
চন্দ্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি।
বহুকাল প্রভু স্বর্গে অন্ধকার রাতি॥
বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল।
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি নাহিক প্রবল॥
কুবের হরিল ধন পাইয়া তরাস।
গ্রহগণের অধিকার হইল বিনাশ॥

ক্রিয়াতে বড় সন্দেহ জন্মে; কেননা পরমেশ্বর কেবল কখন২ নয়, কিন্তু সর্ব্বকালেই সর্ব্বশক্তিমান হন। পুনশ্চ, যখন কৃষ্ণ জরাসন্ধার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বসামর্থ্য কোথায় রহিল? আর তিনি সমুদয় শক্তি প্রকাশিয়া আপন পরম বন্ধু ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া দণ্ডি রাজার ঘোটকীকে কাড়িয়া লইতে গেলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। আর যখন পাণ্ডবগণ মহাবীর দ্রোণাচার্য্যকে জয় করিতে অশক্ত হইল, তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা কহাইলেন। লেখা আছে, দ্রোণাচার্য্যের পুত্রের নাম অশ্বত্থামা, এবং তৎসৈন্যের এক প্রসিদ্ধ হস্তিরও নাম অশ্বত্থামা ছিল; সেই হস্তি যুদ্ধে হত হইলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি যাইয়া দ্রোণাচার্য্যকে কহ, অশ্বত্থামা হত হইল। তাহাতে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "অশ্বত্থামা হত (ইতি গজ);" কিন্তু "ইতি গজ" এই দুই শব্দ অতি মৃদুস্বরে কহিলে দ্রোণাচার্য্য তাহা শুনিতে পাইলেন না, এ জন্য আপন পুত্রেরই মৃত্যু জ্ঞান করিয়া শোকেতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ি-

লেন; পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। মহাভারতে আরও লেখা আছে, যে দুর্ব্বাসা মুনির শাপে কৃষ্ণের ও তাঁহার সকল কুটুম্বের নাশ হইয়াছিল।

পুনশ্চ, শাস্ত্রলিখিত দেবগণের পরস্পর বিরোধ ও যুদ্ধের কথা বিবেচনা করিলে জানা যায়, যে তাঁহাদের মধ্যে এক জনও সর্ব্বশক্তিমান নহেন। দেখ, রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে লেখা আছে, এক সময়ে ধনুকের জন্যে শিবেতে আর বিষ্ণুতে বড় যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে যদি এক জনও সর্ব্বশক্তিমান হইতেন, তবে অন্য জন তাঁহার সম্মুখে কী প্রকারে দাঁড়াইতে পারিতেন? পুনশ্চ লিঙ্গপুরাণে লেখে, দধীচি নামক শিবের এক জন ভক্ত বিষ্ণু ও তাঁহার উপাসক সকলকে পরাজয় করিল। আর দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্র নামক শিবকৃত

---

* মহাভারতে লেখা আছে, যে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর যখন অর্জ্জুন তাঁহার স্ত্রীগণকে দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন পথের মধ্যে দস্যুরা আসিলে অর্জ্জুন তাহাদিগকে বাণদ্বারা মারিতে চাহিলেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহার ধনুর্ব্বাণ বদ্ধ হইয়া গেলে তিনি অনেক যত্ন করিয়াও তাহা খুলিতে পারিলেন না। পরে আপনাকে পরাস্ত মানিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আর দস্যুরা স্ত্রী সকলের বস্ত্র ও অলঙ্কার লুটিয়া লইল।

এক জন দৈত্য বিষ্ণুর মস্তক ছেদন করিলে পবন তাহাকে অগ্নিতে ফেলিয়া দিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লেখা আছে, এক দিবস বিষ্ণু আপনাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্লাঘা করিতেছিলেন, এমত সময়ে কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিলেন। আরও লিঙ্গপুরাণে লিখে, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু যখন প্রধান হইবার নিমিত্তে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন শিব তাঁহাদিগকে পৃথক করিলেন। কা-লিকাপুরাণে লিখে, বিষ্ণু বরাহ অবতার হইলে শিব সরভ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে খাইয়া ফেলিলেন। হরিবংশে লিখিত আছে, বিষ্ণু দক্ষের যজ্ঞেতে শিবের গলা ধরিয়া টিপিলে তাঁহার শ্বাস প্রায় বন্ধ হইল, তাহাতে শিব পলা-য়ন করিলেন; আর গলা টিপাপ্রযুক্ত শিবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়। কিন্তু ভাগবতে লিখে, যে সমুদ্রমন্থন সময়ে মহাদেব অমৃত জ্ঞানে বিষপান করিলেন, তাহাতে তিনি নীলকণ্ঠ হইলেন। বামনপুরাণে লিখিত আছে, শিব আপনার শ্বশুর দক্ষকে বধ করাতে ব্রহ্মবধাপরাধী হইলেন; এবং ঐ পাপে মুক্ত হইবার নিমিত্তে তাঁহাকে কাশীতে গমন করিতে হইল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে লেখে,

দেবতাগণ ব্রহ্মাকে দলপতি করিয়া বিষ্ণুকে অবতার হওনার্থে বিনতি করিতে গেলেন, তখন বিষ্ণু স্বীয় মস্তকহইতে একটি কৃষ্ণবর্ণ ও একটি শুক্লবর্ণ কেশ ছিঁড়িয়া বলিলেন; এই শ্বেত চুলটি বলরাম ও কৃষ্ণবর্ণ চুল কৃষ্ণ হইবে, তাহারাই পৃথিবীর ভার হরণ করিবে। পরে ঐ দুই কেশ কৃষ্ণ ও বলরাম হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হইল; এক সময়ে কৃষ্ণ কহিলেন, আমার ভাই বলরাম বড় মাতাল ও জুয়ারী, তাহার নিকটে বিশ্বাসপূর্ব্বক রত্ন সমর্পণ করা ভাল নহে।

অপর পদ্মপুরাণে লেখে, "ব্রহ্মা অহঙ্কারী এবং শিব কামুক, কেবল বিষ্ণুই পবিত্র।" ব্রহ্মা ও শিব ঐ দোষের দোষী বটে; কিন্তু বিষ্ণুও যে কামুক, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে (২১ পৃষ্ঠে) অর্থাৎ ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক প্রকরণে লেখা আছে।

অতএব এই সকল কথাতে নিসন্দেহে জানা যাইতেছে, যে ঐ পাঁচ দেবের মধ্যে এক জনও সর্ব্বশক্তিমান নহেন। পরন্তু যদি তাঁহারা সর্ব্ব-শক্তিমান না হন, তবে তেজস্বিদের কিছু দোষ নাই, এ কথা এখন কোথায় রহিল?

---

৭ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের একত্বের বিষয়।

একোব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি। অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর আছেন।

এই কথার প্রমাণসূচক আরও অনেক কথা বেদ ও শাস্ত্র সকলেতে লেখা আছে, কিন্তু তাহা এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; কেননা পণ্ডিত কি মূর্খ কোন হিন্দুলোক ইহাতে বাদানুবাদ করে না। কিন্তু ঐই কথা যদি সত্য হয়, তবে ব্রহ্মাদি দেব দেবী সকল পরমেশ্বর হইতে পারেন না; কেননা তাঁহাদের আচার ব্যবহারদ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে, যে তাঁহারা এক না হইয়া অনেক ও পৃথক ২ ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্বিষয়ে ব্রজমোহন দেবের কৃত গ্রন্থহইতে এক প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাইতেছে; পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়া বিচার করুন।

"ঐ সকল দেবতার পৃথক ২ শরীর ও পৃথক ২ বাসস্থান ও পৃথক ২ স্ত্রী পুত্র থাকিয়া, এবং পৃথক চেষ্টা ও কামক্রোধাদি ভাব থাকিয়াও, পরস্পর যুদ্ধ এবং সন্ধি করিয়াও যদি তাঁহারা এক হইতে পারিলেন, তবে ঘট পট মনুষ্য প্রভৃতি তাবৎ জগৎ এক কেন না হউক?

অতএব আকারভেদ বর্ণভেদ স্থানভেদ চেষ্টাভেদ ক্রিয়া-ভেদ থাকিতেও অনেক বস্তুকে এক করিয়া কহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি তাবৎ ইন্দ্রিয়কে জলাঞ্জলি না দিলে হইতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতার জন্ম মরণ আছে, এবং তাঁহারা ও আমরা ও পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলেই অনিত্য হই; প্রভেদ এই যে আমাদের জন্ম মৃত্যু ত্বরায় হয়, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে হইয়া থাকে। যথা;

ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥

"ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা ও প্রাণি সকল নাশকে পাইবেন; অতএব যাহাতে শ্রেয়ঃ হয় এমত করিবে। তাঁহারা যেমন কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং পরস্পর সন্ধি বিগ্রহাদিতে সর্ব্বদা ব্যাবৃত, সেই রূপ মনুষ্য পশ্বাদিও কামক্রোধাদিতে বিবৃত হয়। পৌত্ত-লিকদের মান্য কোন২ কল্পিত ব্রহ্মের (বিশেষতঃ গণে-শের) জন্ম সময়ে মস্তক ছিন্ন হয়, পরে যুদ্ধকালে দন্ত ভগ্ন হইয়া যায়। কোন ব্রহ্মের (বিশেষতঃ রামের) যুদ্ধে রক্তপাত এবং মূর্চ্ছা হয়; এবং কোন ব্রহ্মের (কৃষ্ণের) ব্যাধহস্তের দারুণ শরাঘাতে প্রাণত্যাগ হয়। কোন ব্রহ্মের (সূর্য্যের) চপেটাঘাতে দন্ত ভগ্ন হয়, অদ্যাপি তাঁহাকে ভগ্নদন্ত জানিয়া পিটালির নৈবেদ্য দিয়া থাক। কাহারো বা (অর্থাৎ দুর্গার) শাপে ও শোকে প্রাণ-ত্যাগ হয়। ইহার প্রমাণ মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রে আছে। মনুষ্যগণকেও ঐ প্রকার নানাবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে দেখিতেছি।"

হিন্দুধর্ম্মানুসারে ঈশ্বর এক মাত্র আছেন, তাহা কেবল নয়, বরং ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নাই, যথা;

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

অর্থাৎ "সকল জগৎ বিষ্ণুময় হয়।"

আর হিন্দু সকল এই কথাও বলে, "যিনি কহিতেছেন, তিনিই ঈশ্বর।"

এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে এই প্রকার কথাতে কোটি২ সন্দেহ জন্মে৷ কেননা কথা কহিতেছি যে আমি, আমি যদি ঈশ্বর হই, তবে ঈশ্বর সকলেতে আছেন, এ কথা কাহার বিষয়ে বলিতেছি? কি আপনার বিষয়ে৷ আমি সকলেতে আছি, এই কথাতে কী জানা যাইবে? এ কেমন কথা! পণ্ডিত লোকেরা ইহার উত্তর দিয়া থাকেন, যে ঈশ্বর সকলেতে আছেন বটে, পরন্তু তিনি মায়ার বশীভূত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যান; পরে যখন জপ তপ করিয়া মায়াহইতে মুক্ত হন, তখন তিনি আপনাকে আর সকল বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া জানেন।' অতএব পণ্ডিত মহাশয়দিগকে এখন এই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি ঈশ্বর মায়ার বশতাপন্ন হন, তবে তাঁহার সর্ব্ব-

সামর্থ্য কোথায় রহিল? আর যখন তিনি মা-
য়ার বশ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যান, তখন
তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কোথায় থাকে? তিনি কি ভ্রা-
ন্তিক্রমে আপনাকে নাস্তি করিতেছেন? অর্থাৎ
মনুষ্য হইয়া কি বলিতেছেন, আমি ঈশ্বর নহি?
পরে রজঃ তমোগুণে মিলিত হইয়া কৃষ্ণের কথানু-
সারে সর্ব্ব কর্ত্তারূপে পাপ পুণ্য যত করা যাইতেছে,
সকলেরই কারক যদি তিনি হন, তবে তাঁহার
পবিত্রতা ও ন্যায় আর কৃপা আর সত্যতা কো-
থায় থাকে? অতএব ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য,
যে এই কথায় পরমেশ্বরের সত্ত্বা ও তাঁহার সত্যতাদি
সকল গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। পরন্তু যদি কেহ
কহে, পাপ ও পুণ্যের কর্ত্তা ঈশ্বর নহেন, কিন্তু
মায়া তাহাই হয়; তবে জিজ্ঞাসা করি যে মায়া
কী বস্তু? কেহ বলে প্রকৃতি, অথবা সত্ত্ব রজঃ
তম এই তিন গুণ মিলিত হইলে তাহাকে মায়া
বলা যায়। ইহাতে নিতান্ত জানা যাইতেছে যে
মায়া স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না, বরঞ্চ
কলকাটীর ন্যায় হইয়া সে এক জন কর্ত্তার
অপেক্ষা করে। যদি কেহ কহে, কর্ম্ম অর্থাৎ
অদৃষ্টই সকল করিতেছে; তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা

করি, কর্ম্ম অথবা কর্ত্তা কোনটা অগ্রে হয়? যখন কর্ত্তা নাই, তখন কর্ম্ম কী প্রকারে হইতে পারে? ইহা ছাড়া আর এই এক সন্দেহের কথা আছে, যদি পরমেশ্বর সগুণ হইয়া অদৃষ্টের অধীন হন, তবে অদৃষ্টের কর্ত্তা কে আছে? কি পরমেশ্বর আপনি তাহার প্রভু আর দাস হন? তবে কি তিনি দুই প্রকার, অর্থাৎ মায়াতীত আর মায়াধীন? এমত জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতি ধিক্! হে পরমেশ্বর, কৃপা করিয়া তাবৎ মনুষ্যের মনহইতে এই রূপ ভুল ভ্রান্তি আর পাষণ্ডতা শীঘ্র দূর কর!

---

৮ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের বিকার রাহিত্যের বিষয়।

পরমেশ্বর নির্ব্বিকার। (৫ পৃষ্ঠে দেখ।)

উপরোক্ত কথাতে জানা গেল, যে পরমেশ্বরের এই গুণ হিন্দুধর্ম্মে পাওয়া যায় না, কেননা তিনি কখন এক কখন বা অনেক, কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য, অদ্য এ শরীরে, কল্য অন্য শরীরে, অদ্য মনুষ্য কল্য পশু, আজি সর্ব্বজ্ঞ কালি অজ্ঞান হন; তবে কী প্রকারে বলা যাইবে যে তাঁহার গুণ

ও স্বভাব আর ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয় না? বরং তাঁহাকে বহুরূপী বলিতে হয়, কেননা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তিনি নিত্য২ নানা রূপ ধারণ করেন।

যে বেদ শাস্ত্র ও পুরাণে কখন২ ঈশ্বরকে নির্গুণ কহে, তাহাতেই কখন২ এমত প্রমাণও দেয়, যে তিনি সগুণং কোন্২ স্থানে লেখা আছে, তিনি শিব ও বিষ্ণু ইত্যাদি দেবরূপী হইয়া ক্রীড়াতে ও আমোদে আসক্ত হন। বেদান্ত মতে যদ্যপিও ঈশ্বরকে নির্গুণ কহে, তথাচ তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জানায়। বেদেতে এই কথা লেখা আছে। যথা,

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতঃ পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥

অর্থাৎ "তাঁহার হস্ত নাই, অথচ গ্রহণ করেন, পাদ নাই, অথচ গমন করেন, চক্ষু নাই অথচ দেখেন, কর্ণ নাই, অথচ শুনেন। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলা যায়।"

পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান তাবৎ ধর্ম্মেরই মূল, ইহা সকল মতাবলম্বিরা স্বীকার করে; কিন্তু এ-বিষয়ে হিন্দুগণের মধ্যে বড় গোল এবং অনৈক্য আছে। তাহা বিবেচনা করিলে এতদ্দেশে প্রচলিত এই গল্প স্মরণ হয়;

"কোন গ্রামে ছয় জন অন্ধ ছিল। দৈবাৎ এক হস্তী সে স্থানে আইলে এক জন অন্ধ তাহার পা ধরিয়া বলিল, হস্তী তাল বৃক্ষের মত বটে। আর এক জন হস্তির কর্ণ স্পর্শ করিয়া কহিল, না! হস্তী সূর্পের মত। তখন অন্য ব্যক্তি তাহার শুণ্ড স্পর্শ করিয়া কহিল, তোমরা দুই জনই মিথ্যা কহিতেছ, কেননা হস্তী মূষলের মত। পরে আর এক ব্যক্তি তাহার লাঙ্গূল ধরিয়া বলিল, তোমরা নিতান্ত অজ্ঞান ও প্রবঞ্চক, আমি নিশ্চয় জানিতেছি হস্তী সর্পের মত।"

এই দৃষ্টান্ত এস্থলে উত্তমরূপে খাটে; দেখ, শাস্ত্রাদির রচকগণ প্রত্যেকে ঈশ্বরের একাংশ-মাত্র পাইয়া উক্ত অন্ধ ব্যক্তিদের ন্যায় নানা মিথ্যা তর্ক বিতর্ক করিয়াও তাঁহার সত্য তত্ত্বের বর্ণনা লিখিতে পারে নাই, কারণ তাহাদের ঈশ্বরবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান কাহারও ছিল না।

অতএব হিন্দুধর্ম্ম পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে পরমেশ্বরের একটি গুণও পাওয়া যায় না; ইহাতে নিশ্চয় প্রামাণ্য হইল যে সেই ধর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান কদাচ হইতে পারে না।

ইতি। হিন্দু ধর্ম্মের পরীক্ষার প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

হিন্দু শাস্ত্র লিখিত

মনুষ্যাদির উৎপত্তিবিষয়ক বিচার।

সত্যধর্ম্মেতে জগৎ সৃষ্টি আর মনুষ্যের উৎপত্তি এবং তদুৎপত্তির কারণ যে কিছু বর্ণনা করা যায়, তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের গুণ ও মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে। (৬ পৃষ্ঠায় দেখ।)

বেদ শাস্ত্র আর পুরাণ সকল ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া হিন্দুগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র মান্য হয়; কিন্তু সৃষ্টির বিশেষতঃ মনুষ্যের উৎপত্তি এবং তদুৎপত্তির কারণ ও কর্ত্তার বিষয়ে সে সকলের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ এবং ভিন্ন২ অনেক মত দেখা যাইতেছে; এবং তল্লিখিত সৃষ্টির বিবরণ যথার্থ বিদ্যার সহিত মিলে না। কিন্তু "পরমেশ্বর সত্য, সুতরাং তাঁহার কথা সকলও সত্য; এই জন্যে তাহাদের মধ্যে এক কথা অন্য কথাকে খণ্ডন করিতে পারে না। অতএব পরমেশ্বরদত্ত শাস্ত্র এক হউক কিম্বা অনেক হউক, তথাপি সে সকলের পরস্পর অনৈক্য কদাচ সম্ভবে না। আরও পরমেশ্বর সমুদয় জগ-

তের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রযুক্ত তাঁহার কর্ম্মের সহিত তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধতা হইতে পারে না, বরঞ্চ উভয়ের মেল অবশ্যই থাকিবে।”

---

১ অধ্যায়।

মনুষ্যাদির উৎপত্তির বিষয়।

১। ঋগ্বেদের ঐতরেয় উপনিষদে লিখিয়াছে যথা; নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ ইত্যাদি।

অর্থাৎ; “আদিতে এই সংসারে কেবল আত্মা ছিলেন, তাঁহা ছাড়া স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি কোন বস্তু ছিল না। তখন তিনি ধ্যান করিলেন, আমি সৃষ্টি রচনা করি, তাহাতে জীবনধারি অনেক প্রকার বস্তু, যথা জল জ্যোতিঃ ও প্রাণি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিলেন। পুনশ্চ তিনি বিবেচনা করিলেন, এখন এই সৃষ্টির রক্ষক এক জনকে উৎপন্ন করি; তাহাতে জলহইতে এক পুরুষাকৃতি বস্তু বাহির করিয়া নির্ম্মাণ করিলেন, বিশেষতঃ ধ্যান করত তাহাকে তপ্ত করিলেন। তখন সে পুরুষের মুখ অণ্ডের ন্যায় খুলিয়া গেল, আর সেই মুখহইতে শব্দ নির্গত হইল; ঐ শব্দহইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। পরে তাহার নাসিকা ফুটিলে তাহাহইতে নিশ্বাস প্রশ্বাস হইতে লাগিল; আর নিশ্বাসহইতে বায়ু হইল। পরে চক্ষু উন্মীলিত হইলে তাহাহইতে দৃষ্টি, এবং দৃষ্টিহইতে আদিত্য হইল। পরে কর্ণদ্বয় খুলিল, তাহাহইতে শ্রবণশক্তি আর

ঐ শক্তিহইতে চারি দিক্ বিস্তার হইল। পরে চর্ম্ম ফুটিল, আর ঐ চর্ম্মহইতে রোম হইল; আর তাহা-হইতে শাক সবজি বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইল। তাহার পর বক্ষস্থল খুলিয়া গেলে তাহাহইতে মন, আর মনহইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইল। পরে নাভি খুলিল, নাভিহইতে অপান বায়ু হইল, এবং তাহাহইতে মৃত্যু উৎপন্ন হইল। তদনন্তর পুংচিহ্ন ফুটিলে তাহাহইতে বীর্য্য নির্গত হইল, তাহাতেই জল হইল।” পুনশ্চ; “ঐ আত্মা মনে বিচার করিতে লাগিলেন, যে এই পুরুষ আমা ব্যতিরেকে কী প্রকারে থাকিতে পারিবে? আমি কোন্ দিক্ দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিব? তাহার পর তিনি ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন।”

২। যজুর্ব্বেদে এই কথা লেখা আছে; “বিরাট পুরুষহইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন তিনি দুই হইবার ইচ্ছা করিলেন, তখন স্ত্রী পুরুষ একই রূপে তৎক্ষণাৎ পরিণত হইলেন। পরে দুই পৃথক হইয়া পতি পত্নী হইলেন; এই মতে মনুষ্যজাতি উদ্ভব হইল। পরে স্ত্রী লজ্জাতে গাভি হইল, আর পুরুষ ষাঁড় হইল; এই প্রকারে গোবংশ উৎপন্ন হইল। পরে তাহারা সেই রূপে ঘোড়ী আর ঘোড়া হইল; পরে গাধি আর গাধা, পরে ছাগী আর ছাগ, পরে ভেড়ী আর ভেড়া, ইত্যাদি উদ্ভব হইল। এই প্রকারে ক্ষুদ্র২ কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতি জীবজন্তু ঐ দুই জনহইতে উৎপন্ন হইল।”

৩। ঐ বেদের অন্য এক স্থানে লিপি আছে, যথা; “প্রথমে তাবৎ সংসার কেবল জলময় ছিল। তখন

সৃষ্টিকর্ত্তা পবন হইয়া তাহার উপরে ভ্রমণ করিতে২ ভূমিকে জলমগ্ন হইতে দেখিলেন, তাহাতে তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন। পরে আপনি বিশ্বকর্ম্মা হইয়া তাহাকে সুধরাইলেন; এই রূপে সে প্রথিত অর্থাৎ পৃথিবী রূপে খ্যাত হইল। পরে তিনি পৃথিবীর উপর ধ্যান করত দেবতাগণ ও বসু সকল এবং আদিত্যগণের সৃষ্টি করিলেন। তখন ঐ দেবতাদি সকলে সৃষ্টিকর্ত্তাকে কহিল, আমরা কী প্রকারে সৃষ্টি করিব? তিনি কহিলেন, আমি যেমন উগ্র তপস্যাদ্বারা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তেমনি তোমরাও কর। পরে তিনি তাহাদিগকে আকাশাগ্নি দিলে তাহারা তদ্দ্বারা তপস্যা করিয়া এক বৎসরের মধ্যে একটি গাভি নির্ম্মাণ করিল।" এই রূপ আরও বর্ণনা আছে।

৪। মুণ্ডক উপনিষদে লেখা আছে; "যেমত মাকড়সা আপন লাল উদ্গীরণ করিয়া পুনরায় তাহাকে গিলে, এবং যদ্রূপ বৃক্ষাদি ভূমিহইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয়, আর যে প্রকার চুল এবং রোম মনুষ্যের দেহেতে উৎপন্ন হয়, সেই মত তাবৎ সৃষ্ট বস্তু অবিনাশিহইতে উৎপন্ন হইতেছে।"

৫। মনুশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির উৎপত্তির বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা;

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভু র্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজা প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥

যোসাবতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়ো চিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্ভভৌ ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু র্বিবিধা প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভং।
তস্মি জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহ ইত্যাদি ॥

অর্থাৎ, "পূর্ব্বে এই জগৎ অন্ধকার স্বরূপ প্রকৃতিতে এমত লীন ছিল, যে তাহার বর্ণনা করা বা তাহাকে তর্ক কিম্বা অনুমান করা যাইত না, এবং যেমন নিদ্রাবস্থাতে কোন পদার্থের প্রত্যক্ষাদি হয় না তেমনি তাহার প্রত্যক্ষও হইত না। পরে স্বয়ম্ভূ অথচ ভগবান্ ব্রহ্ম জগৎকে সপ্রকাশ করিবার নিমিত্তে মহাভূতাদিকে প্রকাশ করিলেন। তাহার পর যিনি নিরাকার নির্ব্বিকার সূক্ষ্ম নিরঞ্জন নিত্য সর্ব্বভূতময় অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম, তিনি সৃষ্ট্যাদি করণে ইচ্ছুক হইয়া আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর তিনি নানা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ধ্যান করত আপনার শরীরহইতে প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন, আর সেই জলেতে স্বশক্তিরূপ বীজ বপন করিলেন। সেই বীজহইতে এক অণ্ড উৎপন্ন হইল, এই অণ্ড স্বর্ণতুল্য ও সহস্র সূর্য্য সম দীপ্তিমান্, তাহার মধ্যে সকলের পিতামহ ব্রহ্মা আপনি জন্মিলেন।" পরে লেখা আছে, "ব্রহ্মা স্বপরিমাণের এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অণ্ডেতে বাস করিয়া ধ্যান করত তাহা দুই খণ্ড করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধেকে স্বর্গ আর অর্দ্ধেকে পৃথিবী নির্ম্মাণ করিলেন; আর ঐ দুয়ের মধ্যে আকাশ ও অষ্টদিক্

ও জল ও মহাভূতাদিতে সূক্ষ্ম রূপে সংযুক্ত শব্দাদিকে উৎপন্ন করিলেন; আর সকলের নাম ও কর্ম্ম পৃথক্ ২ করিয়া দিলেন। আর যজ্ঞ সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে অগ্নি বায়ু ও সূর্য্য, এই তিনহইতে ঋক্, যজুঃ সাম তিন বেদকে সৃজিলেন; আর কাল ও তাহার বিভাগ ও নক্ষত্র গ্রহ ইত্যাদিকে সৃষ্টি করিলেন। পুনশ্চ তপস্যা ও বাণী ও রতি আর কাম ক্রোধ ইত্যাদি, এবং সুখ ও দুঃখকে উৎপন্ন করিলেন। আর যেন মনুষ্যের বংশ বৃদ্ধি হয়, এজন্য তিনি আপনার মুখ হস্ত জঙ্ঘা এবং পাহইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি করিলেন। অনন্তর তিনি আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধেককে পুরুষ আর অর্দ্ধেককে স্ত্রী করত বিরাট পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন। তাহার পর দশ জন মহাঋষি, অর্থাৎ প্রজাপতি রূপে যাঁহারা খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উৎপন্ন করিলেন; যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রেচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, এবং নারদ। পুনশ্চ সাত জন মনু, আর দেবতা সকল, ও ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা, পিশাচ, অসুর, নাগ, সুপর্ণ, পিতৃলোক, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, আর নানা পশু পক্ষি, এবং কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকে উৎপন্ন করিলেন।”

৬। কূর্ম্ম পুরাণে সৃষ্টির বিষয়ে এই রূপ বর্ণনা আছে।

অহং নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বমাসং ন মে পুরং।
উপাস্য বিপুলাং নিদ্রাং ভোগিশয্যাং সমাশ্রিতঃ॥
ততো মে সহসোৎপন্নঃ প্রসাদান্মুনিপুঙ্গবাঃ।
চতুর্ম্মুখস্ততো জাতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥

অগ্রে সসর্জ্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাত্মনঃ সমান্।
সনকং সনাতনংচৈব তথাচৈব সনন্দনং ॥
রুকু সনৎকুমারঞ্চ পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ।
ঐশ্বরাসক্ত মনসো ন সৃষ্টৌ দধিরে মতিং ॥
তেষ্বেবং নিরপেক্ষেসু লোকসৃষ্টৌ প্রজাপতিঃ।
মুমোহ মায়য়া সদ্যো মায়িনঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥
তং বোধয়ামাস সুতং জগন্মায়ো মহামুনিঃ।
বোধিতস্তেন বিশ্বাত্মা তত্তাপ পরমং তপঃ ॥
স তপ্যমানো ভগবান্ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত।
ততো দীর্ঘেন কালেন দুঃখাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত ॥
ক্রোধাবিষ্টস্য নেত্রাভ্যামপতন্নশ্রুবিন্দবঃ।
ভ্রূকুটী কুটিলাত্তস্য ললাটাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥
সমুৎপন্নো মহাদেবঃ শরণ্যো নীললোহিতঃ।
তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৃজেমা বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥

অর্থাৎ, "আমিই নারায়ণ দেব; সৃষ্টির পূর্ব্বে আমার থাকিবার স্থান না থাকাতে আমি ঘোরতর নিদ্রাকে আশ্রয় করিয়া ভোগিরূপ শয্যাতে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহার পর সমস্ত জগতের পিতামহ আমার দয়াহই-তে অকস্মাৎ উৎপন্ন হইলেন। পরে ব্রহ্মা আপন মন-হইতে আত্মতুল্য পাঁচ জন পুরুষকে উৎপন্ন করিলেন, যথা, সনক, সনাতন, সনন্দন, রুকু, ও সনৎকুমার। ইহারা সকলে ঈশ্বরাসক্তমনা হইয়া সৃষ্টি রচনা করিতে চাহিল না; অনন্তর ব্রহ্মা তাহাদিগকে সৃষ্টি করণে অনিচ্ছুক দে-খিয়া ঐশ্বরীয় মায়াতে মোহযুক্ত হইলেন। তখন জগন্মায় মহামুনি বিষ্ণু আপন পুত্র ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করিলেন,

তাহাতে তিনি পরম তপস্যা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বহু কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া ও তাহার কোন ফল না দেখিয়া ব্রহ্মার মনে বড় ক্রোধ হইয়া উঠিল, আর ক্রোধহেতু নেত্রহইতে বিন্দু২ জল পড়িতে লাগিল। তখন ভ্রূদ্বয় বক্র করিলে তাহাহইতে মহাদেব উৎপন্ন হইলেন; তিনি নীল ও লোহিত বর্ণ। পরে ব্রহ্মা তাঁহাকে নানা সৃষ্টি রচনা করিবারু অনুমতি করিলেন।" পুনশ্চ সেই স্থানে লেখা আছে; "মহাদেব সৃষ্টি করিবার সময়ে অনেক ভূত প্রেত পিশাচ ইত্যাদি উৎপন্ন করিলেন। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্র সংসারকে গ্রাস করিতে লাগিল, ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া বড় বিস্মিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন;

অলং প্রাজাভিঃ সৃষ্টাভি রীদৃশীভিঃ।

অর্থাৎ "এমত সৃষ্টি রচনাহইতে তুমি ক্ষান্ত হও।"

৭। কোন২ শাস্ত্রদ্বারা জানা যাইতেছে যে কালী প্রভৃতি অন্যান্য সৃজন কর্ত্তা হন। যথা লিখিত আছে, কালী কহেন, "আমি আদ্যাশক্তি হইয়া বীজ হই, আর বীজের শক্তি হইয়া শিব, আর শিবের শক্তি হইয়া বিষ্ণু, আর বিষ্ণুর শক্তি হইয়া তাবৎ সৃষ্ট আমিই হই।" অন্য কোন স্থানে লেখা আছে যে আদ্যাশক্তি কালী তিন অণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন, ঐ তিনহইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ জন্মিলেন। আর কোন শাস্ত্রে লেখা আছে, যে পৃথিবী মধু ও কৈটভের দেহদ্বারা নির্ম্মাণ হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লেখে, প্রকৃতি সকলের সৃষ্টি কর্ত্রী হন, আর

তিনি আপনি সকল হন। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে যে প্রকৃতি আর পুরুষের সহিত বিষ্ণু মিলিয়া সৃষ্টির উৎপত্তি করিলেন; কিন্তু ঐ পুরাণে বারম্বার লিখিতেছে, যে বিষ্ণুই আপনি পুরুষ ও প্রকৃতি হন, যথা, "জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুরিত্যাদি।" রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে লেখা আছে, মনুর স্ত্রী সতরূপাহইতে চারি বর্ণ উৎপন্ন হইল। বিশেষতঃ, তাহার মুখহইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষহইতে ক্ষেত্রিয়, জঙ্ঘাহইতে বৈশ্য, এবং পাহইতে শূদ্র জন্মিল।

৮। ঋষি ও মুনিগণের সৃষ্টি বিষয়ক নানা তর্ক বিতর্ক ষড় দর্শনে লেখা আছে; এই সকলদ্বারা তাঁহারা পরস্পরের এবং বেদের কথা খণ্ডন করেন। যথা; বৈশেষিক শাস্ত্রকর্ত্তা কণাদ মুনি কহেন, পঞ্চতত্ত্বের আদি নাই। পুনশ্চ কহেন, প্রথমে জল উৎপন্ন হইল, পরে ব্রহ্মাণ্ড, পরে বিষ্ণু, যাঁহার নাভিহইতে পদ্ম নির্গত হয়, আর ঐ পদ্মহইতে ব্রহ্মা উদ্ভব হন। ন্যায়শাস্ত্রকর্ত্তা গৌতম মুনি কহেন, কর্ম্ম আর কাল ও জীব ও পঞ্চতত্ত্ব এবং ঈশ্বর, এ সকলের আদি ও অন্ত নাই। মীমাংসা কর্ত্তা জৈমিনি বলেন, সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত, এবং বেদও অনাদি; কিন্তু গৌতম কহেন, যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। জৈমিনি কহেন, শব্দই ঈশ্বর; পরন্তু গৌতম তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন, শব্দ মনুষ্যহইতে হইয়াছে। পুনশ্চ কণাদ প্রকাশ করেন, জ্যোতিঃ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই জ্যোতিঃ। মনুর পৌত্র কপিল সাংখ্যকর্ত্তা আর পাতঞ্জলের কর্ত্তা পতঞ্জলি ইহাঁরা উভয়েই কহেন, যে তত্ত্বের সহিত আত্মা

এবং পরমাত্মার কিছু সম্বন্ধ নাই; কিন্তু গৌতম কহেন যে আছে। সাংখ্য শাস্ত্রে লেখা আছে সৃষ্টি প্রকৃতি-হইতে হয়, কিন্তু বৈশেষিক শাস্ত্রে লেখে, তাহা পরমাণুহইতে হইয়াছে। বেদান্তে লিখিত আছে যে ঐ দুই কথা ভুল. কেননা পরমেশ্বরই সকল বস্তু, এবং প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর। ভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে লেখা আছে যে পুরুষ আর প্রকৃতি দুই অনাদি হয়। পুনশ্চ বেদান্তে লেখে যে আত্মা এক; পরন্তু সাংখ্য এবং পাতঞ্জলে লেখে, আত্মা অনেক আছেন।

এখন বিবেচনা করা আবশ্যক, যে সৃষ্টির উৎপত্তির বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে অনেক প্রকার বর্ণনা আছে, কিন্তু সকলই সত্য হইতে পারে না; অতএব তাহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা বা মিথ্যা, অথবা সকলই মিথ্যা, ইহা জানা কর্ত্তব্য।

---

২ অধ্যায়।

সৃষ্টিকর্ত্তা বিষয়ক বিরোধ।

যেমন হিন্দুদের শাস্ত্রদ্বারা নিশ্চয় জানা যায় না, যে কী প্রকারে সৃষ্টি উৎপন্ন হইল, তদ্রূপ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে আছেন, ইহাও কিছু বুঝা যায় না। কোন স্থানে বিষ্ণুকে আর কোন

স্থানে বা কালীকে স্রষ্টা করিয়া লিখিয়াছে। আর কোন স্থানে লেখা আছে, যে দেবতা ও মুনি সকলে সৃষ্টির অংশ নির্ম্মাণ করিলেন। পরন্তু লিঙ্গপুরাণে শিবকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানা যাইতেছে, যথা;

বিশুদ্ধো যস্ততো রুদ্রঃ পুরাণে শিব উচ্যতে।
শিবেন দৃষ্টা প্রকৃতিঃ শৈবী সমভবদ্দ্বিজাঃ ॥
স্বর্গাদৌ সা গুণৈর্যুক্তা পুরা সূক্ষ্মাপ্যজায়ত।
মহদাদি বিষয়ি শান্তং বিশ্বং তস্যাঃ সমুত্থিতং ॥

অর্থাৎ, "বিশুদ্ধ সত্ত্বহইতে রুদ্র জন্মিলেন। পুরাণে যাঁহাকে শিব বলা যায়, তৎকর্ত্তৃক দৃষ্টা যে প্রকৃতি তাঁহার নাম শৈবী। সেই শৈবী প্রকৃতি সৃষ্টির প্রথমে গুণসংযুক্তা হইয়া মহদাদি বিষয়ক জগৎকে উৎপন্ন করিলেন।" আর তাঁহাহইতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই তিন প্রকার অহঙ্কার জন্মিল; সাত্ত্বিক অহঙ্কারহইতে দেবতা, রাজস অহঙ্কারহইতে দশ ইন্দ্রিয়, আর তামস অহঙ্কারহইতে পঞ্চতত্ত্ব; পরে সকল একত্র হইয়া ব্রহ্মাণ্ড হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডেতে জানা যাইতেছে, যে "কৃষ্ণই সৃষ্টিকর্ত্তা হন; তাঁহার দক্ষিণ দিগহইতে বিষ্ণু, আর বাম দিগহইতে শিব, আর তাঁহার নাভিহইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন, পরে ঐ তিন জন দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন।"

দেবতাদের উৎপত্তির বিষয়েও ঐ সকল শাস্ত্রে বিরুদ্ধতা হয় । কোন পুরাণেতে লিখিয়াছে, আদ্যা শক্তি দেবীহইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন, আর তিনি ঐ তিনদ্বারা মোহিতা হইয়া সকলকেই ভোগ করিলেন । শ্রীভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণেতে লেখা আছে, বিষ্ণুর নাভিহইতে এক পদ্ম নির্গত হইল, আর তাহাতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন । অন্য পুরাণে লেখা আছে, আদ্যাশক্তি দেবীহইতে এক বীজ উৎপন্ন হইল, ঐ বীজহইতে বিষ্ণুর পিতা শিব নির্গত হইলেন । পরন্তু মৎস্য পুরাণে লেখা আছে, যে ব্রহ্মাহইতে শিব উৎপন্ন হইয়াছেন । যথা ;

ততো সৃজৎ বামদেবং ত্রিশূলবরধারিণং ।

অর্থাৎ "তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মা ত্রিশূলধারি বামদেবকে উৎপন্ন করিলেন ।" পুনশ্চ নারদীয় পুরাণে লেখা আছে, যথা ; নারায়ণের দক্ষিণ দিগহইতে ব্রহ্মা বাম দিগহইতে বিষ্ণু আর মধ্যহইতে শিব নির্গত হইলেন । এই সকলের বৈপরীত্য লিঙ্গপুরাণে লিখিয়াছে ; শিব ব্রহ্মাণ্ডহইতে নির্গত হইলেন, আর রূপ ধারণ করিয়া আপন বাম দিগহইতে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীকে আর দক্ষিণ দিগহইতে ব্রহ্মা ও সরস্বতীকে উৎপন্ন করিলেন । পরন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিয়াছে, মহালক্ষ্মীহইতে

বিষ্ণু, আর মহাকালীহইতে মহাদেব, আর মহাসরস্বতী-হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। বরাহ পুরাণে লেখা আছে; যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশহইতে এক শক্তি প্রকাশ হইল, পরে ঐ শক্তি তিন ভাগ হইয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী আর কালী নির্ম্মিতা হইলেন।

অতএব উক্ত দেবগণের উৎপত্তির বিবিধ রূপ বর্ণনা শুনিয়া অজ্ঞানি মনুষ্যেরাও কি সন্দেহ করিয়া বলিবে না, "ঐ দশ জনের মধ্যে কাহার কথা সত্য আছে?"

৩ অধ্যায়।

সৃষ্টি বিষয়ক ভুল ও অনৈক্য।

জ্যোতিষ আর ভূগোল বিদ্যা ইত্যাদির বিষয়ে বেদ শাস্ত্র আর পুরাণেতে বড় ভুল ভ্রান্তি আছে। যথা, তাহাতে লেখে; "সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্য-স্থলে আছে, আর তাহার উচ্চতা ৩০০০০০ তিন লক্ষ ক্রোশ আর তাহার মূলের পরিধি ৬৪০০০ চৌষট্টি সহস্র ক্রোশ, এবং তাহার শৃঙ্গের প্রস্থতা ১২৮ এক শত অষ্টাবিংশতি ক্রোশ। তাহার চতুর্দ্দিগে আরো কতক পর্ব্বত আছে, এবং প্রত্যেক পর্ব্বতের উপরে ৪৪০০ চারি সহস্র চারি শত

ক্রোশ উচ্চ এক ২ বৃক্ষ আছে। সে পর্ব্বতের উপর বিষ্ণু শিব ইন্দ্রাদি দেবতা সকলের বাস স্থান হয়*।”

* ভিন্ন ২ শাস্ত্রে এবং পুরাণে সুমেরু পর্ব্বতের বর্ণনা বড় বিপরীত রূপে করিয়াছে। বিষ্ণু পুরাণে সুমেরু পর্ব্বতের আকৃতি গোল অথচ উল্টা চূড়ার ন্যায় বর্ণনা করে। পদ্ম পুরাণে তাহাকে ঘণ্টাকৃতি ধুতুরা ফুলের সহিত তুলনা দেয়। বায়ু পুরাণে কহে তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন২ রং আছে; পূর্ব্বদিগে শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণে পীতবর্ণ, পশ্চিমে কৃষ্ণ-বর্ণ এবং উত্তরে রক্তবর্ণ। অত্রিমুনি তাহাকে শত কোণা রূপে বর্ণনা করে; ভৃগু তাহাকে সহস্র কোণা বলে; সাবর্ণি বলে অষ্ট কোণা; ভাগুরি কহে চতুষ্কোণা, এবং বর্ষায়ণী কহে তাহার সহস্র কোণ আছে। গালব তাহাকে রেকাবাকৃতি কহে; গর্গ কহে সুমেরু চুলের বেণীরমত পেঁচাল; এবং অন্যেরা তাহাকে গোলাকৃতি কহে। লিঙ্গ পুরাণে তাহার পূর্ব্বপার্শ্বকে পদ্মরাগমণিবৎ রাঙ্গা কহে; দক্ষিণ পার্শ্ব পদ্মবৎ, তাহার পশ্চিম পার্শ্ব স্বর্ণবৎ এবং উত্তর পার্শ্ব প্রবালবৎ। বায়ু পুরাণে সুমেরুর যে রূপ বর্ণ কহি-য়াছে মৎস্যপুরাণেও তদ্রূপ কহে, ফলতঃ উভয়েতে এই শ্লোক আছে, যথা,

চতুর্ব্বর্ণসুসৌবর্ণশ্চতুরস্রঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।

অর্থাৎ “চতুর্ব্বর্ণ স্বর্ণবৎ চতুষ্কোণ এবং উচ্চ।” কিন্তু বায়ু পুরা-ণের এক স্থানে তাহার চূড়াকে রেকাববৎ বলিয়াছে; এবং তাহার ব্যাস রেখা অপেক্ষা তাহার পরিধিকে তিন গুণ বড় কহে। মৎস্য-পুরাণে তাহাকে গোলাকৃতি এবং চতুষ্কোণাকৃতি দুই কহে। লঙ্কাস্থ বৌদ্ধমতাবলম্বিদের বর্ণনানুসারে সুমেরুর ব্যাস রেখা সর্ব্বত্র সমান আছে; কিন্তু নেপালীয় বৌদ্ধেরা তাহাকে গোলাকৃতি কহে। ফলতঃ পুরাণাদিতে সুমেরু পর্ব্বতের বিষয়ে এত বিপরীত কথা লেখে যে তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে সে সকলই মিথ্যা।

এ বড় চমৎকার কথা; কেননা তাবৎ পৃথিবীর মধ্যে অন্বেষণ করা গিয়াছে, কিন্তু ঐ পর্ব্বত আর ঐ বৃক্ষের উদ্দেশ কোন স্থানে পওয়া যায় নাই। পুনরায় লিপি আছে, যে ঐ পর্ব্বতের মূল ভূমির নীচে ৬৪০০০ চৌষট্টি সহস্র ক্রোশ গিয়াছে। কিন্তু ভূগোল বিদ্যাদ্বারা জানা যাইতেছে যে পৃথিবীর ব্যাস ৪০০০ চারি সহস্র ক্রোশহইতেও কিঞ্চিৎ ন্যূন হইবে। দেখ, ঐ পর্ব্বতের ঠিকানা যদি কোন স্থানে পাওয়া যায় না, তবে বৈকুণ্ঠ আর ব্রহ্ম লোকাদি কোথায়?

পুনশ্চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও শ্রীভাগবতে লিপি আছে, যথা;—

ক্ষারোদেক্ষুরসোদ সুরোদ ঘৃতোদ ক্ষীরোদ দধিমণ্ডোদ শুদ্ধোদাঃ সপ্ত সিন্ধবঃ পরিত উপকল্পিতাঃ।

অর্থাৎ "ক্ষার সমুদ্র ও ইক্ষু ও মদ্য ও ঘৃত ও ক্ষীর ও দধি এবং জল, এই সাত সমুদ্র সুমেরুর চতুর্দ্দিগে বহিতেছে।"

কিন্তু তত্ত্ব করিলে ইহাদের মধ্যে একেরও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল ভ্রান্তি রূপ সাগরে মগ্ন হইতে হয়।

ভূগোল বিদ্যাদ্বারা জানা যাইতেছে যে পৃথিবীর আকার গোল; কিন্তু পুরাণে লেখা আছে, পৃথিবী পদ্ম পত্রের ন্যায় চেপ্টা হয়। পুনশ্চ

ভূগোল বিদ্যাদ্বারা বোধ হইতেছে যে পৃথিবী পর-মেশ্বরের ইচ্ছায় শূন্যে ঝুলিতেছে; পরন্তু পুরাণে লেখে, সে কচ্ছপের পৃষ্ঠের উপরে আছে। আর কোন স্থানে লেখে, পৃথিবী অনন্ত নাগের মস্তকের উপরে আছে। পৃথিবীর যথার্থ পরিধি ১২৪৩৪ বার সহস্র চারি শত চৌত্রিশ ক্রোশ হয়; কিন্তু পুরাণে তাহার পরিধি ৫০,০০,০০,০০০ পঞ্চাশ কোটি যোজন লেখা আছে। পুনশ্চ ভূগোল বিদ্যাদ্বারা জানা যাইতেছে, যে পৃথিবী সূর্য্যহইতে ৪,৭৫,০০,০০০ চারি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ক্রোশ দূরস্থ হয়; কিন্তু পুরাণে কেবল ৪০০০০০ চারি লক্ষ ক্রোশ দূর লিখিয়াছে। বিদ্যাদ্বারা জানা যায় যে পৃথিবী চন্দ্রহইতে ১২০০০০ এক লক্ষ কুড়ি সহস্র ক্রোশ অন্তর, কিন্তু পুরাণে ৮০০০০০ আট লক্ষ ক্রোশ লিখিয়াছে। ভূগোল বিদ্যা আর জ্যোতিষদ্বারা হিন্দুদের শাস্ত্রের ঐ সকল কথা স্পষ্টই ভুল জানা যাইতেছে। ফলতঃ উক্ত বিদ্যা এমত ঠিক আর নির্ভুল হয়, যে তদ্দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে জলপথ ও স্থলপথ দিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত হইতেছে। যদি ঠিক না হইত, তবে এই রূপে নিসন্দেহে গমনাগমন হইতে পারিত না; বিশেষতঃ, ইংরাজ লোকদের ভারতবর্ষে আগমন

সে বিদ্যা ব্যতিরেকে কঠিন হইত। পরন্তু ঐ বিদ্যা দ্বয় হিন্দু শাস্ত্রকে মিথ্যা জানাইতেছে।

পুনশ্চ বেদেতে লেখা আছে, যে অগ্নিহইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিল, আর সূর্য্যহইতে চন্দ্র, আর চন্দ্রহইতে বৃষ্টি, আর বৃষ্টিহইতে বিদ্যুৎ হয়। কিন্তু বিদ্যাদ্বারা জানা গিয়াছে যে দুই মেঘের ঘর্ষণেতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আর যে মেঘহই-তে জল পতিত হয় সে পৃথিবীর উপরে ৩ তিন ক্রোশের অধিক উচ্চ কখন হইতে পারে না; কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীহইতে ১২০০০০ এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ দূর হয়, অতএব বৃষ্টি চন্দ্রহইতে আসিতে পারে না।

---

৪ অধ্যায়।

শাস্ত্রোক্ত সৃষ্ট্যাদির বর্ণন সকল বিশ্বাস-যোগ্য নহে, এবং তদ্দ্বারা ঐশ্বরীয় গুণ ও গৌরব প্রকাশ পায় না।

সৃষ্টি বিষয়ে হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে লেখা আছে যে তত্ত্বের (অর্থাৎ সৃষ্টি মাত্রের) অস্তিত্ব নাই, বরং দৃশ্যমান বস্তু সকল কেবল মায়ার কার্য্য।

কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রে আর বৈশেষিক শাস্ত্রে লেখে, যে তত্ত্ব অনাদি ও অনন্ত। পুনশ্চ বেদান্তে ও সাংখ্যসারে এবং কোন২ পুরাণে লেখা আছে, যে সৃষ্টিকালে ব্রহ্মহইতে বুদ্ধি, আর বুদ্ধিহইতে অহঙ্কার, আর অহঙ্কারহইতে আকাশ, আর আকাশহইতে অগ্নি, এবং অগ্নিহইতে * জল, আর জলহইতে পৃথিবী, পৃথিবীহইতে তাবৎ বস্তু উৎপন্ন হয়; পরে মহাপ্রলয়ের সময়ে সেই সকল বস্তু ব্যুৎক্রমে ব্রহ্মেতে পুনরায় লীন হইয়া যায়। অতএব এই মতানুসারে সৃষ্টির কর্ত্তা কেহ নাই; কেননা উক্ত শাস্ত্রপ্রমাণে হয় তো তাহার অস্তিত্ব নাই, নতুবা সে নিজে ঈশ্বরের অংশ হইয়া অনাদি হয়। আর পুরাণের মতানুসারে সৃষ্টি আপনি ঈশ্বর হয়; কিন্তু বেদান্তে বলে, বেদেতে লিখিয়াছে সৃষ্টি পরমেশ্বরের চতুর্থ অংশ মাত্র, আর তাঁহার তিন ভাগ সৃষ্টির বহির্ভূত হয়। ফলতঃ দেবতারা যে প্রকারে পৃথিবীকে রচনা করিয়াছিলেন, ঐ সকল কথাতে এত বিরুদ্ধতা দেখা যাইতেছে, যে কোন বিষয়ের কিছু নিশ্চয় প্রতীতি কোন মতে হইতে পারে না।

* মনুস্মৃতি ইহার বিপরীত কহে, জলহইতে অগ্নি। ১ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে দেখ।

হিন্দুধর্ম্মানুসারে মনুষ্যের উৎপত্তি এই প্রকার; মনুষ্যের দেহ পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত, আর তাহার আত্মা ঈশ্বরের অংশ হয়, তাঁহাহইতে সে নির্গত হইয়া পুনরায় তাঁহাতেই লীন হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, সেঁ অংশ ঈশ্বরহইতে কেন পৃথক হইয়া বাহির হয? তবে তাহার উত্তর হিন্দু শাস্ত্রেতে পাওয়া যায় না; বরং তাহাতে লেখা আছে যে সে সকল ঈশ্বরের লীলা খেলা মাত্র। পরন্তু কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি কি সত্য করিয়া জানিবেন, যে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর নির্ব্বিকার হইয়াও অনেক প্রকার শরীর ধারণ করিয়াছেন, আর তমোন্ধ হওত নানা দুর্দ্দশাতে পতিত হইয়াছেন? আর যদিও হইতে পারে যে পরমেশ্বর সাকাররূপে অবতীর্ণ হন, তবে তাঁহার মহিমা, আর মাহাত্ম্য, আর পবিত্রতা, আর সত্যতা, আর জ্ঞান, এবং বুদ্ধ্যাদি গুণ সকল তদ্দ্বারা অধিক প্রকাশ হওয়া উচিত হয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণানুসারে এমত কথন বুঝিবে না, বরং তাহার বিপরীতই হয়। কেননা তাহাতে লেখে, পরমেশ্বর মায়াতে মিলিত হইয়া আপন সকল গুণকে হারাইয়া তাহার অধীন হন, আর আপনার সকল

প্রবীণতা আর শ্রেষ্ঠতা আর মাহাত্ম্য ভূমিসাৎ করিযা মূঢ়তা প্রযুক্ত আপনাকে চিনিতে পারেন না, এবং ঐ মায়ারূপ বন্ধনহইতে মুক্ত হইতেও পারেন না। তাহা কেবল নয়, বরং তিনি মায়া-প্রযুক্ত এমত অপবিত্র হইয়া উঠেন, যে সংসারের মধ্যে যত অধর্ম্ম ও পাপ করা যায়, সে সকলের কারক আপনি হন, এবং মনুষ্যদের ক্রিয়াদি সকল পুত্তলী নাচের মত; যেমত গীতাতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন; যথা,

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ।

অর্থাৎ " আমি যন্ত্রারোহি প্রাণিদিগকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাই।"

হায় ২ ! এ কেমন ঈশ্বরনিন্দক বচন ও পাষণ্ডতা ।

এই ক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক, যদি ঐ সকল কথা অগ্রাহ্য হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মে মনুষ্যের উৎপত্তি এবং তদুৎপত্তির আর কোন কারণ ব্যক্ত হয় না। বিবেক মনুষ্যেরা এ বিষয় বিচার করুন।

ইতি। হিন্দুধর্ম্ম পরীক্ষার দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

হিন্দুশাস্ত্র লিখিত

পরমেশ্বর ও মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক বিচার।

---

১ অধ্যায়।

মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের সম্পার্কের বিষয়।

মনুষ্যের সহিত পরমেশ্বরের সম্পার্ক কী? তিনি কি তাহার ও জগতের সৃষ্টি স্থিতি পালন ও শাসনকর্ত্তা বটেন? (৬ পৃষ্ঠে দেখ।)

হিন্দু ধর্ম্মের বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা সুস্পাষ্ট রূপে প্রকাশ হইবে, যে তাহাতে নির্গুণ ও সগুণ বলিয়া দুই প্রসিদ্ধ পথ আছে। শাস্ত্রেতে আরও ব্যক্ত হয় যে নির্গুণ পথই শ্রেষ্ঠ, আর সগুণ পথ নির্গুণ পথে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। যখন মনুষ্য সগুণহইতে নির্গুণ পথে আইসে, তখন সে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপনাকেই ব্রহ্ম বোধ করে। সুতরাং মনুষ্য

যখন এই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ থাকে না, কারণ সে নিজেই ঈশ্বর হয়। কিন্তু সগুণ মতানুসারে অদ্বিতীয় অনাদি ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্ম যে সৃষ্টি ও রক্ষাকর্ত্তাদিরূপে প্রকাশ পান এমত নহে; বরং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, গনেশ, ভবানী, রাম, কৃষ্ণাদি দেবদেবী এবং উক্ত ঋষিমুনিগণ ইত্যাদি সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত হন।

পরন্তু সকলেই স্বীকার করে যে মনুষ্যদের নিকটে তাহাদের কর্ত্তাকে এবং ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে প্রকাশ করাই ধর্ম্মের প্রধান কার্য্য; কিন্তু হিন্দুগণের শাস্ত্রের মধ্যে এ বিষয়ে বড় গোলযোগ আছে, তাহাতে পরমেশ্বর কে? আর কাঁহারই বা আরাধনা করা কর্ত্তব্য; কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কিম্বা মহেশ? অথবা ঐ তিন জন মিলিয়া কি এক ঈশ্বররূপে আরাধ্য হন? কিম্বা অন্য কোন দেব দেবীর সেবা করা উচিত? ইহা তদ্দ্বারা কখন নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। কারণ সেই সকল দেবতাদের উৎপন্ন হইবার বিষয়ে যেমন বিরুদ্ধতা আছে, (২ খণ্ডের ২ অধ্যায় দেখ) সেই মত তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনাতেও হিন্দু শাস্ত্রের

মধ্যে অনেক বৈপরীত্য হয়। বেদে এই শ্লোক আছে। যথা,

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

অর্থাৎ "যি[illegible] সর্ব্বব্যাপী তিনিই ভগবান্; এই নিমিত্তে সর্ব্বগত শিব ভগবান্ হন।"

ইহার বিরুদ্ধ ভাগবতে লিখিয়াছে, যথা;

ভবব্রতধরা যেচ যেচ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিন স্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্র পরিপন্থিনঃ॥
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

অর্থাৎ "যাহারা শিবসেবক, আর যাহারা তাঁহার উপাসক হয়, তাহারা পাষণ্ডী আর সৎশাস্ত্রের উচ্ছেদক। যে ব্যক্তিরা মুক্তির অভিলাষী হয়, তাহারা অন্য দেবতাদের অনিন্দক হইয়া ভয়ানক রূপধারি ভূতপতিকে ত্যাগ করিয়া শান্তমূর্ত্তি যে নারায়ণের অংশ তাঁহাকে ভজনা করিবে।"

পুনশ্চ, পদ্মপুরাণে শিবের প্রশংসাসূচক এই শ্লোক আছে। যথা,

বিষ্ণু দর্শনমাত্রেণ শিবদ্রোহঃ প্রজায়তে।
শিবদ্রোহান্ন সংদেহো নরকংযাতি দারুণং॥
তস্মান্ন বিষ্ণুনামাপি ন বক্তব্যং কদাচন।

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কেবল বিষ্ণুকে দর্শন করে তাহার প্রতি মহাদেবের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, আর শিবের ক্রোধ হেতুক তাহার ভয়ানক নরকে যাইতে

হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই হেতু কদাচ বিষ্ণুর নামও উচ্চারণ করিবে না।"

ইহার বৈপরীত্য এই শ্লোক; যথা,

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমমন্যৈ র্নিরীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে প্যবৈষ্ণবাঃ।
ন স্প্রষ্টব্যা ন বক্তব্যা ন দ্রষ্টব্যাঃ কদাচন॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতা এবং অন্যান্য দেবতাদের সহিত সমান জ্ঞান করে, সেই পাষণ্ড। ইহাতে অধিক কহিবার আবশ্যক নাই; ফলতঃ যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্ত নহে, তাহাকে স্পর্শ করিবে না, ও কোন ধর্ম্ম কথা বলিবে না, এবং তাহার প্রতি দৃষ্টিও করিবে না।"

বায়ুপুরাণে লেখা আছে, যে শিব ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে বর দিয়া বিষ্ণুকে আপনাহইতে লঘু বোধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি অগ্নি, তুমি ধূম; আমি দিন, তুমি রাত্রি; আমি সত্য, তুমি অসত্য;" ইত্যাদি।

বেদেতে শিবের নাম মহাদেব বলিয়াছে বটে, কিন্তু পদ্মপুরাণে ইহার বিরুদ্ধে বিষ্ণুর মহত্ত্ব বলিয়াছে। যথা,

যেন্য দেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞান মোহিতাঃ।
নারায়ণাৎ জগন্নাথাত্তেহি পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ "যাহারা জ্ঞানান্ধ হইয়া জগতের কর্ত্তা নারায়ণহইতে অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া বলে, তাহাদিগকেই পাষণ্ড বলা যায়।"

অন্য স্থানে এই শ্লোক আছে। যথা,

এষ দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়স্তু মহেশ্বরঃ।
ন তস্মাৎ পরমং কিঞ্চিৎ পদং সমধিগচ্ছতি ॥

অর্থাৎ "এই মহাদেবকে পরম করিয়া মানিতে হইবে, কেননা তাঁহা ভিন্ন শ্রেষ্ঠ পদ কেহ প্রাপ্ত হয় নাই।"

পুনশ্চ রাম আর কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলা যায়, এই কারণ যে কথা উপরোক্ত শ্লোকে বিষ্ণুর বিষয়ে লেখা আছে তাহা ঐ দুই জনের প্রতিও খাটে। *

অধ্যাত্ম রামায়ণে লেখা আছে, যথা;

রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ মব্যয়ং।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং নিত্যানন্দমগোচরং ॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
সর্ব্বব্যাপিন মাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষং ॥

অর্থাৎ "হ্রাস বৃদ্ধিহীন, সকল উপাধি শূন্য, জ্ঞান

---

* রাম আপনি বলিলেন, যে আমি ঈশ্বর নহি। বরং তিনি আপনি অগস্ত্য মুনির বিষয়ে কহিতেছেন, অয়মগ্নিরয়ং সোম এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। অর্থাৎ "ইনি অগ্নি আর সোম আর সনাতন ধর্ম্ম।" আর রাম তাঁহার পূজাও করিলেন; আরণ্যকাণ্ডে দেখ।

সুখবিশিষ্ট, নিত্য আনন্দ স্বরূপ, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, নির্ম্মল শান্ত বিকাররহিত, পবিত্র সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং প্রকাশক, নিষ্পাপী আত্মাস্বরূপ করিয়া রামকে তুমি জান।' হনুমানের প্রতি সীতার বাক্য।

পুনশ্চ অনেক স্থানে লেখা আছে, যে কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মের অবতার। ভাগবতে ঐ কথা আছে, যথা;

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

অর্থাৎ "কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ হন।"

পুনশ্চ, কৃষ্ণএব পরদেবস্তং ধ্যায়েৎ।

অর্থাৎ "কৃষ্ণই পরব্রহ্ম, তাঁহাকে ধ্যান করিবে।"

পুরাণেও লেখা আছে, যথা;

শ্রীনন্দনন্দনং কৃষ্ণং গোপীকা প্রাণবল্লভং।
নবীননীরদশ্যামং দ্বিভুজং পরমেশ্বরং॥

অর্থাৎ "শ্রীনন্দের পুত্র কৃষ্ণ গোপীকার প্রাণপ্রিয় ও নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং দ্বিহস্তবিশিষ্ট যে পরমেশ্বর, তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য।"

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশের প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে, যে কৃষ্ণ কেবল বিষ্ণুর অংশের অংশ হন। তাহার প্রমাণ এই, "অংশাংশাবতারঃ।" দান ধর্ম্মে লিখিত আছে, কৃষ্ণ শিব এবং উমার ভক্ত ছিলেন, আর তাঁহাদের হইতে বর যাজ্ঞা করিয়া স্ত্রী পুত্রাদি পাইলেন। কাশীখণ্ডে প্রকাশ আছে,

কৃষ্ণ প্রকৃত স্বামী হন; বরং যে কিছু আছে সে সকল তিনি হন। যেমত লিপি আছে; যথা,

সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বংহি ব্রহ্মাদ্যাস্তৎ সমুদ্ভবাঃ।
চতুবর্গাত্মিকা ত্বংবৈ চতুর্বর্গ ফলোদয়ঃ॥
ত্বত্তঃসর্ব্বমিদং বিশ্বং ত্বয়ি সর্ব্বং জগন্নিধে।
যদ্দৃশ্যং যদদৃশ্যঞ্চ স্থূল সূক্ষ্মং স্বরূপতঃ॥
যত্তত্বং শক্তিরূপেণ কিঞ্চিন্ন ত্বদৃতে ক্বচিৎ।

"তুমিই সর্ব্বমন্ত্রাত্মক, অর্থাৎ সকল মন্ত্রেতে তোমাকে কীর্ত্তন করে, আর ব্রহ্মাদি দেবতা সকল তোমাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ও জীবনে চারি পদার্থ আর তাহার সফলতা তোমাহইতে হয়; হে জগতের লয়স্থান! তোমাতেই সকল বস্তু আছে। দৃশ্য অদৃশ্য, স্থূল সূক্ষ্ম স্বরূপ যে কিছু সে সকলই তুমি; তোমাভিন্ন কিছুই নাই।"

ব্রহ্মার বিষয়ে এত বিরুদ্ধতা হয় না, কেননা তাঁহার পূর্ব্ব লিখিত পাপজন্য তাঁহার পূজা তাবৎ স্থানহইতে উঠিয়া গিয়াছে। (২০ পৃষ্ঠে দেখ।)

এই সকল কথাদ্বারা কাঁহাকে সৃজনকর্ত্তা এবং প্রভু বলিয়া পূজা করিতে হয়, ইহা কখন জানা যায় না।

বেদেতে সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পৃথিবী, পবন, অগ্নি, জল, এবং সরস্বতীর পূজা আছে; পুরাণেতে আরও অনেক সৃষ্ট বস্তুর পূজার বিধি

আছে। কৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের * পূজা করাইলেন। ষড় দর্শনেতে এমত বিধি অনেক আছে, যাহাতে হিন্দুলোকেরা বলে মনুষ্যগণ মায়া মোহহইতে মুক্ত হওত সকল দেবতাদের আরাধনা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারে, অর্থাৎ আপনাদ্দিগকে ঈশ্বর করিয়া মানে। অতএব বেদের মধ্যে অল্প বস্তুর পূজার বিধি আছে, আর পুরাণ সকলের মধ্যে অনেক বস্তুর পূজার বিধি আছে; পরন্তু বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞানিরা আপনাদিগকেই ঈশ্বর জানে। তাহাদের ঐ ভুল পরমেশ্বর আপন অসীম অনুগ্রহদ্বারা দূর করুন!

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা প্রামাণ্য হয় যে ঐ সকল দেবতাগণ সত্য ঈশ্বর নহেন, কারণ তাঁহার একটিও গুণ তাঁহাদের মধ্যে নাই। অতএব যদি তাঁহারা ঈশ্বর না হন, তবে কী রূপে সৃষ্টি ও রক্ষাকর্ত্তা হইবেন? ফলতঃ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে উক্ত দেবতাগণ ব্যতীত আর কোন সৃষ্টি

---

* ফিরিস্তা নামে তিথি গ্রন্থের রচনাকর্ত্তা লিখিয়াছেন, যে খলীফ দলীদের সময়ে খ্রীষ্টীয় ৭১১ সালে যখন মহম্মদ কাজিম সিংহাসনে বসিলেন, ঐ সময়ে হিন্দলোকেরা মিসর দেশে ও মক্কাতে তীর্থ যাত্রা করিত।

স্থিতি পালনকর্ত্তা না থাকাতে, আমরা ইহা দৃঢ় রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে হিন্দুরা আপনাদের সৃষ্টিও রক্ষা ও শাসনকর্ত্তার বিষয়ে কিছুই জানে না; এবং তাহাদের সহিত ঈশ্বরের, ও ঈশ্বরের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও জানে না।

এতদ্ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মে নিশ্চয়রূপে জানায়, যে শাস্ত্র খ্যাত মনুষ্য ও দেবতাদের পিতা ব্রহ্মা অবধি অতি ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত জগৎ সমুদয়ের তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা হয়; যেমত স্মৃতিতে লেখে,

যে সমর্থা জগত্যস্মিন সৃষ্টি সংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥

অর্থাৎ "এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্তারাও কালে লীন হইবেন; অতএব কালই বলবান হয়।"

তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং ব্রহ্মাও অদৃষ্টের কর্তৃত্বহইতে মুক্ত নহেন। যখন নিরূপিত সময় উপস্থিত হয়, তখন তিনি আপনাকে বিস্তৃত করিলে সমুদয় সৃষ্টি দৃশ্য হয়; এবং পুনরায় নিরূপিত সময়ে আপনাকে সঙ্কুচিত করিলে সকলই তাঁহাতে লীন হয়। যথা, তৈত্তরীয় উপনিষদে লেখে;

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজীজ্ঞাসস্ব তৎব্রুহ্মেতি।

অর্থাৎ "যাঁহাহইতে এই জগৎ সকল জন্মিতেছে, আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে আছে, এবং ম্রিয়মাণ হইয়া যাঁহা-তে লীন হইবে, তিনি ব্রহ্ম; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।"

কিম্বা যদ্রূপ অন্য স্থানে লিখিত আছে, ব্রহ্ম জা-গ্রৎ হইলে জগতের স্থিতি হয়, এবং নিদ্রা গেলে সকলে তাঁহাতে লীন হয়। ইহার বিরুদ্ধে বেদ আর পুরাণের অনেক স্থানে লেখা আছে, যে ঈশ্বরেতে মনুষ্যের লীন হওয়া অসাধ্য; কিন্তু হিন্দুগণ এমত২ প্রমাণ প্রায় বিস্মৃত হইয়া উপরি লিখিত মতকে গ্রাহ্য করে, কেননা তাহাতে তাঁহাদের পাপেচ্ছা এবং আত্মশ্লাঘার আনুকূল্য হয়। ফলতঃ অটল অদৃষ্টা-নুসারেই * এই সমস্ত হইয়া থাকে, যেমত ভর্ত্তৃ-শতকে লেখা আছে, যথা;

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণু র্যেন দশাবতারগ্রহণে ক্ষিপ্তো মহাশঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কারিতং
সূর্য্যো গচ্ছতি নিত্যমেব গগণে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে॥

অর্থাৎ "যদ্দ্বারা বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কুম্ভকারের ন্যায় সৃজন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, আর যদ্দ্বারা বিষ্ণু দশাবতার

---

* শুদ্ধিতত্ত্ব এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখে, সন্তান জন্মিলে পর ষষ্ঠ দিবসের রাত্রে বিধাতা তাহার ললাটে অদৃষ্ট লিখিতে আইসেন; এই নিমিত্তে সেই দিনে ষষ্ঠী পূজার রীতি হয়।

গ্রহণরূপ শঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, আর যাহার দ্বারা রুদ্র শবের মস্তক হস্তে লইয়া ভিক্ষা করেন, এবং সূর্য্য আকাশমণ্ডলে নিত্য গতায়াত করেন, এমত যে অদৃষ্ট আমি তাহাকে নমস্কার করি।"

কিন্তু এমত প্রস্তাব শ্রবণে প্রত্যেক বিবেকি লোকের মনে ভূরি২ সন্দেহ জন্মে, যথা; অদৃষ্ট কী বস্তু? আর কোথাহইতে হয়? আর তাহার কর্ত্তাই বা কে, যাঁহাহইতে পরমেশ্বরও মুক্ত হইতে পারেন না? আর যিনি পরের বশে থাকেন তিনি কী রূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? ইত্যাদি। এই সকল বিবাদ ভঞ্জন করণার্থে বেদ এবং আর২ শাস্ত্রের প্রতি অবলোকন করা বৃথা। ভাল, এ সমস্ত কথা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; অটল অদৃষ্টের কর্ত্তৃত্ব যদি এরূপ স্থির হয়, তবে মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের কী সম্পর্ক হইতে পারে? কেননা হিন্দু শাস্ত্রানুসারে প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছে যে মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক নয়, বরং অদৃষ্টেরই সম্পর্ক আছে।

---

২ অধ্যায়।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্পর্কের বিষয়।

পরমেশ্বরের সহিত মনুষ্য কী সম্পর্ক রাখে? কি আপনার সমস্ত কর্ম্মের হিসাব তাঁহাকে দিতে হইবে? যদি তাঁহার নিকটে নিকাশ দিতে হয়, তবে মনুষ্য পাপ করিলে তাহার ক্ষমা পাইবার ভরসা থাকে কি না? এবং যদি থাকে, তবে সে কী রূপে ক্ষমা পাইবে? সত্য ধর্ম্ম এই সকল প্রশ্নের তৃপ্তিজনক উত্তর অবশ্য প্রদান করিবে।

হিন্দু ধর্ম্মানুসারে মনুষ্যের আত্মা * ঈশ্বর হইলেও সম্পূর্ণ রূপে অদৃষ্টের বশতাপন্ন হয়, তাহাতে তাঁহার পূজার রীতি সকল অনাবশ্যক এবং অকর্ত্তব্য, ইহা যুক্তিদ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। কিন্তু বেদ শাস্ত্র ও পুরাণ এ বিষয়ে এবং আর২ সকল বিষয়ে অত্যন্ত অসঙ্গত; তাঁহাতে ঈশ্বরারাধনার এবং তাবৎ প্রকার ধর্ম্ম ক্রিয়ার অসংখ্য২ বিধি তন্মধ্যে ব্যক্ত আছে।

মনু শাস্ত্রেতে পাপ দূর করণার্থে দেবতাগণের

---

* কোন স্থলে লিখিত আছে। "ভক্তি ভক্ত ভগবান গুরু চতুর্নাম বস্তু এক," অর্থাৎ ভগবান গুরু ভক্ত এবং ভক্তি এই চারি নাম, কিন্তু বস্তু এক মাত্র।

আরাধনা, দান, উপবাস, স্নান ও প্রার্থনা, এবং চতুর্বর্ণের ভিন্ন২ রীতি প্রকাশক অনেক বিধি আছে। কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্য, যদিও কোন মনুষ্য এই সকল কর্ম্ম পালন করে, তবে সে তাহার ফল ভোগের কারণ কোন এক দেব লোকে গিয়া কেবল নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত বাস করিতে পাইবে; আর যখন তাহার পুণ্য ক্ষয় হয়, তখন সে ইন্দ্র বা ব্রহ্মা-পদ প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় নশ্বর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপে ইহার পূর্ব্বে কোটি২ ব্রহ্মা, সপ্ত কোটি শম্ভু, নব কোটি দুর্গা, আর পদ্ম গণেশ ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে।

বেদ এবং আর২ শাস্ত্রে উক্ত কর্ম্ম শিশুবৎ খেলা বলিয়া প্রকাশ করে যে তদ্দ্বারা নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে লীন হওয়া কখন সম্ভব হয় না; বরঞ্চ যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক একাকী বনে গিয়া কঠিন তপস্যা এবং অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করত আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করে, কেবল সেই লোক পরমার্থ প্রাপ্ত হয়। এতজ্জন্য শাস্ত্রের ভূরি২ স্থানে লেখা আছে, যদ্রূপ ভৃগু বিষ্ণুকে শাপ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঋষি ও মুনি সকল দেবতাগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কখন২

তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিতেন, এবং তাঁহাদের সিং-
হাসনহইতে উঠাইয়া মানব জন্ম গ্রহণ করাইতেন।
ফলতঃ উক্ত শাস্ত্রে লেখে, দেবতারা ইন্দ্রিয় ও কাম
ক্রোধ ইত্যাদির বশীভূত, কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তি স্বয়ং
ব্রহ্মের সমান হন। যথার্থ বলিতে গেলে, জ্ঞানী
হউক বা অজ্ঞান হউক, হিন্দু ধর্ম্মানুসারে মনুষ্য
এবং ঈশ্বর এক; বরঞ্চ তিনি পাপ পুণ্য সকলেরই
কর্ত্তা হন, সুতরাং পাপ ক্ষমার জন্যে কোন উপায়
চেষ্টা করিবার আবশ্যক নাই। সে যাহা হউক,
আমাদের বক্তব্য এই, যে পাপ দূর করণার্থে
ঐ সমস্ত গ্রন্থে যত উপায় স্থির হইয়াছে, সে
সকল সম্পূর্ণ রূপে অনুপযুক্ত। বিবেচক মনুষ্যেরা
অবশ্য ইহা স্বীকার করিবেন।

শাস্ত্রকর্ত্তাদের মূল ভ্রম এই, যে পাপ কাহা-
কে বলে, তাঁহারা ইহার কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা
করেন না, বরঞ্চ পুনঃ২ বলেন, ঈশ্বর পাপ পুণ্য
উভয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা; মনুর এক স্থলে
লিখিত আছে, ত্রিভুবনের সমস্ত লোককে বধ
করা, এবং ইতর লোকের হস্তে ভক্ষণ করা তুল্য
পাপ হয়। আর এক স্থানে লেখেন, যদি কোন
ব্রাহ্মণ কুক্কুর, বিড়াল, গাভী, ভেক, গৃহগোধিকা,

কিম্বা পেচককে বধ করে, তবে শূদ্র বধ করণের প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে।

এক্ষণে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পাপের ভিন্ন২ প্রায়শ্চিত্ত সাধ্য পর্য্যন্ত বর্ণনা করি।

শাস্ত্রে লেখে, গঙ্গাস্নান, উপবাস, ধ্যান, দান, তীর্থযাত্রা, প্রয়াগে মুণ্ডন এবং কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে পাপক্ষয় ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

১। বিশেষতঃ; প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয়ে লিখিত আছে, যদি কেহ ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, তবে তাহাকে চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে, কিম্বা আপন প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিবে। যে ব্যক্তি গোহত্যা করে, তাহাকেও কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; এবং যদি সে অন্য কোন জীবকে বধ করে, তবে বিপ্রগণকে উপযুক্ত দান দিতে, হইবে। যদি কোন শূদ্র দুশ্চরিত্রা ব্রাহ্মণীর সহিত ব্যভিচার করে, তবে সে আপনাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। যদি কোন সচ্চরিত্রা ব্রাহ্মণীর নিকটে গমন করে, তবে সে আপন প্রাণ ত্যাগ করিবে, এবং উক্তা স্ত্রী জাতিভ্রষ্টা হইবে। অবকীর্ণী (অর্থাৎ যে ব্রতী কামাতুর হইয়া আপন ব্রত ভঙ্গ করে, সে) নির্ঋতি দেবীর

নিকটে এক কাণা গর্দ্দভ উৎসর্গ করিবে; এবং তাহার চর্ম্ম পরিধান করত সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিয়া সকলের সাক্ষাতে স্বীয় দোষ স্বীকার করিবে, তাহাতে এক বৎসরের পরে সে শুদ্ধ হইবে। মনুর ১১ অধ্যায় ১১৯—১২৪ শ্লোক। যদি কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত ব্যতীত ভোজন করে, তবে তাহাকে এক শতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, এবং গোমূত্র ভিন্ন সে দিবসে আর কিছু খাইতে পাইবে না। যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের পুষ্করিণীতে স্নান বা তাহার জল পান করে, তবে তাহাকে গোময় ও গোমূত্র খাইতে হইবে।

২। মিথ্যা কথার প্রায়শ্চিত্ত জন্য কেবল বিষ্ণুর নামোচ্চারণ * করিতে হয়। ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা ও ভার্য্যার ক্রোধ শান্তি করণার্থে মিথ্যা কথা কহনে পাপ হয় না। মনুতে লেখে, যথা;

স্ত্রীষু নর্ম্ম বিবাহেষু বৃত্ত্যর্থে প্রাণশঙ্কটে।
গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ নানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতং॥

---

* বেদে লিখে, বিষ্ণুর অনুগ্রহ ব্যতীত পরিত্রাণ লব্ধ হইতে পারে না; যথা; মোক্ষস্তু বিষ্ণু প্রসাদাত্তরেণ ন লভ্যতে; অর্থাৎ "বিষ্ণুর কৃপা বিনা মুক্তি হয় না।" তথাচ বিষ্ণু আপনি তাহা পান নাই; যদি পাইতেন, তবে স্বীয় ভার্য্যা লক্ষ্মী সহ ক্ষীর সমুদ্রে কেন শয়ন করিয়া রহিলেন?

অর্থাৎ "স্ত্রীর সহিত পরিহাসকালে, বিবাহ করণে, জীবিকার নিমিত্তে, শঙ্কটকালে, প্রাণ রক্ষার্থে, আর গোরু বা ব্রাহ্মণের জন্যে মিথ্যা কথা নিন্দনীয় নয়।"

মনু শাস্ত্রেতে এই শ্লোক লেখা আছে;

তদ্বদন্ ধর্ম্মতীর্থেষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকা দৈবীং বাণীং বদন্তি তাং॥

অর্থাৎ "কেহ যদি তীর্থ স্থানেও কোন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে, তবে সে ব্যক্তি স্বর্গহইতে চ্যুত হয় না; বরঞ্চ লোকে সেই কথাকে দৈবী বাণী বলে।"

৩। কাশীখণ্ডে লেখা আছে, তুলসী ও পদ্মের মালা পরিলে, শঙ্খ, চক্রের চিহ্ন বাহুতে ধারণ করিলে, এবং কপালে তিলক করিলে সর্ব্বপাপ দূরীকৃত হয়; এবং যাহাদের অঙ্গে ঐ রূপ চিহ্ন থাকে তাহাদিগকে যমদূতগণও কখন ক্লেশ দিতে পারে না।

৪। কথিত আছে, পাপ দুর করণার্থে গায়ত্রী জপ করা অন্যান্য উপায়াপেক্ষা উত্তম হয়। মনু কহেন, যথা;

জপ্যেনৈবতু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যং নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

অর্থাৎ, "ব্রাহ্মণ অন্যান্য বিধি পালন করুক বা না করুক,

কেবল গায়ত্রী জপদ্বারা নিঃসন্দেহে পরিত্রাণ পাইবে। সেই ব্রাহ্মণকে সূর্য্যের উপাসক বলিতে হইবে।

যোধীতে ঽহন্য ঽহন্যেতাং স্ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি দিন নিরালস্যপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করে, সে বায়ু ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।"

পুনশ্চ লেখা আছে, যথা;

সাবিত্র্যাস্তু পরংনাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে।
কুর্য্যাদন্যং নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

অর্থাৎ "গায়ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, যেমন মৌনহইতে সত্য প্রধান। ব্রাহ্মণ আর কিছু করুক অথবা না করুক, তাহাকে সূর্য্যোপাসক বলিতে হইবে।"

আর এক স্থানে লেখে;

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্রিকংদ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহি র্বিমুচ্যতে॥

অর্থাৎ "যে ব্রাহ্মণ সহস্রবার একান্ত মনে সমুদয় গায়ত্রী জপ করে, সে এক মাসের মধ্যে খোলসহইতে মুক্ত সর্পের ন্যায় সকল পাপহইতে মুক্ত হয়।"

সূর্য্যনারায়ণ উপনিষদে লিখিত আছে;

"যে ব্যক্তি সূর্য্যের সম্মুখে বসিয়া গায়ত্রী জপ করে, তাহার মনের মধ্যে কোন ভয় থাকে না, আর সমুদায় আপদ্ বিপদ্হইতে সে মুক্ত হয়; এবং অভক্ষ্য

ভক্ষণ ও অপেয় পান ও মহাপাতকির সহিত আলা-
পাদি করিলেও তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয়।"

ভাল, এমত অনির্ব্বচনীয় গুণযুক্ত এবং অত্যাশ্চর্য্য গায়ত্রী কী? তাহা এই;

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য
ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অর্থাৎ "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ! সূর্য্যদেবের ঐ শ্রেষ্ঠ অন্তরাত্মা আমরা ধ্যান করি; তিনি আমাদের বুদ্ধির চালনা করুন।"

এই গায়ত্রী বিষয়ে স্কন্ধপুরাণে লিখিত আছে, সমুদায় বেদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আর কোন গুরু-তর কথা নাই; আর কোন মন্ত্র ইহার সমান নহে, যদ্রূপ কাশীর তুল্য আর কোন নগর নাই। গা-য়ত্রী বেদ এবং ব্রাহ্মণগণের মাতা। গায়ন্তং ত্রায়তে; অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তাহা নিত্য জপ করে সে তা-হাকে রক্ষা করে;" এ জন্যে তাহাকে গায়ত্রী বলে। গায়ত্রী জপকরণদ্বারা বিশ্বামিত্র নামক এক জন ক্ষত্রিয় রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি হইয়া এক জগৎ সৃষ্টি কর-ণের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। গায়ত্রীহইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বর, এই ত্রিবেদ উৎপন্ন হইয়াছে; গায়ত্রীর প্রথম কথা 'ওঁ' যে জানে সে বেদকেও

জানে; ফলতঃ এমত কোন কিছু নাই যাহা গায়ত্রী-দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না।

৫। মহাভারতে লিখে, কৃষ্ণও পাপে উদ্ধারকর্ত্তা, যথা;

তব সন্দর্শনাদেব মুক্তোহং সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ।

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, তোমার দর্শনমাত্রে আমি সর্ব্ব পাপ-হইতে মুক্ত হইলাম।"

গীতার মধ্যে কৃষ্ণের এই কথা লিখিত আছে, যথা;

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি।

অর্থাৎ "আমি তোমাকে সকল পাপহইতে উদ্ধার করিব।"

৬। ঋগ্বেদ, ব্রহ্মপুরাণ, মহাভারত এবং আর ২ শাস্ত্রে লিখিত আছে, সতী অর্থাৎ সহমরণ পাপ দূর করণের প্রধান উপায়। তাহাতে আরো লিখে, "যদ্রূপ কোন ব্যালগ্রাহী সর্পকে গর্ত্তহইতে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে স্ত্রী স্বীয় স্বামির সহিত দগ্ধা হয়, সে তাহাকে নরকহই-তে টানিয়া লয়; এবং যত দিন তাহাদের পুণ্যের হ্রাস না হয়, তত দিন তাহারা একত্র স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করে।" পুনশ্চ, "যে স্ত্রী আপন স্বামির সহিত পুড়িয়া মরে, সে তাহার এবং আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণকে উদ্ধার করে; তাহাতে তাহার স্বামী যদি আপন বন্ধু বা ব্রহ্মহত্যাকারী, কিম্বা কৃতঘ্ন হয়, তথাপি তাহার স্ত্রী সতী হওয়াতে তা-হার সর্ব্ব পাপমার্জ্জনা হইবে। অতএব সতী হওন অপে-ক্ষা স্ত্রীলোকের আর কোন উত্তম কর্ম্ম নাই।"

এতদর্থে মিতাক্ষরাতেও লিখিত আছে, যথা;

মাতৃকং পৈতৃকং চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
কুলত্রয়ং পুনাত্যেষা ভর্ত্তারংযানু গচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা সর্পং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
তদ্বদুদ্ধৃত্য সা নারী তেনৈব সহ মোদতে॥

অর্থাৎ "যে স্ত্রী স্বামির সহিত দগ্ধা হয়, সে আপন মাতার তিন পূর্ব্ব পুরুষকে, ও আপন পিতার তিন পূর্ব্ব পুরুষকে, এবং আপন স্বামির তিন পূর্ব্ব পুরুষকে পবিত্র করে; যদ্রূপ ব্যালগ্রাহক গর্ত্ত-হইতে সর্পকে টানিয়া লয়, তদ্রূপ যে স্ত্রী সতী হয়, সে আপন স্বামিকে নরকহইতে উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে বাস করে।"

আশ্চর্য্য কথা এই, বেদ এবং আর২ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী জাতি এমত মন্দ যে তাহারা পাপের অবতার স্বরূপ কথিত আছে। তাহারা সাক্ষ্য দেওনে অক্ষম, এবং বেদ ও ধর্ম্মরীতিতে তাহাদের কোন অধিকার নাই। মনু ইহা কহেন;

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ ধর্ম্মো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

অর্থাৎ "স্ত্রীলোকদের কারণ পৃথক ধর্ম্ম ও ব্রত এবং উপবাসের কিছু বিধি নাই; কেননা তাহারা স্বীয়২ স্বামির সেবাদি করিলেই স্বর্গে সুপ্রসিদ্ধা হয়।"

পুনশ্চ নীতি শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা;

অনৃতং সাহসং মায়া বচনং পরুষাক্ষরং।
অশুচিত্বং নির্দ্দয়ত্বং স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবতঃ॥
স্বভাব এব নারীণাং নরাণামিহ দূষণং।
অতোর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥

অর্থাৎ "মিথ্যা কহন, নির্লজ্জ ও প্রবঞ্চক হওন, কটু ভাষা ব্যবহার করণ, ও অশুচি এবং নির্দ্দয় হওন, এই সকল স্ত্রী লোকদের স্বাভাবিক দোষ। এ সকলেতে স্ত্রী লোকেরা সর্ব্বদা আসক্তা। তাহাদের অভিলাষ সম্পূর্ণ না হইলে তাহারা সর্ব্বদা পুরুষের প্রতি দোষারোপ করে; এতজ্জন্য জ্ঞানি ব্যক্তিরা সর্ব্বদা স্ত্রী লোকদের প্রতি সাবধান থাকে।"

দেখ, যে স্ত্রী লোক স্বভাবতঃ এমত মন্দ ও অকর্ম্মণ্য হয়, সে কী প্রকারে সহমরণদ্বারা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পবিত্র, ধার্ম্মিকা, এবং পুণ্যযুক্ত হইয়া কেবল আপনাকে রক্ষা করে তাহা নয়, কিন্তু স্বীয় স্বামিকে, ও তাঁহার এবং আপনার গত তিন পুরুষকে নরকহইতে উদ্ধার করে? এ কথা নিতান্তই অসম্ভব।

৭। কোন২ শাস্ত্র এবং পুরাণে লিখিত আছে, কুষ্ঠ, খঞ্জাদি অপ্রতিকার্য্য রোগি লোকেরা যদি কোন পুণ্য স্থানে আপনাদের প্রাণ বিনষ্ট করে, যথা; জগন্নাথ ক্ষেত্রে রথের চাকার নীচে পড়িয়া

মরে, কিম্বা প্রয়াগে যাইয়া গঙ্গা ও যমুনার সং-যোগ স্থানে জলমগ্ন হইয়া মরে, তবে তাহারা পাপের ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলাভ করিবে। কিন্তু এমত রোগিরা নির্ব্বাণ অর্থাৎ পরম মুক্তি পাই-তে পারে না। এই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত্যর্থে সর্ব্বাংশে সিদ্ধ এবং দোষরহিত শরীরের আবশ্যক করে। ভবিষ্যপুরাণে লিখে, কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠী ছিল; কিন্তু তাহার পিতা যে তাহাকে আরোগ্য করি-লেন এমত কথা লেখা নাই।

৮। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখে, শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণে পাপ দূর হয়, যথা;

রোগং হরতি নির্ম্মাল্যং শোকন্তু চরণোদকং।
অশেষ পাতকং হন্তি শম্ভোর্নৈবেদ্য ভক্ষণং॥

অর্থাৎ "মহাদেবের নির্ম্মাল্য রোগকে হরণ করে, তাঁহার পাদোদক শোক নাশ করে, এবং তাঁহার নৈ-বেদ্য ভক্ষণ করিলে সকল রোগের বিনাশ হয়।"

৯। কুলার্ণবে এক অতিশয় লজ্জাজনক বিষয় লেখা আছে, যথা;

অন্তর্যাগং শশ্বদ্ভজতাং অন্তে মোক্ষঃ স্ত্রীসঙ্গাচ্চ।
হিংসা ধর্ম্মঃ পানং সুকৃতং গুপ্তো মুক্তঃ প্রগটো ভ্রষ্টঃ॥

অর্থাৎ "যাহারা সর্ব্বদা ব্রহ্ম উপাসনা করে, তাহারা মৈথুনদ্বারা অবশেষে পরিত্রাণ পায়। তাহাদের পক্ষে

জীব হিংসা ধর্ম্ম. ও মদ্য পান করা পুণ্য; তাহারা ইহা প্রকাশ করিলে ভ্রষ্ট হয়, গোপনে রাখিলে মুক্তি পায়।”

শ্যামা রহস্যেও তদ্রূপ লিখিত আছে, যথা;

মদ্যং মাসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতক নাশনং॥

অর্থাৎ “মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, এবং মৈথুন, এই পাঁচটি মকারদ্বারা মহাপাপ দূরীকৃত হয়।”

১০। ঈশ্বরের নাম জপ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বিষ্ণু পুরাণে লেখে, “বিষ্ণুকে স্মরণ করাতে, অর্থাৎ তাঁহার একটি বা সকল নাম জপ করাতে, মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার পাপহইতে পরিষ্কৃত হয়।” বিষ্ণু ধর্ম্মতন্ত্রে লিখে, “মনুষ্য সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র চক্র-পাণি (বিষ্ণুর) নাম পুনরুক্তি করুক, কারণ তদ্দ্বারা অশুদ্ধ ব্যক্তিও শুদ্ধ হয়। হরি সর্ব্ব পাপ দূর করেন, দুষ্ট লোকের প্রার্থনাতেও তাহা করেন; যদ্রূপ কোন ব্যক্তি অনিচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নিতে হাত দিলে সে তাহাকে অবশ্য দগ্ধ করিবে।”

এ কথা প্রামাণ্য করণার্থে ভাগবতপুরাণে পশ্চাল্লিখিত এই বিবরণ আছে।

“অজামিল নামে এক জন মহাপাপী গো এবং ব্রাহ্মণ বধ করিত, এবং মদ্য পান করিয়া যাবজ্জীবন কুক্রিয়াতে আসক্ত ছিল। তাহার চারি পুত্রের মধ্যে এক জনের

নাম নারায়ণ। অজামিল মুমূর্ষকালে অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া স্বীয় পুত্রকে ডাকিল, "ওহে নারায়ণ! ও নারায়ণ২! আমাকে কিঞ্চিৎ জল দেও।" ইহা কহিয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাতে যমদূতগণ দণ্ডের স্থানে তাহাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণুর দূতগণও তাহাকে উদ্ধার করিতে আইল। তখন তাহাদের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হওয়াতে বিষ্ণুর দূতগণ জয়ী হইয়া অজামিলকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। ইহাতে যমের অনুচরগণ রাগান্বিত হইয়া আপনাদের কর্ত্তার কাছে ফিরিয়া গিয়া আপন২ যষ্টি ও বস্ত্রাদি তাঁহার চরণে ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমরা আর তোমার অধীনে থাকিব না, যেহেতুক আমরা প্রত্যেক কর্ম্মে অপমান ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্ত হই না। তখন যমরাজ তাবৎ ঘটনা জ্ঞাত হইয়া আপন মুহুরী চিত্রগুপ্তকে হিসাবের বহি দেখিতে আজ্ঞা করিলেন। সে তদ্দৃষ্টে উত্তর করিল, অজামিল বড় অধার্ম্মিক এবং প্রসিদ্ধ পাপী ছিল, তাহার পাপ গণনা করা যাইতে পারে না। এতচ্ছ্রবণে যম ত্বরায় বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর নিকটে এ বিষয়ের কারণ জানিতে চাহিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, ঐ মনুষ্য অত্যন্ত দুষ্ট ছিল বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে নারায়ণ নামোচ্চারণ করাতে সে এস্থলে আনীত হইয়াছে।"

বাল্মীকি রামায়ণে এরূপ লেখা আছে, যথা,

"তূল রাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥"

ইহার প্রমাণ আদ্যকাণ্ডে লেখে; "বাল্মীকি পূর্ব্বে এক জন প্রসিদ্ধ ডাকাইত ছিল; সে এত ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিল যে এক কোথিলা অর্থাৎ গোলাঘর কেবল তাহাদের পৈতাতে পূর্ণ হইল। বাল্মীকি রাম নাম জপ করিয়া পাপে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মের সদৃশ হইল।"

অন্য স্থলে এই শ্লোক আছে।

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং।
তৎসর্ব্বং পাতকং হন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তঃকরণের মধ্যে আপনাকে ক্ষণমাত্র ব্রহ্ম জ্ঞান করে, তাহার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়: যাদৃশ অরুণোদয়ে অন্ধকার বিনাশ পায়।"

হিন্দুধর্ম্মানুসারে পাপ দূর করণার্থে এই প্রকার অনেক২ উপায় আছে। এ সকল খণ্ডাইবার নিমিত্তে কোন বিতণ্ডা করা অনাবশ্যক, কারণ তাহার মিথ্যাত্ব আপনি প্রকাশ পাইতেছে; অতএব জ্ঞানিরা এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করুন।

---

৩ অধ্যায়।

মদ্য ও মাংস ভক্ষণের বিষয়।

অনেক২ পুরাণে মদ্য ও মাংস খাইতে নিষেধ আছে; আরও তাহাতে লেখে, কলিযুগে যে কেহ মদ্য পান করিবে ও মাংস খাইবে, সে নিশ্চয় ম্লেচ্ছ হইবে। পরন্তু ভাগবতদ্বারা জানা যাইতেছে যে

কৃষ্ণ কলিযুগের আরম্ভেতে ছিলেন, যেমত লেখা আছে, যথা;

গতেষু শটসু সার্দ্ধেষু অধিকেষুচ ভূতলে।
কলৌ গতেষু বর্ণনামভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ॥

অর্থাৎ "যখন কলিকালের ৬৫০ বৎসরের কিছু অধিক গত হইয়াছিল, তখন কুরু পাণ্ডবের উদ্ভব হইল।"

তথাপি তিনি আর তাঁহার কুটুম্ব, আর দ্বারকা নিবাসি সকলে স্বচ্ছন্দে মদ্য পান করিতেন; বিশেষতঃ, যে দিবসে তাঁহারা ঝকড়া করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করত মরিলেন, সে দিবসে সকলেই মাতাল ছিলেন।

মনুশাস্ত্রে লেখে, ভক্ষ্যযোগ্য জীব আর তদ্ভক্ষক, এ উভয়কেই ব্রহ্মা উৎপন্ন করিয়াছেন; এই নিমিত্তে শাস্ত্রানুসারে মাংসাদি খাইলে কোন দোষ নাই। বিশেষতঃ;

দেবান্ পিতৃংশ্চার্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দূষ্যতি।
ন ভক্ষয়ে দেকচরানজ্ঞতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্॥

অর্থাৎ "দেবতা ও পিতৃ লোকদের অর্চ্চনা করিয়া মাংস খাইলে দোষ হয় না; কিন্তু এক খুর বিশিষ্ট আর অজ্ঞানিত পশু পক্ষিকে ভক্ষণ করিবে না।"

ঐ শাস্ত্রের অন্য এক স্থানে লেখা আছে, যথা;

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।

অর্থাৎ "শাস্ত্রানুবারে মাংস খাইতে ও মদ্য পান করিতে আর স্ত্রী সংসর্গ করিতে কিছু দোষ নাই।"

আরও ঐ শাস্ত্রে লেখে যে ব্রাহ্মণ এই২ মাংস খাইতে পারে; "শশক, সজারু, কচ্ছপ, গোধা, গণ্ডার, খরগোশ ইত্যাদি।" তদ্রূপ মিতাক্ষরাতে এই শ্লোক আছে; যথা,

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধা গোধা কচ্ছপ শল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপিহি সিংহ তুণ্ডকরোহিতাঃ॥

অর্থাৎ "পঞ্চনখ বিশিষ্ট পশু খাইতে নিষিদ্ধ নাই; যথা শশারু, স্বর্ণগোধিকা, কচ্ছপ, গণ্ডার, খরগোশ। আর মৎস্যের মধ্যে সিংহি, তুণ্ডক, রোহিত, এই কএক মৎস্য খাইবার যোগ্য।"

মনুশাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছে, যে মাংস খাওয়া উচিত নহে বটে; কিন্তু সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভের সময়ে বলিদান করা ও মাংস খাওয়া অতি আবশ্যক।

ঋগ্বেদের সঙ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে গো বলি-দান করিবার ঋচা আছে; আর ঐ সঙ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখে, যে ব্যক্তি পশু বলিদান করে, তাহার স্বর্গ হয়। ঋগকেতু সত্যযুগে গো বলিদান করাতে প্রসিদ্ধ রূপে বিখ্যাত হইয়াছি-লেন; আর বেদে লিখিয়াছে, তৎকালে ইন্দ্রের

উদ্দেশে ষাঁড়কে উৎসর্গ করা যাইত। পুনশ্চ রামায়ণে লেখা আছে, যে বশিষ্ট মুনি মাংস ও মদ্য প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য আয়োজন করিয়া বিশ্বামিত্রকে সেনাগণের সহিত ভোজন করাইলেন; এই প্রকারে ভরদ্বাজ মুনিও সেনাগণ সুদ্ধ ভরতকে মাংসাদি খাওয়াইলেন। আর রামও তদ্রূপ মাংস খাইয়াছিলেন, এই কথা রামায়ণের আদিকাণ্ডে আর অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে। এক সময়ে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা দশ সহস্র গোরু ভক্ষণ করিয়াছিল *। আধুনিক ব্রাহ্মণেরা যদি উক্ত শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে সেই প্রাচীন রাজা ও ঋষিগণের ন্যায় এখন গোরুর মাংস খাইত, আর মদ্য পান করিত, তবে তাহাদের

* মৎস্য পুরাণে এই কথা লেখা আছে; "একবার ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৌশিকীর পুত্রেরা কী প্রকারে পরম গতি প্রাপ্ত হইল? সূত উত্তর করিলেন; কৌশিকীর সাত জন পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার মরণান্তে বড় আকাল হইলে তাহাদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য না থাকাতে, তাহারা গর্গ মুনির নিকট গেল। তিনি তাহাদিগকে আপন গোরু চরাইবার কারণ বনে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সপ্ত ভ্রাতা বনে গিয়া অত্যন্ত ক্ষুধায় কাতর হইল, তাহাতে তাহারা ঋষির গোরুকে মারিয়া দেব ও পিতৃ লোকদের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া আপনারা খাইয়া ফেলিল। পরে সন্ধ্যাকালে তাহারা গর্গের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, আপনকার গোরুকে বন্য পশুতে বধ করিয়া খাইয়াছে। এই পুণ্যার্থে কৌশিকীর পুত্রেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইল।"

কী দশা হইত? তাহারা অবশ্য দোষী হইয়া আপন জাতি জ্ঞাতি কুটুম্ব ও ঘর দ্বার বন্ধু বান্ধবহইতে ত্যজ্য হইয়া যাইত। অতএব হিন্দুদের ধর্ম্মে আহারাদি বিষয়েও এক মত পাওয়া যায় না।

যদি কেহ কহে, যে উক্ত নানা প্রকার ব্যবহার অন্য২ যুগের নিমিত্তে ছিল; তবে বলি, ইহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, যে ঐ রূপ বিধি কোথায় লেখা আছে? বিশেষতঃ মনু কোন্ স্থানে লিখিয়াছেন, যে অমুক২ বিধি ও ব্যবহার বিশেষ যুগের নিমিত্তে দত্ত হইয়াছে? পরন্তু যেমন চারি বর্ণের ব্যবহার প্রত্যেক যুগের নিমিত্তে নিশ্চয় করা গিয়াছে, তেমনি ঐ সকল বিধি ও ব্যবহার প্রত্যেক যুগের নিমিত্তে নিরূপিত হইয়াছে *।

---

* পণ্ডিত লোকেরা অনেকে কহেন, যে মনুর কোন২ কথা কলিযুগের নিমিত্তে নহে। ইহা প্রামাণ্য করিতে তাঁহারা বৃহস্পতি, পরাশর আর নারদাদির বচনের উল্লেখ করেন। পরন্তু এই আপত্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে; কেননা মনুর টীকাকর্ত্তা কুল্লূক ভট্ট বৃহস্পতি ছাড়া আর কাহারো চর্চ্চা করেন নাই, আর বৃহস্পতিও কেবল ইহাই বলেন, যে মনুর এই বিধি কলিযুগে বর্জ্জিত আছে, "যদি কেহ আপন স্ত্রীকে নিঃসন্তান রাখিয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিবে!" কুল্লূক ভট্ট ইহা ছাড়া আর কোন কথা লেখেন নাই। ইহাতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে কুল্লূক ভট্টের বুদ্ধিতে এই এক বিধি ছাড়া মনুর সকল বিধি সমুদায় যুগের নিমিত্তে আছে।

কেহ যদি কহে, যে মাংস খাওয়া আর মদ্য পান করা কলিযুগে নিষিদ্ধ আছে; তবে তাহার উত্তর করি, এই কথার প্রমাণ চারি বেদ ও ষড় দর্শন-হঁইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। আর যদি কহে যে পুরাণেতে প্রমাণ আছে; তবে জিজ্ঞাসা করি, কি পুরাণ সকল চারি বেদ এবং ছয় শাস্ত্রকে খণ্ডন করিতে পারে? আর যদ্দিও পুরাণে থাকে, তবে বিবেচনা করিতে হইবে, যে বেদ শাস্ত্র আর পুরাণে পরস্পর কেমন বিরুদ্ধতা আছে। বেদ ও শাস্ত্রেতে মাংস খাইবার বিধি আছে, আর পুরাণে তাহা নিষেধ আছে; ভাল, তাঁহাদের কোন্ কথা মান্য? আর যাহারা বলে যে কলিযুগে ঐ বিধি বর্জ্জিত আছে, তাহাদিগকে এ কথা সুধাইতেছি, কৃষ্ণ আর তাঁহার সঙ্গিগণ কলিযুগে কেন মদ্য মাংস প্রভৃতি খাইতেন? যদি কেহ কহে, যে এ কর্ম্ম তাঁহাদের জাতি ও ধর্ম্মের যোগ্য ছিল; তবে তাহা মানিতেছি, আর ইহার পরে বর্ণের কথা-কেও খণ্ডন করিয়া সপ্রমাণ করিব, যে সকল মনুষ্য এক জাতি মাত্র।

---

৪ অধ্যায়।

মত বিষয়ক হিন্দু শাস্ত্রের অনৈক্য।

উক্ত সকল কথা ছাড়া ধর্ম্ম বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে বড় বিরুদ্ধতা আছে। ঋষি ও মুনিগণের মধ্যেও বিস্তর অনৈক্য হয়। যথা; ঋগ্বেদে লেখা আছে, কেহ২ ইহা কহে, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতি পাঠ ব্যতিরেকে যজ্ঞ হোমাদি সিদ্ধ হয়; কিন্তু অন্যেরা বিশেষতঃ জবলের পুত্র সত্যকামা তাহা অস্বীকার করিয়া বলে, সম্পূর্ণ গায়ত্রী পাঠ করা আবশ্যক।

ষড় দর্শনেতে ঋষি মুনিগণের মধ্যে বড় বাদানুবাদ আছে, আর ঐ সকল দর্শনে বেদহইতেও অনেক বিপরীত কথা লিখিয়াছে। (ইহার বিশেষ পূর্ব্বে ৬৪ পৃষ্ঠে দেখ।)

পুরাণ সকলও বিরুদ্ধ কথায় আর গল্পেতে পরিপূর্ণ আছে; যথা, বিষ্ণুপুরাণ এবং আর২ পুরাণে লেখা আছে, যে, কপিল মুনি সগর রাজার ষাইট হাজার পুত্রকে নষ্ট করিয়াছিলেন; পরন্তু ভাগবতে লেখে যে এই কথা মিথ্যা। যথা,

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জ্জিতা
নৃপেন্দ্রপুত্ত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎ পবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ ॥

অর্থাৎ "রাজপুত্ত্রেরা কপিল মুনির কোপে ভস্ম হই-য়াছে, এই কথা সাধুবাদ নয়; কেননা জগৎ পবিত্র করেন, অথচ সত্ত্বগুণের আশ্রয় যে মুনি, তাঁহাতে অহঙ্কার কী প্রকারে সম্ভব হয়? আকাশে পার্থিব ধূলার ন্যায়।"

এই ক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক যে ব্যাসদেব পুরাণকর্ত্তা রূপে প্রসিদ্ধ আছেন। আরও কথিত আছে, তিনি বেদান্ত আর চারি বেদের সংগ্রহকা-রক হন; এই কারণ যে কেহ বেদ আর বেদান্তকে মানে, তাহাদের পুরাণকেও অবশ্য ঈশ্বরীয় বচন করিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে প্রত্যেক পুরাণ আত্মশ্লাঘা করত আপনাকে আর২ সকল পুরাণহইতে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম করিয়া জানায়। যথা; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লেখে;

সারভূতং পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুত্তমং।
পুরাণোপপুরাণানাং বেদানাং ভ্রমভঞ্জনং ॥

অর্থাৎ "ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ তাবৎ পুরাণহইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ সে তাহাদের এবং বেদ সকলেরও ভ্রম না-শক হয়।"

হিন্দু লোকেরা চারি বেদকে ব্রহ্মের বাণী করিয়া মানে; পরন্তু শিবতন্ত্রে লেখা আছে যে বেদহইতে পঞ্চ তন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। যথা,

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়া বিনির্গতাঃ।
পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা॥
ঊর্দ্ধাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আম্নায়া বহবঃ সন্তি ঊর্দ্ধাম্নায়েন নো সমাঃ॥

অর্থাৎ "আমার পঞ্চমুখহইতে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ এই পঞ্চ বেদ নির্গত হইল; ইহাতে মোক্ষের পথ ব[illegible]য়। বেদ অনেক আছে বটে, কিন্তু ঊর্দ্ধ বেদের সমান কোন বেদ নয়।"

আর যে তন্ত্রকে শিব এইরূপে শ্রেষ্ঠ করিয়া জানান, তাহাতে লেখা আছে, যে সকল ধর্ম্মহইতে বাম ধর্ম্ম উত্তম। যথা,

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরং।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

অর্থাৎ "সকল মতহইতে বেদ উত্তম হয়, আর বেদহইতে বৈষ্ণবমত, আর বৈষ্ণব মতহইতে শিবমত, আর শিব মতহইতে দক্ষিণমত, আর দক্ষিণ মতহইতে বামমত, আর বাম মতহইতে সিদ্ধান্তমত, আর সিদ্ধান্ত মতহইতে কৌলমত উত্তম হয়; কৌল মতহইতে অন্য কোন মত শ্রেষ্ঠ নহে।"

যে কেহ বেদ ও শাস্ত্র ও পুরাণের এমত পরস্পর বিরুদ্ধতা বিবেচনা করিবে, সে নিশ্চয় জানিবে যে হিন্দু লোকেরা অপার দ্বিধারূপ সাগরে পড়িয়াছে। ফলতঃ এই কথা তাহাদের মধ্যে চলিত আছে, "যত মুনি তত মত;" আর ইহাও কহে, আটাশি সহস্র ঋষিতে ৮৮০০০ মন্ত্রের রচনা করিয়াছেন।

তদ্রূপ মহাভারতের বন পর্ব্বে লেখা আছে, যথা;

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

অর্থাৎ "বেদ সকল ভিন্ন২, ও স্মৃতি সকল ভিন্ন২, আর এমন মুনি নাই, যাঁহার মত ভিন্ন নহে; এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অতএব পুণ্যবান ব্যক্তি যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথ।"

অধিকন্তু সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্প আছে;

"ছয় জন বড় জ্ঞানী ও বেদ শাস্ত্রজ্ঞ এবং ঐশ্বর্য্যশালী ছিল; তাহারা কেকয় রাজার পুত্র অসুরপতির নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল, তোমাতে যে ব্রহ্মজ্ঞান আছে সেই জ্ঞান আমাদিগকে জানাও। পরে যখন আর এক দিবস তাঁহার নিকটে গেল, তখন তিনি প্রত্যেক জনকে পৃথক২ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহাকে ব্রহ্ম

বোধ করিয়া পূজা কর? এক জন বলিল, স্বর্গকে, দ্বিতীয় বলিল সূর্য্যকে, তৃতীয় বলিল পবনকে, চতুর্থ বলিল আকাশকে, পঞ্চম ব্যক্তি কহিল জলকে, ষষ্ঠ কহিল পৃথিবীকে। এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, তোমরা সকলেই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছ; পরে তিনি তাহাদিগকে অন্য প্রকার মত শিখাইয়া দিলেন।"

উপরে লিখিত শাস্ত্রীয় বচন সকল ও যুক্তিদ্বারা সুস্পষ্টরূপে নিশ্চয় করা গেল, যে হিন্দু ধর্ম্মে ঈশ্বর ও মনুষ্যগণের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় না। বিশেষতঃ; নিরাকার ব্রহ্ম, কি সাকার দেবদেবীগণের এক জন, কি মায়া অথবা অদৃষ্ট, এ সকলের মধ্যে মনুষ্যদের সৃষ্টি পালন ও শাসনকর্ত্তা কে? এবং উক্ত ভাক্ত মহাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যদের আরাধ্য কে আছেন? ইহা শাস্ত্রদ্বারা কখন নির্ণয় হইতে পারে না। তদ্রূপও মনুষ্যদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল, আর পাপ ও পুণ্যের মীমাংসা, ও প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম, এবং পরকালে সদ্গতি প্রাপণের উপায়, এই সকল অত্যাবশ্যক বিষয়ে শাস্ত্রের মধ্যে অসংখ্য ভিন্ন২ এবং পরস্পর বিপরীত বিধি ব্যবস্থা পাওয়া যায়; তাহাতে সত্য ধর্ম্মান্বেষণকারী এরূপ গোলমাল এবং অনৈক্য দেখিয়া তাবৎকে মিথ্যা জানিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে অবশ্য ত্যাগ করিবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

হিন্দুশাস্ত্র লিখিত

আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ক বিচার।

আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য ধর্ম্মের শেষ লক্ষণ ও ঐশ্বরীয় মোহরস্বরূপ হয়; কেননা তাহা না হইলে সে ধর্ম্ম যে ঈশ্বরহইতে হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চয় করা অসাধ্য। (৩ পৃষ্ঠে দেখ।)

অতএব এই ক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য, হিন্দু ধর্ম্মে আর ২ লক্ষণের অভাব থাকিলে উক্ত লক্ষণ-দ্বয় কি তন্মধ্যে পাওয়া যাইবে?

---

১ অধ্যায়।

আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

রাম কৃষ্ণাদির অনেকানেক চমৎকার কর্ম্ম হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে, যথা; ধনুর্ভঙ্গ, সেতু-বন্ধন, রাক্ষসগণকে বধ করণ, এবং গোবর্দ্ধন ধারণ ইত্যাদি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ ইহা স্মরণ করিতে হইবে, যে হিন্দুরা আশু প্রত্যয়ী, তাহাতে তাহারা কিছু অনুসন্ধান না

করিয়া সর্ব্ব প্রকার আশ্চর্য্য কথাতে বিশ্বাস করে; যথা, তুলসীদাসের কল্পিত গল্প সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া বলিয়া তাহাতে আস্থা করে। পুনশ্চ মন্ত্র পাঠদ্বারা প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে পর তাহারা তাহাকে ঈশ্বর বোধ করিয়া পূজা করে; পরে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া এমত জ্ঞান করে, যে ইহাঁর হস্ত পদাদি লড়িতেছে; এবং ইহাঁর মুখে সন্তোষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাহারা আরো বলে, কাশী স্বর্ণেতে নির্ম্মিতা, এবং তাহার কঙ্কর সকল শঙ্কর সমান হয়। তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ তাহারা আরও বলে, মনুষ্যেরা যে কোন বস্তুতে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যাশা রাখে, তাহা কাষ্ঠ হউক বা প্রস্তর হউক, কিম্বা কোন জন্তুর ছবি বা আর কিছু হউক, সেই বস্তু তাহাদের ঈশ্বর হইয়া তাহাদিগকে যাচনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে।

ইদানীন্তন তাবৎ হিন্দুগণের নিকটে অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রহইতে প্রসিদ্ধ যে বাল্মীকি রামায়ণ, তাহাতে এই গল্প আছে।

"শ্রীরাম বলেন, ভাই শুন অবান্তর।
ইল্বল বাতাপি ছিল দুই সহোদর॥
মায়াবি রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।

বাতাপি হইয়া মেষ ব্রহ্ম বধ করে॥
তার ভাই ইল্লল সে জানিত সঙ্গীত।
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত পণ্ডিত॥
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমন্ত্রণ।
ঐ মেষ মাংস দিয়া করায় ভোজন॥
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস থাকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্লল যবে ডাকে॥
পেট চিরি বাহিরায় বিপ্র তখন মরে।
এই রূপ করি ভ্রমে দুই সহোদরে॥

অবশেষে বাতাপির এক জন সমতুল্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল; অর্থাৎ এক দিন অগস্ত্য মুনি তাহাদিগকে দেখিতে গেলে বাতাপি পূর্ব্বমত মেষ ও ইল্লল পাচক হইয়া সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতের কারণ শীঘ্র ঐ সুস্বাদু ভক্ষ্য প্রস্তুত করিল। অগস্ত্য তাহা ভোজন করিয়া তৎক্ষণাৎ এক ঢোক গঙ্গাজল পান করত এমত উদরস্থ করিলেন যে বাতাপি আর দৃশ্য হইল না। তৎপরে মুনি ইল্ললকে ভস্ম করিলেন।"

হিন্দু লোকেরা এমন আশুপ্রত্যয়ী যে উক্ত মিথ্যা আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহারা অনায়াসে বিশ্বাসযোগ্য বোধ করে, এ কি চমৎকারের বিষয় নয়?

পুনশ্চ বলি, শাস্ত্র লিখিত দেবাদির চমৎকার কর্ম্ম সকল সত্য হইলেও তাহাতে যথার্থ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার একটিও চিহ্ন পাওয়া যায় না; যথা, সেই সকল কর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত করণাভিপ্রায়ে প্রকাশিত হয় নাই। ফলতঃ বেদ শাস্ত্র এবং পু-

রাণ সকলের সত্যতা প্রামাণ্য করণার্থে যে ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, এমন কথা কোন স্থলে লিখিত নাই। বরঞ্চ ঐ সকল পুস্তকানুসারে আশ্চর্য্য ক্রিয়া ঐশ্বরিক শাস্ত্রের চিহ্ন হইতে পারে না; কারণ তাহাতে লিখিত আছে, যে রাবণ, শুম্ভ, নিশুম্ভ ও অন্যান্য রাক্ষসাদি দুরাত্মাগণ অনেক কঠিন তপস্যাদি করণানন্তর আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইয়াছিল; যথা, তাহারা তেত্রিশ কোটি দেবতাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল; এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকে সিংহাসনে বসিতেও কম্পমান করাইল; পরে সমুদায় জগৎকে উলটাইয়া ফেলিয়া পবনকে বহিতে এবং সমুদ্রের ঢেউ উঠিতে নিবারণ করিল।

এ বিষয়ে কেহ যদি আপত্তি করিয়া বলে, শিবের বরদ্বারা তাহারা ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছে; তবে আমাদের বিবেচ্য এই, যাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের একটিও গুণ পাওয়া যায় না, তিনি যে অন্যকে এমন ক্ষমতা দিবেন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? যেহেতুক সেই ক্ষমতা তাঁহার নিজের ছিল না, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণীকৃত হইয়াছে; ১ খণ্ডের ৬ অধ্যায় দেখ।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা হিন্দুদের

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা সত্য হইলেও হিন্দু ধর্ম্মের সত্যতা অর্থাৎ সে যে ঈশ্বরহইতে হইয়াছে, ইহা তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হয় না; কারণ সেই শাস্ত্রেতে লিখে যে অসুর ও রাক্ষস ইত্যাদি দুরাত্মাগণ ঐ রূপ কর্ম্মে দেবতাদের অপেক্ষা গুরুতর ছিল। *

---

* ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশীয়দের সহিত প্রথম যুদ্ধেতে জয়ী হইয়া আবা নামক রাজধানীকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। যখন তাহারা সেই নগরের নিকটস্থ হইল, তখন ব্রহ্মরাজ তাহাদের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিয়া ও তাহাদিগকে বহু অর্থ সুদ্ধ আপন রাজ্যের একাংশ দিয়া সন্ধি স্থির করিল। পরে রাজা এই ঘটনার বৃত্তান্ত রাজাবলী পুস্তকের মধ্যে এই রূপে লিখাইল।

"শ্বেত হস্তির প্রভু, ও সমুদ্রের শাসনকর্ত্তা, এবং জীবন ও মৃত্যুর অধিপতি পূর্ব্ব দেশ সমূহের রাজা এই কথা কহেন; অমুক বৎসরে কতক গুলিন গোরা লোক এই দেশে আইলে রাজাধিরাজ তাহাদিগকে রাজধানীহইতে এক দিনের পথ পর্য্যন্ত আসিতে অনুমতি দিলেন; তাহাতে তাহারা রাজধানীর সমারোহ ও প্রতাপ দেখিবা মাত্রেই বিস্মিত হইয়া তথাহইতে এক পদ ভূমিও অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহাতে তাহারা আপনাদের অপরাধ স্বীকার করত এক আবেদন পত্র মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়া দোষ মার্জ্জনা ও স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিল। অতএব অসীম দয়াময় মহারাজ তাহাদের বিনতি গ্রাহ্য করিলেন, তাহাও কেবল নয়, বরঞ্চ তাহাদের পাথেয়ের নিমিত্তে বহু অর্থ দান করিলেন, এবং তন্মধ্যে যাহারা স্বদেশে যাইতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহাদিগের বাসার্থে বিস্তর নিষ্কর ভূমি দিলেন।"

ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে যদ্যপি ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা এই নিতান্ত অলীক কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ করে, তবে ইহাতেই আশ্চর্য্য কী?

অতএব হে প্রিয় হিন্দুবর্গ! বিবেচনা পূর্ব্বক পরীক্ষা কর, তাহাতে জানিতে পারিবা যে ব্রহ্মরাজের কথিত গল্পাপেক্ষা পুরাণাদি শাস্ত্রের ইতিহাস সকল অধিক বিশ্বাসযোগ্য নয়।

২ অধ্যায়।

ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়।

হিন্দুরা কহে, যে আমাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে; যথা, রামের জন্মের ৬০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ তাহার লেখক বাল্মীকি মুনি রামের সমকালীন ছিলেন।

পুনশ্চ ভগবদ্গীতার মধ্যে লেখা আছে, যথা;

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখাঃ ॥

অর্থাৎ "ঘোর কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যেরা পুণ্য-রহিত হইবে, আর কুকর্ম্মে আসক্ত হইয়া সত্য উপদেশ বিষয়ে বিমুখ হইবে।"

এই রূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে হিন্দুরা সচরাচর কহে, যে কলিতে জগতের মধ্যে অনেক বিপর্য্যয় হইবে; তাহাতে লোক সকল অধর্ম্মে রত হইলে তাহাদের মহাদুঃখ ও ক্লেশ ঘটিবে; পরে এক জন কুমারীর উদরে কল্কী অবতার হইলে সত্যযুগ পুনরুদ্ধার হইবে।

কিন্তু শাস্ত্র সকলের সত্যতা এমত সাধারণ বাক্যদ্বারা কী রূপে প্রামাণ্য হইতে পারে?

হিন্দুরা বলে, বেদ শাস্ত্রেতে এই ভবিষ্যৎ কথা লেখা আছে, যে হিন্দুর ধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে এই মাত্র জানা যাইতেছে, যে ঐ ধর্ম্ম সংস্থাপকেরা জানিতেন, ইহার কোন মূল নাই; ফলতঃ কোন ব্যক্তি শক্ত ভিত না করিয়া আর মসলা সকল কাঁচা দিয়া সুন্দর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া, পরে সে যদি বলে, এই ঘর থাকিবে না, কিছু দিন বিলম্বে ভাঙ্গিয়া পড়িবে; তবে কেহ কি এমত কথাকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিবে? কেহই বলিবে না। বিশেষতঃ, যদিও উক্ত ভবিষ্যৎ কথা পূর্ণ হইত, তবে তাহাদ্বারা কোন্ শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইত? কেননা ঐ সকল শাস্ত্রের পরস্পর যথেষ্ট অমেল আছে, ইহা পূর্ব্বে দর্শান গিয়াছে; সুতরাং যদি কোন ভবিষ্যদ্বাক্যেতে বা আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে একের সত্যতা জানা যায়, তবে তদ্দ্বারাই অন্যের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করা যাইবে। পুনশ্চ, হিন্দুদিগের ভবিষ্যপুরাণ নামক এক পুরাণ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে একটীও ভবিষ্যৎ কথা পাওয়া যায় না।

কুমারীর গর্ব্ভজাত অবতার হওনের এবং জগৎ

সমুদয়ের মধ্যে পবিত্রতা বিস্তারিত হওনের বিষয় আমরাও সত্য করিয়া মানি; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে যেরূপ লিখিয়াছে, তদ্রূপ নয়। হিন্দুরা বলে, যে বিষ্ণু কুমারীহইতে অবতাররূপে উদ্ভব হইবেন, এবং তিনিই সর্ব্বত্র ধার্ম্মিকতা বিস্তার করিবেন। পরন্তু বিষ্ণু যে কোন প্রকারে ঈশ্বর ও ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য নহেন, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছে, (১ খণ্ডে দেখ) তবে তিনি কী প্রকারে কুমারীর গর্ব্বে অবতীর্ণ হইবেন? এবং যে ব্যক্তি নিজে অপবিত্র (২১,২২ পৃষ্ঠে দেখ) সে কী রূপে পবিত্রতা বিস্তার করিবে?

অবশেষে আমরা প্রশ্ন করি; যে সকল পুস্তক সৃষ্টির ভূত ও বর্ত্তমান কালের নিশ্চয় বর্ণনা করিতে পারে নাই, তাহারা যে ভাবিকালের বর্ণনা করিবে, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্ব লিখিত (৩ পৃষ্ঠে) লক্ষণ চতুষ্টয়দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া এইক্ষণে সিদ্ধান্ত করিতেছি, সত্য ধর্ম্মের চিহ্ন অর্থাৎ ঐশ্বরীয় গুণের প্রমাণ, জগৎ ও মনুষ্যের উৎপত্তির বিবরণ, ঈশ্বরের ও মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও ভাবি বাক্য, এ সকলের মধ্যে সদ্ধর্ম্মের

একটিও চিহ্ন হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায় না; ইহাতে নিশ্চয় জানা গেল যে তাহা ঈশ্বরকৃত নয়, বরঞ্চ মনুষ্য কল্পিত গল্প মাত্র।

পঞ্চম খণ্ড।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

অন্যান্য বিষয়ের বিচার।

সত্য ধর্ম্মের লক্ষণানুসারে হিন্দু ধর্ম্ম পরীক্ষিত হইল। এ বিষয়ে আমরা অনেক তর্ক বিতর্ক করত প্রমাণানুসন্ধান করিয়াছি। বোধ হয়, উপরোক্ত কথা পাঠ করিয়া তাবৎ সদ্বিবেচক লোকেরা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন যে তাহা ঈশ্বরহইতে নয়; সে যাহা হউক, আরো অনেকানেক বিষয় এখনও বিবেচনায় আছে, তাহা যদি হিন্দুরা ভাল রূপে বিচার করে, তবে নিঃসন্দেহে জানিতে পারিবে যে এই ধর্ম্ম সত্য নয়। তাহার কয়েকটি প্রমাণ ক্রমশঃ পশ্চাৎ লিখিতেছি।

---

১ অধ্যায়।

সত্যাদি যুগের বিষয়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি, এই চারি যুগের বিবরণ বেদ এবং শাস্ত্রের মধ্যে লেখা আছে। প্রত্যেক যুগের পরিমাণ লক্ষ২ বৎসর কথিত আছে।

হিন্দু শাস্ত্রে এমত কথা লেখা আছে বটে, কিন্তু সত্য ধর্ম্মের চিহ্ন তাহাতে না থাকাতে, ঐ সকল পুস্তক যে ঈশ্বরহইতে নয়, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণীকৃত হইয়াছে; অতএব উক্ত যুগের মিথ্যাত্ব প্রামাণ্য করণার্থে আর কোন তর্ক বিতর্ক করা অনাবশ্যক। কেননা যে পুস্তকে যুগের বয়ান করা যায় তাহা যদি খণ্ডন হইল, তবে যুগের কি নিশ্চয়তা রহিল? তথাচ হিন্দুরা যেন আপত্তি রহিত হয়, এই জন্যে চারি যুগের কথা যে অসঙ্গত তাহা কেবল নয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য, ইহা তত্তৎশাস্ত্রহইতেই দর্শাইব।

১। শাস্ত্রে লিখিত আছে, সত্য যুগে মনুষ্যগণ এক লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিত; কিন্তু তাহা সত্য হইলে যজুর্ব্বেদে লিখিত এই ঋচার ভাব কী?

"যে জন যাবজ্জীবন নিয়ত ধর্ম্মকর্ম্ম করে, সে যদি ইচ্ছা করে, তবে এক শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে।"

যজুর্ব্বেদ সত্য যুগের অনেক কাল পূর্ব্বে ছিল, ইহা হিন্দুরা বিশ্বাস করে; অতএব যদি সে সময়ের মনুষ্যেরা এক লক্ষ বৎসর বাঁচিত, তবে এক শত বৎসরকে দীর্ঘায়ু কেন জ্ঞান করিবে?

২। কথিত আছে, সপ্তম মনু সত্যব্রত সমুদায় সত্য যুগ ব্যাপিয়া অর্থাৎ ১৭২৮০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল; তাহার পর শ্রীরামের সময় পর্য্যন্ত সূর্য্য বংশের পঞ্চান্ন জন রাজত্ব করে। এখন সকলে স্বীকার করে যে ত্রেতাযুগের শেষে রামচন্দ্র * অযোধ্যার সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই পঞ্চান্ন রাজপুরুষগণ ১২৯৬০০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, তাহাতে প্রত্যেকের রাজত্ব ২৩০০০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। তৎপরে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে, ৮৬৪০০০ বৎসরের মধ্যে ২৯ জন রাজত্ব করে; তাহারা প্রত্যেক জন ২৯৭৯৩ বৎসর রাজত্ব করিল। বর্ত্তমান অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভাবধি সূর্য্য বংশের ধ্বংস হওন পর্য্যন্ত ১০০০

* রামায়ণ লেখে, রাম ১১০০০ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন, তন্মধ্যে ১০০০০ বৎসর অযোধ্যায় রাজত্ব করিলেন। কিন্তু বেদ ও মনু শাস্ত্রে একথা খণ্ডন করে।

বৎসর হইল, তন্মধ্যে ৩০ জন রাজা গণনা করা গিয়াছে; তাহাতে জানা যায় তাহাদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল ন্যূনাধিক ৩৩ বৎসর মাত্র। আরো দেখ, যখন সত্যব্রত সমুদয় সত্যযুগে রাজত্ব করে, তখন মনুষ্যদের পরমায়ু কেবল এক লক্ষ বৎসর ছিল। ত্রেতাযুগে যখন রাজগণ প্রত্যেকে ২৩০০০ বৎসরের কিছু অধিক কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করে, তখন তাহাদের প্রজাগণ কেবল দশ সহস্র বৎসর বাঁচিত; এবং দ্বাপরে মনুষ্যদের আয়ু এক সহস্র বৎসর মাত্র হইলেও তাহাদের রাজগণ প্রত্যেকে ২৯৭৯৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। এ বড় চমৎকার কথা, যেহেতুক সাধারণ রাজগণের রাজত্ব করিবার সময় প্রায় মনুষ্যের বয়ঃক্রমহইতে অধিক ন্যূন হয়; তথাচ তৎকালের মনুষ্যগণের আয়ু অপেক্ষা প্রত্যেক রাজার রাজত্ব দ্বিগুণ নয়, তিন গুণও নয়, বরঞ্চ সত্যযুগেতে ১৭ গুণ আর দ্বাপরে ২৯ গুণহইতেও অধিক কাল পর্য্যন্ত থাকিত; এই কথা বুদ্ধিমান লোকদের বিবেচনার যোগ্য।

৩। বেদশাস্ত্রে কথিত আছে, প্রথম তিন যুগে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বৎসর ছিল; কিন্তু শাস্ত্রদ্বারা জানা যাইতেছে যে সেই সকল যুগের লোকেরা

প্রায় সমকালীন অথবা কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ ছিল। ইহার প্রমাণ যথা, আদিপুরুষ ব্রহ্মার পুত্র মনু ছিলেন; আর সাঙ্খ্য শাস্ত্রের রচক কপিল সেই মনুর পৌত্র। দ্বাপরের শেষে এবং কলিযুগের আরম্ভে, যে ২ ঘটনা হয়, তাহা গীতার মধ্যে বর্ণনা করা গিয়াছে। কপিল সাংখ্য শাস্ত্রের মধ্যে সেই গীতার উল্লেখ করেন; ইহাতে স্পষ্টরূপে বোধ হয় যে তিন যুগের মধ্যে কেবল তিন পুরুষ ছিল। গৌতমের কথাও এই রূপ প্রমাণ দেয়; ফলতঃ লিখিত আছে, গৌতম ব্রহ্মার কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এবং তিনিই ন্যায় শাস্ত্রের কর্ত্তা, যাহাতে উক্ত গীতার উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব অনুমানে জানা যায় ঐ তিন যুগে কেবল দুই পুরুষ মাত্র ছিল!

৪। পণ্ডিত সকল জানেন যে বেদব্যাস এবং বাল্মীকি ইহাঁরা সমকালীন ছিলেন; ইহার প্রমাণ, বেদব্যাস মহাভারত প্রস্তুত করিবার সময়ে বাল্মীকির নিকটে পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন। তথাচ শাস্ত্র কহে, বাল্মীকি ত্রেতাযুগের শেষে, এবং বেদব্যাস দ্বাপরের শেষে অর্থাৎ ত্রেতা যুগের ৮৬৪০০০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতেও জানা যাইতেছে যে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের সময়ে

ছিলেন, কেননা তিনি তাঁহাদের সমুদয় বৃত্তান্ত মহাভারতের মধ্যে লিখিয়াছেন।

৫। সচরাচর কথিত আছে, সত্যযুগে কোন পাপ ছিল না। ফলতঃ মনুর স্মৃতি, সেই যুগে ছিল, যথা;

অব্দানাং দশকং সহস্র দশকং যাতঞ্চ সত্যে যুগে।
ভাদ্রে মাসি কৃতা ময়াহি মনুনা ব্রহ্মাজ্ঞয়া পূর্ণিমাং॥

অর্থাৎ "সত্যযুগের ১০০১০ বৎসর গত হইলে, আমি মনু ব্রহ্মার আজ্ঞাতে ভাদ্র মাসের পূর্ণিমায় এই শাস্ত্র সমাপ্ত করিলাম।"

এই শাস্ত্রে স্ত্রী লোকদের অনেক পাপের বিষয় কথিত আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে তুচ্ছ করত শক্তরূপে শাসন করিতে আজ্ঞা হয়। বিশেষতঃ তাহাদের বেদ পাঠ বা শ্রবণ করিতে শক্তরূপে নিষেধ আছে। মনু কহেন, "এই নিয়ম স্থিরীকৃত হইয়াছে; যে দুষ্টা স্ত্রী লোকেরা বেদ অজ্ঞাত প্রযুক্ত পাপের ন্যায় মন্দ।"

অন্য স্থলে লিখিত আছে, যথা;

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভবেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতা॥

অর্থাৎ "স্ত্রী জাতি শিশু, বা যুবতী, অথবা বৃদ্ধা হউক,

গৃহের কোন কার্য্য স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবে না; বরঞ্চ চিরকাল পর্য্যন্ত পরাধীন থাকিবে। স্ত্রীলোক শৈশবাবস্থায় পিতা মাতার অধীনে, তরুণাবস্থায় স্বামির, এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানগণের অধীনে থাকিবে; অতএব স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই।"

পুনশ্চ লেখে, যথা;

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

অর্থাৎ "কামক্রোধাদির বশীভূত যে পুরুষ সে জ্ঞানী হউক বা অজ্ঞানী হউক, স্ত্রী লোক তাহাকে সতত কুপথে লওয়াইতে পারে। মাতা কিম্বা ভগিনী অথবা কন্যার সহিত একাসনে বসা কর্ত্তব্য নহে, কারণ বলবান্ ইন্দ্রিয় সমূহ জ্ঞানি মনুষ্যকেও আকর্ষণ করে।"

আর এক স্থলে এই কথা আছে,

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে-নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা কুরূপং বা পুমানিত্যেব ভুজ্যতে॥
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে॥

অর্থাৎ "স্ত্রী লোকদের স্বভাব এমত মন্দ যে তাহারা সৌন্দর্য্য কিম্বা যৌবনের আবশ্যক করে না; যে কোন প্রকার পুরুষ হইলেই তাহাকে ভজনা করে। স্ত্রীলোক স্বাভাবিক পুরুষের কারণ সর্ব্বদা অধৈর্য্যা, ও চঞ্চলা এবং

নিষ্ঠুর; অতএব তাহারা সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিতা হইয়াও পুরুষের বিকার জন্মায়।”

(এ বিষয়ে ৯৫-৯৭ পৃষ্ঠে আরও দেখ।)

এইক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য স্ত্রী জাতি সর্ব্ব যুগে ও সর্ব্ব দেশে লোকসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা অধিক, ইহা জ্ঞানী সকলেই ভালরূপে জানেন; সুতরাং যদি সত্যযুগে স্ত্রী লোকেরা এমত মন্দ ছিল, তবে কী প্রকারে তাহাকে সত্যযুগ বলা যাইবে? আর তৎকালের স্ত্রীলোকেরা পাপিনী ছিল তাহা কেবল নয়, জ্ঞানি মনুষ্যগণও কামরূপ পাপজালে বদ্ধ হইত; অন্যা স্ত্রীলোক দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহারা আপনাদের মাতা, ও ভগিনী, ও কন্যাগণদ্বারাও হইত! হায়২! ইহাকে কি সত্যযুগ জ্ঞান করিতে হয়? তাহা নয়, বরঞ্চ যথার্থ কলিতুল্য কহিতে হইবে, কেননা কলিযুগের বিষয়ে ইহাপেক্ষা আর কিছু মন্দ কথা বলা যাইতে পারে না।

পুনশ্চ, মনুর শাস্ত্রেতে বেদ বিরুদ্ধ নানা প্রকার মত আর পাষণ্ডতার বর্ণনা আছে, দেখ ১২ অধ্যায়ের ৯৫ ও ৯৬ শ্লোক। পরে ঐ অধ্যায়ের ১০৯ শ্লোকে শাস্ত্র আর পুরাণের চর্চ্চা আছে, ইহাতে জানা যায় সত্যযুগে নানা মত আর পুরাণাদি

ছিল। যে কেহ মনু শাস্ত্র আর অন্য স্মৃতি পাঠ করিবে, সে জানিতে পারিবে যে হিন্দুগণের যত বিধি ব্যবহার আছে তাহার মধ্যে নিষ্পাপি লোকদের নিমিত্তে একটিও নহে; তাহা হইলে পরস্ত্রী গমন পুরুষগমন প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার কুকর্ম্মের দণ্ড তাহাতে লেখা যাইত না। যদি কেহ কহে যে ঐ সকল বিধি কলিযুগের নিমিত্তে, তবে সত্যযুগের ব্যবস্থা কোথায় লেখা আছে, তাহা দেখাও দেখি।

শাস্ত্রে আরও লেখে, সত্যযুগে প্রথম চারি অবতার হইয়াছিল; ফলতঃ পাপ ও পাপিদের ধ্বংস করণ ভিন্ন সেই অবতার হওনের আর কোন কারণ নাই, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অতএব যদি এই যুগে পাপ ছিল না, তবে অবতারের প্রয়োজন কী? যদি বল, পাপ ছিল, তবে তাহাকে সত্যযুগ কী রূপে বলা যায়? যদি সত্যযুগের কথা বিশ্বাস কর, তবে মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ এবং নৃসিংহ অবতারগণকে অবিশ্বাস করিতে হইবে; এবং যদি সেই সকল অবতারকে প্রত্যয় কর, তবে সত্যযুগকে অপ্রত্যয় করিতে হইবে। যুগ বা অবতার ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাতে বিশ্বাস কর; কিন্তু বিবেচনা কর, একটা মিথ্যা হইলে অন্যেরও তদ্রূপ মিথ্যাত্ব সম্ভবে।

পুনশ্চ লেখা আছে, সত্যযুগে সমুদ্র মন্থন কালে দেবতা ও অসুরগণের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হয়; সেই যুগেতে বিষ্ণু এবং শিব ধনুকের কারণ পরস্পর যুদ্ধ করেন; আর ইন্দ্র স্বীয় গুরুপত্নীকে হরণ করেন; ব্রহ্মা আপন কন্যাতে গমন করেন, বিষ্ণু জলন্ধরের স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করেন; এবং মহাদেব মোহিনীর কারণ কামাসক্ত হন। দেখ, এ সমস্ত পাপ সত্যযুগেই ঘটিয়াছিল।

অবশেষে, যাহারা মনুর এবং অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করে, তাহারা নিশ্চয় জানিবে যে তাহা কখন পাপহীন যুগে লিখিত হয় নাই। ফলতঃ মনুর শাস্ত্রে লেখে যে যবনেরা এবং পাষণ্ড ব্যক্তিরা তৎকালে ছিল; তন্মধ্যে পুরাণ এবং নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ও উক্ত আছে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ কালের উল্লেখ নাই। মনু শাস্ত্রে অনেক প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত লেখা আছে বটে, কিন্তু কোন স্থানে যুগের কিছু বিশেষ করেন নাই। ৯ অ ৩৩ শ্লোক দেখ। অতএব সংক্ষেপে বলি, পাপহীন যুগের কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু পাপহীন মনুষ্যগণ কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

---

২ অধ্যায়।

বেদের অনাদিত্ত্বের বিষয়।

হিন্দুগণ কহিয়া থাকে, বেদ সকল অনাদি; কিন্তু শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা এ কথা সিদ্ধ হইতে পারে না।

১। চারি বেদের উৎপত্তির বিবরণ তন্মধ্যেই উক্ত আছে; সুতরাং তাহা অনাদি হইলে এমত কদাচ হইতে পারিত না। কোন২ স্থানে লিখিত আছে, বেদচতুষ্টয় ব্রহ্মার চারি মুখহইতে নির্গত হয়; কিন্তু মনুর শাস্ত্রে লেখে, যথা;

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সাম লক্ষণং ॥

"ব্রহ্মা অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যহইতে যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থে ঋগ্ যজুঃ এবং সাম এই তিন সনাতন বেদকে দোহন করিলেন।"

যদি তাহারা এই রূপে সৃষ্ট হইল, তবে তাহাদের অনাদিত্ব কী রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে?

যুগের বিবরণ এবং বেদের অনাদিতা ইহার মধ্যে হয় তো দুই সত্য কিম্বা দুই মিথ্যা হইবে; সুতরাং যুগের মিথ্যাত্ব এই খণ্ডের ১ অধ্যায়ে সপ্রমাণ হওয়াতে বেদেরও তদ্রূপ হইল।

২। আরো বলি, যে কেহ বেদের কথা আলোচনা

করে, সে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে বেদ সকল অনাদি নয়। অনেক সময়ের সাংসারিক ঘটনার বিবরণ তাহাতে লিখিত হইয়াছে; যথা, দানশীলতা হেতু রাজগণের স্তুতিবাদ, ইত্যাদি। বিশেষতঃ কোন রাজা ধ্বজভঙ্গ হইলে এক জন ঋষি তাহার ধ্বজোদ্ধার করিলেন, তজ্জন্য সে ঐ ঋষিকে অনেক পুরস্কার প্রদান করিল; এবং তদুপলক্ষে তদীয় ভার্য্যাও ঋষির বিস্তর প্রশংসা করিল; ঐ রাজা আপন বদান্যতার প্রশংসার্থে যে ঋচা রচনা করিয়াছিল, তাহা ঋগ্ বেদের অষ্টম অসৃকেতে লেখা আছে। পুনশ্চ বশিষ্ট মুনি শস্য অপহরণ করত কুক্কুরের শব্দ নিবারণার্থে যে মন্ত্র পাঠ করিলেন, তাহাও উক্ত বেদের মধ্যে লিখিত আছে। অথর্ব্ব বেদে লেখে, ইন্দ্র তোষতা মুনির তিন পুত্রকে বধ করিলে সেই মুনি তাঁহাকে বিনাশ করণার্থে এক বলি উৎসর্গ করিলেন।

বেদে তৃতীয় অবতারের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে; যথা, "তিনি পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখিয়া বরাহ আকার ধারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন।" এস্থলে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় অবতার সত্যযুগে হইয়াছিল, অতএব যে

বেদে ঐ অবতারের বিষয় বর্ণনা করা যায়, তাহা অবতারের পরে অবশ্য লেখা আছে।

ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ে এই ঋচা আছে,

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণা
মভবঃ প্রাবো বাজেষু বাজিনং।

"হে ইন্দ্র, তুমি ইহা পান করিয়া বৃত্রাসুরের ঘাতক হইয়াছ, তুমি যুদ্ধেতে যোদ্ধাকে রক্ষা করিয়াছ।"

পুনশ্চ এই ঋচা আছে, যথা;

ত্বমগ্নি মনবে ধ্যামবাশয়ঃ পুরুরবসে সুকৃত্তে সুকৃত্তরঃ।

"হে অগ্নি, তুমি মনুকে স্বর্গীয় বিষয় সকল প্রকাশ করিয়াছ; তুমি ধার্ম্মিক পুরুরবার বড় উপকার করিয়াছ।"

পুনশ্চ এই ঋচা আছে; যথা,

মনুষ্যবদগ্নে অঙ্গির স্বঙ্গিরো যযাতিবৎ-
সদনে পূর্ব্ববচ্ছুচে অচ্ছয়া ইন্দ্রেত্যাদি।

"হে অগ্নি. তুমি অঙ্গিরা, যযাতি এবং পূর্ব্বকালীন লোকগণের ন্যায় মনুষ্যরূপে যজ্ঞীয় ভূমিতে আইস।"

পুনশ্চ লেখে; যথা,

ইন্দ্রস্যনুবীর্য্যাণি প্রবচয়াং নিচকার প্রথমানি বজ্রী।

"আমি এখন বজ্রধারি ইন্দ্রের মহাকার্য্যকে গান করিব।"

ইহাতে জানা যায় যে ইন্দ্র প্রথমে মহৎ২ কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং পশ্চাৎ কোন ব্যক্তি সেই সকলের প্রশংসা বেদের মধ্যে লিখিয়াছে। উপরে

লিখিত সকল কথা বেদের মন্ত্র অর্থাৎ অতি প্রাচীন ভাগহইতে সংগ্রহ করা গিয়াছে; এবং অন্বেষণ করিলে নিঃসন্দেহে এতদ্রূপ আরো অনেক ঋচা পাওয়া যাইতে পারে। যদ্যপিও রাম ত্রেতাযুগে এবং কৃষ্ণ দ্বাপরের শেষে ও কলিযুগের আরম্ভে ছিলেন, তথাচ অথর্ব্ব বেদের গোপাল তাপনী উপনিষদ্ এবং রাম তাপনী উপনিষদের মধ্যে রাম ও কৃষ্ণের বর্ণনা আছে; এবং সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে কেবল কৃষ্ণের নয়, কিন্তু তাঁহার মাতা ও গুরুর নাম পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে। পুনশ্চ, বেদেতে ভেড়া ঘোড়া গাধা বলদ ইত্যাদির বলিদান লিখিয়াছে; আর অগ্নি, জল, সূর্য্য, চন্দ্র পৃথিবী আকাশ ইন্দ্র বরুণ সরস্বতী ইত্যাদির পূজার বিধি আছে; ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ঐ সকল বস্তু প্রথমে ছিল, ও পশ্চাতে বেদ রচিত হইয়াছে, নতুবা রাম কৃষ্ণাদির বিবরণ, এবং পূজা বিষয়ক উক্ত বিধি ব্যবস্থা তন্মধ্যে কেমন করিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে?

বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত্তা ছিলেন বটে, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু এ কথা সত্য হইলে নিশ্চয় বোধ হয় যে বেদব্যাস খ্রীষ্টীয় দ্বা-

দশ শতাব্দের মধ্যে কিম্বা তৎপরে ছিলেন। কেননা পদ্ম পুরাণে রমানুজের কথা উক্ত আছে, ফলতঃ সে ব্যক্তি ইং সন ১২০০ সালে বাঁচিয়াছিল।

৩। এই খণ্ডে যে সকল কথা লেখা গেল, তাহা যদি কেহ পক্ষপাত বিনা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করেন, তবে নিশ্চয় জানিবেন যে যুগের কথা এবং বেদের অনাদিত্বের বিষয় সকলই অসত্য। সুতরাং এই কথাদ্বয় অবতার প্রভৃতির কথার ন্যায় গল্প মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর মৎস্যাবতার হইয়া বেদ উদ্ধারের নিমিত্তে সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন, পরে জগৎ যেন ডুবিয়া না যায়, তজ্জন্য বরাহরূপ ধারণ করিলেন, আর বলি রাজাকে প্রবঞ্চনা করণার্থে বামন অবতার হইলেন; ও বুদ্ধ অবতার হইয়া নাস্তিকের মতকে বিস্তার করিলেন; এবং ঘটপটাদি সমস্ত বস্তুতে থাকিয়া সকল পাপ ও দুষ্ট কর্ম্মের কর্ত্তা হন; এই সকল কথা যেমত গল্প মাত্র রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি বেদের অনাদিত্ব এবং যুগের কথাও সকলই অসত্য। ফলতঃ ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে, যে সকল শাস্ত্রে এমত অসম্ভব কথা লিখিত আছে, তাহা যে ঈশ্বর হইতে নয় ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

৩ অধ্যায়।

সদ্ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপিত্বের বিষয়।

যুক্তিদ্বারা বোধ হয়, যে সত্য ধর্ম্ম সর্ব্ব দেশীয় তাবৎ লোকদের ব্যবহার্য্য, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কেবল হিন্দুগণের নিমিত্তেই হইয়াছে।

১। ঈশ্বর এক মাত্র, ইহা হিন্দুরাও স্বীকার করে; তাহা যদি হয়, তবে তাঁহার ধর্ম্মও এক, এবং সকল দেশীয়দের নিমিত্তে উপযুক্ত ও পালনীয় হইবে। "ইহাতে বোধ হয়, মনুষ্যদের পারমার্থিক প্রয়োজনীয় বিষয় প্রথমাবধি এক প্রকার হওয়াতে পরমেশ্বর তদুপযুক্ত যে পরিত্রাণের উপায় স্থির করিয়াছেন, সেও সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে একই হইবে।" (৪ পৃষ্ঠে দেখ।)

২। আরো দেখ, সর্ব্বদেশীয় মনুষ্যগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা স্বভাবতঃ প্রায় একই রূপ হয়। দেখ, সকলের জন্ম এক প্রকারে হইয়া থাকে, এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ প্রভৃতি তাবতের তুল্যাকার। তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সমান এবং একই রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে বস্তু এক জনের পক্ষে অমৃত, তাহা অন্যের পক্ষে গরল

হয়, ইহা কোন স্থানে দেখা যায় না। মনুষ্যদের শোক দুঃখ, ভাবনা, চিন্তা, পীড়া, সুখ, সন্তোষ ইত্যাদি সর্ব্বত্র এক রূপ, আর চিরজীবি হইবার ইচ্ছা মনুষ্য মাত্রেরই আছে। অধিকন্তু সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান প্রয়োজনীয় বটে, ইহা তাবল্লোকে স্বীকার করে। সত্য বটে, কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী কেহ কাঙ্গাল, কেহ জ্ঞানী কেহ বা মূর্খ, ইত্যাদি। এই সকল বাহ্য বিষয়ে অনেক ২ বিভিন্নতা দেখা যায়; কিন্তু তাহা যদ্যপি হয়, তথাচ মনুষ্যদের মানসিক স্বভাব ও গুণ সর্ব্বদা এক প্রকার আছে। ইহার প্রমাণ দেখ, দুই আর দুই পাঁচ হয়, জগতের মধ্যে এমত কথা কেহ বলে না; এবং লৌহকে স্বর্ণ, ও কাষ্ঠকে প্রস্তর, অথবা সূর্য্যকে অন্ধকার ও শীতের কারণ ইহাও কোন দেশীয় লোকেরা বোধ করে না।

৩। এই রূপে যদি মনুষ্যগণের মধ্যে জগতিস্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে এত বিভিন্নতা কেন? যথা; কোন ব্যক্তি প্রতিমাকে প্রস্তর জ্ঞান করে, অন্য জন তাহাকে দেবতা বলে; এক ব্যক্তি সূর্য্যকে কেবল জগতের দীপক বোধ

করে, অন্য জন তাহাকে ঈশ্বর * জ্ঞান করে। অতএব পরমেশ্বর যদি এক হন, এবং মনুষ্যগণের শারীরিক ও মানসিক বিষয়ে এমত ঐক্য হয়: আর জগতের প্রত্যেক লোকের পরস্পর প্রেম করা উচিত, ইহা সকলে স্বীকার করে, এবং ঈশ্বর কর্তৃক মনুষ্যগণের নিকটে যদি কেবল এই কারণ ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে যেন তাহারা তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে পারে, এই সকল কথা যদি সত্য এবং অখণ্ডনীয় হয়, তবে সত্য ধর্ম্ম যে এক মাত্র এবং সকল মনুষ্যদের গ্রাহ্য ও আচরণীয় ইহা অতি উপযুক্ত এবং আবশ্যক বটে। পরন্তু হিন্দু ধর্ম্ম তাবৎ লোকের নিমিত্তে নয়, ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে; বরঞ্চ অন্যান্য জাতির তাহা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা অসাধ্য। এবং মনুষ্য মাত্রকে প্রেম করা তাবৎ মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহা সকলে স্বীকার করিলেও হিন্দু ধর্ম্মে এমত কোন আজ্ঞা নাই; বরঞ্চ

* বাজসনেয়ের পুত্র বলেন, সূর্য্যই ব্রহ্ম, ইহা উপনিষদ আর বেদের কোন শাখাতে লেখা আছে। আর এই প্রকারে ভবিষ্য পুরাণও লেখে যে সূর্য্যহইতে শ্রেষ্ঠ কেহ ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না; এই নিমিত্তে তিনি বেদেতে ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

হিন্দুরা আর২ মনুষ্যজাতিকে ঘৃণা করিতে তদ্দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছে; তাহাতে যদি তাহারা দৈবাৎ কাহাকে স্পর্শ বা কাহারও সহিত কথা কহে, তবে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

---

৪ অধ্যায়।

জাতি বিষয়ক বিচার।

হিন্দুরা আপনাদের ধর্ম্মদ্বারা অন্যান্য দেশীয় লোকদের হইতে পৃথক তাহা কেবল নয়, কিন্তু পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধ করিতেও বঞ্চিত হয়, যে-হেতুক তাহারা অসংখ্য২ জাতিতে বিভক্ত হই-য়াছে। ভূদেবরূপে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ অবধি সকলের অপকৃষ্ট চণ্ডাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণের মধ্যে অগণনীয় জাতি আছে; ফলতঃ যদ্রূপ মনুষ্যেরা প্রাচীর-দ্বারা প্রতিবাসির গৃহহইতে আপনাদের বাটী পৃ-থক করে, তেমনি হিন্দুগণ জাতিরূপ প্রাচীরদ্বারা স্বতন্ত্রীকৃত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি মূল জাতি বেদ ও শাস্ত্রের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। এই ক্ষণে ঐ বর্ণ চতুষ্টয় নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে; সে সকলের প্রভেদ

এমত সূক্ষ্ম যে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। বোধ হয় শাস্ত্রানুসারে যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে সমুদয় দেশের মধ্যে আপন জাতি হারায় নাই, এমত একটিও হিন্দু লোক পাওয়া যায় না।

১। জাতির মীমাংসা।

জাতির উৎপত্তি বড় নিগূঢ় বিষয়, এবং মহা সন্দেহের স্থল। সামবেদ, স্মৃতি, এবং কোন২ পুরাণানুসারে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখহইতে, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহুহইতে, বৈশ্য তাঁহার জানুহইতে, এবং শূদ্র তাঁহার পদহইতে উৎপন্ন হইল। কোন পুরাণে তদ্বিপরীত কহে, যে ব্রহ্মা এক স্ত্রী ও এক পুরুষকে সৃষ্টি করিলেন। পুনশ্চ ভাগবতে কহে, যথা,

কস্য রূপ মভূদ্দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে।
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত॥
যস্তু তত্র পুমান্ সোভূম্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী য়াসীচ্ছতরূপাখ্যামহিষ্যস্য মহাত্মনঃ॥
তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেতা বভূবিরে।

অর্থাৎ "ব্রহ্মার রূপ দ্বিভাগ হইল, দক্ষিণ ভাগহইতে স্বায়ম্ভুব নামে নর, এবং বাম ভাগহইতে শতরূপা নাম্নী নারী হইল; তাহারা দুই জন মিথুনধর্ম্মদ্বারা

এই প্রজা সৃষ্টি করিল, তাহারাই চারি জাতিতে * বিভক্ত হইল।"

ফলতঃ যদ্রূপ অন্যান্য বিষয়ে তদ্রূপ এ বিষয়েতেও শাস্ত্রের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে, তাহাতে জাতি কী প্রকারে সৃষ্ট হইল, ইহা নিশ্চয় করা অসাধ্য। এ বিষয় বাহুল্যরূপে না লিখিয়া, এইক্ষণে যথাসাধ্য জাতি নির্ণয় করিতে যত্ন করি। জাতি কী বস্তু? বেদ এবং আর২ শাস্ত্রে এ বিষয়ের কোন তৃপ্তিজনক উত্তর দিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, অথচ ব্রাহ্মণত্ব কি জীবে, কি কুলে, কি শরীরে, কি জ্ঞানে, কি আচারে, কি কর্ম্মেতে, কিম্বা বেদাভ্যাসে অথবা এই সকলেতে হয়, ইহা হিন্দু শাস্ত্র সকল দর্শাইতে পারে না।

১। কেহ যদি বলে, জীবেতে ব্রাহ্মণত্ব থাকে, তবে এমত কথার বেদের সহিত ঐক্য হইতে পারে না। দেখ, বেদেতে লিখিত আছে, যথা, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র

---

* ব্রাহ্মণ সকল এক বিশেষ বংশজাত নয়; কেহ ২ কৈবর্ত্ত কুল কেহ ২ রজক কুল, এবং কেহ বা চণ্ডাল কুলহইতে হইয়াছে। তাহারা জীবৎ থাকিতেই চূড়া করণ, মুঞ্জ বন্ধন, দণ্ডধারণ এবং যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি আর ২ ব্রাহ্মণোপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া মরণান্তে ব্রাহ্মণরূপে বিখ্যাত হইয়াছিল, এবং এখনও হয়। আর ২ জাতিরও এই রূপ গোলমাল আছে।

এবং আর২ দেবগণ পূর্ব্বে চতুষ্পদ জন্তু ছিল; আর কোন২ দেবতা প্রথমে পশু ছিল, পরে দেবতা হইল। তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ অতি অধম শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালও দেবতা হইয়াছে। অতএব বেদদ্বারা নিশ্চয় বোধ হয়, কেবল জীবেতে ব্রাহ্মণত্ব হয় না। মহাভারতের বাক্যদ্বারা তাহা আরো দৃঢ় রূপে প্রমাণ হইয়াছে; তন্মধ্যে লেখে, যথা;

সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেসু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে॥
তেঽপি জাতা কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।

"দশার্ণ দেশের সাত জন ব্যাধ, এবং কালাঞ্জর পর্ব্বতের কতক হরিণ, ও মানসসরোবরের কএক রাজহংস, এবং শরদ্বীপের কতক চক্রবাক ইহারা সকলে কুরুক্ষেত্রে পুনর্জন্ম লইয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়াছে।"

পুনশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে মনু ইহা কহিয়াছেন,

"কোন ব্রাহ্মণ চারি বেদ ও তাহার অঙ্গ ও উপাঙ্গেতে পণ্ডিত হইয়াও যদি শূদ্রের দান গ্রহণ করে, তবে সে দ্বাদশবার গর্দ্দভ হইয়া জন্মিবে, ও ষষ্টিবার শূকর, এবং সত্তরবার কুক্কুর জন্ম গ্রহণ করিবে।"

এই সকল কথাদ্বারা সুস্পষ্ট আছে, যে ব্রাহ্মণত্ব জীবের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না; কারণ তাহা হইলে ইহারা কী প্রকারে ব্রাহ্মণ হইত?

২। কেহ বলে, ব্রাহ্মণত্ব জাতিতে নির্ভর করে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হওনার্থে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লইতে হয়; কিন্তু তাহাও যুক্তি সিদ্ধ নয়, স্মৃতি শাস্ত্রে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে, যে "অচল মুনি হস্তিনীহইতে, কেশপিঙ্গল মুনি এক পেচকীহইতে, অগস্ত্য * অগস্তি অর্থাৎ বকবৃক্ষহইতে, কৌশিক মুনি কুশাহইতে, কপিল এক বানরীহইতে, গৌতম মুনি শালবৃক্ষের লতাহইতে, দ্রোণাচার্য্য এক কলসীহইতে, তৈত্তিরী এক তিত্তির পাখীহইতে, পরশুরাম ধূলাহইতে, ঋষ্যশৃঙ্গ এক হরিণীহইতে, ব্যাসদেব এক কৈবর্ত্তিনীহইতে, কৌশিকী মুনি এক শূদ্রাহইতে, বিশ্বামিত্র এক চণ্ডালিনীহইতে, এবং বশিষ্ট মুনি এক বেশ্যাহইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন।" ঐ সকলের মধ্যে এক জনেরও ব্রাহ্মণী মাতা ছিল না, তথাচ তাঁহারা ব্রাহ্মণরূপে সুপ্রসিদ্ধ আছেন।

আরো মনু শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে অনেক শূদ্র লোকেরা ধর্ম্ম গুণে ব্রাহ্মণ হইয়াছে; যথা, কথন মুনি যজ্ঞের নিমিত্তে ঘর্ষিত কাষ্ঠের শিখাহইতে উৎপন্ন হইয়া আপন তপস্যার গুণে ব্রাহ্মণ হইলেন,

* কেহ বলে অগস্ত্য মুনি ঘটোদ্ভব ছিলেন, কেহবা বলে, তিনি বরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিলেন।

এবং নারদ মুনি শুণ্ডিনীর গর্ব্ভে জন্মিয়া তদ্রূপে ব্রাহ্মণ হইলেন। কথিত আছে, ব্যাসদেব এক জন শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করিলেন। অতএব জন্মেতে ব্রাহ্মণ হয় না, ইহা কি সুস্পষ্ট নয়?

যদি বল, যে ব্যক্তি শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পিতা মাতা-ইহতে জন্মে, সেই ব্রাহ্মণ; তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কে? অকলঙ্কিত ব্রাহ্মণ কুল কোথায় আছে? মনু শাস্ত্রে কহে। যথা,

সদ্যঃ পততি লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ লৌহ ও লাক্ষা এবং লবণ বিক্রয় করিলে তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, আর ক্ষীর বিক্রয় করিলে তিন দিবসের মধ্যে শূদ্র হয়।"

এই সকল কথাদ্বারা সুস্পষ্ট বোধ হয়, ব্রাহ্মণত্ব জাতিতেও থাকে না। কারণ তাহা যদি হইত, তবে ব্রাহ্মণ অধম কর্ম্ম করিলেও জাতি হারাইত না। দেখ, কোন অশ্ব অত্যন্ত দুষ্ট হইলেও সে শূকর হয় ইহা কি কেহ কখন শুনিয়াছে? এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।

৩। কেহ বলে, শরীরেতে ব্রাহ্মণত্ব হয়, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা; কারণ শরীরে যদি ব্রাহ্মণত্ব

থাকিত, তবে অগ্নি ব্রাহ্মণের মৃত শরীরকে দগ্ধ করাতে ব্রহ্মঘ্ন হইত; এবং তাহার পরিবারস্থ লোকেরা তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করাইলে ব্রহ্মঘাতক হইত। আর শরীরেতে যদি ব্রাহ্মণত্ব থাকে, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে মাতা ক্ষত্রিয়া হউক বা বৈশ্যা হউক, বা শূদ্রা হউক, ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত হইলেই ব্রাহ্মণ হইবে; কারণ সে সন্তান আপন পিতার শরীরহইতে রেতোনিস্যন্দনদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এমত অদ্ভুত কথা কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। আরও বিবেচ্য এই, ব্রাহ্মণের শরীর নাশ পাইলেই তাহার সেই শরীরের অঙ্গদ্বারা সাধিত যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ ইত্যাদি ধর্ম্ম ক্রিয়া সকলেরও ফল কি নাশ হয়? হিন্দু ধর্ম্মানুসারে এমত কখন হয় না; সুতরাং তাহা যদি না হয়, তবে শরীরে ব্রাহ্মণত্ব কদাচ থাকে না।

৪। কেহ যদি বলে, জ্ঞানেতে ব্রাহ্মণত্ব থাকে, তবে ইহাও ভুল বোধ করিতে হইবে; কারণ তাহা হইলে যে২ শূদ্রাদি নীচ জাতীয় লোকেরা জ্ঞান বাহুল্যেতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহারা সকলে ব্রাহ্মণ হইত। কিন্তু তাহারা চারি বেদ, শব্দ নির্ণয়

মীমাংসা, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিপুণ হইলেও কেহ তাহাদিগকে কখন ব্রাহ্মণ বলে না। অতএব জ্ঞান ও বিদ্যায় ব্রাহ্মণত্ব থাকে না, ইহা নিশ্চয় সপ্রমাণ হইল।

৫। কেহ বলে, আচারে ব্রাহ্মণত্ব থাকে, কিন্তু ইহাও মিথ্যা; কেননা তাহা হইলে, অনেক শূদ্র জাতি ব্রাহ্মণ হইত। দেখ, অনেক২ নট, ভট্ট, কৈবর্ত্ত, ভণ্ড, প্রভৃতি নীচ জাতিরা ধর্ম্মের কারণ অতি কঠিন আচার করে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; তথাচ তাহারা কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হয় না। অতএব আচারে যে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না, ইহা সুস্পষ্ট রূপে জানা গেল।

৬। যদি বল, কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, তবে আমরা উত্তর করি, তাহা কখন হয় না; কারণ অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বিবিধ প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও ব্রাহ্মণ হয় নাই।

৭। অবশেষে বেদ অভ্যাসদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, ইহা কি তোমরা বল? এই কথাও মিথ্যা; যেহেতুক রাবণ চতুর্ব্বেদ উত্তম রূপে জানিত, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; এবং সেই সময়ে সকল রাক্ষসই বেদ অভ্যাস করিত। তথাচ তোমরা তো তাহাদের এক

জনকেও ব্রাহ্মণ বলে না। অতএব বেদাভ্যাসদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, ইহাও সপ্রমাণ হইল। যেমন লিখিত আছে, যথা;

ব্রাহ্মণত্বং ন শাস্ত্রেণ ন সংস্কারৈর্ন জাতিভিঃ।
ন কুলেন ন বেদেন কর্ম্মণা ন ভবেত্ততঃ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণত্ব, শাস্ত্রজ্ঞান বা সংস্কার বা জাতি বা কুল বা বেদাভ্যাস অথবা কর্ম্মদ্বারা হয় না।"

৮। তবে ব্রাহ্মণত্ব কিসেতে হয়? এতদুত্তরে বেদের মধ্যে লিখিত আছে, যথা;

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিঃসঙ্গো নিষ্পরিগ্রহঃ।
রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মমতা শূন্য ও অহঙ্কার রহিত ও নিঃসঙ্গ এবং নিষ্পরিগ্রহ হইয়া রাগদ্বেষাদি বিবর্জ্জিত হয়, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন।"

আর ব্রাহ্মণের এই২ চিহ্ন শাস্ত্রেতে লিখিত আছে; যথা.

সত্যং ব্রহ্ম তপোব্রহ্ম ব্রহ্ম চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া ব্রহ্ম এতদ্‌ব্রাহ্মণ লক্ষণং॥

অর্থাৎ "সত্যপালন ও তপস্যা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং তাবৎ জীবের প্রতি দয়া ইত্যাদি যে পরমার্থ সাধন, সেই ব্রাহ্মণের চিহ্ন।"

শঙ্করাচার্য্যও কহিয়াছেন, যথা;

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোপি নাস্তিকঃ॥

অর্থাৎ "যাহার সদ্ভক্তিরূপ অগ্নিতে দুষ্ট জাতিপাপ দগ্ধ হইয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও পবিত্র হইয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রশংসনীয়, কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও ঘৃণিত হয়।"

পুনশ্চ শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন, যথা;

ন জাতি র্দৃশ্যতে তাবৎ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালোপি হি তত্রস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

অর্থাৎ "দেবতারা জাতির বিবেচনা করেন না, বরঞ্চ সর্ব্বহিতকারি সদ্গুণ সকল চণ্ডালেরও থাকিলে তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলেন।"

পুনশ্চ লেখা আছে যথা;

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

অর্থাৎ "চতুর্ব্বেদি ব্যক্তিও ভক্তিহীন হইলে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু চণ্ডালও ভক্তিমান হইলে আমার প্রিয় হয়। তাহাকেই দান করিবে ও তাহাহইতে গ্রহণ করিবে এবং আমার ন্যায় তাহাকে পূজা করিবে।"

এইক্ষণে যুক্তির প্রমাণ বলি, শুন। এ তো বড় আশ্চর্য্য কথা! তোমরা বল, এক ব্রহ্ম-হইতে সকল মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কেমন করিয়া তাহাদের মধ্যে চতুর্ব্বর্ণরূপ বিভি-

ন্নতা থাকিবে? দেখ, যদি এক পিতার ঔরসে এক স্ত্রীর গর্ব্ভে চারি সন্তান জন্মে, তবে তাহাদের এক পিতা মাতা প্রযুক্ত তাহারা সকলে অবশ্য এক জাতি হয়। যেমন কাঁঠাল বৃক্ষের মূল, ডাল, গুঁড়ি, এবং অগ্রভাগহইতে ফল উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার একটি ফল অন্যটিহইতে বিভিন্ন হয় না; তাহাতে তোমরা কখন বলিতে পার না যে উপরের ফল ব্রাহ্মণ ও নীচুকার ফল শূদ্র হয়। তদ্রূপ যদ্যপিও মনুষ্যগণ শরীরের ভিন্ন২ অংশে উৎপন্ন হইত, তথাপি তাহারা ভিন্ন জাতি হইতে পারিত না।

পুনশ্চ, প্রাণিগণের মধ্যে যে বিভিন্নতা হয়, ইহা তাহাদের আকার এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে দৃষ্ট হইতেছে। যথা, হস্তির পদ অশ্বের পদহইতে ভিন্ন হয়; ব্যাঘ্রের পদ হরিণের পদহইতে বিভিন্ন হয়, এবং তদ্রূপ অন্যান্য পশুরও হইয়া থাকে। আমরা এই নিশ্চায়ক চিহ্নদ্বারা জানিতে পারি যে তাহারা ভিন্ন২ জাতি বটে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পদ ব্রাহ্মণের কিম্বা শূদ্রের পদহইতে বিভিন্ন, ইহা কে কোথায় শুনিয়াছে? সকল মনুষ্যই এক আকার, সুতরাং তাহারা এক জাতিই হয়। আরো দেখ, গো মহিষ,

অশ্ব, হস্তী, গর্দ্দভ, ব্যাঘ্র, বানর, অজা, এবং মেষাদির রব, বর্ণ, আকার, মল, মূত্র, ঘ্রাণ, এই সকল স্পষ্ট নিশ্চায়ক চিহ্নদ্বারা আমরা বিশেষ২ জাতি বলিয়া পৃথক করিতে পারি; কিন্তু এই সকল বিষয়েতে ব্রাহ্মণের শূদ্রাদির সহিত ঐক্য আছে, অতএব নিশ্চয় বোধ হয় তাহারা সকলে একই বর্ণ বিশেষ২ চতুষ্পদ, জন্তুগণের মধ্যে যে বিভিন্নতা হয়, তাহার উদাহরণ আমরা দিয়াছি। এখন আবশ্যক হইলে আমরা নানা বৃক্ষ এবং পক্ষিগণের মধ্যেও তদ্রূপ বিভিন্নতার প্রমাণ দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু ইহা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা পুনর্জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণের সুখ ও দুঃখ ভোগ কি ক্ষাত্রয়াদির সুখ দুঃখহইতে বিশেষ হয়? যে রূপে ব্রাহ্মণেরা প্রাণ ধারণ ও মৃত্যু ভোগ করে, তদ্রূপেই কি ক্ষত্রিয়াদি অন্য জাতিরা করে না? তাহারা কি বুদ্ধি আচার অভিপ্রায়, এবং ভয় ও ভরসা করণে বিভিন্ন হয়? কিছু মাত্র না। অতএব সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে সকলেই এক জাতি; ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে যে ভেদ হয় তাহা কেবল ধর্ম্ম রীতি ও ব্যবসায়দ্বারা হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে বৈ-

শম্পায়ন ঋষি রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত কথোপ-কথনে প্রমাণ দিয়াছেন। যথা;

এক দিন সুপণ্ডিতরূপে বিখ্যাত পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির, কৃতাঞ্জলি হইয়া বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কাহাকে ব্রাহ্মণ বলে, এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?" বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন।

ক্ষান্ত্যাদিভির্গুণৈর্যুক্ত স্ত্যক্তদণ্ডো নিরামিষঃ।
ন হন্তি সর্ব্বভূতানি প্রথমং ব্রহ্মলক্ষণং॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ "ক্ষান্ত্যাদি গুণযুক্ত ও নিরহঙ্কার এবং হবিষ্যাশী হওয়া অথচ কোন প্রাণিকে হিংসা না করা ব্রাহ্মণের প্রথম লক্ষণ।" ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় লক্ষণ এই, পরের দ্রব্য পথে পড়িয়া থাকিলেও কর্ত্তার অনুমতি ভিন্ন গ্রহণ না করা। তৃতীয় লক্ষণ এই, ক্রুর স্বভাব ত্যাগ করা, অথচ নিঃস্পৃহ এবং নির্লোভ হওয়া আর অনতিশয় রমণেচ্ছুক হওয়া। চতুর্থ লক্ষণ এই, দেবতা বা মনুষ্য বা পশু হউক অতি মৈথুনে অনাসক্ত হওয়া। পশ্চাল্লিখিত পঞ্চ শুদ্ধ গুণ অধিকার করা, অর্থাৎ সত্য, দয়া, ইন্দ্রিয়-দমন, পরহিতৈষিতা এবং তপস্যা, এই পঞ্চম লক্ষণ। এই পাঁচ চিহ্ন যাহার আছে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি; আর যাহার না থাকে, সে শূদ্র।

ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভি র্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
চণ্ডালোঽপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠির॥

অর্থাৎ "হে যুধিষ্ঠির, কুলেতে বা জাতিতে কিম্বা

ক্রিয়াতে ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যে সচ্চরিত্র হয়, সে চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ বটে।”

এক বর্ণমিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতং॥

অর্থাৎ “হে যুধিষ্ঠির, পূর্ব্বেতে এই জগতে কেবল এক বর্ণ ছিল; এক্ষণে কর্ম্ম ও ক্রিয়া বিশেষদ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ হইয়াছে।” পরে কালক্রমে সকল মনুষ্যই স্ত্রী লোকের গর্ব্ভে জন্মিয়াছে, এবং সকলের মলমূত্রত্যাগ আছে, এবং তাহাদের সমান কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। ফলতঃ যাহার আচরণ ভাল, সেই ব্রাহ্মণ. তাহা না হইলে সে শূদ্র, বরঞ্চ শূদ্র অপেক্ষাও নীচ হয়। যদি কোন শূদ্রের এই সকল গুণ থাকে, তবে সেও ব্রাহ্মণ হয়। হে যুধিষ্ঠির! যদি কোন শূদ্র পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হয়, তবে তাহাকে দান দিলে স্বর্গ লাভ হইবে। জাতি বিচার না করিয়া বরঞ্চ সদ্ গুণের বিচার করুন। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মদ্বারা জীবন কাটায়, এবং সর্ব্বদা পরোপকার করিতে উদ্যত হয়, ও সৎকর্ম্মে দিবারাত্রি ব্যয় করে, সেই ব্রাহ্মণ; এবং যে সাংসারিক কর্ম্ম পরিত্যাগ পুরঃসর কেবল মোক্ষ লাভ করিতে যত্নবান হয়, সে ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ বটে; এবং যে মনুষ্য জীব হত্যা না করে, ও স্বার্থপর না হয়, আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে ত্রুটি না করে, আর ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হয়, সেও ব্রাহ্মণ বটে। এবং যাহার ক্ষমা, দয়া, দান, আত্মবশতা, সত্যতা, শৌচ, স্মৃতি, ঘৃণা, বিদ্যা, এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি থাকে, সেও ব্রাহ্মণ বটে।”

পূর্ব্বেতে যে সকল প্রমাণ লেখা গেল, * তদ্দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে বেদ এবং শাস্ত্রানুসারে জাতির উৎপত্তি এবং চারি বর্ণের নির্ণয় নিশ্চয় করা যায় না। অতএব মনুষ্য মাত্রই যে এক জাতি ইহা সিদ্ধান্ত করিতেছি, যেমত ভাগবতে লেখা আছে;

একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতা মুখে নৃপ।

অর্থাৎ "সত্যযুগে এক বেদ ও এক প্রণব ও এক ঈশ্বর ও এক অগ্নি এবং এক জাতি ছিল; পরে পুরূরবাহইতে ঐ বেদ কর্ম্ম কাণ্ডদ্বারা নানা হইল।"

২। জাতির মন্দ ফলের বিষয়।

জাতি উৎপন্ন হওয়াতে যে২ মন্দ ফল ঘটিয়াছে, তাহা এখন সংক্ষেপে দর্শাই। প্রথমতঃ, ভিন্ন২ জাতির নাম ও উপাধির বিষয়ে মনু এই নিয়ম করিয়াছেন।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণের মঙ্গলযুক্ত নাম রাখিবে, ক্ষত্রিয়ের

---

* উপরি লিখিত মীমাংসার অধিকাংশ অশ্ব ঘোষ নামে এক বৌদ্ধ মতাবলম্বী পণ্ডিত কৃত বজ্রসূচী নামক সংস্কৃত গ্রন্থহইতে লওয়া গিয়াছে।

বীর শব্দান্বিত ও বৈশ্যের ধন সংযুক্ত এবং শূদ্রের অতি জুগুপ্সিত নাম রাখিবে।”

শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুতং॥

অর্থাৎ “ব্রাহ্মণের উপাধি দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত, এবং শূদ্রের উপাধি দাস।”

এতদনুসারে ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তা, ক্ষত্রিয় তাহার সেনা, বৈশ্য তাহার ভাণ্ডারী, এবং শূদ্র তাহার দাস; যদ্রূপ মনুর শাস্ত্রে লিখিত আছে, যথা;

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টো হসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥

অর্থাৎ “শূদ্র ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, তাহাকে দাস্য বৃত্তি করাইবে; যেহেতুক ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের দাসের নিমিত্তেই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।”

পুনশ্চ মনু লিখিয়াছেন, যথা;

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥

অর্থাৎ “স্বামী শূদ্রকে সেবা কর্ম্মহইতে মুক্ত করিলেও সে মুক্ত হয় না, যেহেতুক কোন্ ব্যক্তি তাহাকে স্বাভাবিক কর্ম্মহইতে বর্জন করিতে পারে।”

পুনশ্চ এই শ্লোক আছে। যথা,

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনোহি সঃ॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ শূদ্রের দ্রব্যকে নিঃসন্দেহে লইবে, কেননা শূদ্রের কিছু মাত্র নাই, তাহার সমুদয় দ্রব্যের কর্ত্তাই ব্রাহ্মণ।

মিতাক্ষরাতে লেখা আছে, যথা;

রাজ্ঞাধমর্ণিকো দাপ্যঃ সাধিতাদ্দশকং শতং।
পঞ্চকঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থো হ্যুত্তমর্ণিকঃ॥

অর্থাৎ "রাজা ব্রাহ্মণহইতে দশ আর ক্ষত্রিয়হইতে পোনের আর বৈশ্যহইতে ত্রিশ আর শূদ্রহইতে পঞ্চাশ টাকা শতকরা সুদ দেওয়াইবেন।"

পরে ঐ শাস্ত্রেতে লেখে। যথা,

এক জাতি র্দ্বিজাতীস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবোহি সঃ॥

অর্থাৎ "যদি শূদ্র ব্রাহ্মণকে দুর্ব্বাক্য কহে, তবে তাহার জিহ্বা কাটা যায়, যেহেতু শূদ্র নীচাঙ্গহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।"

পরে ইহাও লেখা আছে, "যে কেহ ব্রাহ্মণকে গালি দেয়, তাহার জিহ্বাকে চিরিয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি তাহার নাম আর জাতির নিন্দা করিয়া কহে, অরে দেবদত্ত! তবে দশ অঙ্গুল পরিমিত লৌহ শলাকা তপ্ত করিয়া তাহার মুখে দিতে হই-

বে। আর যদি দর্প করিয়া পণ্ডিতকে উপদেশ করে, তবে রাজার কর্ত্তব্য যে তপ্ত তৈল তাহার মুখ আর কর্ণেতে ঢালাইয়া দেওয়াইবেন।"

পরে মনুর শাস্ত্রেতে লেখা আছে। যথা,

সহাসন মভিপ্রেপ্সু রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফীচং বাস্যাবিকর্ত্তয়েৎ॥

অর্থাৎ "ছোট জাতি উত্তম জাতির আসনে বসিলে তাহার নিতম্ব দেশে চিহ্ন করিয়া নগরহইতে বহিষ্কৃত করাইবেন, অথবা তাহার স্ফীচদ্বয় কর্ত্তন করাইবেন।" *

পুনশ্চ লেখে, যথা;

অবনিষ্ঠিবতো দর্পাৎ দ্বাবোষ্ঠৌ চ্ছেদয়ে ন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্র মবশর্দ্ধয়তো গুদং॥

অর্থাৎ "নীচ জাতি উত্তম জাতিকে দেখিয়া থুথু ফেলিলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধরকে কাটিয়া ফেলাইবেন। আর মূত্র ত্যাগ করিলে পুরুষাঙ্গ, আর অধোবায়ু ত্যাগ করিলে তৎ স্থানকে ছেদন করাইবেন।"

পরে ইহাও লেখা আছে। যথা,

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

অর্থাৎ "শূদ্রকে জ্ঞান উপদেশ করিবে না, আর ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট এবং হোমের শেষ দিবে না, আর ধর্ম্ম ও ব্রত সকল শূদ্রের নিকটে বলিবে না।"

শাস্ত্রেতে শূদ্রের নীচত্ব প্রকাশক এমত আরো অনেক কথা লেখা আছে, কিন্তু সমুদয় বর্ণনা করিবার কিছু আবশ্যক নাই। এইক্ষণে ব্রাহ্মণের পক্ষপাত বিষয়ক কএকটী প্রমাণ লিখিতেছি।

ব্রাহ্মণ পরদার করিলে রাজা তাহার প্রাণ দণ্ড করিবেন না, কৈবল মাত্র অপমানজন্য তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিবেন; কিন্তু অন্যান্য জাতিরা তাহা করিলে তাহাদের প্রাণ দণ্ড হয়।

আর২ জাতি নরবলি হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নরবলি কখন হয় না।

যদ্যপি ব্রাহ্মণের তাবৎ প্রকার পাপ সপ্রমাণ হয়, তথাচ রাজা তাহাকে কখন বধ করাইবেন না; বরং সুস্থ শরীরে আপন ধন সম্পত্তির সহিত তাহাকে দেশহইতে বাহির করিয়া দেওয়াইবেন। জগতে ব্রহ্মহত্যার সমান আর পাপ নাই, এই নিমিত্তে রাজা ব্রাহ্মণকে প্রাণ দণ্ড দিবার চিন্তা মাত্রও মনে করেন না।

মনুর শাস্ত্রেতে এই শ্লোক আছে, যথা;

মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তিকো ভবেৎ॥

ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্ববস্থিতং।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতং॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণের প্রাণান্ত দণ্ড কেবল মুণ্ডন হয়, অন্য বর্ণ সকলকে প্রাণান্ত দণ্ড দেওয়া যায়। যদ্যপি ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রকার পাপ করিয়া থাকে, তথাপিও সে বধ্য হয় না, বরং তাহাকে ক্ষত বিনা সর্ব্বধন সমেত দেশ-হইতে বাহির করিয়া দিবেন।"

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে এই শ্লোক আছে, যথা;

মহাপাতকযুক্তোপি ন বিপ্রো বধমর্হতি।
শিরসো মুণ্ডনং দণ্ড স্তস্য নির্ব্বাসনং পুরাৎ॥

অর্থাৎ "যদি ব্রাহ্মণ মহাপাতকী হয়, তথাপিও সে বধের যোগ্য নহে; পরন্তু রাজা তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেশহইতে বহিষ্কৃত করাইবেন।"

পুনশ্চ এই শ্লোক আছে, যথা;

আচার্য্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুং।
ন হিংস্যাদ্ব্রাহ্মণান্ গাংশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ॥

অর্থাৎ "আচার্য্য আর শিক্ষক আর পিতা মাতা ও গুরু আর ব্রাহ্মণ আর গো এবং তপস্বী এ সকলকে বধ করিবে না।"

ব্রাহ্মণ বধের যোগ্য নহে, ইহার বিশেষ কারণ এই যে ব্রাহ্মণের দেহ দেবতাগণের বাসস্থান হয়; তাহাতে যদি সে নষ্ট হয়, তবে দেবতারা কোথায় থাকিবে? যেমত পুরাণে লেখা আছে, যথা;

ব্রাহ্মণস্য তনু র্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবসমাশ্রিতা।
সা চেৎ সন্তাপিতা রাজন্ কিমু বক্ষ্যামহে বরং॥

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণের শরীর দেবতাগণের বাসস্থান; অতএব হে রাজন্, যদি তাহাদের ঐ শরীর সন্তাপিত হয়, তবে আমরা কি কহিব?"

অন্য স্থানে লেখা আছে;

"যদি কেহ ব্রাহ্মণকে এক তৃণদ্বারাও মারে, তবে তাহাকে একুশ বার পশু জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।" দেখ, এক তৃণের অপরাধে পাহাড়ের মত দণ্ড হয়! পুনশ্চ, "রাজা যদ্যপি ক্ষুধায় মরেন, তথাপি ব্রাহ্মণ-হইতে কখন কর লইবেন না।"

মিতাক্ষরাতে লেখা আছে, যথা;

রাজা লব্ধ্বা নিধিং দদ্যাৎ দ্বিজেভ্যোঽর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ সর্ব্বস্যাসৌ প্রভুর্যতঃ॥

অর্থাৎ "রাজা নিধি প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণগণকে অর্দ্ধেক দিবেন; পণ্ডিত তাহা পাইলে সমুদায় লইবেন, যেহেতুক তিনি সকলের গুরু।"

পুনশ্চ, "ব্রাহ্মণকে কেহ দুঃখ দিলে তিনি যদি ক্রোধিত হন, তবে রাজাকে আর তাঁহার সকল সেনাকে মারিয়া ফেলিয়া দেবতা, মনুষ্য ও রাজা সমেত নূতন সৃষ্টি করিতে পারেন; এবং তাবৎ পৃথিবী ব্রাহ্মণের কৃপা ও সহায়দ্বারা স্থিতা হইতেছে।"

জাতির বিষয়ে উপরোল্লেখিত বেদ ও শাস্ত্রের

প্রমাণ সকল যাহারা ভাল রূপে বিবেচনা করে, তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের কর্তৃক রচিত হইয়াছে; কারণ ঐ শাস্ত্রানুসারে তাহারাই পৃথিবীর দেবতা স্বরূপ, এবং তাহাদের দ্বারা ও তাহাদের জন্যে সকল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। আহা, কী পাষণ্ডের কথা! এমত২ কথা পাঠ ও শ্রবণ করাতে যুব ব্রাহ্মণের স্বভাব আদৌ ভাল হইলেও যে শীঘ্র ভ্রষ্ট হয়, এবং তাহার মনে অহঙ্কার জন্মে, ইহাতে আশ্চর্য্য কী? ব্রাহ্মণ আপনাকে ঈশ্বর তুল্য এবং আর২ লোককে দাস তুল্য জ্ঞান করিলে, তাহার স্বভাব যে পরে ভাল থাকিবে, এবং সে যে উপযুক্ত আচরণ করিবে, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং যখন সে আপনাকে ঈশ্বর তুল্য বোধ করে, তখন তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি ভয় ও সমাদর কখন থাকে না। এই রূপে ব্রাহ্মণেরা আপন কৃত জালে আপনারা বদ্ধ, এবং স্বহস্তে খোদিত গর্ত্তে স্বয়ং পতিত হইলে কোনমতেই আপনাদের রক্ষার উপায় করিতে পারে না।

পুনশ্চ, যদি শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণগণকে পূজা পাঠ অর্থাৎ স্নান ধ্যান গায়ত্রী জপ বেদ পড়া ইত্যাদি ধর্ম্ম

কর্ম্ম সাধন করিতে হয়, তবে তাহাদের প্রায় আর কোন কর্ম্ম করিবার সাবকাশ থাকে না। তাহা হইলে দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণ কী প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে? সে যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত সাংসারিক কর্ম্ম করে, তবে পাপী হইবে; এবং যদি কেবল পারমার্থিক কর্ম্মে কাল কাটায়, তবে সপরিবারে অনাহারে মরিবে। সত্য বটে, আর২ জাতি সকল যখন ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য ছিল, তখন তাহারা আপনাদের ধর্ম্মে যদ্রূপ বিধি আছে, তদ্রূপ করিলে করিতে পারিত; কিন্তু এখন তাহা করা অসাধ্য, কেননা ব্রাহ্মণ জাতির তিন অংশের মধ্যে দুই অংশ ঐহিক জীবিকা প্রাপণার্থে পরকালীন সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। আরো শাস্ত্রে লিখে, যে জীবনকালে চারি আশ্রম আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, যোগী এবং সন্ন্যাসী; তাহাতে জীবনের চারি অংশের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা কেবল একাংশ গৃহস্থের কর্ম্মে ব্যয় করিতে পারে। অতএব উক্ত অলীক গল্প এবং মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া সত্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করা তাহাদিগের নিতান্ত উচিত হয়।

আরো দেখ, জাতি স্থাপনে কেবল ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা নয়; বরঞ্চ তদ্দ্বারা সকল

হিন্দুদের মধ্যে অতিশয় ভিন্নতা হইয়াছে, তাহাতে তাহারা পরস্পর এক জন অন্যকে পদতলে ফেলিয়া অবজ্ঞা করে। সকল বর্ণের মধ্যেই জাতির সর্ব্বনাশক ফল বিস্তারিত হইয়াছে; তাহাতে নিকটস্থ প্রতিবাসি লোকেরা ভিন্ন জাতি হইলে, আর স্বজাতি হইলেও যদি পরস্পর অপরিচিত থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে আচার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আছে। এই রূপে এক জাতি অন্য জাতির বিপক্ষে যুদ্ধাস্ত্র ধরে, আর অতিশয় অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতা জন্মায়। হিন্দুমাত্র ভিন্ন জাতি বলিয়া অন্য মনুষ্যদের প্রতি উপকার করিতে প্রচুর আপত্তি করে; বরঞ্চ যদি কোন উত্তম জাতীয় মনুষ্য তৃষ্ণাতে মুমূর্ষু হয়, তথাচ সে নীচ জাতির হস্তে কদাচ জল গ্রহণ করে না। যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের রন্ধন শালায় প্রবেশ করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি মৃৎপাত্র সমস্ত অপবিত্র হইয়াছে কহিয়া ফেলিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্পর্শ করিবামাত্রেই অপবিত্র হয়, আর ঐ কলঙ্ক মোচনার্থে তাহার স্নান করা আবশ্যক। এইরূপে সংক্ষেপে কহি, জাতিদ্বারা হিন্দুগণের স্বাভাবিক সুশীলতা ও হিতেচ্ছা ও স্নেহাদি নষ্ট হইলে এক জনের অন্তঃকরণ অন্য জনের প্রতি এতদ্রূপ বদ্ধ

হয়, যে অসভ্য লোকদের মধ্যেও এমত নির্দ্দয়তা প্রকাশ হয় না।

পরন্তু জাতিদ্বারা হিন্দুগণ ইহলোকে অত্যন্ত ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা কেবল নয়, বরং তাহাদের পরকালের আশাও তদ্রূপ। শাস্ত্রে লেখে, পরিত্রাণ প্রাপ্ত্যর্থে জগৎ পরিত্যাগ করা শূদ্রদিগের আবশ্যক করে না; ব্রাহ্মণের সেবা করাই তাহাদের মহাকার্য্য। অতএব ভাবিকালে উত্তম জন্ম গ্রহণার্থে শূদ্রের প্রাণ ও শরীর কেবল ব্রাহ্মণের সেবাতে ব্যয় করা আবশ্যক হয়। ব্রাহ্মণেরাই অন্য সকল বর্ণের গুরু, এবং তাহারা ভিন্ন আর কেহ বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। ফলতঃ ইহলোক এবং পরলোক উভয়কালের তাবৎ অভিলষিত বস্তুর চাবি তাহাদেরই হস্তে থাকে। যেমত লেখা আছে, যথা;

দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনঞ্চ দৈবতং।
তন্মন্ত্রো ব্রাহ্মণাধীনো; ব্রাহ্মণো মম দৈবতং॥

অর্থাৎ "সমুদয় জগৎ দেবতাদের অধীন, দেবতারা মন্ত্রের অধীন, সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণগণের অধীন; তন্নিমিত্তে ব্রাহ্মণই আমার দেবতা।"

এই শ্লোকও হিন্দুগণের মধ্যে চলিত আছে;

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

অর্থাৎ "হরি অসন্তুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু অসন্তুষ্ট হইলে কে রক্ষা করিবে?" অতএব গুরুই ঈশ্বর।

এই প্রকারে হিন্দুরা স্বীয়২ মাতৃ গর্ব্ভে বাস করণাবধি গয়াতে পিণ্ড প্রদান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের শিকার স্বরূপ হয়। আর এ সকল কুফল কেবল জাতিহইতেই হইয়া থাকে।

অবশেষে হিন্দু ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণগণের কল্পিত, ইহা পশ্চাল্লিখিত সপ্তদশ প্রমাণদ্বারা সুস্পষ্ট আছে।

১। শাস্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভূদেবরূপে প্রসিদ্ধ আছে।

২। ব্রাহ্মণ কোন কারণে বধার্হ নহে।

৩। ব্রাহ্মণ ঋণ করিলে শত করা ১০ টাকা, কিন্তু শূদ্র ৫০ টাকা সুদ দিবে।

৪। ব্রাহ্মণ বিনা আর কেহ বেদ পাঠ করিবার যোগ্য নহে, এবং পূজাদি কালে কেবল তাহাকেই দান ও দক্ষিণা প্রভৃতি দিতে হইবে।

৫। কেবল ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু হইতে পারে।

৬। কোন ব্রাহ্মণ কাহাকে বধ করিলে, তজ্জন্য কেহ যদি শোক করে, তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

৭। ভগবতীর নিকটে নরবলি উৎসর্গ করিলে তিনি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সন্তুষ্টা থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্মণকে কখন বলিরূপে উৎসর্গ করা যাইবে না।

৮। গরুড় পক্ষী সর্ব্ব প্রকার জন্তু খাইতে পারে, কিন্তু যদি দৈবাৎ কোন ব্রাহ্মণের শব ভক্ষণ করে, তবে তাহার উদরে অসহ্য বেদনা হয়।

৯। ব্রাহ্মণকে দান করিলে সর্ব্ব প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

১০। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ক্ষতি করে, তাহাকে একবিংশতিবার কোন অপবিত্র জন্তুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। ব্রাহ্মণকে গোরু দান করিলে স্বর্গ লাভ হয়; কিন্তু তাহা বিক্রয় করিলে নরক গমন হয়।

১২। ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার্থে মিথ্যা কথা কহিলে পুণ্য হয়।

১৩। ব্রাহ্মণের পুণ্য প্রতাপে সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করে।

১৪। এই জগৎ এবং তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু ব্রাহ্মণেরই হয়।

১৫। ব্রাহ্মণহইতে রাজস্ব লওয়া নিষিদ্ধ আছে।

১৬। ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে সমস্ত গ্রহণ করিবে।

১৭। ব্রাহ্মণ ইহলোকে ও পরলোকে মনুষ্যদের কর্ত্তা।

এইক্ষণে সংক্ষেপে কহি, হিন্দু ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ ঈশ্বর রূপে প্রসিদ্ধ; ইহাতে নিশ্চয় জানা গেল যে তাহা অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কর্তৃক নয়, বরঞ্চ ব্রাহ্মণেরাই মান ও ধন প্রাপণার্থে তাহা স্থাপন করিয়াছে।

---

৫ অধ্যায়।

তীর্থযাত্রা তপস্যা এবং প্রতিমাপূজা ইত্যাদির বিষয়।

শাস্ত্র নিরূপিত তীর্থযাত্রা এবং তপস্যাদির বিষয় যদি আমরা বিবেচনা করি, তবে হিন্দু ধর্ম্ম যে মনুষ্যের ঐহিক মঙ্গলের পক্ষে হিতকর, ইহা বলিতে পারিব না। পুনশ্চ, শাস্ত্রেতে যে প্রতিমা পূজাদির বিধি আছে, এবং স্বর্গ লোকের মধ্যে অল্প দিনের নিমিত্তে শারীরিক সুখাভিলাষ ভোগানন্তর পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ, অথবা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরেতে লীন হওন, এই সকল যদি বিবেচনা করি. তবে ঐ ধর্ম্ম যে মনুষ্যদের মানসিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের পক্ষে হিতকর. ইহাও বলিতে পারিব না। সুতরাং ঐশ্বরিক জ্ঞান ও পারমার্থিক অমরতারূপ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবার যে ইচ্ছা মনুষ্যের মনে হয়, তাহা হিন্দু ধর্ম্মদ্বারা কদাচ পূর্ণ হইবে না। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মে মনুষ্যদের ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় মঙ্গল অবশ্য হয়, ইহা সকলেই জানে; অতএব হিন্দু ধর্ম্মে তাহা না থাকাতে সে যে ঈশ্বরহইতে নয়, ইহা দৃঢ়রূপে প্রামাণ্য হইতেছে।

এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যিনি জগতের সৃষ্টি-

কর্ত্তা, তিনি সত্য ধর্ম্মেরও কর্ত্তা ও ঈশ্বর হইবেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে সকল সাংসারিক বিষয়ে ঈশ্বর আমাদিগকে শ্রম করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে উদ্যোগী হইলে অবশ্য তদুপযুক্ত পুরস্কার পাইয়া থাকি। যথা, কৃষি লোক ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া বীজ রোপণ করিয়া সর্ব্বদা পুরস্কারস্বরূপ ফসল প্রাপ্ত হয়; ইহাতে যে উপায় ব্যবহার করা যায় ও যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, উভয়েই পরস্পর শৃঙ্খলরূপ সম্পর্কে বদ্ধ আছে। যথা কোন ব্যক্তি গোম বুনিলে গোমই প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কণ্টক বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে আম্র ফলের আশা করে না। এই প্রকারে কর্ম্ম সকল স্ব২ ফলের সহিত সংযুক্ত থাকে। কিন্তু তীর্থযাত্রাদি ধর্ম্মক্রিয়া এবং তদভিলষিত ফল, ইহাদের পরস্পর কিছু মাত্র সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না।

১। তীর্থ যাত্রার বিষয়।

যখন মনুষ্যগণ আপনাদের বাটী ছাড়িয়া একাকী বা সপরিবারে নানা আপদ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া শত২ ক্রোশ যাত্রা করে, তখন তাহারা দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহার মধ্যে তাহাদের ভূম্যাদির

তত্ত্বাবধারণ হয় না, এবং অনেকেই পথে ক্লান্ত ও পীড়িত হইলে ঔষধাদি না পাইয়া নানা প্রকার দুঃখভোগ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে। যাত্রিদিগের অস্থিতে তাবৎ তীর্থস্থান, বিশেষতঃ জগন্নাথ ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। তীর্থ যাত্রার আর একটি মন্দ ফল এই, যে তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পায়; সুতরাং অনেক সতী স্ত্রীও এই রূপে ভ্রষ্টা হয়। ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

ভাল, বিবেচনা করিয়া বল দেখি, কোন হিন্দু লোক বহু দূরস্থ তীর্থস্থানে গিয়া তথায় স্বীয় উপার্জ্জিত সমস্ত ধন ব্যয় করিয়া কিম্বা অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া যদ্যপিও ভাগ্যক্রমে স্বদেশে ফিরিয়া আইসে, এবং আপনার স্ত্রীকে সাধ্বী ও সন্তানগণকে জীবৎ পুনরায় দেখিতে পায়, তবে উক্ত যাত্রাতে তাহার কী লাভ হইয়াছে? তাহার ব্যয়, শ্রম, এবং বিপদ অগণ্য হইয়াছে বটে; কিন্তু পুরস্কার কী? না, সে এই মাত্র পাইয়াছে, স্বর্গের দ্বার নামে প্রসিদ্ধ কাশীকে দেখিয়াছে; ও গয়াতে আপন পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিয়াছে; ও শ্রীক্ষেত্রে অন্য সকল জাতির সহিত আহার করিয়াছে; এই প্রযুক্ত সে মনে করে, আমার মহাপুণ্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু, এখন তুমি

কি নিঃসন্দেহে স্বর্গে যাইবা? ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি সত্যবাদি লোক হয়, তবে বলিবে, আমি কি জানি? ভগবানই সে কথা বলিতে পারেন। আপনার পরিত্রাণের বিষয়ে পূর্ব্বেতে তাহার যদ্রূপ সন্দেহ ছিল, তদ্রূপ এখনও আছে; এবং তাহার যে প্রতিবাসিগণ তীর্থযাত্রা কখন করে নাই. তাহাদের যদ্রূপ মৃত্যু কালে ভয় দেখা যায়, তদ্রূপ তাহারও হয়। যাত্রা করণদ্বারা তাহার মন নির্ম্মল এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হয় নাই; ফলতঃ এই অভিপ্রায় সে কখন মনের মধ্যে আলোচনা করে না। যাত্রা কালে সে অজ্ঞান ও কঠোর হইয়া গিয়াছিল, পরে তাহার সেই অজ্ঞানতা ও মনের কঠিনতা বৃদ্ধি হইলে সে ঘরে ফিরিয়া আইসে; বরঞ্চ যথার্থ সুখ ও বিশ্রামহইতে সে পূর্ব্বাপেক্ষাও দূরীকৃত হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ে আহ্নিকতত্ত্বে লেখে, যথা;

গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যোঃ আচরংশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥

অর্থাৎ "দুষ্টমনা ব্যক্তি যদি আজন্মকাল পর্ব্বত সমান মৃত্তিকাদ্বারা শরীর মার্জ্জনা পূর্ব্বক গঙ্গাতে স্নান করে, তথাপি সে পবিত্র হয় না।"

আরো শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, যথা;

যদি হৃদয়মশুদ্ধং তস্য সর্ব্বং বিরুদ্ধং।

অর্থাৎ "যাহার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ তাহার সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।"

২। তপস্যার বিষয়।

পুনশ্চ বলি, হিন্দুধর্ম্ম তপস্যাদির বিষয়ে যে বিধি দিয়াছে, তাহা মনুষ্যদের বিবেকের নিতান্ত বিপরীত হয়। পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের মনে আপন২ সুখ ও মঙ্গল চেষ্টা করিবার ইচ্ছা স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে যে কেহ ঐ বিষয়ে বিবেচনা করিবে, সে নিশ্চয় জানিবে, যে হিন্দু শাস্ত্র নিরূপিত দুঃখভোগ, ও তপস্যা, এবং আত্মহত্যার আদেশ আছে, তাহা ঈশ্বরহইতে কোন মতে হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের মনেতে সুখ ও স্বাস্থ্য প্রাপণের বাঞ্ছা উৎপন্ন করিয়াছেন; তবে তপস্যাতে যে সকল মহৎ কষ্টভোগ করণ, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধমুখ আর ঊর্দ্ধবাহু হওয়া, আর পঞ্চতপা করা, ও গঙ্গাসাগরে মগ্ন হওয়া, আর জগন্নাথের রথের চাকার নিচু পড়িয়া মরা, ইত্যাদি এই সকল কাহার আজ্ঞাতে হয়? ইহা পরমেশ্বরের নিকটহইতে কখন নহে, কেননা তিনি মনুষ্যদের মনে জীবন নাশ করিবার নয়, বরঞ্চ রক্ষা করিবার ইচ্ছা দিয়াছেন।

আরো দেখ, শরীরকে ক্লেশ দেওয়াতে নরাত্মার কী ফল হইতে পারে? আত্মাই কর্ত্তা, শরীর কেবল উপায় মাত্র; তবে কি উপায়কে দণ্ড দেওয়া উচিত, না কর্ত্তাকে? খড়্গ কিম্বা খড়্গধারি হস্তা, ইহাদের মধ্যে দোষী কে? পুনশ্চ বলি, পরমেশ্বর এই জগতের মধ্যে মনুষ্যের সুখ ও সান্ত্বনার কারণ প্রয়োজনীয় তাবৎ বস্তু যোগাইয়াছেন; কিন্তু যোগী ও তপস্বী ও যতী ইহারা অহঙ্কার প্রযুক্ত উক্ত দান সকল অবহেলা করত দাতার সম্মুখে নিক্ষেপ করে; এবং আপনাদের উৎপত্তি ও রক্ষা করিতে না পারিয়াও বনে গিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নানা দুঃখ ক্লেশ সহ্য পূর্ব্বক আত্মঘাতী হয়।

৩। প্রতিমাপূজার বিষয়।

ইতিপূর্ব্বে বেদ ও শাস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য নহে, এই কথা তর্ক বিতর্কদ্বারা সপ্রমাণ করা গিয়াছে; এ জন্যে তন্মধ্যে প্রতিমা পূজার যে২ আদেশ আছে, তাহা খণ্ডাইবার নিমিত্তে কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক *। অতএব প্রতিমা পূজা-

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, সুরথ রাজা প্রথমে দুর্গার পূজা স্থাপন করিয়াছিল; আর মঙ্গল রাজা লক্ষ্মীর; আর অশ্বপতি রাজা সাবিত্রীর; আর সুপগন রাজা রাধার; আর রামরঞ্জ রাজা কার্ত্তিকেয়ের; আর শিব রাজা সূর্য্যের; এবং বোধায়ন মুনি গণে-

তে যে মন্দ ফল ঘটে, তদ্বিষয়ে কএকটি কথা এই ক্ষণে লিখিব।

প্রতিমাপূজাদ্বারা মনুষ্যদের অন্তঃকরণ দুষ্ট ও বুদ্ধি ঘোর অন্ধকারাবৃত হয়। ইহার প্রমাণ শাস্ত্রেও লেখা আছে, যথা;

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

অর্থাৎ "যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর, কিম্বা কাষ্ঠের প্রতিমাকে ঈশ্বর বোধ করে, তাহারা কেবল

শের পূজা স্থাপন করিল। ফলতঃ প্রতিমা পূজা মনুষ্যের কল্পিত মাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। যৎকালে মনুষ্যেরা স্বসৃষ্টিকর্ত্তাকে ত্যাগ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর পূজারম্ভ করিল, তৎকালে প্রথমতঃ তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণকে সর্ব্বোপরিস্থ দেখিয়া সমাদর করিত; পরে তাহা-দিগকে দেবতা ও মনুষ্যদিগের উপযুক্ত মধ্যস্থ জ্ঞান করিয়া, তা-হাদেরই পূজা করিতে লাগিল। তাহারা সূর্য্য অবর্ত্তমানে অগ্নিকে তাহার প্রতিনিধি এবং কালক্রমে ঈশ্বরতুল্য জানিয়া পূজা করিত। তৎপরে পৃথিবী জল এবং বায়ুদ্বারা নানা উপকার দেখিয়া তাহা-দিগকেও ঈশ্বরতুল্য সম্মান করিত। তদনন্তর মনুষ্যদিগের মধ্যে যা-হাদের জ্ঞান, বিদ্যা এবং সাহসদ্বারা বিশেষ কোন উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও জীবন কালে, অথবা মরণান্তে, দেবশ্রেণী-তে গণ্য করিত। ইতিহাসদ্বারা অবগত হইতেছি, যে মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে বাবিলন দেশের রাজা নিম্রোদের পুত্র বিলস্ প্রথমে ঈশ্বররূপে পূজিত হয়। পরন্তু সাধারণ লোকদের মঙ্গলকারি মহাত্মারা দেব-রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল নয়, বরং কখন ২ কৌতুকদ্বারা অতি দুষ্ট লোকেরাও ঐশ্বরিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। হে হিন্দুবর্গ, প্রতিমাদি সৃষ্ট বস্তুর পূজা এই রূপে প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল; অ-তএব তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের পূজা কর

আপনাদিগকে শারীরিক দুঃখের অধীন করে, ও কখন মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না।"

যে ব্যক্তি যে কোন বস্তুর পূজা করে, সে আপনাকে তাহাহইতে ক্ষুদ্র স্বীকার করে; অতএব যে মনুষ্য পশু পাষাণ ইত্যাদির পূজা করে, সে আপনাকে তাহাহইতে অধম করিয়া জানায়!

ভগবদ্গীতাতেও লিখিত আছে, যথা;

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু প্রসজ্জতে।

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন তাহাতেই আসক্ত হয়।"

আরও অন্য স্থলে এই শ্লোক আছে, যথা;

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

অর্থাৎ "সর্ব্ব জীবেতে বর্ত্তমান আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর যে আমি, আমাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিমাদি পূজা করে, সে কেবল ভস্মেতে আহুতি দেয়।"

সুতরাং প্রতিমাপূজক আপনাকে শিশু বরঞ্চ পশু অপেক্ষাও নির্ব্বোধ দেখায়; কারণ এমত কোন্ পশু আছে যে গঙ্গাকে জল বোধে পান না করে, এবং তুলসী ও অশ্বত্থ বৃক্ষকে বৃক্ষমাত্র জ্ঞান করিয়া না খায়? অথচ এমন কোন্ শিশু আছে যে সালগ্রাম ও

মহাদেবকে কেবল প্রস্তর জ্ঞান না করে? কিন্তু সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ সকল বস্তুকে পূজা করিতে শিক্ষা পাওয়াতে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ হয়, তৎপরে সে তাহাদিগকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহাতে যে সকল প্রতিমাকে পূর্ব্বে কেবল প্রস্তর জ্ঞান করিত, তাহাদিগকে এখন অলঙ্কারাদি পরিধান করাইয়া বিভূষিত করে, আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশন করায়, এবং মনোহর ফুলের সৌরভ ও নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিতে আহ্বান করে, ইত্যাদি। প্রতিমারা যেন সুশীতল বাতাস প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সে তাহাদিগকে পাখা করে, ও পাছে শীতার্ত্ত হয়, এই ভয়ে বস্ত্র পরিধান করায়; তাহাদিগকে মশাতে বিরক্ত না করে, এই জন্যে মশারি খাটাইয়া দেয়; আর সিন্দুর দিয়া চিত্র বিচিত্র করে, যেন তাহারা আপনাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়; তাহাদের আরামার্থে সে তাহাদিগকে শয়ন করায়; এবং দণ্ডবৎ হইয়া তাহাদের প্রণাম করে, আর স্বপ্নের এবং শুভাশুভ লক্ষণের অর্থ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, ইত্যাদি। এই রূপে হিন্দুগণ ভ্রান্ত হইয়াছে। তাহারা কহিয়া থাকে, একই দেবতার কোন ২ প্রতিমা সেই দেবতার অন্য সকল প্রতিমা অপেক্ষা সন্তান ও ধনাদি প্রদান

করিতে পারক আছে। হিন্দুরা কোন মহম্মদীয় ব ইউরপীয় লোককে প্রতিমাদের স্পর্শ করিতে দেয় না, পাছে তাহারা অপবিত্র হইলে তাহাদের দেবত্ব নষ্ট হয়; আর যদি দৈবাৎ তাহাদিগকে স্পর্শ করে, তবে শুদ্ধ করণার্থে স্নান করায়। তাহারা বিশ্বাস করে, যে প্রতিমারা কখন২ অসুস্থ হয়, এজন্যে তাহাদিগকে বাহিরে বাতাসে লইয়া যায়।

পুনশ্চ, প্রতিমাদের আকার এমন গঠিত হয় যে তাহাতে দর্শনকারিদের ঘৃণা কিম্বা পরিহাস অথবা কামাভিলাষ জন্মে। যথা, গণেশের বৃহৎ উদর এবং হস্তির মস্তক; বিষ্ণুর চারি হস্ত, ও তৎস্থিত শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম; শিবের হস্তে নৃকপাল, ইত্যাদি; দেবীদিগের ব্যাঘ্রবৎ দন্ত ও বিড়ালের ন্যায় চক্ষু, ও কুক্কুরের মত জিহ্বা, এবং ভয়ানক বদন; ব্রহ্মার রাজহংস বাহন, প্রভৃতি। এই সকল কুৎসিত মূর্ত্তি ব্যঙ্গকারি ছবি বা ছেল্যাদের পুত্তলিকা বই আর কী হইতে পারে? সুতরাং তাহাদের পূজা করাতেই বা কী ফল? বরঞ্চ শাস্ত্রেতেও এ সকল "পুতুলের খেলা মাত্র" কহিয়াছে। অতএব এমত২ বস্তুর ধ্যান করাতে কি জ্ঞান ও মনের উন্নতি হইতে পারে? উক্ত দেবদেবীদের ক্রিয়া ও

গুণ স্মরণ করিলে জ্ঞান ও পবিত্রতা হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ পাপের উদয় ও বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ, লজ্জাস্পদ শিবলিঙ্গ পূজা করাতে কি কামকে জয় করা যায়? তাহা কদাচ হয় না, বরং যেমন অগ্নিতে তৈল ঢালিলে সে নির্ব্বাণ না হইয়া বাড়িয়া উঠে, তদ্রূপ ঘটে। ফলতঃ ইহাতে কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নাই। অন্ধকারহইতে কি দীপ্তি হইতে পারে? কিম্বা কাম, ক্রোধ, লোভকে ধ্যান করিলে কি ঐশ্বরিক জ্ঞান ও মনঃপবিত্রতা জন্মিতে পারে? জড়মূর্ত্তিহইতে নরাত্মা কী প্রকারে পারমার্থিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে? অথবা ঢেঁকী পূজা করাতে কি সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিতে পারা যায়? হায় ২! এ বড় আক্ষেপের বিষয়। কেননা সত্য ধর্ম্ম আপন মতাবলম্বিদিগকে অধম ও ভ্রষ্ট না করিয়া তাহাদের সদ্গুণের বৃদ্ধি অবশ্য করিবে।

আরও দেখ, যদ্রূপ কোন স্ত্রী লোক একবার স্বীয় স্বামিকে ত্যাগ করিয়া বাহির হইলে পরে যাহাকে পায় তাহারই সহিত দুষ্কর্ম্ম করে; তদ্রূপ অভাগা হিন্দুগণ সর্ব্বস্বামি ঈশ্বরের সেবা একবার ত্যাগ করিয়া প্রস্তর কাষ্ঠাদির প্রতিমার সহিত পূজারূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা কেবল অল্প বস্তুর ভজনা করিতে তৃপ্ত

হয় না, কিন্তু উক্ত প্রসিদ্ধ দেবতাগণ ভিন্ন তাহারা ঈশ্বর ও প্রভু বলিয়া অনেকানেক উপপতি করিয়াছে; ফলতঃ তাহারা নিজে বলে, আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা প্রায় তাবৎ সৃষ্ট বস্তুকে পূজ্য বলিয়া মান্য করে; বিশেষতঃ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারাগণ, ক্ষিতি, তেজ, মরুৎ ও জল; ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাহাদের কন্যা; গুরু, গোরু, বানর, কুক্কুর, গর্দ্দভ, শৃগাল, হস্তি, বৃষ, সর্প, সিংহ, ইন্দূর, উল্লূক, ইত্যাদি; আর নানা প্রকার পক্ষী, বৃক্ষ, ও মৎস্য; এবং শাস্ত্র, লেখনী ও মস্যাধার প্রভৃতি প্রায় সর্ব্ববস্তুই তাহাদের পূজনীয় হয়। এতদ্রূপে হিন্দুরা সমস্ত দেবমণ্ডলী পূজা করত বুদ্ধিশুদ্ধি হারাইলে, এবং সমস্ত জীবন ও অর্থ ব্যয় করিলে পর তাহাদের শ্রমের এই ফল মাত্র হয়, যে শাস্ত্রে তাহাদিগকে অজ্ঞান ও মূর্খ বলিয়া জিজ্ঞাসা করে, "এমন অনর্থক কর্ম্ম হইতে তোমরা কি মুক্তির * ভরসা করিতেছ? এই

---

* হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দেবপূজাদ্বারা পরম মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া যায় না; তদ্দ্বারা লোকেরা কেবল সাংসারিক সুখ অন্বেষণ করে। যথা, যে ব্যক্তি কামেচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহে, সে ইন্দ্রকে আরাধনা করে; যে ধন ইচ্ছা করে, সে লক্ষ্মীর পূজা করে; যে শক্তি ইচ্ছা করে সে রুদ্রপূজা করে; পেটুক অদিতীর অনুগ্রহ প্রার্থনা

সকলদ্বারা যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছ, তিনি তোমাদের অন্তরেই আছেন; বরঞ্চ যদি আপনাদিগকে জানিতে পার, তবে তোমরা নিজেই ব্রহ্ম।" হায়২! প্রতিমাপূজার ফলের বিষয়ে যে কথা অন্য স্থলে উক্ত আছে, তাহার কেমন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে; অর্থাৎ "যাহারা প্রতিমাদিগকে নির্ম্মাণ করে, তাহারা তাহাদের মত; এবং যাহারা তাহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহারাও তদ্রূপ আছে।"

পুনশ্চ বলি, যে মনুষ্য বেদান্তিদিগের ভ্রমরূপ

করে; সিংহাসন লোভী বিশ্বদেবের পূজা করে; দীর্ঘায়ু আকাঙ্ক্ষী অশ্বিনীকুমারের পূজা করে; শরীরের পুষ্ট্যার্থে পৃথিবীর; সৌন্দর্য্যের কারণ গন্ধর্ব্বের; শত্রু নাশার্থে নৈঋতির পূজা করে, ইত্যাদি। পুনশ্চ, প্রতিমাগণে যে সকল দেবতাদিগকে বুঝায়, তাহারা যে মুক্তির বিষয়ে মনুষ্যের এবং ঈশ্বরের মধ্যস্থ, ইহা শাস্ত্রের কোন স্থলে লিখিত নাই; ফলতঃ তাহারা নিজে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই, তবে কী প্রকারে অন্যকে দেওয়াইতে পারে? এই পরম পদ প্রাপ্ত হওন সুকঠিন, তাহা কেবল দুষ্কর তপস্যা, ও যোগ, এবং অভেদ জ্ঞান উপার্জ্জনদ্বারা হইতে পারে। যেমন চলিত কথায় বলে, "ঈশ্বরের গৃহ দূরস্থ, এবং তাল বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ; তাহাতে আরোহণ করিলে প্রেম সুধা আস্বাদন করিবা, কিন্তু যদি ঐ চেষ্টায় পতিত হও, তবে খণ্ড২ হইবা।" কোন২ প্রসিদ্ধ ঋষি এবং মুনির ইতিহাসদ্বারা এই কথা বাহুল্য রূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে; ফলতঃ তাহারা বৈকুণ্ঠ পাইবার আশায় সহস্র২ বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক তপস্যা সাধন করিয়াও ইন্দ্রিয়গণের জালে বদ্ধ হওয়াতে দুঃখ ও পাপের হ্রদে মগ্ন হইয়া রহিল।

জালে ধৃত হইয়া পরমহংস হয়, অর্থাৎ আপনা-কেই ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহার দুরবস্থা দেখ। সে অন্য কাহারো সঙ্গে আলাপাদি করে না, এবং তাহার যে কিছু জ্ঞান থাকে, তাহাতে কাহারো উপকার হয় না, বরং সে শুষ্ক বৃক্ষের কবন্ধবৎ অরণ্যে পড়িয়া থাকে। তাহার কোন শক্তি না থাকাতে সে ভগ্ন অস্থিবিশিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়। ফলতঃ সচ্চিদানন্দ এবং সুখদাতা পরমেশ্বর সর্ব্বদা প্রাণীগণের মঙ্গল করিতেছেন, এবং মনুষ্যেরা যেন পরস্পর প্রেম ও উপকার করে, এতজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক মনুষ্য স্ব২ মনে ইহা স্বীকার করিবে; কিন্তু পরমহংস ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন বিবেকশক্তি ও মনুষ্যত্ব ত্যাগ করিয়া সৃষ্ট কর্ম্মে প্রকাশিত পরমেশ্বরের গৌরবময় স্বভাবের প্রতি চক্ষু রোধ করে, এবং সকল মনুষ্যের সংযোগহইতে আপনাকে বিভিন্ন করিয়া নিরস কাষ্ঠ তুল্য বনের মধ্যে নষ্ট হয়। এই রূপে পরমহংস মুগ্ধ হইয়া সাধ্য পর্য্যন্ত আপন মমতা-সুদ্ধ সৃষ্ট বস্তু সকল এবং সৃষ্টিকর্ত্তাকেও নাশ করিতে উদ্যোগ পাইয়া তাবৎ যুক্তিসিদ্ধ ক্রিয়া বর্জ্জন করে, এবং স্বীয় অন্ধকারাবৃত কল্পনা ব্যতীত আর

সকলেতে চক্ষু নিমীলন করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বিশ্বাস করে যে দৃশ্য বস্তুমাত্রই ঈশ্বর। আর তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ যাহাতে একেবারে বোধ রহিত হইয়া আপন অস্তিত্বও ভুলিয়া যায়, সে এমত চেষ্টা করে। ফলতঃ, না হওয়া এবং আপনার হওনের বিষয় অজ্ঞাত হওয়া, এ উভয়ের মধ্যে কী বিশেষ আছে? বিবেক ব্যক্তিরা আলোচনা করিলে নিশ্চয় জানিতে পারিবেন, যে ইহা প্রকৃত নাস্তিকদের মত বটে। হায়২! ইহাপেক্ষা অধিক ভয়ানক ও দয়ার যোগ্য অবস্থা কি সম্ভব হইতে পারে?

---

৬ অধ্যায়।

পুনঃ২ জন্ম গ্রহণের বিষয়।

বেদেতে এই ঋচা আছে, যথা;

কর্ম্মণা ব্রহ্মলোকগতস্যানাবৃত্তিঃ।

অর্থাৎ "যাহারা কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না।"

ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে অন্যান্য লোকদের পুনর্জন্ম হয়। আর পুরাণ ও শাস্ত্রের অনেক স্থলে এমত শিক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, মনু কহেন;

"যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরি করে, পুনর্জ্জন্মে তাহার অঙ্গুলীতে কুণী হয়; এবং যে সুরাপান করে, তাহার দন্ত শ্যামবর্ণ হয়; যে ব্যক্তি পরের গ্লানি করে, তাহার মুখে দুর্গন্ধ হয়; অধিকার ব্যতীত যে বেদ পাঠ করে, সে মূক হয়; যে বস্ত্র চুরি করে সে কুষ্ঠী হয়; কোন ব্যক্তি অশ্ব চুরি করিলে পর জন্মে খঞ্জ হয়; প্রদীপ চুরি করিলে অন্ধ হয়। যদি দ্বেষ বশতঃ কেহ প্রদীপ নির্ব্বাণ করে, তবে সে কাণা হইয়া জন্মে, ইত্যাদি।" এই রূপে শাস্ত্রানুসারে লোকেরা পূর্ব্ব জন্মের স্ব২ পাপানুযায়ী পাগল, মূর্খ, নুলা, খঞ্জ, অন্ধ, মূক, ইত্যাদি দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া জন্মে; এই জন্যে এমত দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরা ভাল লোকদের নিকটে ঘৃণিত হয়। হিন্দুগণ তাহাদের নিমিত্তে কোন আশ্রয় কিম্বা চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করে না; কেননা তাহারা মনে করে, এই২ প্রকার লোক সকল পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মের ফল ভুগিতেছে, অতএব তাহাদের উপকার করিলে কোন পুণ্য হয় না। সুতরাং উক্ত লোকেরা নিজ২ পাপরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে অদৃষ্টের অধীনে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত দণ্ড না পায়, সে পর্য্যন্ত তাহারা উদ্ধার পাইবার কোন প্রত্যাশা

রাখে না। এই কারণ হিন্দুরা আপনাদের প্রতি-বাসি ইত্যাদির দুঃখ ও ক্লেশ দেখিলেও নির্দ্দয় হইয়া থাকে; বরঞ্চ ঐ দুঃখভোগিরাও আপন২ পূর্ব্ব জন্মের ফল অনিবার্য্য জানিয়া নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হইয়া আপনাদিগকে এবং অদৃষ্টকে ও দেব-তাগণকে ধিক্‌কার দেয়। সুতরাং পাপের ফল এড়াইবার জন্যে পরামনন পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি ফিরিলে ক্ষমা পাইব, এমন আশা তাহাদের মনে কখন উদয় হয় না। হায়২! তাহারা এমত শিক্ষা কদাচ পায় নাই, যে "ঈশ্বর অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল, ক্রোধেতে ধীর ও অনুগ্রহে মহান্; তিনি পাপিদের মৃত্যু ইচ্ছা করেন না; বরং যা-হাতে তাহারা পাপহইতে ফিরিয়া বাঁচে এমন ইচ্ছা করেন।" কিন্তু একথা দূরে থাকুক, উক্ত দুর্ভা-গ্যেরা তদ্বিপরীত বোধ করে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সম্মুখে পাপস্বীকার করা এবং ক্ষমা প্রাপণের ইচ্ছা করা নিতান্তই নিষ্ফল। সুতরাং তাহারা অদৃষ্ট ও পুনর্জন্মের কথাতে বিশ্বাস করিয়া স্বীকার করে, প্রা-রব্ধ কর্ম্মের ফল আমাদিগকে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে; এবং তদ্রূপ আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্ম প্রযুক্ত ভাবিকালেও দুঃখ ভোগ সঞ্চিত হইতেছে।

এইরূপে হিন্দুগণ শাস্ত্রে কল্পিত অপরিবর্ত্তনীয় অদৃষ্ট * এবং অসংখ্য জন্মে বিশ্বাস প্রযুক্ত পাপাত্মার হস্তে সম্পূর্ণ রূপে বিক্রীত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা উদ্ধার পাইবার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়াছে; এবং কোন দুষ্ট কর্ম্ম তাহাদের মনে উদয় হইলে যদি লৌকিক বিচারকর্ত্তার ভয় তৎকালে না হয়, তবে তাহারা সুযোগানুক্রমে তাহা করে। কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "আমাদের কি ক্ষমতা আছে? ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন একটি পত্রও লড়ে না; পূর্ব্বে আমাদের অদৃষ্টে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, আমরা করি বা না করি, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।" হায়২! মনুষ্যেরা এমত জ্ঞান অবলম্বন করিলে কী প্রকারে পাপহইতে ক্ষান্ত হইয়া পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে যাইবার যোগ্য হইতে পারিবে?

শাস্ত্রে আরো লিখে, মনুষ্যগণ পূর্ব্ব জন্মের পাপ প্রযুক্ত কেবল খঞ্জ, নুলা, অন্ধ, বধির ইত্যাদি হইয়া

* গৌতম কহেন, মনুষ্যের জন্মস্থান ও জন্মকাল ও পাপ পুণ্য কর্ম্মাদি সকল অদৃষ্টদ্বারা পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হয়। ভৃগু কহেন, অটল কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার পুত্র অঙ্গিরা কহেন, ঈশ্বর নিজে অদৃষ্টের অধীন। এবং ন্যায় শাস্ত্রে লিখে, শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল।

জন্মে, তাহা নয়; কিন্তু জন্তু, পক্ষী, বৃক্ষাদি রূপেও জন্মে। দেখ, মনু কহেন, "যে ব্যক্তি আঝাড়া শস্য চুরি করে, সে পর জন্মে ইন্দুর হয়; যে তৈল চুরি করে সে আর্শুলা হয়; যে মৃগ চুরি করে, সে নেকড়িয়া হয়; যে ফল চুরি করে, সে বানর হয়। যে ব্যক্তি পণ্ডিতের ধন হরণ করে, সে ঘড়িয়াল বা কুম্ভীর কিম্বা তজ্জাতীয় কোন জন্তু হয়। যে ব্যক্তি বহুমূল্য রত্ন চুরি করে, সে সহস্রবার ঘাস বৃক্ষাদি হইয়া জন্মে। এইক্ষণে সংক্ষেপে কহি, মনুষ্যেরা স্ব২ কর্ম্মানুযায়ি জন্ম পায়; যথা, ক্রোধি এবং প্রতি-হিংস্রক লোক সিংহ ও ব্যাঘ্র হইয়া জন্মে; লম্পট ও ম্লেচ্ছ ব্যক্তি অপবিত্র এবং সমল জন্তু ও পক্ষী এবং উরোগামি প্রাণির উদরে জন্ম গ্রহণ করে।" তদ্রূপ অগ্নি পুরাণেও লিখিত আছে, "কেহ এক-বার মানব জন্ম হারাইলে, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হই-বার পূর্ব্বে তাহাকে অশীতি লক্ষবার অন্যান্য জন্তু হইয়া জন্মিতে হইবে।" এই নিমিত্তে শাস্ত্রে কহে, মানব জন্ম অতিদুর্লভ, বরঞ্চ দেবতাদের পক্ষেও তদ্রূপ হয়।

হায়২! এ সমস্ত বিষয়ে আমরা কী বলিব? উক্ত কথা বাস্তবিক হইলে মনুষ্যগণ কদাচ পবিত্র হইতে

পারিবে না; বরঞ্চ উত্তরোত্তর অপবিত্র হইয়া উঠিবে। যদ্রূপ যে পর্য্যন্ত জল মলিন স্রোত দিয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত তাহা সমল থাকে; তদ্রূপ যদি পেটুক মনুষ্য পরজন্মে শূকর হয়, তবে সে কেমন করিয়া পরিমিত আহার করিতে শিখিবে? অথবা ক্রোধি বা হত্যাকারি ব্যক্তি পরজন্মে যদি সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্র হয়, তবে কি সে আপন নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করত দয়া ও মৃদুতা শিক্ষা করিতে পারিবে? বিচার-কর্ত্তা কি চোরকে চৌর্য্য ব্যবসায় ত্যাগ করা-ইবার জন্যে চোরগণের নিকট পাঠাইয়া দেন? অথবা লম্পট লোককে সাধু করাইবার জন্যে ব্যভিচারিগণের সমাজে প্রেরণ করেন? ইহা যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ মনুষ্যগণ উক্ত প্রকারে বার২ জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক অদৃষ্টকৃত পাপের জন্যে দণ্ডভোগ করাতে যে শুধরাইবে, ইহাও সম্ভব হয় না। সুতরাং যাহাতে নির্ম্মল পরমেশ্বরের ধর্ম্ম ও জ্ঞান দোষগ্রস্ত হয়, এমন মত তিনি যে স্থাপন করিবেন ইহাও নিতান্ত অসম্ভব।

---

৭ অধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য কুফলের বিষয়।

যে ধর্ম্ম ঈশ্বরহইতে হয়, তদ্দ্বারা ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও শত্রুতা নাশ পায়; অন্তঃকরণ নম্র হয়; পিতা মাতা ও সন্তানগণের প্রতি প্রেম জন্মায়; মনুষ্যদের মধ্যে পরস্পর দয়া ও হিতৈষিতা উৎপন্ন হয়; এবং তাহাদের সমস্ত আচার ব্যবহার উত্তরোত্তর ভাল হইয়া উঠে; ইহা আমরা আপন২ বিবেকদ্বারা অবগত হইতেছি। ভাল, এই কি হিন্দুধর্ম্মের ফল? হায়২! পূর্ব্বোক্ত যে সকল বিষয়ে আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে যেমন দোষ আছে, তদ্রূপ ইহাতেও দেখা যায়। জাতি ও প্রতিমাপূজাদির মন্দতার বিষয়ে যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, (৫ খণ্ডের ৪ ও ৫ অধ্যায়ে দেখ,) তদ্ভিন্ন বেদেতে অভিচার ও পরদারাদি কুঅভিলাষ সকল পূর্ণ করিতে অনুমতি দেয়।

১। হিংসা। দেখ, শাপদায়ক বেদ নামে প্রসিদ্ধ যে অথর্ব্ববেদ, তাহাতে শত্রু নাশার্থে অনেকানেক মন্ত্র আছে, ইহা সকলই জানে। বিশেষতঃ, ভগবতী যেন প্রসন্না হইয়া পূজকদের ক্রোধাভিলাষ তৃপ্ত করেন, তজ্জন্য তাঁহার তুষ্টিজনক বলিদানাদির বিধি

আছে। যথা, যে ব্যক্তিকে নষ্ট করিবার মানস হয়, উপাসক তাহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার মস্তক কাটিয়া দেবীর নিকটে বলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এমত২ আদেশ আছে। ঐ বেদের আর এক স্থানে এই প্রার্থনা আছে, "হে পবিত্র কুশা! তুমি আমার শত্রুগণকে নাশ কর; আমার বৈরিগণকে সমূলে উৎপাটন কর। হে বহুমূল্য মণি, যাহারা আমার প্রতি দ্বেষ করে তাহাদিগকে নাশ কর।" পুনশ্চ লেখে, "হে অগ্নি! তুমি ঘৃত ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা তেজস্বী হও; তুমি আমাদের নিত্য দ্বেষি শত্রুগণকে ভস্ম কর।" আর "হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের লোভি শত্রুগণকে নাশ ও দানশীল বন্ধুগণকে পালন কর।"

২। লোভ। ঐ বেদেতে যে লোভ করণেরও শিক্ষা দেয়, ইহা নিম্নলিখিত প্রার্থনাদ্বারা প্রকাশ হইবে।

"হে ইন্দ্র! আমরা তোমাহইতে অধিক ধন প্রয়াস করি; তাহা মর্ত্ত্য বা স্বর্গ, কিম্বা আকাশনিবাসিদের হইতে অথবা যে কোন স্থানহইতে হউক, আমাদিগকে ধনবান্ কর। হে ইন্দ্র! আমরা বিনয় করি, তুমি আমাদিগকে উত্তম অলঙ্কার ও রত্নাদি নানা প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর, এবং প্রচুর ধন দেও। আমরা ভোগ্য ধনকে বিত্তব বলি; এবং প্রচুর ধনকে প্রভু বলি। হে ইন্দ্র! হে বরুণ! আমাদের ইচ্ছানুসারে আমাদিগকে ধন দেও, এবং সর্ব্ব বিষয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণ কর।

আমরা প্রার্থনা করি, সর্ব্বদা আমাদের নিকট থাক। হে ইন্দ্র! হে বরুণ! তোমার তুষ্ট্যর্থে আমরা এই সকল কর্ম্ম সাধন করিয়া তোমাহইতে ধন প্রাপ্ত হই; এবং ধন প্রাপ্ত হইয়া ভোগানন্তর অবশিষ্ট সঞ্চয় করি; আমরা যাহা এখন ভোগ করিয়া ভাবিকালের জন্যে সঞ্চয় করি, তাহার অতিরিক্ত ধন প্রদান কর *। হে ইন্দ্র! আমরা যেন স্ব২ ভার্য্যার সহিত সুখে সময় ব্যয় করি; আর যমদূতগণ নিদ্রা যাউক যেন আমাদিগকে দেখিতে না পায়। তুমি আমাদিগকে সহস্র২ উত্তম গো এবং অশ্ব দেও, আর মহৎ লোকদের সহিত গণ্য কর।"

পুনশ্চ, ঋগ্বেদেও এই ঋচা আছে,

সঘানো যোগ্ আভুবৎ সরামেস
পুরধ্যাং গমদ্বাজেভিরাসন।

অর্থাৎ "হে ইন্দ্র, তুমি মহৎ লোকদের সঙ্গে আমাদিগকে গণ্য কর, এবং সর্ব্বদা আমাদিগকে ধন, স্ত্রী, জ্ঞান, এবং আহারীয় দ্রব্য প্রদান কর।"

তদ্রূপ ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ কহেন,

"ধনাকাঙ্ক্ষিগণ দূষ্য নহে, বরং তাহারা সকলে উত্তম।"

ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে মনের পাপ গণ্য নয়। হিন্দু লোকেরা জানে না যে লোভই সর্ব্ব অধর্ম্মের মূল।

৩। কাম। মনুর শাস্ত্রেতে ব্যভিচার করণের

* "আমাদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও!" এই প্রার্থনা ইহার সহিত তুলনা কর।

বিধি আছে; বিশেষতঃ স্ত্রী স্বীকৃতা হইলে পুরুষ তাহার সহিত পরদার করিতে পারে; কিন্তু স্ত্রী উপযাচিকা হইলে তাহাকে অবশ্যই সন্তুষ্টা করিতে হইবে; তাহা না করিলে সে পুরুষ কুষ্ঠী হয়। ফলতঃ মহাভারতে লেখা আছে যে ঐ রূপ একবার ঘটিয়াছিল। পুনশ্চ, মনুশাস্ত্রে লেখে, বাম মতে বেশ্যা-ভিন্ন কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন হইতে পারে না।

৪। চৌর্য্য ও মিথ্যা কথা। মনুর শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনার্থে চুরি করিলে পাপ হয় না; আর পুণ্য কর্ম্মের নিমিত্তে মিথ্যা শপথ করা অযুক্ত নয়, বরং তাহাকে দৈববাণী বলা যায়; এবং ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার্থে ও ক্রোধী স্ত্রীকে শান্তা করণার্থে, কিম্বা উপপত্নীর সন্তোষ জন্মাইতে মিথ্যা কহিতে পারে, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে (৯১।৯২ পৃষ্ঠে) উক্ত হইয়াছে।

৫। হত্যা ও অন্যায়। রামায়ণ এবং মহাভারতে লিখিত আছে, যে মনুষ্যহইতে আপদের সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কোন দোষ হয় না। আরো লিখিত আছে, স্ত্রী হউক, বা পুরুষ হউক, যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক, নুলা, কুষ্ঠী, ক্লীব এবং উন্মত্ত, তাহারা পৈতৃক বিষয়ের অনধিকারী হয়; ফলতঃ শাস্ত্রানুসারে এমত লোকদের আত্ম-

ঘাতী হওয়া কর্ত্তব্য। পুনশ্চ, মনুষ্যগণ পাপ করণের সময়ে কেবল পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে অনুমতি পাইয়াছে তাহা নয়, বরং তদ্দ্বারা তাহাদের মহোপকারও দর্শায়। ঠগ ও ডাকাইত লোকেরা আপন২ ইষ্টদেবের পূজাপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্ব২ দুষ্ক্রিয়াতে প্রবর্ত্ত হয়। কেবল সামান্য পাপের নয়, বরঞ্চ ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি মহাপাপ সকলেরও প্রায়শ্চিত্ত ধনদ্বারা সিদ্ধ হয়। স্ত্রী পুরুষ এবং সন্তানগণ ও পিতামাতা ইহাদের পরস্পর প্রেম করণের আজ্ঞা শাস্ত্রের কোন স্থলে লেখা নাই; কিন্তু ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নহে, কেননা শাস্ত্রে লেখে যে প্রেম ও স্নেহ প্রকৃতির সংযোগের ফল মাত্র। পিতা যে কোন আজ্ঞা পুত্রকে দেন, তাহা মন্দ হইলেও তাহাকে মানিতে হইবে; নতুবা পুত্র পাপিরূপে গণ্য হইবে। এই কারণ কথিত আছে, পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞাতে আপন মাতাকে বধ করিলে, তাহাতে তাহার কোন পাপ দর্শিল না, বরং পুণ্য হইল। কিন্তু তদ্বিপরীত ইহাও লিখিত আছে, প্রহ্লাদ আপন পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করিল, এবং তাহার বধ করণের কারণ হইলেও পুণ্যাত্মরূপে গণিত হইয়া তাহার কীর্ত্তি জগন্ময় হইল। আমরা

পূর্ব্বে (২ ও ৩ খণ্ডে) দেখিয়াছি, যে এই ধর্ম্মে অনেক অনৈক্য পাওয়া যায়, অতএব এ কিছু আশ্চর্য্য বিষয় নয়।

৬। স্ত্রীজাতির অধমত্ব। হিন্দু মতানুসারে স্ত্রী-গণের কী পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ৯৬।৯৭ ও ১২৫।১২৬ পৃষ্ঠে দেখ।

তাহারা ব্যাকরণ এবং বেদ পাঠ করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধিতা আছে। মনু কহেন, স্ত্রীদের বেদপাঠে কোন অধিকার নাই; যথা, ৯ অধ্যায় ১৮ শ্লোকে লেখা আছে,

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়ামন্ত্রৈরিত্যাদি।

অর্থাৎ "স্ত্রীদের কোন মন্ত্র সংযুক্তা ক্রিয়া নাই।"

আর ভাগবতে ইহাও লেখা আছে, যথা;

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

অর্থাৎ "স্ত্রী ও শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ ইহারা বেদ শুনিবার যোগ্য নহে।"

হিন্দুগণের কোন২ বর্ণের মধ্যে স্ত্রীলোকদের লেখা পড়ার রীতি প্রায় দেখা যায় না; কারণ এই, তাহারা বোধ করে স্ত্রীলোক বিদ্যা শিক্ষা করিলে উপপতির সহিত মিলনের সঙ্কেত ভিন্ন আর কোন বিষয়ে উপকার প্রাপ্তা হয় না। যদি স্ত্রীলোকদের

এমত মূঢ়বৎ দশা হইল, তবে তাহারা আপন২ সন্তানগণকে কী রূপে শিক্ষা দিবে?

মনু আরও কহেন, স্বামী যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা স্ত্রীকে অবশ্য মানিতে হইবে; বরঞ্চ যদি ব্যভিচার করিতে অনুমতি দেন, তবে সে তাহাও করিবে। কোন২ স্ত্রীগণ পতির আজ্ঞানুসারে এমত করিয়াছে, এ কথা শাস্ত্রের অনেক স্থানে উক্ত আছে।

স্কন্দপুরাণে লেখে, যথা;

তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করাদপি বিষ্ণোর্ব্বা পতিরেকোহধিকঃ স্ত্রিয়ঃ॥
ভর্ত্তাদেবো গুরু র্ভর্ত্তা ধর্ম্মতীর্থব্রতানি চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ॥
বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা নচান্যথা।
পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং হরিং॥

অর্থাৎ "যে স্ত্রী তীর্থস্নান করিতে ইচ্ছুক হয়, সে আপন স্বামির পাদোদক পান করুক; কারণ স্বামী স্ত্রীর নিকটে শঙ্কর কিম্বা বিষ্ণুহইতেও বড়। স্বামীই তাহার ঈশ্বর, গুরু, ধর্ম্ম, এবং তীর্থ ব্রতাদি হন; অতএব স্ত্রী আর২ সকলকে ত্যাগ করিয়া আপন স্বামিকে পূজা করুক। সে পতিবোধে বিষ্ণুর পূজা করিবে, এবং বিষ্ণুর রূপ চিন্তা করিয়া পতিকে ধ্যান করিবে।"

পুনশ্চ মনু কহেন, স্ত্রী যদি অপ্রিয় বাক্য কহে, তবে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। "তুমিই

আমার মাতা,” স্বামী আপন স্ত্রীকে এই কথা বলিবামাত্র সে ত্যাক্তা হয়। এক পুরুষের অনেক স্ত্রীকে বিবাহ করণের বাধা নাই; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ চারি বর্ণের চারি স্ত্রীকে বর্ণক্রমে বিবাহ করিতে পারে; মনুর ১১ অ ৫ শ্লোক, আর ৮ অ ২০৪ আর ৯ অ ৮৫ শ্লোক দেখ। এবং কুলীন ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকানেক বিবাহ করিয়া থাকে, ইহা সচরাচর প্রসিদ্ধ আছে।

শাস্ত্রের বিধিমতে স্ত্রীলোককে জীবৎকালে এই সকল দুঃখ ও অপমান সহ্য করিতে হয়; পরে লেখা আছে স্ত্রী স্বামির মৃত দেহের সহিত পুড়িয়া মরিলে তাহার মহাধর্ম্ম হয়। (৯৫।৯৬ পৃষ্ঠে দেখ।)

৭। নরবলি ও আত্মহত্যা। নরবলি দিতে শাস্ত্রে অনুমতি আছে। যথা, ঋগ্বেদেতে লেখে শুনঃশেফ ঋষি বলিরূপে উৎসর্গ হইবার কারণ আনীত হইলে মৃত্যুহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে কহিয়াছিল, যথা;

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম
কো ন মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরঞ্চ দৃশেয়ং মাতরঞ্চ।

অর্থাৎ “আমি কোন্ দেবতাকে বিনতি করিব, অথবা কোন্ প্রজাপতির স্তব করিব, যেন তিনি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে পিতামাতার মুখ পুনঃ দেখিতে পাই।”

অম্বরীশ নামক অযোধ্যার রাজা এই নরবলি উৎসর্গ করিয়াছিল। ইহার বৃত্তান্ত বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে পাওয়া যায়। *

---

* প্রজাপতিদের বিষয় বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে;

ধর্ম্মের ১৩ স্ত্রী ছিল. যথা শ্রদ্ধা যাহার দ্বারা কাম উৎপন্ন হইল; লক্ষ্মীদ্বারা দর্প; ধৃতিদ্বারা নিয়ম তুষ্টিদ্বারা সন্তোষ; পুষ্টিদ্বারা লোভ; মেধাদ্বারা শ্রুতি; ক্রিয়াদ্বারা দণ্ড ন্যায় এবং বিনয়; বুদ্ধিদ্বারা ক্রোধ; শান্তিদ্বারা ক্ষেম; সিদ্ধিদ্বারা সুখ; কীর্ত্তিদ্বারা যশঃ। পুনশ্চ লেখে, যজ্ঞেতে দক্ষিণাকে বিবাহ করিল। অপর ধর্ম্মের পুত্র কাম আপনার স্ত্রী নন্দিদ্বারা হর্ষকে উৎপন্ন করিল।

অধর্ম্মের স্ত্রী হিংসা ছিল, তাহার উদরে অনৃত নামে এক পুত্র ও নিঋৃতি নাম্নী এক কন্যা হইল; ইহারা পরস্পর বিবাহ করিল, এবং ভয় ও নরক নামে তাহাদের দুই পুত্র মায়া ও বেদনা নাম্নী আপনাদের দুই ভগিনীকে বিবাহ করিল। ভয় ও মায়ার পুত্র মৃত্যু হইল; এবং দুঃখ নরক ও বেদনার পুত্র হইল। ব্যাধি, জরা, শোক তৃষ্ণা, এবং ক্রোধ, এই সকল মৃত্যুর সন্তানী এই দুঃখদায়ক প্রজাপতিরা অধর্ম্মের বংশরূপে বিখ্যাত আছে। ইহার বিশেষ বর্ণনা ভাগবতে এবং বিষ্ণু পুরাণের ১ অংশের ৭ অধ্যায়ে লেখা আছে।

পাঠকগণ ইহাতে যৎকিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবে যে প্রজাপতিরা বাস্তবিক প্রাণী নয়, কেবল গুণমাত্র; কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে স্ত্রী পুরুষ কল্পনা করিয়া প্রজাপতিরূপে বিখ্যাত করিয়াছে, আর পিণ্ড প্রদানদ্বারা যেন তাহাদের লাভ হয় এই নিমিত্তে পিতৃগণকেও তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। পুরাণে লেখে, প্রজাপতিরা এবং পিতৃগণ একই লোকে থাকে; কিন্তু প্রজাপতিরা যদি ব্যক্তি না হইয়া গুণমাত্র হয়, তবে তাহাদের লোক কোথায়? আর যদি তাহাদের লোক নাই, তবে পিতৃলোক কোথায় রহিল? আর যদি পিতৃলোক না থাকে; তবে কি নিমিত্তে পিণ্ড প্রদান করা যায়? হে ভাই সকল, বিবেচনা করিয়া দেখ যেন এরূপ ভ্রান্তিতে না পড়।

নরবলি কী প্রকারে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহার বিশেষ বিবরণ কালীপুরাণের রুধিরাধ্যায়ে আছে। তাহাতে আরো লেখে, এক নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এবং তিন নরবলিতে লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তুষ্টা থাকেন। পূর্ব্বকালীন হিন্দু লোকেরা মহানবমীতে নরবলি উৎসর্গ করিত, ইহা অন্য স্থানে উক্ত আছে; এবং ভবিষ্যপুরাণে কহে, যে দুর্গা মহিষ বলিদান অপেক্ষা এক নরবলিতে সহস্র গুণ অধিক সন্তুষ্টা হন।

রাজপুত ইত্যাদি কোন২ জাতীয় হিন্দুগণের মধ্যে কন্যা বধ করণের রীতি চলিত আছে, ইহা সকলে জানে; এবং এতজ্জন্য তাহারা নিন্দনীয় বা অপরাধি রূপে গণিত না হইয়া অধিক যশস্বী হয়।

হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বিশেষ২ প্রতিমার সম্মুখে আপন প্রাণ উৎসর্গ করিলে বড় পুণ্য হয়, হিন্দুরা পবিত্র নদীর কোন২ স্থানে, বিশেষতঃ গঙ্গাসাগরে এবং ত্রিবেণীতে অঙ্গঢালাও পুণ্য জ্ঞান করে। পুনশ্চ বেদে লেখে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ কিম্বা জীবনে অনিচ্ছুক, সে আত্মঘাতী হইলে দূষ্য নহে। *

* প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে, কালন নামক এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেকন্দর বাদশাহের সহিত বাবিলন দেশে গিয়া আপনাকে তুষানল করিল।

এখন আমরা বিনয় করিয়া বলি, হে হিন্দু-লোকেরা! তোমরা নিজেই বিবেচনা কর, যে ধর্ম্মে এমত বিধি ও রীতি থাকে, সে ধর্ম্ম কি ছোট বড় তাবৎ লোকদের মধ্যে কুফল জন্মাইবে না? সুতরাং বৃক্ষ যেমন তাহার ফলও তদ্রূপ হয়। যুক্তিতে যে ধর্ম্ম মন্দ জানা যাইতেছে, তাহা পালন করাতে মনুষ্যদের ক্রিয়া কখন ভাল হইতে পারে না। লোকেরা যে রূপ উপদেশ প্রাপ্ত হয় তদপেক্ষা তাহাদের আচার কদাচ উত্তম না হইয়া বরং তাহাহইতে অবশ্য অধম হইবে; ইহার দৃষ্টান্ত স্থল হিন্দুরা।

মহেশাদি ত্রিদেব ও রাম কৃষ্ণ নামে দুই প্রধান অবতারের কতক২ মন্দ ক্রিয়া পূর্ব্বে (প্রথম খণ্ডে) লিখিয়াছি; ফলতঃ অন্যান্য দেবতা, ঋষি ও মুনিদের চরিত্র যে তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে, এমত বোধ হয় না। দেখ, রামায়ণে কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্র সগর রাজার এক অশ্ব চুরি করিয়াছিল, এবং গৌতমের বেশ ধরিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কুকর্ম্ম করিল। আরও লিখিত আছে, গৌতম এই প্রযুক্ত ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলে সে নপুংসক হইল; আর তাহার লিঙ্গ পতিত হইলে ঋষিগণ তৎপরিবর্ত্তে এক ছাগলের লিঙ্গ যোজনা করিলেন। কিন্তু অন্য

পুরাণে লেখে যে তাহার সমুদয় শরীরে ভগচিহ্ন হইল। মহাভারতে লেখে, সূর্য্যদেব কুন্তী নাম্নী এক কুমারীকে বলাৎকার করিলে তাহাহইতে কর্ণবীর উদ্ভব হন। চন্দ্র তারা নাম্নী আপন গুরু বৃহস্পতির স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করিল; এ নিমিত্তে বৃহস্পতি ক্রোধিত হইয়া তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে, সে ৮৬৪ কোটী বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীকে অন্ধকারে ছাড়িয়া জলের মধ্যে সন্তপ্ত প্রস্তরবৎ শব্দ করিতে লাগিল। পবন দেবতা কৃষ্ণনাথের শত কন্যার প্রতি কামাতুর হইল, এবং কেশরী নামে এক বানরের স্ত্রীর সহিত পরদার করিল; এই কুসংসর্গহইতে রামের বন্ধু এবং সহকারি হনুমান জন্মিলেন। বরুণ উর্ব্বশীর সহিত কুকর্ম্ম করিলে তাহাহইতে অতিপ্রসিদ্ধ অগস্ত্য মুনি জন্মিলেন। মহাভারতে লেখা আছে, যম স্বীয়া ভগিনী যমুনার প্রতি কামাতুর হইল, এবং আপন মাতাকে পদাঘাত করিল, তাহাতে সে যমকে শাপ দিলে তাহার পদে পোকা পড়িয়া তাহাকে এখন পর্য্যন্ত ক্লেশ দিতেছে। অগ্নিদেব ছয় জন ঋষিগণের ছয় কন্যার প্রতি মোহিত হইল, কিন্তু আপন স্ত্রীর ভয়ে কিছু করিতে পারিল না। বিষ্ণুপুরাণে লেখে, কৃষ্ণ আপন ভ্রাতা বলরামকে মা-

তাল ও লম্পট এবং বড় জুয়ারী কহিলেন। মহাভারতে লেখে, দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওতথ্যার স্ত্রীকে বলাৎকার করিল। বেদ সংগ্রাহক এবং বেদান্ত শাস্ত্র ও অষ্টাদশ পুরাণের রচক যে বেদব্যাস, তিনি জারজ ছিলেন, এবং আপন ভ্রাতার তিন জন স্ত্রীর গর্ভে তিন সন্তান জন্মাইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জনের নাম পাণ্ডু; তাহার পঞ্চ সন্তান, অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব; ইহাঁরা সকলেই দ্রৌপদী নাম্নী এক স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ মুনির এক শত পুত্রকে শাপ দিয়া চণ্ডাল করিলেন; এবং তৎপরে স্বীয় পুত্রগণকে তদ্রূপ অভিশাপ দিলেন। তিনি নিজে উর্ব্বশীর প্রেমে মোহিত হইয়া সহস্র বৎসরের কঠিন তপস্যার ফল হারাইলেন; অবশেষে এক কুক্কুর হইয়া তাহার সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। ভৃগু মুনি ঋগ্বেদের এক শাখার লেখক আপন জননীর মস্তক ছেদন করিলেন।*

* উত্তম বর্ণের কর্ত্তব্য এই যে মনুষ্যদিগকে কুপথে না লওয়াইয়া সৎপথে লওয়ান। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে লেখা আছে; যথা,

পথঃ শ্রুতের্দর্শয়িতার ঈশ্বরা মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিং।

অর্থাৎ "হে মহাশয়! আপনি যে মনুষ্যদিগকে পবিত্র পথ দেখান, আপনি অপবিত্র পথ গ্রহণ করিবেন না।"

হিন্দুধর্ম্মে আর এক অতি মন্দ ব্যবহার এই যে দুর্গোৎসবাদি পূজার সময়ে এবং হোলী ও কজ্জলীতে যে সকল গীত স্ত্রী ও পুরুষে গায়, এবং অপভাষা কহে, সে কসল এমত লজ্জাজনক যে কোন ভদ্র লোক তাহা কখন মুখে আনিতে পারে না। শাস্ত্রানুসারে দেওয়ালীতে জুয়াখেলা উচিত হয়; বরঞ্চ কথিত আছে, যদি সে সময়ে কেহ জুয়া না খেলে, তবে সে পরজন্মে ছুঁচা হইবে। হায়২! হিন্দুগণের বুদ্ধিশুদ্ধি এবং নীতি শিক্ষা তাহাদের ধর্ম্মদ্বারাই নিতান্ত লোপ পাইয়াছে।

---

৮ অধ্যায়।

আপত্তিবিষয়ক বিচার।

১। দেবাদির দোষ ধর্ত্তব্য নয়।

যখন দেবতাগণের দুষ্ক্রিয়া সকল প্রকাশ করা যায়, তখন হিন্দুরা প্রায় এই উত্তর দিয়া থাকে,

তেজীয়সাং ন দোষায়।

অর্থাৎ "মহৎ ব্যক্তিদের দোষ ধরিতে হয় না।"

আমরা পূর্ব্বেই হিন্দু শাস্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি, যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, রাম, ও কৃষ্ণ ইত্যা-

দির সর্ব্বসামর্থ্য গুণ নাই, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বর নহেন; বরঞ্চ শাস্ত্র ও পুরাণে লিখে যে তাঁহারা সকলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং স্বীয় ২ অদৃষ্টের অধীন ছিলেন। অতএব তাঁহাদের এক জনেরও স্বাধীনতা বা ঈশ্বরত্ব সাব্যস্ত না হইলে "মহৎলোকদের দোষ ধর্ত্তব্য নয়," এই কথা তাঁহাদের প্রতি খাটে না; ফলতঃ তাহা বৃথা গর্ব্ব মাত্র, এবং বিবেচনার যোগ্য নহে। তথাচ আমরা নিম্ন লিখিত চারিটি যুক্তিদ্বারা, উক্ত কথা খণ্ডন করিব, ঈশ্বর করুন যেন হিন্দু পাঠকগণ বিবেচনা করত এই ফাঁদহইতে উদ্ধার পায়!

প্রথমতঃ; ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, প্রযুক্ত তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন, এবং যাহা ঘৃণা করেন তাহা কখন করেন না; সুতরাং তিনি স্বাধীন হইলে যাহা তাঁহার ইচ্ছা নয় তাহা কেহ করাইতে পারে না। ফলতঃ তিনি পবিত্র হইয়া পাপকে ঘৃণা করেন; এ জন্যে তিনি তাহা আপনি করিবেন না, এবং অন্যকেও করিতে কদাচ অনুমতি দিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ; ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে পাপ করিতে নিষেধ করিলে আপনি যে তাহা করিবেন, ইহা কি

কখন সম্ভব হইতে পারে? তিনি নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং মহান্ প্রযুক্ত সকলের নিকটে ন্যায্যাদি সুকৃতির দৃষ্টান্তস্বরূপ হন। অতএব যদি নিজে মিথ্যা কথা কহেন এবং প্রবঞ্চনা করেন, তবে তিনি যে প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদি লোকদের দণ্ডদাতা, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বরঞ্চ তাঁহার কথাতে কেহই প্রত্যয় করিবে না। যদি তিনি অন্যায়ী হন, তবে ন্যায্যের নিমিত্তে কে তাঁহাকে ডাকিবে? তিনি নিজে অপবিত্র হইলে ধার্ম্মিক লোক কী প্রকারে তাঁহাকে প্রেম করিবে? বরং তিনি দুষ্ট হইলে সকলেই তদ্রূপ হইবে; যেমত ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি কহিয়াছেন, যথা;

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ "আমি যদি সৎকর্ম্ম না করি, তবে জগতের তাবৎ লোক আপনাদের উচিত কর্ম্ম করিবে না।"

তৃতীয়তঃ; ঈশ্বর কী হেতু পাপ করিবেন, অথবা অন্যকে তাহা করিতে প্রবৃত্তি দিবেন? তিনি কি সম্পূর্ণরূপে সুখী নহেন? হাঁ, তিনি নিঃসন্দেহে অনাদি কালাবধি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর আছেন, তাঁহার সুখের কিছু অভাব নাই। তবে তিনি অন্যকে পাপে

লওয়াইতে আপনি পাপ করেন, ইহা কি কেহ বলিতে পারিবে? তাহা কখন পারিবে না। অতএব ঈশ্বর যে পাপ করেন, কিম্বা মনুষ্যগণকে তাহা করান, ইহার কোন হেতু নাই।

চতুর্থতঃ; দেবতারা যে কেবল মনুষ্যদের বিরুদ্ধে কুকর্ম্ম করিতেন এমত নয়, বরং আপন২ সমতুল্য দেবতাদের বিপরীতেও করিতেন। অতএব উক্ত মহৎ লোকেরা পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়াও কি নির্দ্দোষী এবং সর্ব্বশক্তিমানরূপে গণ্য হইতে পারেন?

২। দেবাদির পাপের ফল উত্তম।

হিন্দুরা আরো কহে, ঐ সকল কর্ম্মের ফল উত্তম ছিল, এবং যাহারা তদ্দ্বারা ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, শেষে তাহাদের বহুতর মঙ্গল ঘটিল। যথা, রাম রাবণকে বধ করিয়া মুক্ত করিলেন, ইহা সাধারণরূপে কথিত আছে; কিন্তু ইহার বিপরীত বিষ্ণুপুরাণে লেখে, রাবণ পরজন্মে শিশুপাল নামক কৃষ্ণের শত্রু হইল। আরও কথিত আছে, কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত সংসর্গ করাতে তাহারা মুক্তি প্রাপ্তা হইল; এবং পরাশর এক কৈবর্ত্তের কন্যায় উপগত হওয়াতে

বেদ ও পুরাণ সংগ্রহকারি ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ বেদ-ব্যাস নামে এক পুত্র জন্মিলেন। হিন্দুরা বলে, এমত গুণবান ও পুণ্যাত্মা পুত্র বিবাহদ্বারা কখনও উৎপন্ন হইত না। হায়২! শুদ্ধতা এবং সত্যতার প্রতি কোন ব্যক্তির যৎকিঞ্চিৎ আদর থাকিলে সে কি এমত কথায় বিশ্বাস করিতে পারে? অথবা পারদারিক ব্যক্তি ব্যভিচারিণীগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কি তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারে? আর মনুষ্য যদি সৎ পুত্র ইচ্ছা করে, তবে কি তাহাকে স্বস্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্যার সহিত ব্যভিচার করিতে হইবে? ধিক২! যে ব্যক্তি মায়ার অধীন প্রযুক্ত পরদার করে, তাহার অন্যকে পরিত্রাণ করা দূরে থাকুক, সে নিজেই তাহা পাইবে না; হিন্দু লোকেরা কি স্ব২ বিবেকদ্বারা ইহা বুঝিতে পারে না?

পরন্তু আমরা আরো কহি, দেবতাদের উক্ত কর্ম্মের ফল উত্তম ছিল না। দেখ, পাপ জন্য ব্রহ্মা আপন মর্য্যাদা এবং মস্তকও হারাইলেন; শিবের লিঙ্গ পতিত হইল; বিষ্ণু অভিশপ্ত হইলেন; রাম আপন ভ্রাতা, ভার্য্যা, ও সন্তানগণকে হারাইয়া অবশেষে আপনি সরযূ নদীতে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করি-

লেন। কৃষ্ণ বন মধ্যে পশুর ন্যায় ব্যাধের হস্তে মরিলেন; তাহাতে কেহ বলে, তাঁহার শব শৃগালে গ্রাস করিল, অন্যেরা কহে সমুদ্রে ভাসিয়া গেল; এবং তাঁহার ভার্য্যাগণ দাসত্বে বদ্ধা হইলে সন্তান সকল বিনষ্ট হইল।

৩। শাস্ত্র প্রমাণে দেবগণ দূষ্য নহেন।

অবশেষে কেহ২ আপত্তি করিয়া বলে, যদি শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে দেবতাদের ক্রিয়ার বিবরণ সত্য বলিয়া মান, তবে তাঁহাদের ঐ ক্রিয়া যে দূষ্য নহে, ইহাও সেই শাস্ত্রের মতে গ্রাহ্য করিতে হইবে। ইহার উত্তর দি, যথা; কোন মনুষ্য যদি বলে, আমি চুরি করিয়াছি, তবে তাহার এ কথা সত্য জ্ঞান করিতে পারি; কিন্তু সে যদি আরবার বলে যে চৌর্য্য কর্ম্মে কোন দোষ নাই, তবে তাহার প্রথম কথাতে বিশ্বাস করা প্রযুক্ত কি দ্বিতীয় কথাও সত্য মানিতে হইবে? অথবা কোন স্ত্রী যদি স্বীকার করে যে আমি ব্যভিচার করিয়াছি, কিন্তু পরে বলে, ইহাতে কোন পাপ নাই; তবে কি তাহার প্রথম কথা গ্রাহ্য করিলে শেষ কথাও গ্রহণ করিতে হইবে? কখন না। বরঞ্চ ঐ দুই জন উক্ত

কর্ম্ম করিয়াছে বটে, ইহা যদি বিশ্বাস করি, তবে তাহাদের ঐ রূপ আপত্তিকে অবশ্য মিথ্যা বোধ করিব; ইহা আমরা আপন২ বিবেকদ্বারা শিক্ষিত হইয়াছি। অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব ঋষি ইত্যাদি উক্ত প্রকার কর্ম্ম করিলে পরে যদি আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানান, তবে তাঁহাদের এই কথা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এইক্ষণে সংক্ষেপে কহি, দেবতাগণ যদি ঐশ্বরীয় অবতার হইতেন, তবে তাঁহারা উক্ত কর্ম্ম কদাচ করিতে পারিতেন না; এবং হিন্দুশাস্ত্র যদি ঈশ্বরদত্ত হইত, তবে এমত কর্ম্মে যে পাপ নাই, ইহা কখন বলিত না। অতএব দেবতারা যে ঈশ্বরাবতার, এবং সেই শাস্ত্র যে ঈশ্বরদত্ত, এই উভয় কথা মিথ্যা এবং ভ্রমজনক অবশ্য বলিতে হইবে।

পূর্ব্ব লিখিত বিষয় সকল বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে দেবতা, ঋষি, এবং মুনিগণের কথা যদি শাস্ত্ররচকদের কল্পনা মাত্র না হয়, তবে তাঁহারা পূর্ব্বকালের বীর এবং গোষ্ঠীপতি হইয়া থাকিবেন, আর হিন্দুরা অজ্ঞানতা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঈশ্বররূপে মান্য করিয়াছে, যেমত আর২ দেশীয় লোকদের মধ্যেও ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রেতে

দেবতাদের প্রতি যে২ দোষারোপ হইয়াছে, তাঁহারা যদি সেই রূপ করিয়া থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে মহাপাপী ছিলেন; কিন্তু যদি তাঁহারা সেই দোষে দোষী না হন, তবে শাস্ত্রকর্ত্তারা আপন২ মনের কল্পনানুসারে লিখিয়া ঐ সকল কুকর্ম্ম তাঁহাদের প্রতি আরোপ করিয়াছে। বোধ হয়, তৎকালের রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণ আপন২ যশঃ ও রাজ্যবৃদ্ধি করণাভিপ্রায়ে উক্ত দেবাদি স্ব২ বংশোৎপাদক বলিয়া তাঁহাদের বিষয়ে কথিত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল রচনা করিতে আজ্ঞা দিলে কবিগণ সেই মহৎ লোকদের সন্তোষ জন্মাইতে এবং আপনাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা ধনলাভ করণার্থে তাহাতে বিস্তর শ্রম করিয়াছিল। বাস্তবিক প্রাচীন ইতিহাসদ্বারা অবগত হইতেছি, যে পূর্ব্বকালীন গ্রীস্ এবং রূম দেশীয় দেবপূজকগণের মধ্যেও এই রূপ হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রে দেবঋষ্যাদির বিষয়ে যেমত লিখিয়াছে, তদ্রূপ গ্রীক ও লাটিন ভাষায় রচিত কাব্য গ্রন্থে সহস্র২ অদ্ভুত কথা আছে; আর তদ্দারা জানা যায়, যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয়েরা আপন২ পূর্ব্বপুরুষগণের মৃত্যুর পর তাহাদের মূর্ত্তি বানাইয়া পূজা করিত, আর কাব্য গ্রন্থের মধ্যে

তাহাদের মাহাত্ম্য লিখিয়া দেবরূপে মান্য করিত। বরঞ্চ সিকন্দর বাদশাহ প্রভৃতি কোন২ নৃপতিরা স্বীয় জীবদবস্থাতেও আপন২ পূজা করাইত।

এই সকল গ্রন্থকর্ত্তারাই সত্য ধর্ম্মের বিষয় কিছু২ জানিয়াছিল. বটে; কিন্তু কোন ব্যক্তি কেবল আপন চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারে। তাহা স্বর্গ-হইতেও উচ্চ, তবে মনুষ্য কী করিতে পারে? সে নরকহইতেও গভীর, কী জানিতে পারে? সুতরাং ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান পরিত্রাণার্থে আবশ্যক আছে, তাহা ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতিরেকে কোন মনুষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না; তাহাতে হিন্দু ও গ্রীক শাস্ত্র লেখকেরা ঈশ্বরের তত্ত্ব না পাইয়া তাঁহার নাম ও গুণ সকল অন্যদের প্রতি আরোপ করিয়া আপনারা ভ্রমরূপ সাগরে মগ্ন হইয়াছে, এবং স্ব২ মতাবলম্বি-দিগকেও ভাসাইয়া দিয়াছে। *

---

* মনুর পৌত্র কপিল মুনি কহিয়াছেন, "কেহই ঈশ্বরকে জানিতে পারে না:" এবং শঙ্করাচার্য্যও ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাকে অজ্ঞান বলিয়া জানাইয়াছেন, যথা; অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ ন কেনাপি ভবতীতি অজ্ঞানমনাদ্যমনির্ব্বচনীয়ং।

অর্থাৎ "যদি বল, অজ্ঞান কিসে হয়? তবে তাহার কোন কারণ নাই, যেহেতুক সে অনাদি ও অনির্ব্বাচ্য।"

শেষ কথা।

আমরা এখন হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষা শেষ করিয়া পশ্চাল্লিখিত কথার সিদ্ধান্ত করিতেছি।

১। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সত্য ঈশ্বরের একটি চিহ্নও পাওয়া যায় না।

২। জগৎ ও মনুষ্যের সৃষ্টি কী রূপে ও কী জন্যে হইয়াছিল, ইহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ তাহাতে পাওয়া যায় না।

বেদ এবং শাস্ত্রানুসারে পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অসাধ্য; কেননা তাহাতে লেখে, ঈশ্বরের কেবল দুই অবস্থা আছে, অর্থাৎ নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণ অবস্থায় ঈশ্বর বোধাদি কিছুমাত্র করেন না, অতএব এতদবস্থায় তিনি কখন বেদ এবং শাস্ত্র উৎপন্ন করিতে পারিতেন না। আর সগুণ অবস্থায় তিনি মায়াময় হীন; অতএব এই অবস্থায় যাহা২ করেন তাহা অবশ্যই ভ্রমযুক্ত হইবে। সুতরাং বেদ ও শাস্ত্রের বিশ্মৃতি এ কথাদ্বারাই সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

৩। ঈশ্বর ও মনুষ্যের পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহার যথার্থ বর্ণনা হিন্দু ধর্ম্মে পাওয়া যায় না।

৪। ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মের মোহরস্বরূপ চিহ্নদ্বয় অর্থাৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং ভাবি বাক্য তাহাতে নাই।

৫। অবশেষে বলি, হিন্দুধর্ম্ম যে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত তাহা কেবল নয়; কিন্তু তল্লিখিত যুগের গল্প, এবং বেদের অনন্ততার বিষয়, ও জাতির রীতি, ও তীর্থ যাত্রা, এবং অনর্থক কঠোর তপস্যা, ও প্রতিমাদি সৃষ্ট বস্তুর পূজা, ও পুনঃ২ জন্মের কথা, এবং অহঙ্কার, লোভ, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, ব্যভিচার করণ, এবং স্ত্রীলোকদের অধমত্ব ও সহমরণ, আত্মহত্যা, নরবলি, কন্যাহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্মের উৎসাহদায়ক বিধি; বিশেষতঃ, পাপ ও পুণ্যের স্বাভাবিক বিভিন্নতা নাই, বরং সে কেবল নাম মাত্র কেননা ঈশ্বরই তাবৎ ক্রিয়ার কর্ত্তা, ইত্যাদি; এমত২ ভয়ানক ও ঘৃণার্হ শিক্ষা সকল দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে হিন্দু ধর্ম্ম ঈশ্বরের অদেয়, এবং মনুষ্যের অব্যবহার্য্য। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে, যাহারা একান্ত মনে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বাঞ্ছা করে, তাহারা অবশ্য হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরদত্ত সদ্ধর্ম্মের অন্বেষণ করিবে।

এই রূপে আমরা সরল ও অপক্ষপাতী হইয়া

হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়াছি। এই ক্ষণে আমরা হিন্দু পাঠকগণকে পুনঃ২ বিনয় করি; তোমরা আপনাদের মনোমধ্যে এ সকল কথা বিবেচনা ও বারম্বার আন্দোলন করিও। এবং কেহ যদি বোধ করে, আমি পূর্ব্বোক্ত কএকটি যুক্তি খণ্ডন করিতে পারি; তথাপি সে যেন মনে না করে যে হিন্দুধর্ম্ম তাহাতে সপ্রমাণ হইবে, অতএব সে বিষয়ে আমাকে আর বিবেচনা করিতে হয় না। কেননা আমাদের উপরি লিখিত আপত্তি সকল যুক্তিসিদ্ধ নয়, ইহা তাহাকে দর্শাইতে হইবে; আর তাহা কেবল নয়, বরং হিন্দুধর্ম্মেতে সত্য ধর্ম্মের চিহ্নও দেখাইতে হইবে, যেহেতুক তাহা না হইলে কোন বিবেচক ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিবে না। ফলতঃ ঈশ্বরদত্ত যে ধর্ম্ম সে কেবল বাহিরে পবিত্র নয়, বরঞ্চ ভিতরে এবং চতুর্দ্দিগে জ্যোতিরূপ পবিত্রতায় পরিপূর্ণ, এবং সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হয়।

হে প্রিয় পাঠকবর্গ! পরমেশ্বর তোমাদের উপর দয়া করিয়া সত্যতার প্রতি তোমাদের মন ফিরাউন! পাদরী সাহেবেরা যে ঈর্ষ্যা বশতঃ কিম্বা আপনাদের লাভার্থে পূর্ব্বোক্ত বিষয় লিখিয়াছেন, এমত বোধ করিও না। কেননা হিন্দু ধর্ম্মে আমা-

দের কোন ক্ষতি হয় নাই; এবং তোমরা তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমাদের কিছু লাভ হইবে না; কিন্তু আমরা তোমাদিগকে ভ্রাতৃ-জ্ঞান করিয়া তোমাদেরই মঙ্গল বাঞ্ছা করিতেছি। অতএব তোমরা শৈথিল্য ও পক্ষপাত ত্যাগ করত সত্যধর্ম্ম অন্বেষণ কর, তাহাতে পরমেশ্বরের আশী-র্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবা।

ইতি হিন্দুধর্ম্মের পরীক্ষা সমাপ্ত।

(*Examination of Christianity.*)

পূর্ব্ব লিখিত লক্ষণদ্বারা

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পরীক্ষা।।

ভূমিকা।

সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা যে অদ্বিতীয় অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহারই মহিমা হউক! তিনি পবিত্র, ন্যায়কারী, সত্যময়, অদৃশ্য, এবং অগম্য তেজোনিবাসী; তাঁহাকেই আমরা আরাধনা করি!

ধন্য২ পরমেশ্বর, যিনি সমুদয় জগৎ অন্ধকারাবৃত হওন কালে "দীপ্তি হউক" বলিবা মাত্রে তৎক্ষণাৎ দীপ্তি হইল! আর যৎকালে তাবৎ মনুষ্য ভ্রমান্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক মৃত্যুরূপ ছায়াতে উপবিষ্ট হইতেছিল, এমন সময়ে যিনি তাহাদের চরণ মঙ্গলপথে চালাইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার আজ্ঞা করিলেন, "দীপ্তি হউক;" তাহাতে ত্রাণরূপ সূর্য্য উদিত হইলে জীবনের পথ সুপ্রকাশ হইল, এতাদৃশ করুণাসাগর পরমেশ্বরকে আমরা সতত ধন্যবাদ করি।

সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর এমত অদ্ভুত জ্যোতিঃ জগতে উদয় করাইয়াছেন, যাঁহার সহিত তুলনা করিতে গেলে দিবাকরের দীপ্তি খদ্যোতের তুল্যও হয় না; কিন্তু হায়২! অনেকানেক লোকের নিকটে অজ্ঞা-

নতারূপ বিচ্ছেদ বস্ত্রদ্বারা সেই ঐশ্বরীয় জ্যোতি আচ্ছাদিত হইলে তাহারা নিজকৃত বা পৈতৃক প্রদীপকে সূর্য্য জ্ঞান করত মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে।

আহা! কী বিলাপনীয় অজ্ঞানতা। দেখ দেখি, সহস্র২ প্রদীপের আলো কি কখনো সূর্য্যের এক কিরণের সমতুল্য হইতে পারে? অথবা অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র কি মশালের ন্যায় দীপ্তি প্রদান করিতে পারে? তবে যে তেজোময় সূর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ কিরণ মাত্রেই সমুদয় জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহারই আভাতে ঈষদুজ্জ্বল প্রদীপের শিখা কীরূপে দেদীপ্যমান হইবে?

অতএব স্ব২ পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষি প্রত্যেক ব্যক্তির সত্য দীপ্তিরূপ ধর্ম্ম নির্ণয় করা আবশ্যক; অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোনটা বা মিথ্যা, ইহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সূর্য্যের জ্যোতিহইতে প্রদীপের আলোকে বিশেষ করিতে পারে, তদ্রূপ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ও বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রকৃত লক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে সত্য ও মিথ্যা ধর্ম্মের মীমাংসা অনায়াসে করিতে সমর্থ হইবেন।

অথ সত্য ধর্ম্মের লক্ষণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে একটি বিশেষ ধর্ম্ম দিয়া থাকিবেন, ইহা নাস্তিক ব্যতিরেকে সকলেই স্বীকার করেন; ফলতঃ ঈশ্বরদত্ত ঐ ধর্ম্মেতে এই২ লক্ষণ সুপ্রকাশ হওয়া আবশ্যক। যথা;

প্রথম লক্ষণ। সত্য ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের গুণ ও স্বভাবের বর্ণনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় লক্ষণ। তাহাতে সৃষ্টির বিশেষতঃ মনুষ্যের উৎপত্তি এবং তদুৎপত্তির যে কিছু কারণ বর্ণনা করা যায়, সে পরমেশ্বরের গুণ ও স্বভাব ও মাহাত্ম্যের যোগ্য হইবে।

তৃতীয় লক্ষণ। ঈশ্বর ও মনুষ্যের পরস্পর কীরূপ সম্বন্ধ, তাহাও তাহাতে প্রকাশ পাইবে।

চতুর্থ লক্ষণ। ঐ ধর্ম্মেতে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক এতাদৃশ চিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত হইবে যে তদ্রূপ করা মনুষ্যমাত্রেরই অসাধ্য।

প্রথম লক্ষণ। সত্য ধর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের স্বভাব ও গুণ ইত্যাদির বর্ণনা করা যাইবে।

ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে মনুষ্যদের মধ্যে তর্ক বিতর্কদ্বারা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হয় না, ইহা সত্য বটে;

তথাপি ঈশ্বরেতে কোন২ বিশেষ গুণ আছে, ইহা নাস্তিক ভিন্ন তাবৎ মতাবলম্বিরা স্বীকার করে; এবং যে ধর্ম্মদ্বারা ঐ সকল গুণ প্রকাশ না পায় সে ঈশ্বরদত্ত নহে, ইহাও সকলেই অঙ্গীকার করে। এইক্ষণে সেই প্রধান গুণ সকল বিশেষ করিয়া লিখিতেছি।

১। পরমেশ্বর পবিত্র; ফলতঃ পবিত্রতা তাঁহার আর ২ সকল গুণের শিরোভূষণ স্বরূপ হয়।

২। পরমেশ্বর ন্যায়কারী; সুতরাং তিনি পক্ষপাত বিহীন, এই জন্যে প্রত্যেক জনের স্বভাব ও কর্ম্মানুসারে ফল দেন।

৩। পরমেশ্বর দয়াবান; অর্থাৎ মনুষ্যেরা পাপী হইলেও তিনি তাহাদের মঙ্গলেচ্ছুক হন, কিন্তু দয়া প্রকাশ করণার্থে আপনার পবিত্রতা ও ন্যায় গুণের হানি কদাচ করিবেন না।

৪। পরমেশ্বর অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ; এই প্রযুক্ত তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ঘটনা সকল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন; সুতরাং তাঁহার তাবৎ কল্পনা বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, এবং তাহা সাধনার্থে তিনি সর্ব্বোত্তম উপায় নিরন্ত ব্যবহার করেন। ইহাতে বোধ হয়, মনুষ্যদের পারমার্থিক প্রয়োজনীয় বিষয় প্রথমাবধি এক প্রকার হওয়াতে পরমেশ্বর

তদুপযুক্ত যে পরিত্রাণের উপায় স্থির করিয়াছেন, সেও সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে একই হইবে। মনুষ্য সকল ভবিষ্যদ্ ঘটনার বিষয় অজ্ঞাত, এই প্রযুক্ত তাহাদের রীতি ও ব্যবস্থা সকলের বারম্বার বিনিময় হইয়া থাকে; কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তিনি সৃষ্টি কালাবধি তাবৎ মনুষ্যদের অবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের কারণ যে উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন কদাচ সম্ভব হয় না।

৫। **পরমেশ্বর সত্যময়;** সুতরাং তাঁহার কথা সকলও সত্য, এই জন্যে তাহাদের মধ্যে এক কথা অন্য কথাকে কখন খণ্ডন করিতে পারে না। অতএব পরমেশ্বরদত্ত শাস্ত্র এক হউক কিম্বা অনেক হউক, তথাপি সে সকলের পরস্পর অনৈক্য কদাচ সম্ভবে না। আরও পরমেশ্বর সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রযুক্ত তাঁহার কর্ম্মের সহিত তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধতা হইতে পারে না, বরঞ্চ উভয়ের মেল অবশ্যই থাকিবে।

৬। **পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান;** অর্থাৎ তিনি আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন।

৭। **পরমেশ্বর একই আছেন।**

৮। **পরমেশ্বর নির্ব্বিকার;** অর্থাৎ তাঁহার স্বভাব

ও গুণ ও ইচ্ছা এবং মনের কল্পনা ইত্যাদির কথন অন্যথা হয় না।

উক্ত অষ্ট প্রধান গুণ ভিন্ন ঈশ্বরের আর২ যে সকল গুণ আছে, তাহা এইক্ষণে বিশেষ করিয়া লিখনের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, তাবৎ বিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন যে ঈশ্বরেতে ঐ সকল গুণ অবশ্যই আছে, এবং যাঁহাতে ঐ সকল গুণ নাই তিনি কদাচ ঈশ্বর হইতে পারেন না, ইহাও সকলে অঙ্গীকার করেন।

দ্বিতীয় লক্ষণ। সদ্ধর্ম্ম লিখিত জগৎসৃষ্টির বৃত্তান্ত ও মনুষ্যাদি সৃষ্টির হেতু বর্ণনদ্বারা পরমেশ্বরের গুণ ও গৌরব প্রকাশিত হইবে। এই স্থলে উক্ত দুই বিষয় বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। যথা;

১। জগৎ ও মনুষ্যাদির সৃষ্টি কী প্রকারে হইয়াছিল?

২। মনুষ্যদের সৃষ্টিকরণের অভিপ্রায় কী?

তৃতীয় লক্ষণ। ঈশ্বর ও মনুষ্যদের পরস্পর কীদৃশ সম্বন্ধ তাহা সত্য ধর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইবে। সেই সম্বন্ধ দুই প্রকার। যথা;

১। মনুষ্যদের সহিত পরমেশ্বরের কী রূপ সম্বন্ধ আছে? তিনি কি তাহাদের সৃষ্টি ও পালন

ও শাসনের কর্ত্তা? যদি তিনি মনুষ্যদের স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তা হন, তবে তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও পাপ পুণ্যের নির্ণয় করণার্থে কোন ব্যবস্থা অবশ্য দিয়া থাকিবেন। সেই ব্যবস্থা কী?

২। **পরমেশ্বরের সহিত মনুষ্যদের কী রূপ সম্বন্ধ আছে?** তাহারা কি তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, এবং তাঁহার নিকটে কিস্বং কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে? মনুষ্যেরা যদি এরূপ দায়ী ও পাপী হয়, তবে তাহাদের পাপের ক্ষমা কি হইতে পারিবে? যদি ক্ষমা হইতে পারে, তবে কী রূপে হইবে?

সত্য ধর্ম্ম এ সকল বিষয় মনুষ্যগণকে অবশ্য জ্ঞাত করাইবে, যেন তাহারা আপনাদিগকে ও ঈশ্বরকে এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলকে জানিয়া পরকালে অনন্ত ত্রাণ প্রাপ্ত হয়। আরও এই ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত মনুষ্যদের ব্যবহার্য্য, ইহা এমত সুপ্রকাশ হইবে, যে তাবৎ অপক্ষপাতি ও সত্যান্বেষণকারি ব্যক্তিরা তাহার ঐশ্বরিক উৎপত্তি অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

চতুর্থ লক্ষণ। সত্য ধর্ম্মেতে পরমেশ্বরের এতাদৃশ চিহ্ন থাকিবে যে তদ্রূপ করা কোন মনুষ্যের সাধ্য হইবে না। তাহা হইলে ঐ ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত

ইহা নিশ্চয় রূপে প্রামাণ্য হইবে। পরন্তু ঈশ্বরের স্বভাব ও গুণ সকল অসীম প্রযুক্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যদের বুদ্ধির গোচর হন না; অতএব যদ্রূপ সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের যোগ্য ও মনুষ্যদের হিতজনক অথচ বোধাগম্য নানা কর্ম্ম দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ তাঁহার শাস্ত্রের মধ্যেও কোন২ নিগূঢ় কথা থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কী? অতএব বোধ হয়, সত্যান্বেষণকারি ব্যক্তিরা প্রত্যেকে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ পায়, এতন্নিমিত্তে সেই শাস্ত্রকে কোন বিশেষ মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত করা ঈশ্বরের নিতান্ত আবশ্যক; তাহাতে ঐ শাস্ত্রের মধ্যে কোন২ স্থানে দুর্জ্ঞেয় কথা থাকিলেও তাহা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দত্ত বটে, ইহা সকলেই জানিতে পারিবে।

আর ঈশ্বরের বাক্য পালন করা সকল মনুষ্যদের কর্ত্তব্য, অতএব ঐ সকল চিহ্ন যেন অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হয় এ জন্যে তাহা স্পষ্টরূপে মুদ্রাঙ্কিত করা আবশ্যক। ফলতঃ আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য, এই দুই চিহ্ন ব্যতিরেকে ঐশ্বরীয় শাস্ত্রের আরো স্পষ্ট ও দৃঢ়তর চিহ্ন হওয়া অসাধ্য।

১ চিহ্ন। আশ্চর্য্য ক্রিয়া। স্বয়ং ঈশ্বরকৃত কিম্বা তাঁহার শক্তিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিদ্বারা কৃত বিধা-

তার গতির বিপরীত অথবা বস্তুর স্বভাবাতিরিক্ত যে ঘটনা, তাহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম বলা যায়।

যদ্দ্বারা ঈশ্বরীয় শাস্ত্র প্রামাণ্য হইতে পারে এমত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিশেষ২ চিহ্ন আছে। যথা,

১। উক্ত ধর্ম্মকে সপ্রমাণ করণার্থে ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা যায়।

২। তাহার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করণে সমর্থ, অথচ বিশ্বস্ত কতক গুলি সাক্ষিদের সম্মুখে ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

৩। তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়।

৪। যুক্তি ও তর্কভিন্ন কেবল চাক্ষুষাদি প্রমাণদ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয়।

৫। এবং তৎকালীন বিজ্ঞ বিপক্ষেরাও তাহা কখন অস্বীকার করে নাই।

আশ্চর্য্য কর্ম্মের আরো কতক চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহা এস্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাও সম্ভব হয়, যে কোন২ সত্য আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে উক্ত পাঁচ চিহ্ন সমূহ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু যদ্দ্বারা ঐশ্বরীয় শাস্ত্র বা ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত হয়, এমত আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে ঐ পাঁচ চিহ্ন অবশ্যই থাকিবে।

২ চিহ্ন। ভবিষ্যদ্বাক্য। ইহাই জ্ঞান সম্বন্ধীয় এক

আশ্চর্য্য কর্ম্ম বটে; তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের পরিণামদর্শিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সত্যত্ব এবং জগৎ শাসন কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়। ফলতঃ ঈশ্বরীয় শাস্ত্র নিশ্চয় করণার্থে আর২ সকল প্রমাণ অপেক্ষা ভবিষ্যদ্বাক্যরূপ প্রমাণই দৃঢ় বিশ্বাসজনক হয়; কারণ ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য পুরুষানুক্রমে সিদ্ধ হয়, তাহাতে উত্তরোত্তর কালীন লোকদের নিমিত্তে সে প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ক্রিয়া রূপে নিত্য২ দেখা যায়; এবং সে ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে পূর্ব্বকালে যে২ অদ্ভুত কর্ম্ম করা গিয়াছিল, তদ্দ্বারা ঐ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দৃঢ়তর রূপে প্রমাণীকৃত হয়।

অবশেষে নিবেদন করিতেছি, ঐ সকল লক্ষণদ্বারা সত্য ধর্ম্মের নির্ণয় ও প্রামাণ্য করা সুসাধ্য; আর যে ধর্ম্মে ঐ সকল লক্ষণ না থাকে সে কদাচ ঈশ্বরদত্ত হইতে পারে না। অতএব এতদ্দেশে প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম এই তিন প্রধান ধর্ম্মকে আমরা পক্ষপাত ত্যাগ পূর্ব্বক সত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরীক্ষা করি। উক্ত তিন ধর্ম্মের মধ্যে প্রায় আর২ সকল ধর্ম্মের সারাংশ পাওয়া যায়। আর যে লক্ষণদ্বারা ঐ ধর্ম্মত্রয় পরীক্ষিত হয় তদ্দ্বারা আর২ ধর্ম্মেরও পরীক্ষা হইতে পারে।

কিন্তু এস্থানে স্মরণ করা উচিত যে আমরা উক্ত

ধর্ম্মাবলম্বি লোকদের দোষাদোষ অনুসন্ধান না করিয়া কেবল তত্ত্বদ্ধর্ম্মেরই পরিচয় লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেননা কোন ধর্ম্মেরই সত্যাসত্যতা তদবলম্বি লোকদের আচরণদ্বারা প্রকাশ না হইয়া তাহার নিজ গুণদ্বারাই জানা যায়।

অতএব আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, উক্ত তিন ধর্ম্ম সকলই সত্য কি সকলই মিথ্যা? অথবা ঐ তিনের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম সত্য কোন্‌টি বা মিথ্যা? তাহারা প্রত্যেকে স্ব২ ঐশ্বরীয় উৎপত্তি জানায় বটে; কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিতে গেলে এক ভিন্ন অন্য দুই ধর্ম্ম স্বীয় ঐশ্বরিক উৎপত্তি সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। এইক্ষণে আমরা যথাসাধ্য পক্ষপাত বিহীন হইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের পরীক্ষা লইতে যত্নবান হই। এতন্নিমিত্তে আমরা ধার্ম্মিক সর্ব্বপালনকর্ত্তা ও দয়াবান প্রার্থনা শ্রবণকারি পরমেশ্বর সন্নিধানে যাচ্ঞা করি, তিনি যেন আমাদের মনোরূপ চক্ষুঃ প্রসন্ন করিয়া এই চেষ্টা সফল করেন; তাহাতেই আমরা উক্ত তিন মতের মধ্যে সত্য ধর্ম্মের উদ্দেশ পাইয়া তাহা এমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিব যে পাঠক মহাশয়েরাও আনন্দ পূর্ব্বক তাহা গ্রাহ্য করিবেন।

পুনশ্চ হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি পাঠক মহাশয়দিগকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, আপনকারা এমত বোধ করিবেন না যে আমরা কেবল বাদ বিতণ্ডা করিবার নিমিত্তে এই পুস্তক লিখিয়াছি; বরঞ্চ প্রেমভাবে সকলের হিতার্থে তাহা রচিত হইয়াছে, ইহা জানিবেন। অতএব ইহার মধ্যে পাঠক মহাশয়দের দুঃখজনক কোন কথা যদি থাকে, তবে লেখকদিগের সদভিপ্রায়ানুরোধে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।

আরো নিবেদন করিতেছি, কোন মহাশয় এই পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিয়া যেন তর্ক বিতর্ক করিতে প্রবর্ত্ত না হন; বরঞ্চ ঈশ্বরের প্রতি সভয় হইয়া এই পুস্তকের আনুপূর্ব্বিক সকল কথা আলোচনা করিয়া সদ্বিবেচকের ন্যায় তাহার গুণাগুণ নির্ধার্য্য করিবেন।

পরমেশ্বর সকল মনুষ্যদের প্রতি এমত অনুগ্রহ করুন, যে তাহারা তাবৎ মিথ্যা ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক তৎকৃত সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে; কেননা তন্নিরূপিত পথ ভিন্ন অন্য পথদ্বারা কোন মনুষ্য তাঁহার নিকটে কদাপি পৌঁছিতে পারিবে না। ঈশ্বরের মহিমা সর্ব্বদা হউক! তথাস্তু।

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, এক পরমেশ্বর কী প্রকা-
রে তিন ব্যক্তি হইতে পারেন? তবে এই আপত্তির
উত্তর এস্থলে না লিখিয়া পরে লিখিতে প্রবর্ত্ত হইব;
কিন্তু এই পুস্তকের ভূমিকার মধ্যে সত্য ঈশ্বরের
যে সকল গুণ বর্ণনা করা গিয়াছে, (৪। ৫ পৃষ্ঠে
দেখ) ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশিত ঈশ্বরের সেই সকল
গুণ আছে কি না, তাহাই মাত্র প্রথম অধ্যায়ে
নির্ণয় করা যাইবে। অধিকন্তু আমরা হিন্দু ধর্ম্মের
অনুসন্ধানও এই রূপেই করিয়াছি; দেখ, বিচারের
আরম্ভেতে আপত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই,
যে ঈশ্বর এক হইয়া কী প্রকারে অনেক হইতে
পারেন? কিম্বা তিনি নির্গুণ হইয়া কী প্রকারে সগুণ
হইতে পারেন? কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র বর্ণিত যে ঈশ্বর
তিনি নির্গুণ হউন বা সগুণ হউন, সত্য ঈশ্বরের
লক্ষণ সকল তাঁহাতে আছে কি না, ইহাই মাত্র
আমরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি; অতএব
সেই রূপে খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের পরীক্ষাও করিব। পরে
ঈশ্বরের একত্ব গুণের প্রসঙ্গে আমরা ধর্ম্ম পুস্তকে
প্রকাশিত তাঁহার ত্রিত্বভাবেরও বিচার করিব।

এখন ক্রমেং খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের পরীক্ষা করি।

---

১ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের পবিত্রতার বিষয়।

ধর্ম্মপুস্তকানুসারে ঈশ্বর পবিত্র কি না?

পবিত্রতা গুণের অনুসন্ধানার্থে ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণিত যে ঈশ্বর তাঁহার কথা ও ক্রিয়া সকল বিবেচনা করিতে হইবে। ফলতঃ ঈশ্বর যে পবিত্র, ইহা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে বারম্বার দৃঢ়রূপে কথিত হইয়াছে; দেখ, পঞ্চপুস্তকের এক স্থানে লেখা আছে, যথা:

"তুমি ইস্রায়েলের বংশকে বল, তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আমি, আমিই পবিত্র।" লে ১৯। ২।

তদ্রূপ দায়ূদের গীতে লেখা আছে, যথা;

"আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠা কর, ও তাঁহার পাদপীঠে প্রণাম কর; তিনি পবিত্র।" ৯৯ গী ৫।

"পরমেশ্বর আপন তাবৎ পথে যাথার্থিক ও তাবৎ কার্য্যে পবিত্র।" ১৪৫ গী ১৭।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের পুস্তকেও লেখা আছে, যথা;

"তখন দূতগণ পরস্পর ডাকিয়া কহিল, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর; তাবৎ পৃথিবী তাঁহার তেজেতে পরিপূর্ণ আছে।" যিশা ৬। ৩।

অন্তভাগের মধ্যেও লেখা আছে, যথা;

"তাহারা দিবারাত্রি অবিশ্রামে এই কথা কহিতেছে, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সর্ব্বশক্তিমান এবং বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভু পরমেশ্বর।" প্রকা ৪।৮।

পুনশ্চ যখন ঈশ্বর মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যীশু খ্রীষ্ট রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও তাঁহার এই গুণ সর্ব্বদা বর্ণিত হয়। আরও পবিত্র আত্মা যে পবিত্র, ইহা তাঁহার নামদ্বারাই জানা যাইতেছে।

এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তক অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে জগদীশ্বরের তাবৎ গুণের মধ্যে পবিত্রতা গুণ সকলের সৌন্দর্য্য ও গৌরব ও মুকুটস্বরূপ হয়। দেখ, তাঁহাকে স্থানে২ "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র," বলিয়া স্তব স্তুতি করা যায়; কিন্তু "সর্ব্বশক্তিমান ৩ পরমেশ্বর", অথবা "জ্ঞানী ৩ পরমেশ্বর," এরূপে তাঁহার পরাক্রম ও জ্ঞানাদি অন্যান্য গুণের অনুবাদ কোন স্থানে নাই।

অতএব ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরকে পবিত্র বলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ক্রিয়াতেও পবিত্র আছেন, কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, ঈশ্বর কি সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্যবস্থাপক, ও ত্রাণকর্ত্তারূপে আপনাকে পবিত্র বা অপবিত্র জানাইয়াছেন?

১। পরমেশ্বর সৃষ্টিকর্ম্মে আপনাকে পবিত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মপুস্তকের আরম্ভেতেই লেখা আছে, যথা;

"আদিতে ঈশ্বর আকাশ, ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি করিলেন। পরে তিনি আপন সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন।" আ ১ অধ্যায় ১ ও ৩১ পদ দেখ।

তিনি দূতগণকে পবিত্র রূপে * সৃজন করিলেন। মনুষ্যদের আদি পিতামাতার বিষয়ে ২৭ পদে লিখিত আছে, যে তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় পবিত্র † হইলেন; সুতরাং ঈশ্বর যে পাপের স্রষ্টা, কিম্বা তিনি যে পাপ কাহারো কপালে লিখিয়াছেন, এমন কথা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে পাওয়া যায় না; বরঞ্চ লেখা আছে,

"ঈশ্বর দীপ্তিস্বরূপ, তাঁহাতে অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই।" ১ যো ১। ৫।

অর্থাৎ পাপের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, ‡ এবং হইতেও পারে না।

ইহাতে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে ধর্ম্মপুস্তকানুসারে পরমেশ্বর সৃষ্টির কর্ম্মে আপনাকে পবিত্র ঠাহরাইয়াছেন।

---

* ম ২৫। ৩১। † ইফি ৪। ২৪। ‡ যাকু ১। ১৩,১৪ দেখ।

২। ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর ব্যবস্থাদায়ক হইয়া কি আপনাকে পবিত্ররূপে প্রকাশ করিলেন?

ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে এমন বিবেক শক্তি দিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা তাঁহার ব্যবস্থা বুঝিয়া * আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি তাঁহাদিগকে কেবল এই একটি আজ্ঞা দিলেন, অর্থাৎ "তোমরা সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন † করিও না;" ইহা তাঁহারা অনায়াসে স্মরণ ও পালন করিতে পারিতেন, কিন্তু লঙ্ঘন করিয়া পাপী হইলেন। তথাচ সেই বিবেক শক্তি অদ্যাপিও নষ্ট না হইয়া কেবল অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এই বিবেক শক্তির গুণেতে মনুষ্য-মাত্র নিজে অপবিত্র হইলেও ঈশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য ‡ দেয়।

পুনশ্চ, পরমেশ্বর মূসাদ্বারা আপন ব্যবস্থা জানাইয়া বলিলেন, যথা;

"আমিই তোমার প্রভু পরমেশ্বর। আমার সাক্ষাতে তোমার আর কোন দেবতা না থাকুক। এবং তুমি আপনার নিমিত্তে কোন খোদিত প্রতিমার, অর্থাৎ উপ-

* হিব্রো ২০। ২৭। † আ ২। ১৬, ১৭। ‡ রো ২। ১৪, ১৫।

রিস্থ স্বর্গে কিম্বা নীচস্থ পৃথিবীতে, কিম্বা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে স্থিত কোন বস্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না; এবং তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না। কেননা আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর স্ব-গৌরব রক্ষক ঈশ্বর, এবং যে পিতৃলোকেরা আমা-কে ঘৃণা করে, তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তানদের উপরে অধর্ম্মের প্রতিফলদাতা; কিন্তু যা-হারা আমাতে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী। তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না; কা-রণ যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তা-হাকে নিরপরাধী করিয়া গণনা করিবেন না। এবং বি-শ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। ছয় দিন শ্রম করি-য়া আপন ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রাম দিন; তাহাতে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি দাস কি দাসী কি পশু কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না। কেননা পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তা-বৎ বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর বিশ্রাম দিনকে বর দিয়া পবিত্র করিলেন। আর তুমি আপন পিতামাতাকে সম্ভ্রম কর, তাহাতে তোমার প্রভু পর-মেশ্বর তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘকাল আয়ু হইবে। নরহত্যা করিও না। পরদার করিও না। চুরি করিও না। আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে

মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। লোভ করিও না।” ইত্যাদি। যাত্রা পুস্তকের ২০। ২—১৭।

পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞার সার এই, যথা;

“তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্ত ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বকে প্রেম কর; এবং আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর।” মার্ক ১২।৩০.৩১।

এ স্থলে পবিত্রতা শব্দে স্নান ও ধৌত করণ ইত্যাদি শরীরের বাহ্যিক পরিষ্কৃততা নয়, বরং শরীর ও আত্মা উভয়কে পাপহইতে পৃথক রাখা বুঝায়। যেমন পৌল কহিয়াছেন, যথা; (রো ১২।১।)

“হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ কৃপাপ্রযুক্ত তোমাদিগকে বিনতি পূর্ব্বক কহিতেছি, তোমরা আপন ২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও তুষ্টিকর বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর, এই তোমাদের উপযুক্ত উপাসনা।”

পুনশ্চ লেখেন, যথা;

“সকলের সহিত নির্ব্বিরোধিতা, ও যাহা ব্যতিরেকে কেহ প্রভুর দর্শন করিতে পাইবে না, এমত পবিত্রতার অনুধাবন কর।” ইব্রী ১২। ১৪।

পুনশ্চ বলি, ধর্ম্মপুস্তকের এক প্রকার ফলিতার্থ এই, ঈশ্বর কহিতেছেন, যথা; (১ পি ১।১৬।)

“তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র।”

এই পরমেশ্বরের ব্যবস্থা বটে, এবং তিনি কাহাকে বিনা দণ্ডে তাহা লঙ্ঘন করিতে দেন না। যে কেহ তাহার ব্যতিক্রম করে সে ঈশ্বরের সহিত বাস করিতে পারে না, বরং অনন্তকালস্থায়ি শাস্তির যোগ্য পাত্র হয়। ইহার প্রমাণ দেখ, স্বর্গের কোন২ দূতগণও তাহা লঙ্ঘন করণ প্রযুক্ত নরকে নিক্ষিপ্ত * হইয়াছিল; এবং আদম ও হবা যখন † তাহার ব্যতিক্রম করিলেন, তখন তাঁহারা সুখোদ্যানহইতে বহিষ্কৃত হইলেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনই ‡ পাপ; আর ধর্ম্মপুস্তকে পাপের বিষয়ে লিখিত আছে, ঈশ্বরের নিকটে তাহা এমত ঘৃণার্হ যে কোন পাপী তাঁহার কাছে যাইতে ‖ পারে না। ইহা প্রকাশার্থে ঈশ্বর আদমের পাপের জন্যে ভূমিকে অভিশপ্ত § করিলেন, এবং তাহার কারণ মনুষ্য বংশজ সকলেই দণ্ডযোগ্য ও দুঃখী ও মৃত্যুর অধীন ¶ হইল। সৃষ্টির ১৬০০ বৎসর পরে নোহের সময়ে যখন মনুষ্যদের অন্তঃকরণের কল্পনা ও চিন্তা ক্রমিক দুষ্ট হইতে লাগিল, এবং সক-

---

* ২ পি ২। ৪। † আ ৩। ২৪। ‡ ১ যো ৩। ৪। ‖ ১ গী ৫; ৬। § আ ৩। ১৭। ¶ রো ৫। ১২।

লেই পাপেতে একেবারে ডুবিয়া যাইতেছিল, তখন ঈশ্বর পাপের প্রতি ঘৃণা ও আপন পবিত্রতা প্রকাশার্থে জলপ্লাবনদ্বারা সকলকে বিনষ্ট * করিলেন। কারণ নোহ ব্যতীত তাহারা সকলে পাপপ্রযুক্ত অপবিত্র হওত তাঁহার দৃষ্টিতে অতি ঘৃণাস্পদ হইয়াছিল।

তদ্রূপ ইব্রাহীমের ভ্রাতৃপুত্র লোটের সময়ে যখন সিদোম ও অমোরা নগরের লোকেরা পাপরূপ পঙ্কে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া সর্ব্বতোভাবে অশুদ্ধ ও ভ্রষ্ট হইল, তখন ঈশ্বর পবিত্রাতার উপরোধে স্বর্গহইতে গন্ধক ও অগ্নি বৃষ্টি করাইয়া তাহাদের একেবারে সর্ব্বনাশ † করিলেন। পরে কিনান দেশ নিবাসিরা পাপের প্রতি ঈশ্বরের ঘৃণার এমত ভয়ানক প্রমাণ দেখিয়াও আপনাদের কুপথহইতে ফিরিল না; তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশদ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট ‡ করাইলেন। পরে যখন তাঁহার প্রিয় লোক ইস্রায়েলেরা নিজে পাপে পড়িল, তখন তিনি তাহাদিগকেও ক্ষমা করিলেন না, বরং লক্ষ২ লোক সংহার করিয়া অবশিষ্ট সকলকে

* আ ৬ ও ৭ অধ্যায়। † আ ১৯ অ। ‡ গ ৩৩। ৫০-৫৩। ও দ্বি ২০। ১৬-১৮।

দেশান্তরীকৃত করিলেন; তাহাতে সে অবধি তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্রতার নিশ্চয় প্রমাণস্বরূপ আছে।

এই সকল কথা বিবেচনা করিলে জানা যায় যে ঈশ্বর আপন ব্যবস্থাদ্বারা পবিত্রতা গুণ প্রকাশ করিয়াছেন; এবং দূতগণ হউক কিম্বা মনুষ্যগণ হউক সেই ব্যবস্থার ব্যতিক্রমকারি সকলকে যে প্রকার দণ্ড দেন, তদ্দ্বারাও তিনি আপনাকে পবিত্ররূপে জানান।

৩। ধর্ম্মপুস্তকানুসারে পরিত্রাণ বিষয়ে ঈশ্বরের পবিত্রতা আরো দৃঢ়রূপে প্রকাশিত হইতেছে। অতএব আইস, তাহা এখন বিবেচনা করি।

মনুষ্য সকল ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া পাপী হইল। ঈশ্বর পবিত্র হইয়া পাপিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে বা তাহাদিগকে আপন নিকটে আসিবার অনুমতি দিতে পারেন না; তথাচ তিনি আপন অসীম জ্ঞানে এমত এক আশ্চর্য্য উপায় প্রকাশ করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার পবিত্রতা ও ন্যায্য গুণের রক্ষা হইলেও দয়ার দ্বার মুক্ত হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরপুত্র নররূপে অবতীর্ণ হইয়া জন্মিলেন, ও সমস্ত পাপহইতে পৃথক থাকিয়া এই জগতে বাস করত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করি-

লেন; এবং মনুষ্যের পাপের দণ্ড আপনার উপর লইয়া আপন প্রাণকে বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন; পরে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আর তাঁহার ঐ প্রায়শ্চিত্ত পবিত্র ঈশ্বরের গ্রাহ্য বটে, ইহা প্রমাণার্থে তিনি স্বর্গহইতে পবিত্র আত্মাকে আপন আশ্রিত লোকদের মনে পাঠাইয়া *দিলেন। এই রূপে, শয়তান ও তাহার সঙ্গিগণকে অনন্ত শাস্তি দেওনেতে ঈশ্বরের যত পবিত্রতা প্রকাশ হইত, তাহাপেক্ষা পিতার প্রিয় ও অনাদি পুত্রের দুঃখ ভোগ করণ ও ক্রুশে হত হওনে আরো প্রকাশিত হইল; অধিকন্তু তিনি যদি জগতের সমস্ত লোককে অনন্তকাল পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করণার্থে অগ্নির হ্রদে নিক্ষেপ করিতেন, তথাচ তাঁহার পবিত্রতা তেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত না। আরও বলি, পাপ যদি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণার্হ না হইত, তবে তিনি আপন সমতুল্য পুত্রকে দান করিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিতে কেন চেষ্টা করিলেন? খ্রীষ্টের মৃত্যু ভোগ করণের মুখ্য কারণ এই, যেন পবিত্র আত্মার সহায়তাতে মনুষ্যের

---

* রো ৩। ২১ অবধি ৮ অ পর্য্যন্ত; ও গা ৩। ৪ অ; এবং যো ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ অ; ইত্যাদি।

আত্মা দিব্যজ্ঞান ও পবিত্রতা পাইয়া স্বর্গেতে বাস করিবার যোগ্য হয়।

অতএব ধর্ম্মপুস্তকের এই সকল বাক্যদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে পরমেশ্বর সর্ব্বতোভাবে পবিত্র; বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাব ও ক্রিয়া সকল পবিত্র; আর তিনি যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, ও যে প্রকারে তাহা রক্ষা করিয়াছেন, এবং বিশেষরূপে মনুষ্যদের পরিত্রাণের নিমিত্তে যে আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছেন, এ সকলেতে তাঁহার পবিত্রতার মহিমা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পাইতেছে।

---

২ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের ন্যায্যের বিষয়।

ঈশ্বর ন্যায়কারী। (৪ পৃষ্ঠে দেখ।)

ঈশ্বরের ন্যায্যের বিষয়ে আমরা এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আলোচনা করি। এই গুণ ঈশ্বরের বিষয়ে বারম্বার ধর্ম্মপুস্তকে কথিত আছে, যথা;

"তিনি শৈলস্বরূপ, ও তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ, ও তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি সত্যবাদী ও নিষ্কপট ঈশ্বর, এবং তিনি ন্যায়কারী।" দ্বি ৩২। ৪।

"ন্যায় ও সুবিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল, অনুগ্রহ ও সত্যতা তোমার অগ্রগামী।" ৮৯ গী ১৪।

"আমি যাথার্থিক ও মুক্তিদাতা ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর।" যিশা ৪৫। ২১।

অন্তভাগে লেখা আছে, ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হইলেন তখনও তিনি ধার্ম্মিক অথচ ন্যায়ী রূপে প্রসিদ্ধ * ছিলেন। তাঁহার জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে এই কথা উক্ত ছিল, যথা;

"তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও মঙ্গল বৃদ্ধির শেষ হইবে না; তিনি দায়ূদের সিংহাসনের ও রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া বিচারেতে ও ন্যায়েতে এখন ও সদাকাল পর্য্যন্ত তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করিবেন।" যিশা ৯। ৭।

আরো এমত অনেক বচন আছে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সে সকল লিখিলাম না।

পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট কহিলেন, যথা;

"তিনি আসিয়া পাপ ও পুণ্য ও বিচারাজ্ঞা বিষয়ে জগতের লোকদিগকে প্রমাণ দিবেন।" যো ১৬। ৮।

অতএব ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরকে ন্যায়কারী বলে; আর ন্যায় ও সুবিচার তাঁহার সিংহাসনের ভিত্তি-মূল, ইহা কথিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যদি

* প্রে ৩। ১৪। ও ৭। ৫২। ও ২২। ১৪।

বাস্তবিক ন্যায়ী হন, তবে তাঁহার ব্যবস্থাদি দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইবে।

১। আমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া প্রেম করা ও প্রতিবাসিকে আত্মবৎ প্রেম করা, ইহাই ঈশ্বরের ব্যবস্থার সার।

পুনশ্চ অন্তভাগে লেখে, যথা;

"যে ২ বিষয় যথার্থ ও আদরণীয় ও ন্যায্য ও শুচি ও প্রিয় ও সুখ্যাত, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গুণযুক্ত ও প্রশংসনীয়, তাহাই চিন্তা কর।" ফি ৪। ৮।

স্বর্ণময় নামে প্রসিদ্ধ নিয়ম এই, যথা;

"তোমরা আপনাদের সহিত পরের যেরূপ ব্যবহার ভাল বাস, তাহাদের সহিত তোমরাও তদ্রূপ ব্যবহার কর।" মথি ৭। ১২।

২। ধর্ম্মপুস্তকানুযায়ি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পবিত্র ও ন্যায় এবং উত্তম * আছে। ঈশ্বর নিজে ন্যায়কারী প্রযুক্ত মনুষ্যেরা যে ন্যায্য ও ধর্ম্মাচরণ করে ইহা তিনি † চান; এবং যাহাদের এই সকল গুণের অভাব আছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে ঈশ্বরের শত্রু ও তাঁহার ঘৃণিত সর্ব্বদা কহা যায়। অন্যায়কারিরা

---

* ১৯ গী ৮,৯। ও রো ৭। ১২। † দ্বি ২৫। ১৩-১৬।

ধার্ম্মিকের ঘৃণাস্পদ, * তজ্জন্য তাহারা ন্যায়কারি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইতে † পারিবে না; কারণ যাহারা তাঁহার আজ্ঞার ব্যতিক্রম করে, তাহারা কখন দণ্ড এড়াইবে না। দেখ, কোন২ দূতগণ পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহারা অতলস্পর্শ কুণ্ডে অর্থাৎ নরকে পতিত হইয়াছে। তদ্রূপ আদম ও হবা পাপ করিয়া ঈশ্বরের অসন্তোষের পাত্র হইল। ঈশ্বর আদমকে বলিয়াছিলেন, যে দিনে তুমি ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবা, সেই দিনেই মরিবা; এবং তাহাই ঘটিল। ফলতঃ সেই সময়াবধি মৃত্যুর বীজ তাঁহাতে বুনা গেলে তিনি মৃত্যুর অধীন হইলেন; এবং তাঁহার বংশ সকল অদ্যাবধি সেই রূপ হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যগণ এ জগতে থাকিয়া স্ব২ কর্ম্মানুযারি সম্পূর্ণ ফল পায় না বটে; এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে বলে, ঈশ্বর যে মহাবিচার দিন নিরূপণ করিয়াছেন, সেই দিনে তিনি প্রত্যেকের কথা ও ক্রিয়া ও চিন্তা ধরিয়া বিচার করিবেন। সুতরাং যখন ন্যায়কারি ঈশ্বর বিচারাসনে বসিয়া ন্যায় বিচার করিবেন, তখন কোন মনুষ্য তাঁহার সা-

---

* হিব্রো ২৯। ২৭। † ১গী ৫।

ক্ষাতে আপনাকে নির্দ্দোষী জানাইতে পারিবে না; কারণ লেখা আছে, সকলেই পাপী; এবং ন্যায়ের পথ কেশহইতেও সূক্ষ্ম, সেই পথ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর কিঞ্চিন্মাত্র এ দিগে ওদিগে যাইবেন না, অর্থাৎ যে কেহ তাঁহার আজ্ঞা সকলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাও লঙ্ঘন করে, সে পরিত্রাণের সমস্ত অধিকার হারাইয়া অভিশপ্ত হইবে। যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞাপথে দৃঢ়রূপে পদার্পণ করে না, তাহাদের জন্যে ইহকালে মৃত্যু ও মরণান্তে নরকাগ্নি নিরূপিত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কররূপে ঈশ্বরের ন্যায্য ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে, অতএব হে অন্যায়কারিরা, তোমরা কম্পমান হও।

৩। যদ্যপি পরমেশ্বর ন্যায়স্বরূপ ও ধর্ম্মময় হন, তথাচ তাঁহার এমত ইচ্ছা নয় যে পাপি লোকেরা পাপরূপ বন্যাতে ডুবিয়া মরে; বরঞ্চ যাহাতে তাহারা অনন্ত ত্রাণ পায়, এমত এক উপায় তিনি স্থির করিয়াছেন। এই অদ্ভুত উপায়দ্বারা পাপের দণ্ড হইলেও পাপিরা পরিত্রাণ পাইতে পারে, এবং ঈশ্বরের ন্যায্য ও পবিত্রতা নিষ্কলঙ্ক থাকে। বিশেষতঃ; ঈশ্বরত্বে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বর ও

মনুষ্য এই দুইয়ের মধ্যস্থ হইলেন। তিনি মনুষ্যের পরিবর্ত্তে মনুষ্যলঙ্ঘিত ঈশ্বরের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পালন করিলেন। অধিকন্তু তিনি মনুষ্যকৃত পাপের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিলেন; ঐ দণ্ডের বোঝা এমত ভারি ছিল, যে তাঁহার ঘর্ম্ম রক্তের বড়২ ফোঁটার ন্যায় ভূমিতে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি এই কথা বলিয়া তিন বার প্রার্থনা করিলেন, "হে পিতঃ! যদি হইতে পারে, তবে এই বাটি আমাহইতে দূর হউক।" কিন্তু খ্রীষ্ট যদি ব্যবস্থার শাপরূপ দণ্ড ভোগ না করিতেন, তবে পাপিগণ ত্রাণ পাইত না, এবং ঈশ্বরের ন্যায্যও প্রকাশ হইত না, এ জন্যে তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। পরে খ্রীষ্ট যখন ক্রুশে টাঙ্গান গেলেন, তখন তাঁহার আত্মা পাপের বলিরূপে উৎসর্গ হইলে, ঐশ্বরিক ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইল; কেননা মনুষ্য যদ্রূপ শরীর ও মন ও আত্মাদ্বারা পাপ করিয়াছিল, তদ্রূপ খ্রীষ্টও ঐ সকল সংযুক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় যাতনা সহ্য করিলেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনাতে আমরা ঐশ্বরীয় ন্যায্যের মাহাত্ম্য দেখিতে পাই; যেহেতুক পিতা পরমেশ্বর ন্যায্য গুণ রক্ষা করণার্থে আপন প্রিয় পুত্রকে ত্যাগ করিলেন। এই রূপে ঈশ্বর যখন

খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের গুণে পাপিগণকে ক্ষমা করেন, তখন তিনি কেবল আপন ন্যায্য সাধন করেন, যেমন লেখা আছে, যথা;

"যদি আপনাদের পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বাস্য ও ন্যায়বান, এই জন্যে আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন; তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত তাবৎ পাপ-হইতে আমাদিগকে পরিষ্কৃত করে।" ১ যো ১। ৭,৯।

"অতএব যাহারা যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে পুণ্যবান গণিত করণেও এই প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ঈশ্বর যাথার্থিক থাকেন।" রো ৩। ২৬।

এ সকল প্রমাণ বিবেচনা করিলে বোধ হয়, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং যেরূপে ঐ ব্যবস্থার মহিমা রক্ষা করিয়াছেন; ও লোকেরা তাহার ব্যতিক্রম করিলে তিনি যেরূপ দণ্ড দেন, এ সকল দ্বারা যেমন তাঁহার ন্যায় গুণ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনি তৎকৃত মনুষ্যগণের ত্রাণোপায়েতেও হইয়াছে।

সুতরাং এই পর্য্যন্ত সমুদয় জগতের মধ্যে পরমেশ্বরের ন্যায্য সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় না, এবং ইহলোকে মনুষ্যগণ আপন২ কর্ম্মানুযায়ি শুভাশুভ ফল পায় না; কারণ মহাবিচার দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই। ধর্ম্মপুস্তকে বলে, সেই ভয়ানক

সময়ে ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিবেন; এবং ন্যায়ী বা অন্যায়ী, জ্ঞানী বা মূর্খ, পরমেশ্বর যাহাকে যাহা সমর্পণ করিয়াছেন, প্রত্যেকহইতে তাহার হিসাব লইবেন, পরে সকলে স্ব২ কর্ম্মানুযায়ি ফল পাইবে। তখন যদি কেহ কোন কর্ম্মের জন্যে পুরস্কার পায়, তবে তদ্রূপ কর্ম্মকারি আর২ লোকেরা তাহাতে বঞ্চিত হইবে না; ইহা মথির ২৫ অধ্যায়, এবং প্রকাশিতের ২০ অধ্যায় ইত্যাদি বাইবলের অন্যান্য স্থান পাঠ করিলে জানা যায়।

অতএব দেখ, খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্মে পরমেশ্বরের ন্যায় গুণ সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান হয়, তাহাতে আমরা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের চক্ষু রোধ না করি, তবে তাহার আলো অবশ্য দেখিতে পাইব।

---

৩ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের দয়ার বিষয়।

পরমেশ্বর দয়ালু। (৪ পৃষ্ঠে দেখ।)

পরমেশ্বরের দয়া গুণের বিষয়ে আমরা এখন খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পরীক্ষা করি। ইহা যদি প্রমাণদ্বারা

সাব্যস্ত না হয়, তবে তাঁহার ন্যায্য অতি তেজস্কর হইলেও আচ্ছন্ন হইবে।

১। যখন পরমেশ্বর মূসাকে দেখা দিলেন, তখন তিনি আপনার বিষয়ে ইহা প্রকাশ করিলেন, যথা;

"পরমেশ্বর, প্রভু পরমেশ্বর কৃপাবান ও অনুগ্রাহক, ও চিরসহিষ্ণু, এবং দয়াতে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ; এবং সহস্র সহস্র পুরুষের প্রতি দয়াকারী, এবং অধর্ম্মের ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ও পাপের ক্ষমাকারী।" যা ৩৪। ৬,৭।

দায়ূদের গীতে এরূপ অনেক কথা আছে, যথা;

"পরমেশ্বর কৃপাময় ও দয়ালু এবং ক্রোধে ধীর ও অনুগ্রহেতে মহান।" ১০৩ গী ৮।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থেও দেখ, যথা;

"তোমার ন্যায় কি আর কোন ঈশ্বর অপরাধ ক্ষমা করেন? ও আপন অধিকারের অবশিষ্ট লোকদের অধর্ম্ম মার্জ্জনা করেন, এবং দয়াতে আসক্ত হওয়াতে নিত্য ক্রোধ রাখেন না?" মী ৭। ১৮,১৯।

পুনশ্চ অন্তভাগেও লেখে, যথা;

"প্রভু প্রচুর দয়াবান ও কৃপাময়।" যাকু ৫। ১১।

ফলতঃ ঈশ্বর যেমন দয়ালু তদ্রূপ যীশু খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে হইতে বলেন, যথা;

"অতএব তোমাদের পিতা যেমন কৃপাবান, তোমরাও তদ্রূপ কৃপাবান হও।" লূ ৬। ৩৬।

এইরূপে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ঈশ্বরকে পুনঃ২ দয়াবান কহা যায়। অতএব তিনি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে দয়াগুণ প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা এখন বিবেচনা করি।

২। ধর্ম্মপুস্তকে জানায়, যে ঈশ্বর আদম ও হবাকে এদন নামক সুখোদ্যানহইতে বাহির করিলেন, ও ভূমিকে অভিশপ্ত করিলেন, ও আট জন ব্যতীত জগতের সমুদায় লোককে জলপ্লাবনদ্বারা নষ্ট করিলেন, ও ইস্রায়েল বংশের খড়্গদ্বারা কিনান দেশীয় লোকদিগকে তদ্রূপ বিনষ্ট করিলেন, এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়পাত্র ইস্রায়েল বংশীয়েরাও তাঁহার ক্রোধপাত্র হইয়া চতুর্দ্দিগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এ সকল স্মরণ করিয়া কেহ আপত্তি করিতে পারে, যথা; "এই কি দয়াবানের কর্ম্ম?" উত্তর, এস্থলে বিবেচনার প্রয়োজন আছে; কারণ এতদ্রূপ ঘটনা প্রথমে তাঁহার দয়া বর্জ্জিতের মত দেখাইলেও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে নিশ্চয় জানিতে পারিবে, যে এই সকল দয়াবানেরই কর্ম্ম বটে।

যখন আদম ও হবা পাপেতে পতিত হইলেন, তখন ঈশ্বর পবিত্র ও ন্যায়ী প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে

এদন বাগানহইতে বাহির করিলেন, ও ভূমিকেও অভিশাপ দিলেন। কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের কথা লেখা আছে, সেই স্থানেই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অসীম দয়াও লেখে, অর্থাৎ তিনি তাঁহাদিগকে পাপের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে না দিয়া পরম অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক জন মহা উদ্ধারকর্ত্তার অঙ্গীকার করিলেন, যাঁহাদ্বারা তাঁহারা সবংশে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন।

আমরা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা অবগত হইতেছি যে জলপ্লাবনের এক শত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর আপন দাস নোহদ্বারা আগামি ক্রোধের বিষয়ে তাবৎ লোককে এই সমাচার দিয়াছিলেন, তোমরা যদি অনুতাপ না কর তবে নাশ পাইবা। অতএব তাহারা যদি খেদ করিত, তবে নিঃসন্দেহে * নিনিবীয় লোকদের মত সকলেই রক্ষা পাইত। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের দয়ারূপ প্রতিজ্ঞা ও তাঁহার ভয় প্রদর্শন বাক্য উভয়কেই অবজ্ঞা করিয়া সম্বাদ ও সম্বাদ প্রচারক উভয়ের প্রতি অমনোযোগী হইয়া রহিল। এই রূপে তাহারা দয়াকে তুচ্ছ করিলে ন্যায্য ও পবিত্রতা তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

---

* যূনস ভাবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে দেখ।

কিনান দেশের লোকেরাও বিনষ্ট হইয়াছিল; ইহা সত্য; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঈশ্বরের বিচক্ষণ দাসগণ ইব্রাহীম, ইস্হাক, ও যাকুব তাহাদের নিকটে প্রেরিত হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভজনা ও তাঁহার বাক্য তাহাদের কাছে প্রদর্শিলেন। কিন্তু সে সকল নিরর্থক হইল। অতএব তাহাদের অধর্ম্মের পরিমাণ পূর্ণ হইলে তাহারা বিনষ্ট হইল।

যিহূদীয়েরাও পাপপ্রযুক্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অতুল্য কৃপা প্রকাশ করিয়া আপন বাক্য জানাইয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মজ্ঞানের ভাণ্ডারি স্বরূপ করিয়াছিলেন; তিনি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে তাহাদের নিকট * বারম্বার পাঠাইতেন, তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ তিনি নিজে যীশু খ্রীষ্টরূপে তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তথাচ তাহারা অবাধ্য হইয়া তাঁহার এই সকল অনুগ্রহ অবজ্ঞা করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা ও প্রেরিতগণকে হত করিল, এবং অবশেষে বিভবাধিকারি প্রভুকে ক্রুশে বধ করিল। ইহাতে পরমেশ্বরের পবিত্রতা ও ন্যায্যরূপ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তাহারা

---

* যিরি ৭। ২৫।

প্রায় ভস্ম হইল; এবং অবশিষ্ট সকলে ঈশ্বরের ক্রোধরূপ ঘূর্ণা বাতাসের দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

অতএব ধর্ম্মপুস্তকে পরমেশ্বরের দয়া প্রকাশিত হইয়াছে বটে; ফলতঃ তাহা সত্য দয়া, এপ্রযুক্ত ঈশ্বরীয় ন্যায়ের প্রতিরোধ না করিয়া তাহার মহিমা বাহুল্যরূপে প্রকাশ করে।

৩। ধর্ম্মপুস্তকানুসারে পাপি লোকদের ত্রাণার্থে যে উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে পরমেশ্বরের দয়া সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়। বরঞ্চ তাহার তেজঃ দূতগণেরও দৃষ্টিকে অবরোধ করে; এবং সাধু লোকেরা অনবরত তাহার প্রশংসা করে। সে উপায় এই, যথা; যখন মনুষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে পাপী হইল, তখন তাহার স্বসাধ্যে উদ্ধার পাইবার ভরসা কিছু মাত্র রহিল না; বরং ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ন্যায় প্রযুক্ত সে এতদ্রূপ ভয়ানক অবস্থাতে পড়িয়াছিল, যে মৃত্যু ব্যতীত তাহার উদ্ধারকর্ত্তা কোন দূত বা মনুষ্যকে দেখা গেল না, এবং নরকাগ্নি ব্যতীত আর কোন আশ্রয়ের স্থান ছিল না; এমন দুরবস্থার সময়েতেও স্বয়ং পরমেশ্বর যীশু খ্রীষ্ট

রূপে ঈশ্বর ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ হইলেন। ফলতঃ তিনি উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এক হস্তে ঈশ্বরের হস্ত ও অন্য হস্তে মনুষ্যের হস্ত ধরিয়া দুইকে একত্র মিলাইলেন। এই প্রকারে কৃপারূপ ভাণ্ডার খোলা গেলে পরিত্রাণের মহাপথ বিদিত হইল; তাহাতে ঈশ্বরের দয়া এমত তেজস্কররূপে কিরণ দিতে লাগিল, যে সূর্য্যের জ্যোতিঃ তাহার সম্মুখে অন্ধকারবৎ হইল। এ বিষয় সংক্ষেপে লেখা আছে, যথা;

"ঈশ্বর জগৎকে এমত প্রেম করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে দান করিলেন, যেন তাঁহাতে যে কেহ বিশ্বাস করে, সে নষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।" যো ৩। ১৬।

পরমেশ্বর এই দয়ার নিয়ম প্রথমে আদমের সহিত করিয়াছিলেন; পরে নোহ, ইব্রাহীম, ইস্‌হাক, যাকূব, মূসা, এবং দায়ূদের নিকটে তাহা সময়ানুক্রমে জানাইলেন। সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও তদ্বিষয়ক কথা বলিয়াছেন, ও তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। পাপিদের ত্রাণার্থে ঈশ্বরের যে রূপ দয়া ও প্রেম তাহা এই নিয়মে দেখা যায়। পিতার অনাদি পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জগৎকে এমত প্রেম

করিলেন, যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার উদ্ধার-কর্ত্তা হইলেন। তিনি মনুষ্যের দুরবস্থা দেখিয়া দয়াকৃষ্ট হইয়া তাহাদের কারণ মৃত্যু পর্য্যন্তও শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, যেন তদ্দ্বারা তাহারা পরিত্রাণ পায়, এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করাতে পুণ্যবান গণিত হয়। তিনি এই রূপে ত্রাণের কর্ম্ম সাধন করিয়া আপন আশ্রিত লোকদের মনে পবিত্র আত্মা প্রদান করিলেন। সেই আত্মা তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশিয়া ঈশ্বরদত্ত এই মহানুগ্রহ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি দেন। সত্য বটে, মনুষ্যগণ প্রায় তাঁহার পরামর্শ না শুনিয়া আপনাদের অন্তঃকরণ কঠিন করে; তথাচ যত দিন তাহাদের ত্রাণ পাইবার ভরসা থাকে, তত দিন পবিত্র আত্মা তাহাদিগকে ত্যাগ করেন না। এই রূপে পিতা পরমেশ্বর দয়া ও প্রেম প্রযুক্ত আপন প্রিয় পুত্রকে জগতের কারণ দান করিলেন; এবং পুত্র ঈশ্বর দয়া ও প্রেম প্রযুক্ত জগতের ত্রাণ সাধন করিলেন; আর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর তদ্রূপ প্রেম ও দয়াতে আকৃষ্ট হইয়া জগৎকে উজ্জ্বল করেন এবং মনুষ্যগণকে সত্য পথে লওয়ান; পরে যখন তাহারা স্বর্গে যাইবার যোগ্য

হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকটে অনন্ত সুখস্থানে উপস্থিত * করান।

অতএব পরমেশ্বরের দয়া ধর্ম্মপুস্তকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে; কিন্তু এবম্প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা তাঁহার ন্যায় ও পবিত্রতাতে কলঙ্ক কদাচ হইতে পারে না।

---

৪ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার বিষয়।

পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। (৪ পৃষ্ঠে দেখ।)

ধর্ম্মপুস্তকানুসারে পরমেশ্বরের দয়া সপ্রমাণ হওয়াতে এখন বিবেচ্য এই যে ঈশ্বর তদ্রূপ অন্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ কি না। এতদ্বিষয়ে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে কী লিখে?

১। গীত পুস্তকে দায়ূদ বলেন, যথা;

"হে পরমেশ্বর, তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জ্ঞাত আছ; এবং আমার উপবেশন ও উত্থান জানিতেছ, ও দূরে আমার মনের সংকল্প বুঝিতেছ; এবং

---

* ১ ক, ২। ১২-১৬। ও ১২। ৩। ও তীত ৩। ৪-৭। ও রো ৫। ৫। ও ১৫। ১৩, ১৬।

আমার পথ ও শয়নস্থান অবগত আছ, ও আমার সকল গতি ভালরূপে জানিতেছ। হে পরমেশ্বর, তুমি যাহা সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত নও, এমত কোন কথা আমার জিহ্বাগ্রে আইসে না। তুমি আমার অগ্রপশ্চাৎ বেষ্টন করিয়া আমার উপরে হস্তার্পণ করিতেছ। এই প্রকার জ্ঞান আমার নিকটে আশ্চর্য্য এবং উচ্চতা প্রযুক্ত আমার বোধের অগম্য হয়। আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? আমি যদি স্বর্গারোহণ করি, তবে সেখানেও তুমি; এবং যদি পরলোকে শয্যা পাতি, তবে সেখানেও তুমি; যদি অরুণের পক্ষ আশ্রয় করিয়া সমুদ্রের অতি দূরস্থ পারে গিয়া বাস করি, তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে গমন করাইবে, ও তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। যদি বলি, আমি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিব, তবে রাত্রিও আমার চতুর্দ্দিগে দীপ্তিময় হইবে। অন্ধকার তোমাহইতে গুপ্ত রাখে না, বরং রাত্রি দিনের ন্যায় দীপ্তিমান হয়, এবং অন্ধকার ও দীপ্তি দুই সমান হয়।" ১৩৯ গী ১—১২।

ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে লেখে যথা;

আমি পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন ২ আচরণানুসারে কর্ম্মের ফল দিবার জন্যে অন্তঃকরণের অনুসন্ধান ও মনের পরীক্ষা করি। যিরি ১৭। ১০।

অন্তভাগে এই কথা আছে, যথা;

"পরমেশ্বর অন্ধকারস্থিত গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিময়

করিবেন, এবং মনের গুপ্ত পরামর্শ সকল ব্যক্ত করি-
বেন।” ১ ক ৪। ৫।

২। অপর জলপ্লাবন হওনের ১২০ বৎসর পূর্ব্বে পরমেশ্বর নোহকে তাহার সম্বাদ * দিয়াছিলেন। পুনশ্চ তিনি ইব্রাহীমের সহিত এক নিয়ম স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আমি ৪০০ বৎসরের মধ্যে কিনান দেশ তোমার বংশকে দিব, তাহারা আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় † অগণ্য হইবে;” এ সমুদায় বিষয় যথোচিত সময়ে পূর্ণ হইয়াছে। পরে পরমেশ্বর মূসাদ্বারা ইস্রায়েলীয়দিগকে বলিলেন, “তোমরা যদি আজ্ঞাধীন হও, তবে আশিঃপ্রাপ্ত হইবা; নতুবা আমি তোমাদিগকে সকল জাতির মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিব।” আর মূসা ও অন্যান্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা পরমেশ্বর যিহূদীয় ও খ্রীষ্টিয়ান ও আর২ জাতীয় লোকের বিষয়ে ভাবি সমাচার জানাইয়াছেন, তন্মধ্যে কতকাংশ পূর্ণ হইয়াছে অথবা হইতেছে, এবং অবশিষ্ট কথা সকল ইহার পর উপযুক্ত সময়ে পূর্ণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর যখন মানব দেহ ধারণ করিলেন, তখনও

* আ ৬। ৩,১৩। † আ ১২। ১,৭। ও ২৬। ৩,৪। ও ২৮। ৩-১৫।

তাঁহার এই গুণ প্রত্যক্ষ ছিল। দেখ, তাঁহার বিষয়ে লিখিত আছে, যথা;

"তিনি সকলকে জানিতেন, এবং মনুষ্যের বিষয়ে কাহারও প্রমাণ অপেক্ষা করিতেন না; কেননা মনুষ্যের অন্তরে কী২ আছে তাহা তিনি জানিতেন।" যো ৩। ২৪, ২৫।

বিশেষতঃ, তিনি ঈষ্করিয়তীয় যিহূদা নামক আপন এক শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বে জানাইলেন; ও আপন মৃত্যুর সংবাদ দিয়া কহিলেন, যিহূদীয়েরা আমাকে ক্রুশে হত হইবার কারণ রোমীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবে, কিন্তু তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার উঠিব। তিনি আপন শিষ্যগণকে বলিলেন, তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত তাড়িত হইবা। তিনি আরও বলিলেন, যিরূশালম নগর ধ্বংস হইবে; আর মন্দিরের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপর থাকিবে না; ও মঙ্গল সমাচার যিরূশালম অবধি করিয়া সর্ব্ব জাতির নিকট প্রচারিত হইবে। এই সকল ভাবি বাক্য ইতিহাস পুস্তক ও জগতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যে ঈশ্বর খ্রীষ্ট রূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এই সকল বিষয় ইহার পরে আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করা যাইবে, তজ্জন্য এখন সংক্ষেপে বলি; এ

স্থলে কেবল এই কথা বক্তব্য, যে খ্রীষ্টের মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পরে যিরূশালম ও মন্দির ব্যাস্পেসিয়ানের পুত্র তীতের অধীনে রোমান সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল; তাহাতে ঐ মন্দিরের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপর থাকিল না, বরঞ্চ তাহার ভিত্তিমূল একেবারে সমভূমি হইয়া গেল। খ্রীষ্টের শিষ্যগণও ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাড়িত হইল, ও সুসমাচার প্রথমতঃ যিরূশালমে প্রচারিত হইলে পরে সমুদায় জগতে প্রকাশ পাইল, এবং অদ্যাবধি তদ্রূপ আছে। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত এ প্রকার ভাবি ঘটনা কে বলিতে পারে?

পবিত্র আত্মাও সর্ব্বজ্ঞ, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়; ইহার প্রমাণ, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাঁহারই প্রত্যাদেশদ্বারা ভাবি বাক্য সকল বলিয়াছিলেন, যেমন লিখিত আছে, যথা;

"কোন শাস্ত্রীয় ভবিষ্যদ্বাক্য বক্তার নিজ টীকার বিষয় নয় ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হও; কারণ ভবিষ্যদ্বাক্য মনুষ্যের ইচ্ছামতে কখন উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে।" ২ পি ১। ২০,২১।

এই সকল প্রমাণদ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করি, ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের প্রতি সর্ব্বজ্ঞতা গুণ নির্দ্ধারিত

হইয়াছে। ফলতঃ ধর্ম্মপুস্তকোক্ত ভবিষ্যদ্বাক্য বি-
বেচনা করণ সময়ে ইহা আরো সুস্পষ্ট হইবে।

৩। ধর্ম্মপুস্তকানুসারে ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী। ইহার আর কোন প্রমাণ না থাকিলেও ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, যে তিনি প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাবৎ মনুষ্যের অবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়া তাহাদের জন্যে উপযুক্ত আয়োজন করিয়াছেন; বিশেষতঃ তিনি মুক্তির এমন একটি পথ নিরূপণ করিয়াছেন, যাহা সকলেই ধরিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারে। ভাল, যদ্দ্বারা পরমেশ্বর পাপের দণ্ড দিয়াও পাপিগণকে ত্রাণ করেন, এমন অদ্ভুত পথ কী? যদি জগতের বিদ্বান ও অবিদ্বান, ধনী ও নির্ধনী, মহৎ ও ক্ষুদ্র তাবল্লোক পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-হইতে আসিয়া একত্র হয়, পরে স্বর্গারোহণ করিয়া অপরিমেয় বুদ্ধি এবং অকথ্য জ্ঞান বিশিষ্ট জ্যো-তির্ম্ময় দূতগণের সহিত পরামর্শ করে, এবং সকলে মিলিয়া যদি অগাধ চিন্তাসমুদ্রে ডুবে, কিম্বা অনু-মানরূপ পক্ষ ধারণ পূর্ব্বক উড়িতে২ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল প্রভৃতি তাবৎ সৃষ্টিকে বেষ্টন করে; এবং যদি পরমেশ্বরের ন্যায় ও দয়াদি গুণ বিবেচনা করিয়া ভাল ও মন্দ, ভ্রম ও সত্যতা, শত্রুতা ও প্রেম,

যথার্থ নিক্তিতে ওজন করে; এবং ঐশ্বরীক পবিত্র-তা, ও ন্যায্য ও সত্যতার সহিত মনুষ্যদের অপবি-ত্রতা, অধর্ম্ম, ও মিথ্যাত্ব তৌল করে; এই রূপে স্বর্গ মর্ত্ত্য নিবাসি সকল সাধ্য পর্য্যন্ত যদি এমত কোন উপায় চেষ্টা করে যাহাতে পাপের যথার্থ দণ্ড হইলেও পাপিগণ উদ্ধার পায়, তথাপি তাহারা কদাচ তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না; বরঞ্চ তা-হাদের সমস্ত পরিশ্রম ও চিন্তা নিতান্ত বৃথা হইবে। সুতরাং কেবল অদ্বিতীয় ও অনাদি পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা পরমেশ্বর আপন গৌরব বজায় রাখিয়া এমত পথ প্রকাশ করিতে পারেন, যাহাতে পাপের দণ্ড ও পাপির মুক্তি উভয়েই সিদ্ধ হয়। আর সেই মুক্তি পথ কেবল এক জাতির, বা এক দে-শের, কিম্বা এককালীন লোকদের নিমিত্তে নয়; কিন্তু জগতের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত আদমের সমুদায় বংশের নিমিত্তেই হইয়াছে। সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ এমত আ-শ্চর্য্য উপায় কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু কাহারও মনে যাহা না আইসে, তাহা তিনিই ধর্ম্ম-পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন; ইহা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নিশ্চায়ক লক্ষণ জানিবা।

৫ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সত্যতার বিষয়।

পরমেশ্বর সত্যময়। (৫ পৃষ্ঠে দেখ।)

১। ধর্ম্মপুস্তকে বার২ ঈশ্বরকে সত্যময় কহে, যথা:

"তোমার অনুগ্রহ আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চ, ও তোমার সত্যতা মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে।" ৫৭ গী ১০।

"যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম ও প্রমাণবাক্য প্রতিপালন করে, তাহাদের জন্যে তাঁহার তাবৎ পথ অনুগ্রহের ও সত্যতার পথ।" ২৫ গী ১০।

"তোমার যে ধর্ম্ম সে নিত্য ধর্ম্ম, ও তোমার শাস্ত্রই সত্য।" ১১৯ গী ১৪২।

"হে পরমেশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, ও তোমার নামের প্রশংসা করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছ, এবং দীর্ঘকালাবধি কৃত তোমার মন্ত্রণা সত্য ও যথার্থ।" যিশ ২৫। ১।

"হে সর্ব্বশক্তিমান প্রভো পরমেশ্বর, তোমার ক্রিয়া সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য; হে পবিত্র লোকদের রাজন, তোমার মার্গ সকল ন্যায্য ও যথার্থ।" প্রকা ১৫। ৩।

পুনশ্চ, মিথ্যা কথা কহা সমুদায় ধর্ম্মপুস্তকে দৃঢ়রূপে নিষেধ আছে, এবং মিথ্যাবাদিগণকে ভয় দর্শাইয়া বলে, এমত লোকেরা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না। যথা;

"কুক্কুরবৎ ও মায়াবী ও বেশ্যাগামী ও নরহত্যাকারী ও দেবপূজক এবং মিথ্যাকে প্রেমকারী ও মিথ্যাকৃৎ প্রত্যেক জন বাহিরে থাকিবে।" প্রকা ২২। ১৫।

২। মূসার সময়াবধি যোহনের সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-পুস্তকের সমুদয় অংশ ১৬০০ বৎসরের মধ্যে ক্রমে২ লেখা গিয়াছিল, কিন্তু এত কাল লাগিলেও তথাচ যথার্থরূপে বিবেচনা করিলে তাহার সকল সূত্রের মধ্যে কোন বৈপরীত্য পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপুস্তকানুসারে সমস্ত মনুষ্যের কারণ ত্রাণের কেবল একই পথ নিরূপিত হইয়াছে। ফলতঃ আদমের সময়াবধি মূসার সময় পর্য্যন্ত ঈশ্বরভক্ত লোকেরা আগামি ত্রাণকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস করিয়া বলি উৎসর্গ করিত; সেই বলি সকল তাঁহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল, এবং তাঁহার দ্বারাই ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্যও হইত। ঐ রীতি মূসার সময়েতেও ছিল; কেবল ইস্রায়েলীয়েরা অন্যান্য জাতিহইতে পৃথক থাকিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ২ খাদ্য এবং উৎসবাদির কতকগুলীন রীতি ও ব্যবহার তাহার সহিত সংযোগ হইল। কিন্তু বলিদ্বারা যে উপায় পূর্ব্বাবধি নিরূপিত হইয়াছিল, তাহাই স্থির থাকিল; আর মূসা এবং তাঁহার পরে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও লোক-

দিগকে বুঝাইয়া দিতেন, যে কেবল মসীহের অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমন পর্য্যন্ত ঐ সকল নৈমিত্তিক রীতি ও বাহ্য ধর্ম্মক্রিয়া থাকিবে। আর উক্ত অনিত্য রীতি ব্যবহারের হেতু এই, যেন যিহূদীয়েরা তাহা পালন করাতে পৃথক জাতি হইয়া পরমেশ্বরের বাক্যের ভাণ্ডার স্বরূপ হয়, আর তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলে যেন তাঁহার অবতীর্ণ হওনের সত্যতা দৃঢ়রূপে সাব্যস্ত হইতে পারে। কারণ যদি সমুদয় জগতের লোকেরা দেবপূজাতে মগ্ন হইত, ও তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতে কোন জাতীয় লোক পূর্ব্বেতে ঐশ্বরিক আদেশদ্বারা প্রস্তুত না থাকিত, তবে তাহা কখন হইত না। পরন্তু যখন এই সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল, তখন ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণানুসারে যিহূদীয় ও অন্যদেশীয়দের প্রভেদকারি প্রাচীর ভগ্ন হইল; অর্থাৎ ঐ সকল বাহ্যিক রীত্যাদির কারণ সিদ্ধ হওয়াতে সকলে নিষ্ফল হইলে তাহা আর রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল না; তাহাতে ঐ সময়াবধি যিহূদীয় ও অন্য দেশীয় তাবৎ লোকেই সমান রূপে ত্রাণের অধিকারী হইতে লাগিল। ইহার প্রমাণার্থে বাইবেলের পশ্চাল্লিখিত স্থান সকল বাহির করিয়া দেখ, যথা; দ্বিতীয় বিবরণ ১৮।১৫—১৯।

প্রেরিত ৩।২২—২৪। যিরিমিয় ৩১।৩১—৩৪। এবং ইব্রীয়দের প্রতি পত্র ইত্যাদি। সুতরাং ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ ও অন্তভাগের মুখ্য ইতিহাস ও শিক্ষা সকল সাবধানরূপে বিবেচনা করিলে অপক্ষপাতি প্রত্যেক লোক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিবে।

৩। আদমাবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা যে সকল নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করিয়াছিল, বিশেষতঃ যে২ রীতি যিহূদীয়দের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, ঐ সকল কেবল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত ও প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিল। ফলতঃ খ্রীষ্ট নিজেই আদি বলিস্বরূপ ছিলেন; এবং পরমেশ্বর তাঁহার ভাবি প্রায়শ্চিত্তের অনুরোধে খেদিত ও বিশ্বাসকারি পাপিগণ এবং নিদর্শনরূপ তাহাদের নৈবেদ্য সকলকে গ্রাহ্য করিতেন। এ বিষয়ে ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের মধ্যে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। অতএব যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবদেহ ধারণ করিয়া আপনাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন, তখন উক্ত রীতি ও বাহ্য ক্রিয়া সকল অন্যথা না হইয়া পূর্ণ হইল; তাহাতে যেমন নদী সকল সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, ও নক্ষত্রগণের আলো সূর্য্যের জ্যোতিতে লোপ পায়, তেমনি তেজস্কর ধর্ম্মরূপ সূর্য্য

উদয় হওয়াতে ঐ সকল দৃষ্টান্তসূচক রীত্যাদি লোপ পাইল। এ বিষয়ে খ্রীষ্ট আপনি বলিয়াছেন, যথা;

"আমি যে ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি এমন বোধ করিও না; তাহা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশের ও পৃথিবীর ধ্বংস না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক মাত্র কি বিন্দুর লোপ হইবে না।" মথি ৫। ১৭,১৮।

অতএব ঐ সকল নৈবেদ্যাদির অভিপ্রায় সম্পূর্ণ হইলে তাহা আর রাখাতে কী লভ্য? বরঞ্চ সে সকল রাখিলে তন্নিদর্শিত প্রকৃত বলি অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করা হইত। দেখ, যখন খ্রীষ্ট পর্ব্বতের উপরে মূর্ত্ত্যন্তর হওয়াতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর হইল, তখন পঞ্চ পুস্তকের লেখক মূসা, এবং এলিয়, যিনি মূসার সময়াবধি করিয়া খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, ইহাঁরা উভয়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং স্বর্গহইতে এই বাণী শুনা গেল, যথা;

"ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমার পরম সন্তোষ, ইহাঁর কথায় তোমরা মনোযোগ কর।" মথি ১৭।৫।

এতদ্ভিন্ন সমুদায় ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যে২ স্থানে পাপক্ষমার ও ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হইবার কথা আছে, সেই সকল স্থানে এই মঙ্গলসমাচার প্রকাশ পায়, অথবা তাহাদের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে অনায়াসে জানা যায় যে খ্রীষ্টের বলিদানেই ত্রাণ হয়। যথা, ঈশ্বর যখন আদমের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে "স্ত্রীর * বংশ সর্পের মস্তককে মর্দ্দন করিবে," তিনি তৎকালেই সুসমাচার প্রকাশ করিলেন। পুনশ্চ, তিনি যখন ইব্রাহীমকে বলিলেন, "তোমার বংশেতে † পৃথিবীর সমস্ত লোক আশীঃ প্রাপ্ত হইবে," তখন তিনি মঙ্গলসমাচার প্রচার করিলেন। তদ্রূপে বনবাসি ইস্রায়েলীয়দের নিকটে ‡ সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল। মূসার পঞ্চপুস্তক, ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ, ও দায়ূদের গীতের স্থানে২ এই রূপ কথা লেখে; এবং অন্তভাগে লিখিত আছে, "খ্রীষ্টের নিকটে ‖ আমাদিগকে আনিতে ঐ ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাগুরু আছেন।"

আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার তাৎপর্য্য এই, যে ধর্ম্মপুস্তকানুসারে মনুষ্য যখন নিষ্পাপী ছিল, তখন

* আ ৩। ১৫। † আ ২২। ১৮। ‡ ইব্রী ৪। ২। ‖ গাল ৩। ২৪।

সে আপন ক্রিয়াদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারিত; কিন্তু যে অবধি পাঁপী হইল, সেই অবধি কেবল যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসদ্বারা তাহার পরিত্রাণ নিরূপণ হইয়াছে। এখন তাবৎ মনুষ্যই পাপী প্রযুক্ত তাহাদের নিজ ক্রিয়ার পথ নরকে লইয়া যায়, কিন্তু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের যে পথ তাহা অনন্ত জীবনে পহুঁছায়। এই দুই পথের বর্ণনা ধর্ম্মপুস্তকের স্থানে২ লেখা আছে। যে ব্যক্তি মানসিক চক্ষুর প্রসন্নতা পাইয়া আপন ক্রিয়া সকল অধম জানিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছে; এবং আদিপুস্তকাবধি প্রকাশিত পর্য্যন্ত সমুদায় ধর্ম্মপুস্তকে অন্বেষণ করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক সেই পথ গ্রহণ করিয়াছে, পরে খ্রীষ্টের ন্যায় পবিত্র হইয়া তাঁহার গুণে অনন্তকালস্থায়ি সুখ পাইবার ভরসা রাখে,সেই ব্যক্তি পরম ধন্য।

ফলতঃ ধর্ম্মপুস্তকানুসারে সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশীয় লোকদের জন্যে ত্রাণের কেবল একটি পথ আছে, এবং জগতের শেষ পর্য্যন্ত একটিই থাকিবে; অর্থাৎ মনুষ্যেরা আপন২ ক্রিয়াদ্বারা ত্রাণ না পাইয়া যীশু খ্রীষ্টের ক্রিয়া ও বলিদ্বারা পাইতে পারিবে; তাঁহার গুণে বিশ্বাসকারিদের পাপক্ষমা হওয়াতে তাহারা ধার্ম্মিকরূপে গণিত হয়, ও পবিত্রীকৃত হইয়া

স্বর্গেতে চিরকালস্থায়ি বাসস্থান পায়। অতএব খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মপুস্তককে এক বৃহৎ অট্টালিকার সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, যথা: মূসালিখিত পঞ্চপুস্তক তাহার ভিত্তিমূল; ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ ও দায়ূদের গীত তাহার নীচুকার কুঠরী হয়; এবং অন্ত-ভাগ তাহার উপরের তালা, এই রূপে গাঁথনি সকল সমাপ্ত ও সুসজ্জীভূত হয়। সুতরাং যদি তাহার একটি ইষ্টক খুলিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ যদি ধর্ম্মপুস্তকহইতে এক পত্র বা এক পদ বাহির করা যায়; তবে সমুদায় কলঙ্কিত হইবে; কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে খ্রীষ্টিয়ানেরা সমুদায় পুস্তককে রক্ষা করিয়া এক ভাগকে যেমন মান্য করে, তদ্রূপ অন্যান্য ভাগকেও করে।

পুনশ্চ বাইবলের ভিন্ন২ পুস্তকের এক স্থানের কথা অন্য সকল স্থানের কথার সহিত ঐক্য রাখে, তাহা কেবল নয়, কিন্তু জগতের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনার বিরুদ্ধ বা সত্য বিদ্যার অনুমানাসিদ্ধ কোন কথা তাহাতে লেখা নাই। যথা, সূর্য্য যে পঙ্কিল স্থানে অস্ত হয়, অথবা দুগ্ধ ও মধু ও মদিরা ইত্যাদির সমুদ্র আছে, কিম্বা লক্ষ ক্রোশ উচ্চ পর্ব্বত আছে, এমন কোন কথা তাহাতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এরূপ মিথ্যা গল্প একটিও নাই। তাহার কএক

স্থানে লেখা আছে বটে, যে সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করে, কিন্তু এ কথা মনুষ্যদের লৌকিক রীত্যনুসারে বুঝিতে হয়, বাস্তবিক তাহা না হইয়া পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিগে ঘুরে; ফলতঃ সূর্য্য যে ঘুরে ও পৃথিবী স্থির থাকে, ইহা চাক্ষুষ প্রমাণানুসারে বলা যায়; তাহাতে সাধারণ মনুষ্যগণ দূরে থাকুক বরঞ্চ অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকেরা সূর্য্যকে অচল জানিয়াও প্রায় বলিয়া থাকেন, যে সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত হয়; সুতরাং তাঁহারা যদি চলিত কথানুসারে না বলিতেন, তবে কেহ তাঁহাদের বাক্য বুঝিত না। তদ্রূপ পরমেশ্বর ধর্ম্মপুস্তকে মনুষ্যের রীত্যনুসারে মনুষ্যদের সহিত কথা কহিয়াছেন, কারণ তাহা না হইলে তাহারা কেমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিত? আর ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে, যে জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের ন্যায় বাইবল ঐহিক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্যে রচিত হয় নাই; বরং মনুষ্যদের পাপ দূরীকৃত হওয়াতে তাহারা যেন ইহকালে ও পরকালে পরম সুখী হইতে পারে, এই নিমিত্তে সে তাহাদিগকে ত্রাণের পথ জানায়।

পরমেশ্বরের সত্যতা গুণের বিষয়ে সমুদয় ধর্ম্ম-

পুস্তক পরীক্ষা করাতে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে, যদ্যপি তাহা রচনা করিতে ১৬০০ বৎসর গত হইয়াছিল, তথাচ তাহার মধ্যে এক কথা অন্য কথাকে খণ্ডন না করিয়া সকলেই পরস্পর ঐক্যতা রাখে; আর তন্মধ্যে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত ন্যায় ও দয়াবিশিষ্ট কেবল একটি ত্রাণের পথ প্রকাশ পায়, তাহাতে জগতের ইতিহাস ও প্রকৃত অবস্থার সহিত কোন অনৈক্য আর লৌকিক বিদ্যার বিরুদ্ধ কোন কথা নাই। অতএব খ্রীষ্টিয়ান্ ধর্ম্ম-দ্বারা পরমেশ্বরের সত্যতা স্পষ্টরূপে স্থাপন হইয়াছে, এবং তাঁহার স্বভাবের আরো একটি চিহ্ন ব্যাখ্যা করা গিয়াছে।

---

৬ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের সর্ব্বসামর্থ্যের বিষয়।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। (৫ পৃষ্ঠে দেখ।)

ইহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের ভূরি২ স্থানে লেখা আছে, যথা;

পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে দর্শন দিয়া কহিয়াছিলেন,

"আমি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর; আমার সাক্ষাতে ধর্ম্মাচরণ করিয়া সিদ্ধ হও।" আ ১৭। ১।

ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থে ও দায়ূদের গীতের অনেক স্থলে এই রূপ লেখা আছে; এবং অন্তভাগে খ্রীষ্ট আপনার বিষয়ে বলিয়াছেন, যথা;

"বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভু পরমেশ্বর কহিতেছেন, আমি ক ও ক্ষ, আমি আদি এবং অন্ত।" প্রকা ১।৮।

২। ধর্ম্মপুস্তকানুসারে পরমেশ্বর সকল বস্তুর সৃষ্টি ও রক্ষাকর্ত্তা; এই কারণ তাঁহাকে অবশ্য সর্ব্বশক্তিমান বলিতে হয়। ইহাতে কেহ আপত্তি করিয়া বলে, বাইবলানুসারে পাপ ও শয়তান ঈশ্বরের বিপরীত হয়, অতএব তিনি যদি সর্ব্ব-শক্তিমান হন তবে কেন তাহাদিগকে নষ্ট করেন না? উত্তর। এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লেখে; পর-মেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান প্রযুক্ত তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি পাপ ও পাপিগণ ও শয়তানকে এক মূহুর্ত্তের মধ্যে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু তিনি সকল বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণিকে আপন২ ইচ্ছানুসারে ভাল বা মন্দ করিবার ক্ষমতা দেন, এবং এমন এক দিন নিরূপণ করিয়াছেন, যাহাতে সকলের বিচার করিয়া প্রত্যেককে স্ব২ ক্রিয়ানুযায়ি প্রতি-ফল দিবেন। পরন্তু ঈশ্বর যদি মনুষ্যদিগকে ভাল

ও মন্দ করিবার ক্ষমতা না দিতেন, তবে তা-হারা কেমন করিয়া তাঁহার নিকটে দায়ী হইত? আর যদি মনুষ্যেরা তাঁহার নিকটে দায়ী না হয়, তবে তিনি তাহাদিগকে পালনীয় এক ধর্ম্ম কেন দি-য়াছেন, এবং ভাল মন্দ ক্রিয়াদির বিচার কর-ণার্থে মরণানন্তর এক দিন নিযুক্ত কেন করিয়া-ছেন? অতএব যে ধর্ম্মে মনুষ্যদের এই ক্ষমতা অস্বীকার করা যায়, সে আপনার মিথ্যাত্ব আ-পনি সপ্রমাণ করে। অপর পাপের সত্ত্বা বিষয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে কোন প্রকারে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ এই ধর্ম্ম সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, জগতে পাপ আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, তা-হাতে যদি খ্রীষ্টের নাম এই জগতের মধ্যে কখন না শুনা যাইত, তথাচ পাপ থাকিত। ফলতঃ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে পাপরূপ রোগের উৎপত্তি না দর্শাইয়া তাহার ঔষধ প্রকাশ করে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনুষ্য সকল তাহাহইতে উদ্ধার পাইতে পারে এমত একটি পথ দেখায়।

৩। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই; ঈশ্বর যখন মনুষ্যা-বতার হইলেন, তখন কি তিনি সর্ব্বশক্তিমান ছি-লেন? উত্তর। বোধ হয়, সে সময়ে তাঁহাতে

এই গুণ প্রকাশ হয় নাই; কারণ তিনি শ্রান্ত হইতেন, নিদ্রা যাইতেন, আহারাদিদ্বারা আপনাকে সবল করিতেন, আপন শত্রুকর্তৃক ধৃত হইয়া ক্রুশে টাঙ্গান গেলেন; অবশেষে তিনি মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন। এই সকল মনুষ্যেরই ক্রিয়া, সর্ব্বশক্তিমানের নয় ইহা সুস্পষ্ট আছে; আর ইহা ধর্ম্মপুস্তকানুসারে সমুদয় খ্রীষ্টিয়ানগণ স্বীকার করে। ফলতঃ তিনি কেবল ঈশ্বর নন, কিন্তু মনুষ্যও ছিলেন; আর ধর্ম্মপুস্তকের কোন স্থলে লিখিত নাই যে তাঁহার মনুষ্যত্ব সর্ব্বশক্তিমান ছিল, কেবল তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিষয়ে এমত প্রমাণ দেয়। তিনি মানব দেহ ধারণ করিয়া আর২ মনুষ্যগণের ন্যায় বাল্যকাল কাটাইয়া পরে যুবা হইলেন, এবং ভোজন ও পান করিতেন, ও শ্রম করিয়া ক্লান্ত হইতেন, ও বিশ্রাম ও প্রার্থনা করিতেন, ও দুঃখভোগ করিয়া শেষে মরিলেন; এক্ষণে সংক্ষেপে বলি, পাপ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তিনি অন্য মনুষ্যের মত ছিলেন। ১ তী ২।৫। ইব্রী ২।৬—১৮। ও ৪।১৫। আর যদি ঐ সকল লক্ষণ তাঁহাতে না থাকিত, তবে তিনি প্রকৃত মনুষ্য হইতেন না। সুতরাং তিনি যে অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিতে ঐ সকল

নিতান্ত আবশ্যক ছিল; কারণ যদি মনুষ্য না হই-
তেন, তবে কী রূপে মনুষ্যদের প্রতিভূ হইয়া তাহা-
দের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগ করিতেন। কিন্তু মনুষ্য
দেহ ধারণ করাতে তিনি দুঃখভোগ করিতে সক্ষম
হইলেন, এবং অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া
দারুণ ক্রুশের উপরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু
তিনি ঈশ্বররূপে কদাচ দুঃখভোগ করিতে পারি-
তেন না; কারণ ঈশ্বরত্বের কোন দুঃখ বা ক্লেশ
নাই। অতএব ধর্ম্মপুস্তকানুসারে যীশু খ্রীষ্ট প্রকৃত
ঈশ্বর ও প্রকৃত মনুষ্য হওয়াতে তিনি আপনার
ঈশ্বরত্বে নয় কিন্তু মনুষ্যত্বেই ঐ সকল দুঃখভোগ
করিলেন। মনুষ্যরূপে তাঁহার শক্তি সীমাযুক্ত ছিল,
কিন্তু ঈশ্বররূপে তিনি সর্ব্বশক্তিমান ছিলেন; তা-
হাতে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ যদ্রূপ পরমেশ্বরের সহায়তা-
দ্বারা আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তদ্রূপ নয়, বরং
আপন স্বাভাবিক ক্ষমতাতে তিনি অন্ধদিগকে চক্ষু
দিতেন, ও খঞ্জ ও নুলাদিগকে সুস্থ করিতেন, ও
বধিরগণকে শ্রবণশক্তি দিতেন, ও কুষ্ঠীদিগকে পরি-
ষ্কৃত করিতেন, ও ভূতগণকে ছাড়াইতেন, ও মৃতদি-
গকে উঠাইতেন, ও কএকটি রুটীদ্বারা সহস্র ২
লোককে পরিতৃপ্ত করিলেন, ও সমুদ্রের উপর

গমন করিলেন, এবং ঢেউ ও বাতাসকে আজ্ঞাদ্বারা বশে রাখিলেন। এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম তিনি আপন শক্তিতে আপনি করিতেন, তাহা কেবল নয়, কিন্তু তদ্রূপ শক্তি আপন শিষ্যগণকেও দিয়াছিলেন; মথি ১০ অ। লূক ৯। ১—৬। তাহাতে তাঁহারা তাঁহার নামদ্বারা অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া * করিতেন।

অতএব যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্বশক্তিমান বটেন; কারণ যিনি নিজে এতদ্রূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া অন্যদিগকেও সেই প্রকার শক্তি দিতে পারেন, তিনিই নিঃসন্দেহে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হন। ফলতঃ খ্রীষ্ট যে তাবৎ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা অন্তভাগে পুনঃ২ উক্ত হইয়াছে, যথা;

"তৎকর্ত্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল, এবং তাবৎ বস্তুর মধ্যে একটি বস্তুও তাঁহা ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই।" যো ১। ৩।

"সকলই তাঁহাতে সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য বা অদৃশ্য হউক, যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কিম্বা রাজকর্ত্তৃত্ব হউক, কিম্বা প্রভুত্ব হউক, কিম্বা পরাক্রম হউক, সকলই তাঁহাকর্ত্তৃক ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে।

---

* এই পরিচ্ছেদে যাহা লেখা গেল, তাহার প্রমাণ চারি মঙ্গলসমাচার ও প্রেরিতগণের বিবরণ সাবধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে পাওয়া যাইবে।

তিনি তাবৎ বস্তুর আদি এবং তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হয়।" কল ১। ১৬, ১৭।

অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের মধ্যে যদ্রূপ আর২ গুণ তদ্রূপ সর্ব্বসামর্থ্য গুণও আছে।

---

৭ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের একত্বের বিষয়।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়। (৫ পৃষ্ঠে দেখ।)

ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের একত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে কি না, তাহা এখন বিবেচনা করি।

১। ঈশ্বর যে একমাত্র, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে পুনঃ২ উক্ত হইয়াছে, যথা;

"হে ইস্রায়েল বংশ শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর। দ্বি ৬। ৪।

"আমি আদি ও অন্ত, আমা ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই।" যিশা ৪৪। ৬।

"আমিই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।" যিশা ৪৫। ৫।

"হে ইস্রায়েল বংশ শুন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম আজ্ঞা এই, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর।" মার্ক ১২। ২৯।

অন্যভাগে আরো লিখিত আছে, যথা;

"আমরা জানি, দেবতা জগতের মধ্যে কিছু নয়, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি। যদ্যপি অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে, অর্থাৎ আকাশস্থ কিম্বা পৃথিবীস্থ অনেক বস্তুকে যদ্যপি ঈশ্বর বলা যায়, তথাপি যাঁহা-হইতে তাবৎ বস্তুর ও যাঁহার নিমিত্তে আমাদের সৃষ্টি হইয়াছে, আমাদের সেই অদ্বিতীয় পিতা ঈশ্বর আ-ছেন।" ১ ক ৮। ৪—৬।

ধর্ম্মপুস্তকে ঐশ্বরীয় একত্বের বিষয়ে এই রূপ শিক্ষা দেয়। তদ্ভিন্ন যাহারা অনেক ঈশ্বর মানে, ধর্ম্মপুস্তক তাহাদিগকে সত্য ঈশ্বরের শত্রু ও অব-জ্ঞাকারিরূপে দোষি করে। সৃষ্টির মধ্যে সহস্র২ ও লক্ষ২ বস্তু আছে; ফলতঃ তাহারা যে২ পদার্থ তাহাদিগকে তাহাই জ্ঞান করিতে হইবে; যথা, সূর্য্যকে সূর্য্য, জলকে জল, পৃথিবীকে পৃথিবী, ও মনুষ্যকে মনুষ্য বলিতে হইবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিকে, বা সকলকে কখন ঈশ্বর বলা যাইবে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি এক, ও তাবৎ সৃষ্ট বস্তুহইতে পৃথক্।

২। বাইবল শাস্ত্রে আরো বলে এই এক ঈশ্ব-রেতে পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা, এই তিন ব্যক্তি আছেন। ইহাঁরা তিন ঈশ্বর নহেন, কিন্তু এক অবিভক্ত পরমেশ্বর। যেমন লিখিত আছে,

"পিতা ও বাক্য ও পবিত্র আত্মা, এই তিন স্বর্গেতে সাক্ষী আছেন, এবং এই তিন একই আছেন।" ১ যো ৫। ৭।

ফলতঃ ধর্ম্মপুস্তকে সুস্পষ্টরূপে জানায় যে পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা ইহাঁরা তিন ঈশ্বর নন, কিন্তু এক মাত্র। দেখ, খ্রীষ্ট আপনি কহিয়াছেন,

"যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল।" যো ১৪। ৯।

আর যদ্যপি ঈশ্বরত্ব বিষয়ে ঐ তিন এক আ-ছেন, তথাচ আত্মত্ব বিষয়ে পৃথক্ বটেন। দেখ, এক জন প্রেরক ও অন্য জন প্রেরিতরূপে কথিত আছেন, যথা:

"পিতা জগতের পরিত্রাণকারি আপন পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ১ যো ৪। ১৪।

পিতা এবং পবিত্র আত্মা মনুষ্যের কারণ প্রাণ দেন নাই, কিন্তু পুত্রই আপন প্রাণ দিয়া ত্রাণের কর্ম্ম সাধন করিলেন। পিতা ও পুত্রহইতে পবিত্র আত্মা নির্গত হইয়া * মনুষ্যদের মন উজ্জ্বল করেন, এবং ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে স্বর্গের পাত্র করেন।

৩। এ বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে

* যো ১৫। ২৬ ও ২০। ২২। গাল ৪। ৬।

পাপিষ্ঠ মনুষ্যদের ত্রাণ সাধনার্থে ঐশ্বরীয় একত্ব-ভাবে ত্রিত্বভাবও আবশ্যক, ইহা বোধ হইবে; কেননা তাহা না হইলে মনুষ্যদের পাপের কারণ কে দুঃখভোগ করিতেন, এবং কে বা প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিতেন? সে যাহা হউক, এই জগতের মধ্যে এমত অনেক লোক আছে, যাহারা আপনাদের পাপ ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এই মূল কথার আবশ্যকতা দেখে না, ও তাহার মিষ্ট ফল আস্বাদন করে না, এ জন্যে তাহা সত্য বা মিথ্যা ইহা ভাল পরীক্ষা না করিয়াও দৃঢ়রূপে অস্বীকার করত বলে, "এ কথা আমাদের বোধগম্য নয়, অতএব আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি না।" কিন্তু ধর্ম্ম-পুস্তকে অন্য সকল ঐশ্বরিক গুণানুসন্ধানে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, তাহাতে কেবল এই একটি গুণের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে যদি বুঝিতে না পারি, তবে তৎ-কারণে সমুদয় ধর্ম্মপুস্তককে অগ্রাহ্য করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। যে ব্যক্তি আত্মা দিয়া অনবরত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তাহার মনে এ বিষয়ে যে কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা অবশ্য দূরীকৃত হইবে, এবং এই শিক্ষারূপ আলো তাহার অন্তঃকরণ স্বরূপ দর্পণে ক্রমে২ অধিক উজ্জ্বল হইবে।

এই কথা অতি নিগূঢ় বলিতে হইবে; আর ইহা-তে আশ্চর্য্য নয়, কারণ ঈশ্বরত্ব ছাড়া সৃষ্টির অনেকানেক বিষয়ও মনুষ্যদের বোধাগম্য আছে; তথাচ তাহাদের সত্ত্বা সকলেই বিশ্বাস ও স্বীকার করে। অর্থাৎ, যদ্যপি আমরা জানিতেছি যে ইহা সত্য বটে, তথাপি কী প্রকারে আছে তাহা জানি না; কেননা আমাদের বুদ্ধি অল্প, তাহা কী প্রকারে অপার গুণসমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইবে? ইহার প্রমাণ ধর্ম্ম পুস্তকে লেখে, "দেখ, বায়ুর গতি ও গর্ব্ভবতীর উদরস্থ অস্থির বৃদ্ধি যেমন তোমার বোধের অগম্য; তদ্রূপ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কর্ম্মও তোমার বোধের অগম্য।" উপ ১১। ৫।

ইহাতো সৃষ্টির কথা আছে, যাহা চক্ষুদ্বারা দৃশ্য হয় আর বিষয় চিন্তাদ্বারা বিবেচনা করা যায়, তথাপিও তাহার সমুদয় ভেদ পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি সৃষ্ট বস্তুতে এমত কঠিন কথা হয়, তবে সৃষ্টিকর্ত্তাতে যে কঠিন কথা থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কী? আর ইহা ভিন্ন সংসারেতেও কত বস্তুতে তিনের একত্ব হওয়া প্রকাশ আছে; তাহাতে যদ্যপি আমরা নিশ্চয় বুঝিতেছি যে সে এমতি বটে, তথাপি তাহার হওনের রীতি বুঝিতে পারা যায়

না। যথা; শরীর ও প্রাণ এবং আত্মা এই তিন দ্বারা মনুষ্য নির্ম্মিত হইয়াছে; আর এই তিন বস্তু পৃথক্ ২; পরন্তু মনুষ্য এক মাত্র আছে। ফলতঃ ঐ তিনে কী প্রকারে এক হয়, ইহা কেহ কহিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কথাও তদ্রূপ আছে। পুনশ্চ, এক অগ্নি আর এক জ্যোতিঃ আর এক উষ্ণতা আছে, কিন্তু উষ্ণতা কিছু জ্যোতিঃ নহে, আর জ্যোতিঃ কিছু উষ্ণতা নহে, আর অগ্নি কিছু উষ্ণতার অগ্রে নহে, আর উষ্ণতা কিছু অগ্নির অগ্রে নাই; অধিকন্তু অগ্নি এই দুইহইতে পৃথক্ আছে, তথাপি ঐ তিন তিন অগ্নি নহে, বরং একই অগ্নি হয়। এবম্প্রকার দশ সহস্র দৃষ্টান্ত অনায়াসে উল্লেখ করা যায়, তদ্বিষয়ে শিশুও ঐ রূপ কথা প্রশ্ন করিতে পারে, কিন্তু তাহার উত্তর কোন মনুষ্য দিতে পারে না। অতএব এই তুচ্ছ জগতে যদি এমত ২ নিগূঢ় বিষয় থাকে, তবে কি মহান্ ঈশ্বরেতে মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য কোন কথা হইতে পারে না? দেখ,—বুদ্ধিমান অবধি মূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করে যে পরমেশ্বর অসীম অনাদি আর অনন্ত আছেন, এবং তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান দূতগণেরও বুদ্ধির অগম্য; তবে মনুষ্যেরা কী প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিবে?

ফলতঃ আমরা যে ঈশ্বরের ত্রিত্বভাব বুঝিতে পারি না তাহা কেবল নয়, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক গুণ বরং তাঁহার সত্ত্বার বিষয়ও আমাদের বোধের অগম্য। ঈশ্বর কী রূপে সর্ব্বব্যাপী, বল দেখি, ইহা কে বুঝাইয়া দিতে পারে? আমরা যে স্থানে বসিয়া লিখিতেছি, তিনি এই স্থানে অবশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাপিয়া আছেন, এবং তদ্রূপ নিকটস্থ অন্য ঘরেতেও আছেন; সেই প্রকারে জগতের আর২ স্থানে সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন; তথাচ তিনি এক ঈশ্বর মাত্র। অতএব যাঁহারা ঈশ্বরের ত্রিত্বভাব অস্বীকার করেন, তাঁহারা প্রথমে তাঁহার একত্ব বুঝাইয়া দিউন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার ত্রিত্বভাবকে বুঝাইয়া দিব। আমরা বিশ্বাস করি, যে এই রূপ শিক্ষা এবং আরও নানা নিগূঢ় বিষয় ধর্ম্মপুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, তজ্জন্যেই তাহা স্বীকার করি; যদি প্রকাশিত না হইত, তবে আপনাদের বুদ্ধিদ্বারা তাহা কখন নির্ণয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু ত্রিত্ব ভাব ঈশ্বরকর্তৃক প্রকাশিত হইলে আমরা বোধ করি, যে এ নিগূঢ় কথার অনেক কারণ দেখা যায়; বিশেষতঃ, মনুষ্যগণের ত্রাণের বিষয় তাহাহইতে

অনেক ফল লব্ধ হইতে পারে। কিন্তু ঐ শি-ক্ষাতে বিশ্বাস করণের মূল কারণ এই যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে; কেননা যে কেহ দৈব প্রকা-শিতবাক্যে বিশ্বাস করে, এবং ঈশ্বর ও সৃষ্টির সত্ত্বা ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক নিগূঢ় বিষয় স্বীকার করে, সে ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের ত্রিত্বভাবকে বোধা-গম্য বলিয়া অস্বীকার করে, তবে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত কর্ম্ম। অতএব আপত্তিকারকের উচিত এই, হউক, ধর্ম্মপুস্তকেতে ঐ শিক্ষা নাই ইহার প্রমাণ দেন, নতুবা এ শাস্ত্র যে ঈশ্বরের প্রকাশিত নয়, ইহার প্রমাণ দেন; তাহা দিতে পারিলে তিনি ত্রিত্বভাবের শিক্ষা যুক্তিসিদ্ধরূপে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন; কিন্তু এ কথা বোধের অগম্য বলিয়া যে ব্যক্তি তাহা অবিশ্বাস করে, সে কেবল আ-পনার মূর্খতা প্রকাশ করে।

৪। যদ্যপি ঈশ্বরের একত্বে তাঁহার ত্রিত্বভাবের শিক্ষা দেওয়া যায়, তথাচ কেবল একই অনাদি ও স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর বটেন, ইহা জ্ঞাপনার্থে তাঁহা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও সেবা করণেতে যে পাপ হয়, তাহাকে ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে আর সকল পাপ অপেক্ষা অধিক ভর্ৎসনা করা যায়। দেখ,

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার সর্ব্বাগ্রে এই পাপ নিষিদ্ধ আছে; এবং আর২ স্থলে তাহা সমুদয় প্রাণির একাধিপতি পরমেশ্বরের বিপরীতে রাজদ্রোহরূপে দূষিত হইয়াছে। ফলতঃ যুক্তিদ্বারাতেও এই পাপ অতি গুরুতর বোধ হয়।

ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের একত্ব সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে বটে; আর যথার্থ বিবেচনা করিলে তৎ-প্রকাশিত ত্রিত্বভাবের শিক্ষা তাঁহার একত্বভাবের শিক্ষাকে খণ্ডন করে না; বরঞ্চ তাহাতে বিশেষ-রূপে পাপির ত্রাণরূপ মহাকর্ম্ম ও পরমেশ্বরের তাবৎ গুণের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।*

---

* পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে২ আগস্তিনের বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত উপাখ্যান আমাদের স্মরণ হইল। তিনি খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর এক প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এক দিবস তিনি ঈশ্বরের ত্রিত্ব বিষয়ে গম্ভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, যে কী রূপে পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বর হইতে পারেন। ফলতঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন না, যে ইহা না হইলে কী রূপে পাপিগণ ত্রাণ পাইত; তথাচ যুক্তি সিদ্ধ রূপে তাহা ঐশ্বরিক একত্বের সহিত সম্মিলন করিতে তিনি অতি ব্যগ্র ছিলেন। এই বিষয় চিন্তা করিতে২ তিনি সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে লাগিলেন। ইত্তোমধ্যে তিনি একটি ছোট সুন্দর বালককে দেখিতে পাইলেন, সে বালির মধ্যে এক গর্ত্ত খনন করিয়া একটি ডিম্বের খোলে বহু শ্রমপূর্ব্বক সমুদ্রহইতে জল আনিয়া ঐ গর্ত্তে ঢালিতেছিল। আগস্তিন্ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কী করিতেছ? সে উত্তর দিল, সমুদ্রের সমস্ত জল এই গর্ত্তের মধ্যে আনিতে মনস্থ করিয়াছি। আগস্তিন্ ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,

৮ অধ্যায়।

পরমেশ্বরের বিকার রাহিত্যের বিষয়।

পরমেশ্বর নির্ব্বিকার (৫ পৃষ্ঠে দেখ।)

এখন বাইবল শাস্ত্রে প্রকাশিত ঈশ্বরের গুণানুসন্ধানে কেবল এই একটি গুণ তত্ত্ব করিতে বাকি আছে।

১। এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তক লেখে, যথা;

"হে পরমেশ্বর, তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং আকাশমণ্ডল তোমার হস্তকৃত। উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইবে, এবং তুমি বস্ত্রের ন্যায় খুলিলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তুমি নিত্য, তোমার বৎসরের ক্ষয় কদাচ হইবে না।" ১০২ গ ২৫—২৭।

পুনশ্চ, ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থে লেখা আছে, যথা;

"আমিই যিহোবা (অর্থাৎ পরমেশ্বর); আমার স্বভাবান্তর হয় না।" মালাখী ৩। ৬।

হে অজ্ঞান বালক! তোমার কি বুদ্ধি নাই? তোমার চেষ্টাতে করিয়া সমুদ্রের সকল জল এই ছোট গর্ত্তে ধরিবে, ইহা কি হইতে পারে? তখন ঐ বালক আগস্তিনের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া বলিল, আমি কি তুমি, এ দুই জনের মধ্যে কে অধিক নির্ব্বোধ? আমি ডিম্বের খোলে করিয়া সীমাযুক্ত সিন্ধুর জল এই গর্ত্তের মধ্যে আনিতে চাহিয়াছি; কিন্তু তুমি চিন্তাদ্বারা আপনার ক্ষুদ্র মস্তকের খুলির ভিতর অনাদি ও অসীম পরমেশ্বরকে আনিতে চেষ্টা করিতেছ। ইহা বলিয়া সে অন্তর্ধ্যান হইলে আগস্তিন্ সেই সময়াবধি এমত নিষ্ফল ধ্যান ত্যাগ করিলেন।

২। ঈশ্বর কি ধর্ম্মপুস্তকানুসারে আপন বাক্য ও ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে জানাইয়াছেন? যাঁহার স্বভাব, গুণ, ইচ্ছা, অভিপ্রায় এবং বিচার সর্ব্বদা অটল থাকে, তাঁহাকে সমভাব বলা যায়। ধর্ম্মপুস্তকে বলে, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন; আর তাঁহাকে সকল প্রাণির রক্ষা ও প্রতিপালনকর্ত্তা ও মনুষ্যদের ত্রাণকর্ত্তা রূপে প্রকাশ করে। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন না; আর প্রাণী সকলের জন্মাগ্রে তিনি রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন না; এবং যখন ত্রাণপাত্র কেহ ছিল না, তখন তিনি ত্রাণকর্ত্তাও ছিলেন না; তথাচ কেহ এমন কথা বলিতে পারে না, যে তৎপ্রযুক্ত পরমেশ্বর পরিবর্ত্ত অথবা স্বভাবান্তর হইয়াছেন। তদ্রূপে ঈশ্বর অবতার হওয়াতে তাঁহার ঐশ্বরীয় গুণ কিছুতেই পরিবর্ত্ত হয় নাই। তখন তাঁহার ঈশ্বরত্ব যে মনুষ্যত্ব হইল, কিম্বা তাঁহার মনুষ্যত্ব যে ঈশ্বরত্ব হইল, ইহা বাইবলের কোন স্থলে লেখা নাই; সুতরাং তাঁহার ভোজন, পান, নিদ্রা, দুঃখভোগ ও মৃত্যু সহ্য ইত্যাদি করা, এই সকল তাঁহার মনুষ্যত্বেই বর্ত্তে, ঈশ্বরত্বে নয়। ফলতঃ তাঁহার মনুষ্যত্ব ঈশ্বরত্বের

সহিত এমনি সংযুক্ত হইয়াছিল, যে উভয়কে এক ব্যক্তি বলা গেল। সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁহার মনুষ্যত্ব পরিবর্ত্ত হইত, কিন্তু ঈশ্বরত্ব অপরিবর্ত্তনীয় ছিল, তাহাতে যেমন অবতার হওনের পূর্ব্বে তদ্রূপ পরেও তাঁহার ঐশ্বরীয় সম্পূর্ণতা ছিল; কেবল তাঁহার পবিত্রতা, ও ন্যায় ও দয়া ও প্রেম আরো আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইল। বাস্তব ঈশ্বর একই রহিলেন; কিন্তু তিনি জগজ্জনের সহিত এক নূতন সম্বন্ধের নিয়ম করিলেন, অর্থাৎ মনুষ্যদের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা তাহা কেবল নয়, বরং মুক্তিদাতাও হইলেন।

পরমেশ্বর যে মানব দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই নিগূঢ় কথা যদি তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহা বোধগম্য না হইলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বর কোন এক বিশেষ স্থানে বিরাজমান আছেন, ইহা যদি স্বীকার করি, তবে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি আপনাকে মানব দেহে প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা কেন না স্বীকার করিব? বিশেষতঃ যাহারা স্বীকার করে যে পরমেশ্বর ব্যবস্থা দেওন কালে সীনয় পর্ব্বতে আবির্ভাব হইয়া মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া-

ছিলেন, তাহারা ঈশ্বরের অবতার হওনের কথা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কখন অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং এই কথা এবং আর২ সকল নিগূঢ় বিষয় মনুষ্যদের বোধাগম্য হইলেও উপযুক্ত প্রমাণদ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে। পরমেশ্বরের কএকটি অদেয় গুণ আছে, এবং তিনি অদৃশ্য, ইহা সকলেই জানে। সুতরাং তিনি নরদেহেতে আপনাকে প্রকাশ করিবেন কি না, ইহা যুক্তিদ্বারা নির্দ্ধার্য্য করিতে না পারিয়াও আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি যদিও আপনাকে প্রকাশ করেন, তবে স্বীয় গুণ কখন ত্যাগ করিবেন না। ফলতঃ ঈশ্বরের তাবৎ গুণ যীশু খ্রীষ্টেতে বর্ত্তমান আছে, ইহা সাব্যস্ত হইল; অতএব যে সকল শাস্ত্রীয় এবং যুক্তিসিদ্ধ কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন যদিও আর কোন নিদর্শন না থাকিত তবে তদ্দ্বারাই তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণীকৃত হইত।

ধর্ম্মপুস্তকে আরো লেখা আছে যে ঈশ্বর কখন২ খেদ করেন; ও সন্তুষ্ট থাকেন, ইত্যাদি। এই সকল কথাতে কি তাঁহার স্বভাবান্তর বুঝায় না? প্রথমতঃ তাহা এমত দেখায় বটে; কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে ঈশ্বরের

যথার্থ বিকৃতি কদাচ হয় না, ইহা প্রত্যেক সরল-মনা ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। বাস্তব যেমন মনুষ্যেরা শিশুদের সহিত কথা কহে, তেমনি পরমেশ্বর লৌকিক রীত্যনুসারে মনুষ্যদের সহিত ধর্ম্ম পুস্তকে কথা কহিয়াছেন; তাহা না হইলে আমরা কেমন করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতাম? সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর দুঃখভোগ করেন না, এবং তাঁহার আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া অসাধ্য। অতএব ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার খেদের বিষয়ে যে কথা লিখিয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই; যাদৃশ মনুষ্যগণ কোন কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহা মন্দ জানিয়া অনুতাপ পূর্ব্বক অন্যরূপ করিতে মানস করে; তেমনি পরমেশ্বর তৎকালীন মনুষ্যগণের পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করণার্থে কহিয়াছিলেন, "ইহাদের সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে।" (আ ৬।৭।) সুতরাং তিনি যাহা করেন তাহার জন্যে যে কখন দুঃখিত হন, এ অসম্ভব কথা; অথচ তিনি মনুষ্যদের নিকট হইতে যাহা অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগ্নাশ হন, তাহাও সম্ভবে না, কেননা শেষে যাহা হইবে তাহা তিনি প্রথমাবধি বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু মনুষ্য-

গণের পাপ ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার পবিত্র স্বভাবের বিপরীত হয়, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের প্রতি তিনি অন্য প্রকার ব্যবহার করিবেন; আপনার এই মানস প্রকাশার্থে ঈশ্বর দুঃখিত ও অনুতাপকারি মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়াছেন এবং কর্ম্মও করিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ দেখ, মনুষ্যেরা কখন ভালহইতে মন্দের ও কখন বা মন্দহইতে ভালর প্রতি বিকৃত হয়; তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, পরমেশ্বরও তাহাদের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করেন; যেমন নিনিবীয়দের বিষয়ে কথিত আছে, যথা;

"যখন তাহারা আপন২ কুপথ ত্যাগ করিল, তখন ঈশ্বর তাহাদের এমত ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের প্রতি যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া তাহা করিলেন না।" যূনস ৩। ১০।

ধর্ম্মপুস্তকে আরো এই শিক্ষা দেয়, যে ঈশ্বরের যত তর্জ্জন ও প্রতিজ্ঞা প্রায় সকলই নিয়মযুক্ত আছে। ইহার প্রমাণ, পরমেশ্বর কহিতেছেন, যথা;

"একবার আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলের ও উৎপাটনের ও বিনাশের কথা কহি, তাহাতে আমি যে দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে কথা কহি, তাহাহইতে যদি সেই জাতি পরাবৃত্ত হয়, তবে তাহার প্রতি

যে বিপদ ঘটাইতে আমার মনস্থ ছিল তাহাহইতে আমি ক্ষান্ত হই। আর একবার আমি কোন জাতির কিম্বা কোন রাজ্যের বিষয়ে গাঁথনের ও পত্তনের কথা কহি, কিন্তু তাহারা যদি আমার কথা না শুনিয়া আমার সাক্ষাতে কুক্রিয়া করে, তবে তাহাদের যে মঙ্গল করিতে আমার মনস্থ ছিল, তাহাহইতে আমি ক্ষান্ত হই।” যিরি ১৮। ৭-১০।

পুনশ্চ ঈশ্বর কহেন, যথা ;

“তুমি অবশ্য বাঁচিবা, আমি ধার্ম্মিককে এই কথা কহিলে সে যদি আপন ধর্ম্মের উপরে নির্ভর দিয়া অধর্ম্ম করে, তবে তাহার কোন ধর্ম্ম স্মরণে থাকিবে না, কিন্তু সে আপন কৃত অধর্ম্মদ্বারা মরিবে।” যিহি ৩৩। ১৩।

উক্ত কথাতে জানা যায় যে ঈশ্বর আপনি বিকৃত না হইয়াও মনুষ্যদের কর্ম্মানুসারে তাহাদের প্রতি আপন ব্যবহার পরিবর্ত্তন করেন। ফলতঃ তিনি যে অদ্য এক আজ্ঞা দিয়া কল্য তাহার অন্যথা করেন, অথবা পবিত্র হইয়াও পাপের স্রষ্টা হন, কিম্বা আপনাকে সত্য জানাইয়া আপন ক্রিয়া ও কথা উভয়ের বিপর্য্যয় করেন ; পুনশ্চ তিনি যে কখন এক ও কখন অনেক হন, কখন এক শরীরে কখন অন্য শরীরে অবতীর্ণ হইয়া অদ্য মনুষ্য ও কল্য পশু হন, অথবা কখন জ্ঞানী

ও কখন বা এমত অজ্ঞান যে আপনাকেও বিস্মৃত হন; এই রূপ কথা মনুষ্যকল্পিত শাস্ত্রের মধ্যে লেখা আছে বটে, কিন্তু বাইবলের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ক এমন অনুপযুক্ত বর্ণনা কোথাও দেখিতে পাই না। বরঞ্চ তাহাতে এই শিক্ষা দেয়, যে তিনি "যিহোবা (অর্থাৎ স্বয়ং) প্রযুক্ত তাঁহার বিকার হয় না, ও তাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তন জন্য ছায়া সম্ভবে না।" (ম্া ৩। ৬। যা ১। ১৭।)

অতএব আমরা ইহার সিদ্ধান্ত করি যে ঈশ্বরের সমভাব ধর্ম্মপুস্তকে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং এই গুণ আর২ গুণের ন্যায় তাঁহার কথা ও ক্রিয়াদ্বারা সপ্রমাণ ও মহিমান্বিত হয়।

উপরি লিখিত ধর্ম্মপুস্তকের নানা প্রমাণদ্বারা নিশ্চয় জানা গেল যে বাম চক্ষুর সহিত দক্ষিণ চক্ষুর যদ্রূপ ঐক্য আছে, তদ্রূপ ঐশ্বরীয় ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মে মিলিতেছে। এ জন্যে কহি, জগতের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই সত্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব এই ক্ষণে সদ্ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ অনুসন্ধান করি; তাহাতে পরমেশ্বর যেন মহানুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য প্রদান করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রকাশিত

মনুষ্যাদির উৎপত্তিবিষয়ক বিচার।

জগৎ ও মনুষ্যের সৃষ্টি এবং তাহার কারণের বিষয়ে যে কিছু বিবরণ সত্যধর্ম্মে থাকে, তাহা ঐশ্বরীয় গুণের যোগ্য হইবে, এবং তদ্দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ পাইবে।

---

১ অধ্যায়।

জগৎসৃষ্টির বিষয়।

জগতের সৃষ্টি কী প্রকারে হইয়াছিল, ইহা প্রথমে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। (৬ পৃষ্ঠে দেখ।)

ধর্ম্মপুস্তক দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, যে ঈশ্বর জগৎ ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুকে আপন বাক্যদ্বারা সৃজন করিয়াছিলেন; ফলতঃ "কোন প্রত্যক্ষ বস্তুহইতে তিনি এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি করেন নাই,"

অথচ আপনাহইতে সৃষ্টি প্রকাশ করিলেন, এমত নয়, বরঞ্চ যেমন গীতে লিখিত আছে, যথা;

"তাঁহার কথামাত্রেতে সৃষ্টি হইল, ও তাঁহার আজ্ঞামাত্রেতে স্থিতি হইল।" ৩৩ গীত ৯।

আদি পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃষ্টির বিবরণ বিস্তৃতরূপে লেখা আছে। তদ্দ্বারা অবগত হইতেছি পরমেশ্বর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সকল বস্তু ছয় দিনের মধ্যে সৃজন করিলেন, পরে সৃষ্টির কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া সপ্তম দিবসকে পবিত্র করিলেন। ইহাতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে আহারাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যে মনুষ্যদিগকে শ্রম করিতে হয়, এবং জীবনং কালের সাত অংশের মধ্যে এক অংশ ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করা সকলের কর্ত্তব্য।

সৃষ্টিবিষয়ক কথা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে ভিন্ন২ স্থানে উক্ত আছে। যথা; গীত পুস্তকে লেখে;

"পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা গগনমণ্ডল ও তাঁহার মুখের শ্বাসে আকাশের নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মিত হইল।" ৩৩ গীত ৬।

পুনশ্চ, ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থে লিখিত আছে, যথা;

"যিনি আকাশ মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, ও তাহার বিস্তার করিয়াছেন, এবং ভূমণ্ডল ও তদুৎপন্ন বস্তু সকলেরও বিস্তার করিয়াছেন, এবং তন্নিবাসি সকলকে নিশ্বাস

প্রশ্বাস দেন, ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ জঙ্গমকে প্রাণ দেন, সেই প্রভু পরমেশ্বর কহেন;” ইত্যাদি। যিশা ৪২। ৫।

তদ্রূপ অন্তভাগেও লিখিত আছে, যথা;

“হে আমাদের প্রভো ঈশ্বর, তুমিই প্রভাব ও গৌরব ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা সমস্তই তোমার সৃষ্ট বস্তু, এবং তোমার ইচ্ছাতেই তাহা উৎপন্ন ও সৃষ্ট হইয়াছে।” প্রকা ৪। ১১।

ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থলে এমত ভূরি২ প্রমাণ লিখিত আছে, যথা;

যিশা ৪। ১৭। প্রে ১৪। ১৫। প্রে ১৭। ২৪-২৭। কল ১। ১২। ইত্যাদি।

---

২ অধ্যায়।

মনুষ্যাদির উৎপত্তির কারণের বিষয়।

পরমেশ্বর আপন মাহাত্ম্য ও দয়া প্রকাশ করণার্থে মনুষ্যাদি সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার আর একটি অভিপ্রায় এই, যেন সকল প্রাণিরা আপন২ স্বাভাবিক গুণানুসারে তদনুগামী হইয়া তাঁহার সুখের অংশী হইতে পারে। মনুষ্যের সৃষ্টির বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, যথা;

“পরমেশ্বর মৃত্তিকাদ্বারা মনুষ্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহার

নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলে সে সজীব প্রাণী হইল।" আ ২। ৭।

"ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহার সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন।" আ ১। ২৭।

ফলতঃ "ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি" এই শব্দে তাঁহাকে সাকার বুঝায় না, বরঞ্চ তাঁহার মানসিক আকার বুঝায়; অর্থাৎ ঈশ্বর যদ্রূপ জ্ঞানী ও পবিত্র ও ধার্ম্মিক, তদ্রূপ মনুষ্যও সৃষ্ট হইল; যেমন অন্তভাগে লিখিত আছে, যথা;

"সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে নূতনীকৃত যে নূতন পুরুষ তাহাকে পরিধান করিয়াছ।" কল ৩। ১০।

অতএব পরমেশ্বর যখন মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, তখন সে পাপী ছিল না। পরন্তু মনুষ্য সকল এই অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, যেন তাহারা আপনাদের স্রষ্টাকে জানিয়া প্রেম করে, ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে সদাচরণ করত তাঁহার গৌরব জন্মায়, এবং আপনি২ প্রতিবাসিদিগকে আত্মতুল্য প্রেম করে, তাহাতে সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহিত মিলিয়া নিত্য সুখী হয়। অধিকন্তু মনুষ্য ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপী হইলেও উপরি লিখিত তাহার সৃষ্টির মূল অভিপ্রায় অন্যথা হইল না, কিন্তু সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ

করণের উপায় পরিবর্ত্ত হইল। বিশেষতঃ, ধর্ম্ম-পুস্তকদ্বারা অবগত হইতেছি যে এক জন ঐশ্ব-রীয় ত্রাণকর্ত্তা মধ্যস্থরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন; তা-হাতে মনুষ্য সকল পাপী হইলেও স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারিবে; ফলতঃ, ইহা নিজ২ ক্রিয়াদ্বারা না হইয়া তাহাদের সেই মহাপ্রতিভূর ক্রিয়া ও গুণদ্বারা হইবে। অতএব মনুষ্যগণ পাপী হইলেও ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ না করিয়া ত্রাণের পথ জ্ঞাত করিয়াছেন, এবং আপনার বাক্য তাহা-দিগকে দিয়াছেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাকে জা-নিয়া পাপ ও নরকহইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ঈশ্বর মনুষ্যের জন্যে নরক প্রস্তুত করেন নাই, কিন্তু শয়তান ও তাহার অনুসঙ্গি দূতগণের জন্যেই করিয়াছিলেন। দেখ, অন্তভাগে লেখা আছে, শেষ দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্য সকলের বিচার করিয়া অধার্ম্মিক লোকদিগকে কহিবেন, যথা;

"অরে শাপগ্রস্ত সকল! তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হইয়া শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে তাহার মধ্যে যাও।" মথি ২৫। ৪১।

ইহাতে জানা যাইতেছে, মনুষ্যগণ যেন আপ-নাদের সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় সুখী হয়, এবং স্বর্গেতে

গিয়া নিত্য তাঁহার দর্শন করে, তজ্জন্য তাহারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল; এবং যদিও তাহারা পাপ করিয়া তাঁহার মহানুগ্রহ হারাইয়া আপনা-দিগকে নরকযোগ্য করিয়াছে, তথাচ তাহাদের সে যন্ত্রণাস্থানে যাইবার আবশ্যকতা নাই; কেননা পর-মেশ্বর নরকহইতে উদ্ধারের পথ আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিরা একগুঁয়া হইয়া অবিশ্বাস ও আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে ক্ষান্ত না হয়, তবে অবশেষে সে স্থানে অবশ্য যাইবে। তাহা হইলে সকল বস্তু সৃষ্টি করণের যে মহদভি-প্রায়, অর্থাৎ পরমেশ্বরের গৌরব, তাহা যেমন তা-হাদের চিরকাল সুখভোগদ্বারা প্রকাশ পাইত, তদ্রূপ তাহাদের অনন্ত শাস্তি ভোগদ্বারাও হইবে। প্রাপিষ্ঠ মনুষ্যদের জন্যে পরমেশ্বর যে ত্রাণোপায় করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহারা এমত শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হয় যে নিষ্পাপি মনুষ্যগণও কখন প্রাপ্ত হইতে পারিত না; কেননা তাহারা যদ্যপিও কখন পাপ না করিত, তবে কেবল আপন২ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু পাপ করাতে সকলই দণ্ডের পাত্র হইলেও ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহদ্বারা প্রত্যেক অনুতাপি ও বিশ্বাসকারি মনুষ্য খ্রীষ্টের

প্রায়শ্চিত্তের গুণে তাঁহার ঐশ্বরীয় পুণ্যের ফলাধিকারী হয়। অতএব যদি কেহ পাপে আসক্ত প্রযুক্ত আপনাকে নরকযোগ্য করে, তবে সে নিজ দোষে নষ্ট হইবে, তাহা কেবল নয়, তজ্জন্য বরং দ্বিগুণ শাস্তিও পাইবে; কেননা একতঃ সে ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপী হইয়াছে, তাহাতে আবার পাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তকে অবজ্ঞা করিয়াছে। যেমত লিখিত আছে, যথা;

"যে কেহ তাঁহাতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টে) বিশ্বাস করে, সে দণ্ডের পাত্র হয় না; কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে, সে এখনি দণ্ডের পাত্র আছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।" যো ৩। ১৮।

ফলিতার্থ এই; যে কোন পাপী পরামনন পূর্ব্বক প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে কেহ পাপেতে রত থাকিয়া খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করে, সে নিশ্চয় নরকে গিয়া বিনষ্ট হইবে।

এতদর্থে আরও লিখিত আছে, যথা;

"যে কেহ পুত্রেতে (অর্থাৎ খ্রীষ্টে) বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়; যে কেহ পুত্রকে না মানে, সে জীবনের দর্শন পাইবে না; কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে থাকে।" যো ৩। ৩৬।

তৃতীয় খণ্ড।

খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রকাশিত

পরমেশ্বর ও মনুষ্যের পরস্পর সম্বন্ধ।

১ অধ্যায়।

ঈশ্বর ও মনুষ্যদের পরস্পর কীদৃশ সম্বন্ধ তাহা সত্যধর্ম্মে অবশ্য প্রকাশ হইবে। (৬।৭ পৃষ্ঠে দেখ।)

১। বাইবলে লিখিত আছে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যদের সৃষ্টিকর্ত্তা, ও প্রতিপালক হইয়া তাহাদের ও অন্যান্য তাবৎ বস্তুর উপরে কর্তৃত্ব করেন; আর "তাঁহাতেই আমাদের জীবন ও গমনাগমন ও সত্ত্ব হয়।" (প্রে১৭।২৮।) ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে অদৃষ্টের বিষয়ে কোন কথা লেখা নাই, বরঞ্চ তদ্বিপরীত লিখিত আছে, ঈশ্বর সৃষ্টি করণ কালে মনুষ্যদিগকে ভাল ও মন্দ উভয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা আপন২ ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরকে জানিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে সক্ষম হইত; অথবা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেও পারিত; তদ্ভিন্ন ঈশ্বর তাহাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় এবং তাঁহার আজ্ঞাপালনে

যে উত্তম ফল ও তাহা লঙ্ঘনে যে দণ্ড হইবে, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অতএব মনুষ্য-দের উচিত যে আপন স্রষ্টা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ও ভরসা করে, এবং ভয়পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণ ও মন এবং শক্তি দিয়া প্রেম করে, আর আত্মাতে ও সত্যতাতে তাঁহার ভজনা করে, ও সর্ব্বদা তাঁহাতে আনন্দ করত তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে, ও তাঁহার নামের ও বাক্যের গৌরব করে, এবং যাবজ্জীবন তাঁহার সেবাতে রত থা-কিয়া তাঁহার স্থানে প্রার্থনা করে; এই সকল বিষয়ে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যদের সম্বন্ধ আছে।

২। মনুষ্যদের পরস্পর কর্ত্তব্যাচরণের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যে প্রতিবাসিকে আত্ম-তুল্য প্রেম করা উচিত হয়, এবং অন্যদের হইতে যে রূপ ব্যবহার ভাল বাসে, তদ্রূপ তাহাদেরও প্রতি করিতে হয়। পিতামাতাকে প্রেম ও সমাদর করত তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইতে হয়, এবং প্রয়োজন-মতে তাঁহাদের উপকার করিতে হয়; রাজাকে সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার কর্তৃত্বের অধীন থাকিতে হয়; শিক্ষকগণকে মান্য করিতে হয়; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দিগকে আদর করত তাঁহাদের সহিত নম্রতাচরণ

করিতে হয়; কথাতে বা ক্রিয়াতে কাহারো ক্ষতি করিতে নাই; ব্যবসায়াদি কর্ম্মে যত্নশীল হইতে হয়; এবং প্রাণের আপদ সম্ভাবনা স্থলেও মিথ্যা কহা উচিত নয়; আপন অন্তঃকরণের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও শত্রুতা রাখা নিষিদ্ধ; সর্ব্বপ্রকার প্রবঞ্চনা ও দুষ্টতাহইতে পলায়ন করিতে হয়; কাহারো বিপক্ষে মন্দ বলিতে নাই; আপনি পরিমিতভোগী ও ধীর ও সাধু হইতে হয়; অন্য মনুষ্যের ধনে লোভ না করিয়া আপন প্রাণ ধারণের জন্যে সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওনার্থে শ্রম করিতে হয়; পরমেশ্বর যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়; শত্রুগণকে প্রেম ও তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা করিতে হয়; এবং আপন২ তাড়না ও মন্দ চেষ্টাকারিদের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়। এই সকল করিলে মনুষ্যেরা আপন স্বর্গীয় পিতার প্রিয় সন্তান হয়; কেননা পরমেশ্বর সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে সূর্য্যোদয় করান, ও ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষাণ, এবং তাহাদিগকে সকল বস্তু বাহুল্যরূপে ভোগ করিতে দেন *। তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ

---

* রো ১২। ইফি ৫ ও ৬। ১ ক ১৩। ম ৫ ও ৬।

সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যেও গাভী আপন বধকারিকে দুগ্ধ দেয়, এবং বৃক্ষ আপন ছেদককে ফল ও ছায়া দেয়; তদ্রূপ খ্রীষ্টধর্ম্মেতে মনুষ্য সকল এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমরা আপন সৃষ্টি-কর্ত্তার অনুগামী হও; বিশেষতঃ তাঁহার দয়া ও উত্তমতার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তোমরা একাকী ও পরিবারের সহিত ও সভার মধ্যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম বাক্য শ্রবণ ও পাঠ কর, ও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনায় রত থাক: এবং ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও পবিত্রতা সমুদয় জগতে বিস্তার করণার্থে আপন ধন ও শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় কর। সংক্ষেপে বলি, কায়মনোবাক্যেতে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিতে চেষ্টা কর; এবং বিচার দিনের জন্যে প্রস্তুত হইতে শিক্ষা পাও; কেননা তখন ঈশ্বরের নিকট আপন২ শুভাশুভ কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, তাহাতে যদ্রূপ কর্ম্ম করিয়াছ তদনুযায়ি ফল পাইবা।

এই রূপে পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের কর্ম্ম ও কথা ও ভাবনা শুধরাইবার নিমিত্তে একটি ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু হায়২! তাহারা এই পবিত্র অথচ হিতদায়ক ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া পাপী হইয়াছে।

পরমেশ্বর ধন্য হউন, যে তিনি তাহাদিগকে সে অবস্থায় রাখেন নাই, বরঞ্চ তাহাদের জন্যে এক ত্রাণের পথ আপনি স্থির করিয়াছেন; সেই পথ তিনি মূসার পঞ্চপুস্তকে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে ও গীত পুস্তকে, এবং অন্তভাগে প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ অন্তভাগে স্পষ্টরূপে লেখা আছে, যথা;

"ঈশ্বর জগতের প্রতি এমত প্রেম করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে দান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।" যো ৩। ১৬।

"পাপি লোকদের পরিত্রাণের জন্যে খ্রীষ্ট যীশু অবতীর্ণ হইলেন, এ কথা বিশ্বসনীয় ও সকলের গ্রহণীয়।" ১ তী ১। ১৫।

যখন মনুষ্যগণ পাপদ্বারা আপনাদিগকে দণ্ডযোগ্য করিয়াছিল, তখন খ্রীষ্ট তাহাদের পরিবর্ত্তে ঐ ব্যবস্থা পালন করিলেন, এবং তাহাদের পাপের কারণ আপন প্রাণ বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। এই রূপে মনুষ্যদের ও তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত পুনর্ম্মিলনের পথ খোলা গিয়াছে, যেমন অন্তভাগে লিখিত আছে, যথা;

"ঈশ্বর জগজ্জনের অপরাধ গণনা না করিয়া খ্রীষ্টেতে আপনার সহিত তাহাদের মিলন করিয়াছেন।" ২ক ৫।১৯।

এই প্রকারে মনুষ্যদের কারণ স্বর্গের দ্বার মুক্ত এবং সম্পূর্ণ ত্রাণের পথ প্রস্তুতীকৃত হইল। অতএব সকলের উচিত হয় যে তাহারা আপন২ পাপের জন্যে খেদ করিয়া কুপথ সকল ঘৃণাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে; এবং খ্রীষ্টের প্রতি ফিরিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করত তাঁহার ধর্ম্মক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তের উপর আপনাদের ত্রাণের সম্পূর্ণ ভরসা রাখে; পরে সমস্ত অন্তঃকরণ ও আত্মা দিয়া তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করত তাঁহার পদচিহ্ন দেখিয়া তাহাতে গমন করে। যে কেহ এই রূপে চলে, খ্রীষ্ট তাহার মনকে উজ্জ্বল করিয়া তাহার সর্ব্ব পাপ দূর করেন, এবং পবিত্র আত্মার মহাক্ষমতাদ্বারা তাহার মনকে শুদ্ধ করত যে ঐশ্বরীয় ব্যবস্থা পাপদ্বারা মুছিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহার অন্তঃকরণে পুনরায় লিখেন: এই রূপে তাহাকে স্বর্গে যাইবার যোগ্য করিয়া শেষ দিনে মৃত্যুহইতে উঠাইয়া মৃত্তিকার দেহের পরিবর্ত্তে এক গৌরবান্বিত শরীর দিবেন, এবং পাপ ও শয়তান ও মৃত্যুর উপর জয়ি করাইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বাস করাইবেন। তথায় পৌঁছিয়া সে পবিত্র দূত ও সাধুবর্গের সহিত মিলিয়া

এক মনে ও এক মুখে সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বরের গুণ গান করিবে; এবং তাঁহার সম্মুখে অক্ষয়ণীয় সুখে *বাস করিবে।

চতুর্থ খণ্ড।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত

আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্য বিষয়ক বিচার।

আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্য সত্যধর্ম্মের শেষ লক্ষণ এবং ঐশ্বরীয় মোহর স্বরূপ হয়; কেননা তাহা না হইলে সে ধর্ম্ম যে ঈশ্বরহইতে হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করা অসাধ্য। (৩ পৃষ্ঠে দেখ।)

অতএব খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তবে তাহাতে পরমেশ্বরের স্বাক্ষর ও মোহর অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাক্য ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া অবশ্য থাকিবে। এক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য যে ঐ লক্ষণদ্বয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে পাওয়া যায় কি না?

---

* যো ৫। ২৪। যো ৩। ১ যো ৪। যো ১৫। যো ৮। ৬১। যো ৫। ২৮,২৯। ১ ক ১৫। ৪২ ও ৫৮। ১ ক ১৫। ৫৪-৫৭। প্রকা ৫। ৫ ও ১৪।—৪। ও ২০। ১১-২২।

১ অধ্যায়।

আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

১। আদিভাগে লিখিত আশ্চর্য্য কর্ম্ম। বাই-বলের প্রথম পঞ্চপুস্তকের লেখক মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞাতে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি মিসর দেশের নদীকে রক্তময় করিলেন; এবং ঐ দেশকে ভেকেতে ও তদুপরিস্থ আকাশকে ঝাঁকে২ মশা ডাঁশাদি পোকাতে পূর্ণ করিলেন, ও তাহার ধূলা সকল উকুণময় করিলেন; আর মিসরীয়দের গ্রাম্য পশুদের মধ্যে মড়ক আনাইয়া তাহাদের শরীর বিস্ফোটকে পূর্ণ করিলেন। তিনি অগ্নি ও শিলাবৃষ্টিদ্বারা তাহাদের বৃক্ষ ও ফলাদি নষ্ট করিলেন; পরে তাবৎ প্রদেশে পঙ্গপাল আনাইলে অবশিষ্ট তৃণ শস্যাদি যে কিছু রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা তদ্দ্বারা সকলই নষ্ট হইল। অপর তিনি মিসর দেশকে তিন দিনপর্য্যন্ত এমত অন্ধকারাবৃত করিলেন, যে কোন ব্যক্তি আপন স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাতায়াত করিতে পারিল না। অবশেষে মূসা ফিরৌণ রাজাকে কহিলেন, অদ্য রাত্রিতে তোমার এবং তাবৎ মিসরীয়দের

প্রথম জাত পুত্র সকল মরিয়া যাইবে, আর সেই মত হইল *।

মিসরীয়দের প্রতি ঈশ্বরের ঐ সকল গুরুতর দণ্ড দেওনের কারণ এই; তাহারা তদ্বন্ধু ইব্রাহীমের বংশজ ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে অন্যায় পূর্ব্বক দাসত্বে রাখিয়াছিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্যে বার২ আজ্ঞা করিলেও মিসরের রাজা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিল। আরো পুনঃ২ লিখিত আছে; † মূসা ঈশ্বরের প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত বটে, ইহা যেন নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যায়, এবং ঈশ্বরের নাম সমুদয় পৃথিবীতে খ্যাত হয়, এতদভিপ্রায়ে ঐ সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখান গিয়াছিল।

মূসার হস্তকৃত ঐ সকল মহাকার্য্য দর্শন করত ফিরৌণ অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া অবশেষে পরাভব মানিয়া ইস্রায়েল বংশকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিল। তাহাতে মূসা তাহাদিগকে মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। এই যাত্রার বিবরণ সংক্ষেপে লিখি, যথা;

---

* যাত্রাপুস্তকের ৭ অ. অবধি ১২ অ. পর্য্যন্ত।

† যা ৯। ১৩-১৬। ও ১০। ১,২।

পরমেশ্বর ইস্রায়েলীয়দিগকে দিবসে পথে লইয়া যাওনার্থে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে দীপ্তিদানার্থে অগ্নিস্তম্ভে স্থিত হইয়া তাহাদের অগ্রে ২ গমন করিতেন; এই রূপে দিবারাত্রি তাহাদিগকে গমন করাইতেন। তিনি লোকদের সম্মুখহইতে দিনে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ দূর করিতেন না। কিন্তু তাহাদের গমনের কিছু ক্ষণ পরে ফিরৌণ অনুতাপ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আপন সৈন্য, রথ, ও অশ্বাদি লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ ২ চলিল। ইস্রায়েলীয়েরা সূফ সাগরের নিকটবর্ত্তী হইতে ২ সে তাহাদের লাগাইল পাইল। যখন তাহারা ফিরৌণের সৈন্যগণকে নিকটবর্ত্তি ও দক্ষিণে ও বামে উচ্চ ২ পর্ব্বত, এবং সম্মুখে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিল, তখন অতিশয় ভীত হইয়া তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে তাহারা মূসাকে বলিল, মিসরে কি কবর ছিল না, এই জন্যে আমাদিগকে প্রান্তরে মারিতে আনিলা? তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল বংশকে অগ্রসর হইতে কহ; এবং আপন যষ্টি লইয়া সমুদ্রের উপর হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল বংশেরা সমুদ্রের মধ্য দিয়া শুষ্ক ভূমিতে চলিয়া যাইবে। মূসা তদ্রূপ করাতে সমুদ্র বিভাগ হইল, আর তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল সকল প্রাচীরস্বরূপ হইলে ইস্রায়েল বংশ শুষ্ক পথ দিয়া সমুদ্র পার হইয়া গেল। পরে ফিরৌণের সৈন্য সামন্ত অশ্ব ও রথ সুদ্ধ তাহাদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন ইস্রায়েল বংশ নিরাপদে পার হইয়া

ডাঙ্গায় উঠিল, তখন মিসরীয়েরা সমুদ্রের মধ্যস্থলে থাকিতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন,' তুমি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিসরীয়দের উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে। তখন মূসা সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিলে সমুদ্র সমান হইয়া ফিরৌণের রথ ও অশ্বারূঢ়গণকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে মিসরীয়দের এক জনও বাঁচিল না। তখন ইস্রায়েল বংশেরা এমত আশ্চর্য্য পরাক্রম দেখিয়া পরমেশ্বরের প্রতি ভয় করত তাঁহাতে ও তাঁহার দাস মূসাতে বিশ্বাস করিল *।

পুনশ্চ মূসা ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ইস্রায়েল বংশকে আরব দেশের অরণ্যে লইয়া গেলে, তাহারা তথায় জল না পাইয়া বড় কাতর হইল; তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে যষ্টিদ্বারা শৈলে আঘাত করিতে অনুমতি দিলেন। তখন মূসা তদ্রূপ করিলে ঐ সমস্ত লোকদের এবং তাহাদের পশুদের কারণ প্রচুর জল নির্গত হইল †। পরে তাহারা অরণ্যের মধ্যে কোন খাদ্য দ্রব্য না পাওয়াতে পরমেশ্বর স্বর্গহইতে তাহাদের জন্যে মান্না নামক এক অদ্ভুত আহার বর্ষণ করিলেন; তাহা প্রত্যহ শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে পড়িলে তাহারা তাহা সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিত। এই রূপে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এক স্থানহইতে

---

* যা ১৩। ২১, ২২। ও ১৪ অ। † যা ১৭। ১-৬। ১০৫ গীত ৪১।

অন্য স্থানে অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিলেও তাহাদের পা ফুলিল না এবং বস্ত্রও জীর্ণ হইল না *। আর মূসার সঙ্গে অত্যল্প লোক ছিল, ইহা যেন কেহ বোধ না করে, কেননা অস্ত্রধারি ছয় লক্ষ পুরুষ ছিল; তদ্ভিন্ন তাহাদের সকলের পরিবার ও বৃদ্ধ পিতা মাতা ও আত্মীয় লোক এবং বিদেশীয় বড় জনতা তাহাদের সহিত প্রস্থান † করিল, তাহা গণনা করিলে বোধ হয় ৩০ লক্ষ লোকের ন্যূন হইবে না। ঐ সকল লোক ও মেষগবাদি অনেক পশু উক্ত আশ্চর্য্যরূপে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বনের মধ্যে প্রতিপালিত ও রক্ষিত ও পরিহিত হইয়াছিল। জগতের মধ্যে আর কোন শাস্ত্রে এমত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় না।

এতদ্ভিন্ন মূসার আরো অনেকানেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া লিখিত আছে। মনুষ্য যেমন আপন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে, তেমনি পরমেশ্বর মূসার সহিত করিতেন, তাহা কেবল নয়, বরং তিনি সকল ইস্রায়েল লোকদের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ, তিনি সীনয় পর্ব্বতে

---

* যা ১৬। দ্বি ৮। ২-৪। নিহি ৯। ২০,২১। † যা ১২। ৩৭, ৩৮।

আসিয়া মূসার নিকটে দশ আজ্ঞা সমর্পণ করি-লেন; (যাত্রাপুস্তকের ১৯, ২০ অধ্যায় দেখ।)

মূসার হস্তকৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ও পরমেশ্বর আপনার বিষয় তাঁহার নিকটে কেমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত যে কেহ জানিতে ইচ্ছা করে, তিনি তৌরেতের যাত্রা ও গণনাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ সাবধানরূপে পাঠ করিয়া দেখিবেন।

মূসার স্বর্গ গমনের পর, পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে কিনান দেশে লইয়া যাইবার কারণ যিহোশূয়কে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি-ও অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন; যথা, মূসা সূফ-সমুদ্রকে যেমন দ্বিভাগ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি যর্দ্দন নদীকে দ্বিভাগ করিলেন; ও তূরীধ্বনিদ্বারা যিরীহো নগরের প্রাচীর সকলকে ভূমিসাৎ করি-লেন; এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে এক দিবসের পরি-মাণে আকাশের মধ্যে স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যিহোশূয়ের পরে এলিয় এবং ইলীশা প্রভৃতি কোন২ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যথা; মৃতদিগকে বাঁচাইলেন, কুষ্ঠিদিগকে পরিষ্কৃত করি-লেন, ইত্যাদি। তথাচ মূসার পরে যে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ

আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাহা করিবার বড় প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মের বিষয়ে কোন নূতন নিয়ম স্থাপন না করিয়া সকলেই মূসার ব্যবস্থা মান্য করিয়া তদনুসারে গতিবিধি করিতেন। ফলতঃ তাঁহারা যেন মূসাদ্বারা ঈশ্বরদত্ত আজ্ঞা সকল যিহূদীয়দিগকে পালন করান, এবং কোন২ ভবিষ্যদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া মঙ্গল-সমাচারের নিয়ম গ্রহণ করিবার নিমিত্তে তাহা-দিগকে প্রস্তুত করান, তাঁহাদের প্রেরণ করিবার এই২ অভিপ্রায় ছিল।

২। অন্তভাগে লিখিত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

অন্তভাগের মধ্যে খ্রীষ্টের ও তাঁহার শিষ্যগণের এত আশ্চর্য্য ক্রিয়া লিখিত আছে, যে তাহা এক২ করিয়া এস্থলে বর্ণনা করা অসাধ্য; অতএব সং-ক্ষেপে বলি। তাঁহারা মৃতদিগকে সজীব ও কুষ্ঠি-দিগকে পরিষ্কৃত করিতেন, ভূতগণকে ছাড়াই-তেন, অন্ধদিগকে দর্শন ও বধিরদিগকে শ্রবণ ও বোবাদিগকে কথন শক্তি দিতেন। বিশেষতঃ; খ্রীষ্ট দুইবার কএকটি রুটী ও ক্ষুদ্র মৎস্যদ্বারা সহস্র২ লোককে পরিতৃপ্তরূপে খাওয়াইলেন, আর প্রচণ্ড

বায়ু এবং সমুদ্রের তরঙ্গকে শান্ত করিলেন, ও জলের উপরে পদব্রজে চলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, যথা; মধ্যাহ্ন কালে এক প্রহর পর্য্যন্ত সূর্য্য অন্ধকারময় হইল, এবং ভূমিকম্প হওয়াতে কবর সকল বিদীর্ণ হইলে মৃত লোকেরা বাহির হইল, ইত্যাদি। খ্রীষ্টের সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়ার মধ্যে প্রধান এই, তিনি আপনি মৃতদেরহইতে পুনরুত্থান করিলেন, এবং যে শরীরে দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, সেই শরীরে শিষ্যগণকে দেখা দিয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ভোজন ও পান করিলেন; পরে তাহাদের সাক্ষাতে সশরীরে স্বর্গারোহণ * করিলেন। ইহাও স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য, মূসা প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বক্তা সকলেই ঈশ্বরের নামে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যেরা যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তাহা খ্রীষ্টেরই নামে ও তাঁহার দত্ত ক্ষমতার গুণে করা গিয়াছিল। ইহাতে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব স্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হয়।

অবশেষে বলি, মূসা এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার

---

* মার্ক ১৬। ১৯। লূ ২৪। ৫১। প্রে ১। ৯।

শিষ্যগণ যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তাহা তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রমাণার্থে * করা গিয়াছিল; আর তাহাদ্বারা মনুষ্যদেরও উপকার এবং ঈশ্বরের মহিমাও প্রকাশ পাইত; আর সে সকল ক্রিয়া বিশ্বসনীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে করা গিয়াছিল; আর তাহার বিবরণ সেই সময়ে লিখিত হইয়াছিল; আর তাঁহাদের সমকালীন লোকেরা বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছুক হইয়াও সে সকল ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারে নাই। অতএব বাইবলে যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া বর্ণিত আছে, পূর্ব্বে লিখিত বিশেষ২ চিহ্ন সকল তাহার মধ্যে পাওয়া যায়। (৯ পৃষ্ঠে দেখ।)

---

২ অধ্যায়।

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্যের বিষয়।

ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে সদ্ধর্ম্মের এই লক্ষণও আছে। মুসলমান প্রভৃতি যে২ লোকেরা ইতিহাস পুস্তক জ্ঞাত আছে, তাহারা সহজে জানিতে পারে যে

---

* মা ৪। ২৩-২৫। ঐ ১১। ৯। যো ১১। ৪২। ঐ ১৪। ১১। ঐ ২০। ৩০, ৩১। ইব্রী ২। ৪।

তিন চারি সহস্র বৎসর গত হইল ধর্ম্মপুস্তকের প্রথম পঞ্চগ্রন্থ মূসাকর্তৃক রচিত হইয়াছিল; এবং তাহাতে অনেকানেক ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, যথা;

১। নোহের ভবিষ্যদ্বাক্য।

আদিপুস্তকে লেখা আছে, যে শাম ও হাম ও যেকৎ নোহের এই তিন পুত্র ছিল। পরে লিখিত আছে, কিনান নামে হামের পুত্র অতিদুষ্ট এ প্রযুক্ত নোহ কহিলেন।

"কিনান অভিশপ্ত হউক! সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে। শামের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য হউন! কিনান শামের দাস হইবে; ও ঈশ্বর যেফতের উন্নতি করিবেন, তাহাতে সে শামের তাম্বুতে বাস করিবে, ও কিনান তাহার দাস হইবে।" আ ৯। ২৫-২৭।

বিদ্বান লোক সকলই জ্ঞাত আছেন যে কিনানের বংশ কিনান দেশে ও আফ্রিকাতে বাস করিত, আর যিহূদীয়েরা ও পারস্য ও হিন্দু প্রভৃতি আশিয়া খণ্ড নিবাসিরা শামের বংশ; এবং ইংরাজাদি পশ্চিম দেশস্থ লোকেরা যেফতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, নোহের ভবিষ্যদ্বাক্য কীরূপে পূর্ণ হইয়াছে, ও অদ্য পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা বড় আশ্চর্য্য। দেখ, ইস্রায়েল বংশ কিনানের বংশকে বিনষ্ট বা দূর

করিয়া কিনানদেশ অধিকার করিয়াছিল; এবং কিনান বংশজ আফ্রিকার অনেকানেক জাতি আপন২ ভ্রাতাদের অর্থাৎ শাম্ ও যেফতের বংশীয়দের নিকটে ক্রীত দাস হইয়া আছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহাদের লক্ষ২ লোককে ধরিয়া নানা দেশে বিক্রয় করিয়াছে, এখনও করিতেছে। নোহ আরো বলিলেন, "যেফত শামের তাম্বুতে বাস করিবে।" এক্ষণে বিবেচনা কর, যীশু খ্রীষ্ট শারীরিক ভাবে শামের বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এবং যেফতের বংশ অর্থাৎ ইংরাজ, রুষীয় ও ফ্রান্সিস ইত্যাদি ইউরপখণ্ডের লোকেরা খ্রীষ্টিয়ান হওয়াতে তাহাদের এক প্রকার শামের তাম্বুতে বাস করা হইয়াছে। আরো দেখ, হিন্দুস্থানের লোকেরাও শামের বংশ; তাহাতে ইংরাজেরা এই দেশ অধিকার করিয়া এইক্ষণে শামের তাম্বুতে বাস করিতেছে। ইহাকে অতি আশ্চর্য্য ভাবিবাক্য অবশ্য বলিতে হইবে।

২। ইস্মায়েল বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

ইব্রাহীম আপন দাসী হাজিরার গর্ব্ভে ইস্মায়েল নামক এক পুত্রকে জন্মাইলেন; তাঁহার বংশ অদ্যাপি আরব দেশে বাস করিতেছে। ইস্মায়েলের নাম

ও বিবরণ তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে * দূতদ্বারা কথিত হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর তাঁহার বিষয়ে এই কথা কহিলেন, "সে বড় জাতি † হইবে;" এবং তাহাই হইল। ফলতঃ আরবীয় লোকদিগকে অবশ্য এক মহা জাতি বলিতে হইবে; কারণ ইতিহাস গ্রন্থে লেখা আছে, তাহারা মহম্মদের সময়ে এবং তাঁহার পরেও অপূর্ব্ব এক বৃহৎ রাজ্য অল্প বৎসরের মধ্যে স্থাপন করিল। ইস্মায়েলের বিষয়ে ধর্ম্ম পুস্তকে আরো লিখিত আছে, "সে অবাধ্য পুরুষ হইবে;" ইহাও পূর্ণ হইয়াছে। দেখ, আরবীয়দের কোন২ গোষ্ঠী নগরকে ঘৃণা করিয়া অরণ্যে বাস করে, এবং অনধীন ও লুটপাটকারী হইয়া কাল যাপন করে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। দূতের কথানুসারে "তাহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধে, ও সকলের হস্ত তাহাদের বিরুদ্ধে হয়।" তাহারা ডাকাইত, ও লুটকারী হইয়া পথিক ও যাত্রিক লোকদের লুটিত দ্রব্যে প্রাণ ধারণ করে; এরূপে তাহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধ এবং সকলের হস্ত তাহাদের বিরুদ্ধ হইলেও তাহারা কাহারোদ্বারা কখন পরাস্ত হয় নাই, বরঞ্চ অদ্যাবধি স্বাধীন

---

* আ ১৬। ১০-১২। † আ ১৭। ২০। ও ২১। ১৮।

হইয়া আছে। উক্ত ভাবিবাক্য তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের জন্মের পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়া ৩৭০০ বৎসর পরেও পূর্ণ হইতেছে! এই সকল কথার সাহিত্ত তাহাদের বিবরণ যদি কেহ তুলনা করেন, তবে তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বটে।

৩। যিহূদীয় লোকদের বিষয়ে ভাবিবাক্য।

এই জাতি ইব্রাহীম ও তাঁহার স্ত্রী সারার পুত্র ইস্‌হাকের বংশ। তাহাদের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে অনেক আশ্চর্য্য ভাবি কথা লেখা আছে। ইব্রাহীমের প্রায় ১০০ বৎসর ও সারার ৯০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তানাদি কিছু হয় নাই; তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, "সারার গর্ব্ভে তোমার এক পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম ইস্‌হাক *রাখিও; এবং তাহার বংশ আকাশের নক্ষত্র † ও সমুদ্রের বালির ন্যায় অগণ্য হইবে।" এ সকল কথা উপযুক্ত সময়ে পূর্ণ হইল। বিশেষতঃ নিরূপিত কালে ইস্‌হাকের জন্ম হইলে চারি শত বৎসর পরে তাঁহার বংশ বহু সংখ্যক হইয়া উঠিল; ও যত দিন তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞাধীন রহিল, তত

* আ ১৭। ১৫-১৭, ১৯। † আ ১৫। ৫।

দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহাতে তাহারা বিশ্বস্ত হইলে নিত্য২ সেই সুখের অবস্থাতে থাকিত। ঈশ্বর ইব্রাহীমকে আরো কহিলেন, "আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে * কিনান দেশ অধিকার করিতে দিব, কিন্তু প্রথমে তাহারা চারিশত বৎসর বিদেশে † থাকিয়া দুঃখভোগ করিবে; সেখানহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া আমি কিনান দেশে লইয়া আসিব।" ইহা মূসা ও যিহোশূয়ের সময়ে প্রকৃতরূপে পূর্ণ হইল।

এক্ষণে পঞ্চ পুস্তকে লিখিত আরি২ সকল ভবিষ্যৎ বাক্য ছাড়িয়া দ্বিতীয় বিবরণের ২৮ অধ্যায়ে যিহূদীয়দের বিষয়ে যে কএক আশ্চর্য্য ভাবিকথা আছে, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করি।

এই অধ্যায়ে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা আপন২ পাপপ্রযুক্ত জগতের সমস্ত দেশীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথাও বিশ্রাম পাইবা না; কিন্তু সন্তাপ ও দুঃখগ্রস্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবা, এবং তাবৎ লোকদের মধ্যে উদ্বেগে থাকিয়া সকলের নিকটে উপহাসের স্বরূপ হইবা, তাহাতে আর২ লোকেরা

---

* আ ১৭। ৫, ৮। † আ ১৫। ১৩, ১৪।

তোমাদিগকে ঠাট্টা করিয়া ধিক্কার করিবে, * ইত্যাদি।” ফলতঃ নিবূখদ্‌নিৎসর আর রোমীয় লোকেরা আসিয়া যিহূদীয়দিগকে জয় করিলে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল; আর সে অবধি তাহারা সমস্ত জাতীয়গণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। বিশেষতঃ মূসা কহিলেন, “তোমাদের শত্রু তোমাদের নগরকে ঘেরিয়া অধিকার † করিবে,” এই কথা পূর্ণ হইল; কেননা মিসরের ‡ রাজা শীশক, আর অশূরের রাজা ‖ শলমনেষর, আর বাবিলের রাজা § নিবূখদ্‌নিৎসর আর আন্তিয়কস ইপিফানীস আর আরিতাস আর তীতস ইহারা পালানুক্রমে তাহাদের নগরকে হস্তগত করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিলেন, মূসা আরও কহিলেন, সেই আপদের সময়ে বড় আকাল হইবে; তাহাতে নগর বেষ্টিত হইলে তোমরা আপন২ পুত্রগণকে ভক্ষণ ¶ করিবা। এই ভবিষ্যদ্বাণী মূসার ছয় শত বর্ষ ** পরে পূর্ণ হইল। পুনশ্চ মূসার ৯০০ শত বর্ষ পরে, যখন বাবিলের সেনাগণ যিরূ-

* দ্বি ২৮। ১৫-৬৮। † দ্বি ২৮। ৫২। ‡ ১ রা ১৪। ২৫।
‖ ২ রা ১৭। ৩, ৬। § ২ রা ২৫। ১-১০। ¶ দ্বি ২৮। ৫৩-৫৭।
** ২ রা ৬। ২৬-২৯।

শালমকে * হস্তগত করিল, তখন এই কথা তাহার বিষয়ে দ্বিতীয় বার পূর্ণ হইল। পরে যৎকালে রোমীয়গণ যিরূশালমকে আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিল, তৎকালে ঐ লোকদের প্রতি এই কথা তৃতীয় বার সিদ্ধ হইল। এতদ্বিষয়ে যোসীফস্ নামে যিহূদীয়দের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা প্রমাণ দিয়াছেন।

পুনশ্চ মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ঐ লোকদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা আকাশের তারাগণের ন্যায় বহু সংখ্যক হইয়াও † অল্প সংখ্যক থাকিবা, কেননা তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কথা শুন নাই;" এই বাক্যও পূর্ণ হইল। বিশেষতঃ মূসার এক সহস্র পাঁচ শত বৎসর পরে যিরূশালম নগর রোমীয়গণ কর্তৃক লুটিত হইল, উক্ত যোসীফস্ এই সকল বৃত্তান্তকে আপন পুস্তকের মধ্যে এ রূপে বর্ণন করিয়াছেন, যথা; 'আকাল ও যুদ্ধদ্বারাতে ১২৪০৪৯০ বার লক্ষ চল্লিশ সহস্র চারি শত নব্বই যিহূদীয়েরা মারা পড়িল; পরে ৯৯২০০ নিরানব্বই সহস্র দুই শত ধৃত হইয়া শত্রুদের নিকটে দাস দাসীরূপে বিক্রীত হইল। ইহার পর যখন রুমের রাজা হাদ্রিয়ান তাহাদের সর্ব্ব-

* যিরি ৩৯। ৯। বি ৪। ১০। † দ্বি ২৮। ৬২।

নাশ করিল, তখন এত যিহূদীয় লোক বিক্রীত হইল যে অকর্ম্মণ্য বস্তুর ন্যায় কেহই তাহাদের মূল্যের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। তখন তাহাদিগকে মিসর দেশে পাঠান গেল। সেখানে যাইতে২ জাহাজ সকল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে অনেকে ডুবিয়া মরিল; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারাও দুর্ভিক্ষ্য প্রযুক্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মারা পড়িল।' যোসীফসের এই কথাতে আর মূসার ভবিষ্যদ্বাণীতে কেমন ঐক্য দেখা যাইতেছে! তিনি যিহূদীয়দিগকে কহিয়াছিলেন, "পরমেশ্বর তোমাদিগকে জাহাজে চড়াইয়া মিসরেতে পুনর্ব্বার লইয়া যাইবেন, আর সেখানে তোমরা দাস দাসীর কারণ আপন শত্রুদের কাছে বিক্রীত হইতে যাইবা, কিন্তু কেহ তোমাদিগকে ক্রয় * করিবে না।" এই সকল কথা সিদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত রোমীয়দের ইতিহাস গ্রন্থেও লেখা হইয়াছে, তাহারা তো যিহূদীয় ছিল না, খ্রীষ্টিয়ানও ছিল না, বরং দেবপূজক ছিল। মূসা এই সকল ঘটনার সংবাদ ১৭০০ সতর শত বৎসর পূর্ব্বে দিলে তাহা সময়ানুসারে পূর্ণ হইল। দেখ, এ কেমন আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাক্য!

* দ্বি ২৮। ৬৮।

তদ্ভিন্ন মূসা ইহাও যিহূদীয়দিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা তাবৎ দেশীয় লোকদের মধ্যে * ছিন্ন ভিন্ন হইবা"। এই কথা আমাসকলের সম্মুখে এখনও পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। দেখ, এমন কোন্ দেশ আছে, যাহাতে যিহূদীয়েরা নাই?

মূসা আরও কহিয়াছিলেন, "যদ্যপিও তোমরা সকল লোকদের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইবা, তথাপি তাহাদের সহিত কখন মিলিত হইবা † না, বরং সর্ব্বদা পৃথক থাকিবা।" ইহার প্রমাণ দিবার কিছু প্রয়োজন নাই, কেননা সকলে জানে যে যিহূদীয়েরা আর ২ মনুষ্যগণহইতে স্বতন্ত্র থাকে। এও এক বড় আশ্চর্য্য কথা, কেননা যিহূদীয়গণ ব্যতিরেকে এমত কোন্ জাতি আছে যে ১৮০০ আঠার শত বর্ষ পর্য্যন্ত অন্য২ লোকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়াও তাহাদের সহিত মিলে নাই?

যিহূদীয়দের বিষয়ে উপরি লিখিত সকল ভাবি সমাচার পঞ্চপুস্তক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থ এবং অন্তভাগের কথাতে ঐক্য হইতেছে। অতএব যদ্যপি আর কোন প্রমাণ না থাকিত, তথাপি ঐ সকল পুস্তক যে পরমেশ্বরের দত্ত বটে, ইহা সাব্যস্ত

* দ্বি ২৮। ৬৪। † ২৮। ৬৫।

করিবার জন্যে এই যথেষ্ট প্রমাণ হইত; কিন্তু ইহা ছাড়া ভবিষ্যদ্বক্তাদের গ্রন্থে আর গীত পুস্তকে এবং অন্তভাগে যিহূদীয়গণের বিষয়ে আরও অনেক আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী আছে। তন্মধ্যে দুই একটি কথা এস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

যিরীহো নগর নষ্ট হইলে যিহোশূয় তাহার পুনর্গাঁথকের বিষয়ে এই ভাবিবাক্য বলিয়াছিলেন; সেই নগরের পত্তনের সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দ্বার স্থাপনের সময়ে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মরিবে। এ কথা ৫০০ বৎসর পরে পূর্ণ * হইল।

যোশিয় রাজার জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নামাদি বিষয়ে ভাবিবাক্য কথিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ দায়ূদ বংশে তাঁহার জন্ম হইবে; ও যাজকদিগকে ধূপজ্বলনকারি দেবপূজকগণের উচ্চ স্থানের উপর উৎসর্গ করিবেন, এবং তাহার উপরে মনুষ্যদের অস্থি দগ্ধ করিবেন। এই ভাবিবাক্য কহনের সময়ে দুই আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, অর্থাৎ দেবপূজক যারাবিয়াম রাজার হস্ত শুষ্ক হইয়া গেল, এবং যে বেদির উপরে দেবতার উদ্দেশে

* যিহো ৬। ২৬; ও রা ১৬। ৩৪।

ধূপ জ্বালাইতেছিল, তাহা ভগ্ন হইল। এই ভবিষ্যৎ কথা আশ্চর্য্যরূপে পূর্ণ * হইল।

পঞ্চপুস্তক এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থ সকল-দ্বারা অবগত হইতেছি যে যিহূদীয়েরা ৯০০ বৎসর ব্যাপিয়া, অর্থাৎ মূসার সময়াবধি বাবিলে নীত হওন পর্য্যন্ত, দেবপূজাতে অতিশয় রত হইয়াছিল; কিন্তু বাবিলে নীত হওনের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিলেন যে "প্রতিমা পূজা তাহাদের মধ্যহইতে একেবারে † সমূলোৎপাটন হইবে।" এই কথানুসারে তাহারা বাবিল-হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিমা পূজারূপ দোষ-হইতে সম্পূর্ণমতে রক্ষা পাইল; তাহাতে যিহূদী-য়েরা সেই সময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত দেবপূজাকে অতিশয় ঘৃণা করিয়াছে; এবং প্রাণ পণেও তাহা স্বীকার করে না।

যিরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা কহিয়াছিলেন, "নিবূখদ্-নিৎসর যিহূদা এবং তচ্চতুর্দিকস্থ দেশ সকলকে পরাজয় ‡ করিবে।" এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রকাশ করণার্থে পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, যথা;

* ১ রা। ১৩। ১—৬; ও ২ রা। ২৩।.১৫—২০।

† যিশা ২। ১৮-২১। ও ৩০। ২২। ‡ যিরি ২৭ অ।

"তুমি বন্ধনী ও যোঁয়ালি প্রস্তুত করিয়া আপন স্কন্ধে দেও। পরে যে দূতগণ যিরূশালমে সিদিকিয় রাজার নিকটে আসিতেছে, তাহাদের দ্বারা ইদোমের রাজার ও মোয়াবের রাজার ও অম্মোন বংশের রাজার ও সোরের রাজার ও সীদোনের রাজার নিকটে তাহা প্রেরণ কর, এবং আপন২ কর্ত্তার নিকটে কথনীয় বাক্য বিষয়ে তাহাদিগকে এই আদেশ কর, ইস্রায়েলের প্রভু সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, তোমরা আপন২ প্রভুকে এই কথা বল; আমি আপনার মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা জগৎ ও তন্নিবাসি মনুষ্য ও পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং যাহাকে যাহা দিতে আমার ইচ্ছা, তাহাকে তাহা দিয়া থাকি। সম্প্রতি আমি আপন দাস বাবিলীয় নিবূখদ্নিৎসর রাজার হস্তে এই সকল দেশ সমর্পণ করিলাম, এবং তাহার দাস্য কর্ম্ম করণার্থে বন্যপশুদিগকেও তাহাকে দিলাম। অতএব সর্ব্বজাতীয় লোক তাহার ও তাহার পুত্রের ও তাহার পৌত্রের দাস হইবে।" যিরি ২৭। ২-৭।

এই ভাবি বাক্যেতে বিরক্ত হইয়া যিহূদীয়েরা যিরিমিয়কে কারাবদ্ধ করিল; এবং যে পর্য্যন্ত নিবূখদ্নিৎসর ঐ নগর লইয়া তাহাকে মুক্ত না করিল, সে পর্য্যন্ত তিনি *সেই স্থানে থাকিলেন। বিশেষতঃ কএক জন ভাক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা যিরি-

---

* যিরি ৩৯। ১১-১৪।

মিয়ের সেই কথা অস্বীকার করিল, এবং মিথ্যা কথাদ্বারা লোকদের এমত বিশ্বাস জন্মাইল, যে আমাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না; তাহাতে হনানিয় নামক তাহাদের এক জনের বিষয়ে যিরিমিয় এই ভাবি কথা বলিলেন;

"তুমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ঘাতকতার কথা কহিয়াছ, এই জন্যে সম্বৎসরের মধ্যে মরিবা। পরে হনানিয় ভবিষ্যদ্বক্তা সেই বৎসরের সপ্তম মাসে প্রাণত্যাগ করিল। যিরি ২৮। ১৬,১৭।

আর আহব ও সিদিকিয় নামক দুই জন মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার বিষয়ে যিরিমিয় কহিলেন, "ইহারা নিবূখদ্নিৎসরের বন্দী হইবে, ও যিহূদীয় লোকদের সাক্ষাতে বধ ও অগ্নিতে * দগ্ধ হইবে।" এই রূপে তিনি ঐ ভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের মৃত্যুর সংবাদ পূর্ব্বে কহিয়া আপন ভাবিবাক্যকে সপ্রমাণ করিলেন।

সিদিকিয় রাজার মৃত্যুর বিষয়ে যিরিমিয় যে ভাবিবাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্য সকল ভবিষ্যৎ কথাহইতে আশ্চর্য্য। ফলতঃ যে সময়ে যিরিমিয় যিরূশালমে থাকিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছিলেন, তৎকালে যিহিষ্কেল বাবিলে সেই

---

* যিরি ২৯। ২১-২৩।

বিষয়ের ভাবি সমাচার দিলেন; তাহাতে যিরি-মিয়ের ভাবিবাক্য বাবিলের বন্দিগণের নিকটে এবং যিহিষ্কেলের বাক্য যিরূশালম নিবাসিদের নিকটে প্রেরিত হইল। যিরিমিয় সিদিকিয়ের বন্দী হওনের বিষয়ে এ রূপ লিখিয়াছিলেন, "সি-দিকিয় বাবিলের রাজাকে দেখিবে, ও বাবিল নগরে যাইয়া শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিবে, এবং পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় কবর প্রাপ্ত * হইবে।" কিন্তু যিহিষ্কেল লিখিয়াছিলেন, "সিদিকিয় বাবিল নগরে মরিবে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইবে † না।" যিহূদীয়েরা এই দুই ভবিষ্যদ্বাক্য পরস্পর বিপ-রীত জানিয়া কাহার কথা সত্য হইবে, ইহার অপেক্ষাতে সন্দিগ্ধ হইয়া রহিল। আমরা যদি উভয়ের কথা উক্ত রাজার বিবরণের সহিত তুলনা করি, তবে নিশ্চয় জানিব, যে সকলই যথার্থ-রূপে পূর্ণ হইল; ফলতঃ সিদিকিয় বাবিলের রাজাকে দেখিল; কিন্তু তথায় যাইবার পূর্ব্বে রাজা তাহার চক্ষু উৎপাটন করিলে সে ঐ নগরকে দেখিতে পাইল না; এবং সে সেস্থানে ‡ বন্দিরূপে

---

* যিরি ৩৪। ২-৬। † যিহি ১২। ১৩।
‡ যিরি ৩৯। ৪-৭; ও ২ রা ২৫। ৫,৭।

গিয়া স্বচ্ছন্দে মরিলে রীতি মত তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইল। ইহাতে সকল যিহূদীয়েরা জানিতে পারিয়াছিল, যে ঐ দুই জনই ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা বটেন।

যিহিস্কেল কাল্‌দীয় দেশে বন্দী থাকিয়া এই প্রকার ভাবিবাক্য কহিয়াছিলেন, "যিহূদা দেশবাসি যিহূদীয়েরা আপনাদের দুষ্টতা প্রযুক্ত ভারি দণ্ড পাইবে; বিশেষতঃ তাহাদের তৃতীয়াংশের একাংশ মড়ক ও আকালে মরিবে; আর এক অংশ খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হইবে; এবং অবশিষ্ট লোক সকল চতুর্দ্দিগে ছিন্নভিন্ন হইলেও খড়্গ তাহাদের পশ্চাৎ২ * যাইবে।" অল্প সময়ের মধ্যে যিরূশালম কাল্‌দীয়দের দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহাদের প্রতি ঐ সকল অনিষ্ট ঘটিল।

দানিয়েল্‌ স্পষ্টরূপে কহিয়াছিলেন, "আন্তিয়খস্‌ ইপিফানীস যিরূশালমের মন্দিরকে অপবিত্র করিবে, এবং তাহার মৃত্যুসংবাদ, ও স্বভাব ও বদনের বর্ণনা † করিলেন।" এ সকল কথা ৪০৮ বৎসর পরে সিদ্ধ হইল। তিনি আরো বলিলেন, "যিহূদা দেশ ও যিরূশালম নগর বিনষ্ট হইবে, ও

* যিহি ৪ ও ৫ অ। † দা ৮ অ।

যিহূদীয়দের বলি ও নৈবেদ্য সকল লুপ্ত * হইবে।" সাধারণ পুরাবৃত্ত পুস্তকদ্বারা ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

অবশেষে লিখি, ইস্রায়েল লোকদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে ২৫৮০ বৎসর হইল হোশেয় এই ভাবিবাক্য বলিয়াছিলেন, যথা;

"আমার ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন, কেননা তাহারা তাঁহার কথাতে মনোযোগ করে নাই, এই নিমিত্তে তাহারা অন্য জাতীয়দের মধ্যে ভ্রমণ করিবে।" হো ৯। ১৭।

এইরূপ ন্যূনাধিক দুই শত ভাবিবাক্য ইস্রায়েল যিহূদীয় প্রভৃতি ইব্রাহীমের বংশীয় লোকদের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে লেখা আছে; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আর উল্লেখ করিব না।

৪ অন্যান্য জাতির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য।

যিহূদীয় লোকদের প্রতিবাসি নানা জাতিদের বিষয়ে বহু ভাবিবাক্য লিখিত হইয়াছিল, সে সকল ব্যাখ্যা করিতে গেলে একটি বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠিবে; এই জন্যে তাহা অতি সংক্ষেপে বর্ণন করি।

সোর নগরের বিষয়। যিহূদা দেশের নিকট-

* দা ৯। ২৬,২৭।

বর্ত্তি মেডিটেরেনিয়ন সমুদ্রের তীরে সোর নামক একটি অতি সুন্দর ও মনোহর নগর ছিল। তন্নিবাসি লোকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া পরম সুখ বিলাস করিতেছে, এমত সময়ে যিহিস্কেল ও আর২ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ * তদ্বিষয়ে এই সমাচার দিলেন, "শত্রুগণ তোমার প্রতি আক্রমণ পূর্ব্বক তোমাকে ঘেরিবে, আর লুট করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিবে।" পরমেশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা এই যে সম্বাদ দিয়াছিলেন, তাহা নিবূখদ্নিৎসর ও সিকন্দরদ্বারা পূর্ণ হইল। সোর নগরের বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা যিহিস্কেল এইরূপে করিয়াছেন।

"আমি তোমাকে অনাবৃত শৈল করিব; ও তুমি জাল বিস্তার করণের স্থান হইবা; আর কখনো নির্ম্মিত হইবা না, কেননা প্রভু পরমেশ্বর কহেন, আমি পরমেশ্বর এ কথা কহিতেছি।" যিহি ২৬। ১৪।

এই কথানুসারে অদ্য পর্য্যন্ত সোর উচ্ছিন্ন ও জনশূন্য হইয়া আছে; কখন২ মৎস্যধারিরা আসিয়া আপনাদের জাল তাহার উপর বিস্তার করে। এই নগর তুরকদের হস্তে অনেক শত বৎসর

---

* যিশ ২৩। যিরি ২৫। যিহি ২৬। ২৭। ২৮। আমো ২। ৯,১০। সিখ ৯। ৩,৪।

অবধি আছে, এবং তাহারা তাহার ভূত ও বর্ত্ত-মান অবস্থা ভাল জানে।

মিসর দেশের বিষয়।• কথিত আছে পূর্ব্বতন কালে মিসর দেশে ১৮০০০ নগর ও ১৭০০০০০০ এক ক্রোর সত্তর লক্ষ লোক ছিল। যৎকালে সে অতি ধনাঢ্য ও উর্ব্বরা এবং পরাক্রমশীল রাজ্য ছিল, তৎকালে যিরিমিয়, ও যিশায়িয় ও যিহিষ্কেল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহার নাশের ভাবি সমাচার দিলেন। শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা এই কথা স্পষ্টরূপে কহেন।

"তাহা (অর্থাৎ মিসর) অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে অপকৃষ্ট হইবে, এবং তাহারা জাতিগণের উপরে আর উন্নত হইবে না; তাহারা যেন অন্য জাতীয়দের উপরে আর কর্তৃত্ব করিতে না পারে, এই জন্যে আমি তাহাদিগকে ক্ষুদ্র করিব। এবং মিসর দেশীয় আর কোন লোক রাজা হইবে না।" যিহি ২৯। ১৫। ও ৩০। ১৩।

এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; দুই সহস্র চারি শত বৎসরের অধিক হইল এই ভাবিবাক্য কথিত হইয়াছিল, এবং মিসর দেশ যে পুরুষানুক্রমে এমত অধম হইবে, তৎকালে ইহার কোন চিহ্নই ছিল না। কিন্তু ভাবিবাক্যানুসারে সকলই ঘটিয়াছে; কারণ অল্প সময়ের মধ্যে প্রথমে বাবিল, পরে পারস্য দেশীয়

লোকেরা তাহা আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল; সিকন্দরের দ্বারা পারস্য রাজ্য ধ্বংস হইলে মিসর দেশ মাকিদনীয়দের, পরে রোমীয়দের, তৎপরে সারাসেনদের, তাহার পর মামলুকদের অধীন হইল; এখন তাহা তুরকী রাজ্যের এক প্রদেশ স্বরূপ হইয়া আছে। ফলতঃ তত্রস্থ লোকদের আচার ব্যবহারও অধম, কেননা তাহারা অতিশয় বিশ্বাসঘাতক, ও লোভী এবং দ্বেষী; আর গত ২৪০০ বৎসরের মধ্যে মিসর দেশীয় কোন লোক তাহার রাজা হয় নাই। রাজাধিরাজার সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ঐ কথা অদ্য পর্য্যন্ত অটল রহিল।

হাবশ দেশের বিষয়। যিশায়িয়, যিহিষ্কেল, ও নহূম ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্ত্তৃক কূশ বা হাবশ নামক দেশের নাশ * স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থদ্বারা নিশ্চয় অবগত হইতেছি যে প্রথমে আশূরীয় রাজগণ পরে পারস্য রাজা সেই দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা লুট করিয়াছিল। আর খ্রীষ্টের জন্মের সময়ে রোমীয় লোকেরাও তাহা লুটপাট করিল; তৎপরে সরাসেন, তুরকী ও আর২ মুসলমান জাতিরা তাহা হস্তগত করিয়াছে।

---

* যিশা ১৮ ও ২০ অ। যিহি ৩০। ৪—৬।

নিনিবী নগরের বিষয়। পূর্ব্বকালে নিনিবী অতি বৃহৎ ও পরাক্রান্ত* নগর ছিল। নিনিবী আশুর দেশের রাজধানী, তাহাতে ৬০০০০০ ছয় লক্ষের অধিক লোক বাস করিত। তাহার পরিধি তিন দিনের পথ, ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ১০০ হস্ত উচ্চ, তদুপরে তিনখান গাড়ী পাশাপাশী দৌড়িতে পারিত। তাহার বিভবের সময়ে নহূম ও সিফনিয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংসের ভাবি কথা * বলিয়াছিলেন; তাহা এমত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে নিনিবী নগর কোথায় ছিল, তাহার চিহ্নও এখন দেখা যায় না।

বাবিল নগরের বিষয়। এই নগর নিনিবীহইতে বৃহৎ ও নানা সুদৃশ্য এবং আশ্চর্য্য দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার পরমবিভবের সময়ে যিশায়িয় ও যিরিমিয় এই ভাবি সংবাদ দিলেন, যে পারস্য লোকেরা আসিয়া তাহাকে হস্তগত করিবে; আর তাহার মধ্য দিয়া বহিতেছে যে ফরাৎ নদী তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবে; আর কোন পর্ব্বের দিনে বাবিল নগরের রাজা ও অধ্যক্ষ এবং প্রধান সকল একত্র হইয়া মত্ত হইবে, এমত সময়ে আ-

* নহূম ১। ২। ৩ অ। সিফ ২। ১৩—১৫।

চয়িতে ঐ নগর শত্রুদের * হস্তগত হইবে। তদনুসারে পারস্য দেশের রাজা 'খস্ত্র ফরাৎ নদীর স্রোতকে ফিরাইয়া দিয়া নগরকে অধিকার করিলেন, আর তথাকার প্রধান অধ্যক্ষগণ সমেত রাজাকে বধ † করিলেন।' সেই সময়ে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল, যেমত পারস্যদের ইতিহাস গ্রন্থেও লিখিত আছে।

বাবিলের বর্ত্তমান অবস্থা যিশায়িয় ও যিরিমিয় এই কথাতে বর্ণনা করেন, যথা;

"যে বাবিল নগর তাবৎ রাজ্যের রত্ন ও কল্‌দীয়দের দর্পজনক ভূষণস্বরূপ সে সিদোম ও অমোরার ন্যায় ঈশ্বরের হস্তদ্বারা উচ্ছিন্ন হইবে, তাহার মধ্যে আর কখনো বসতি হইবে না; পুরুষ পুরুষানুক্রমে তাহাতে কেহ বাস করিবে না, এবং আরবীয় লোকেরাও সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিবে না, এবং মেষপালকেরাও সেখানে মেষের খোঁয়াড় আর করিবে না। কিন্তু সেই স্থানে বন্যপশুগণ বাস করিবে, ও চীৎকারকারি পেচকেতে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ হইবে; ও উষ্ট্রপক্ষী সেখানে বাসা করিবে, ও বন্য ছাগ নৃত্য করিবে। এবং তাহাদের অট্টালিকাতে শৃগাল শব্দ করিবে, ও রাজ মন্দিরে বৃহৎ সর্প বাস করিবে।" যিশা ১৩। ১৯—২২।

---

* যিশা, ২১। ১—১০। ও ৪৪। ২৭। যিরি ৫০। ৩৮, ও ৫১। ৩১।
† দা ৫। ১—৪, ২৯—৩১।

"সে স্থানে কেন্দুয়া ও শৃগাল এবং উষ্ট্রপক্ষি সকল বাসা করিবে; সে আর কখন লোকালয় হইবে না, ও পুরুষে ২ সে স্থানে বসতি হইবে না। ঈশ্বর যেমন সিদোন ও অমোরা, ও তাহার নিকটস্থ নগরের উৎপাটন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ করিবেন; কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে থাকিবে না, ও কোন মনুষ্যের বংশ তাহার মধ্যে বাস করিবে না।" যিরি ৫০। ৩৯,৪০।

"পরমেশ্বর কহেন; কোণের কিম্বা ভিত্তিমূলের নিমিত্তে কেহ তোমাহইতে প্রস্তর লইবে না, তুমি নিত্য উচ্ছিন্ন থাকিবা। বাবিল নগর প্রস্তরের ঢিবি, ও সর্পের বাসস্থান ও বিস্ময়াস্পদ ও নিন্দাস্পদ ও নরশূন্য হইবে। বাবিল এই রূপ মগ্ন হইয়া দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আর কখনো উঠিতে পারিবে না।" যিরি ৫১। ২৬,৩৭,৬৪।

ইতিহাস ও যাত্রিকদের পুস্তক পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবে যে এই ভাবিবাক্য অতি সূক্ষ্মরূপে পূর্ণ হইয়াছে।

চারি মহারাজ্যের বিষয়। দানিয়েল্ ঐ চারি মহারাজ্যের উৎপত্তি ও ধ্বংসের ভাবিসংবাদ স্পষ্টরূপে * লিখিয়াছিলেন; বিশেষতঃ, পারস্য জাতিদ্বারা বাবিলীয় রাজ্যের বিনাশ, এবং সিকন্দরকর্তৃক পারস্য রাজ্যের ধ্বংস, ও তাঁহার রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত হওন, এবং রোম রাজ্যের উৎপত্তি,

* দা ২। ৭। ৮। ও ১১ অধ্যায় দেখ।

ও তদ্দ্বারা অন্যান্য রাজ্যদের পরাজয় করণ, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল রাজ্যহইতে এই মহারাজ্যের বিভিন্নতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। যে কেহ এই সকল ভাবিবাক্য উক্ত রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থের সহিত তুলনা করেন তিনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে সে সকল কথা ঈশ্বরদত্ত বটে, কেননা পশ্চাদ্ঘটিত ইতিহাস বিবরণে সকলের ঐক্য হইয়াছে।

৫। খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়।

মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এবং গীত পুস্তকের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ে অনেক ভাবিবাক্য লেখা আছে, তন্মধ্যে কএকটি উল্লেখ করিয়া এস্থলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করি।

প্রথমে এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে, যে মালাখি নামে আদিভাগের শেষ ভাবিবক্তা খ্রীষ্টের আগমনের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিলেন, এবং খ্রীষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে টলমি নামক মিসর দেশের রাজার অনুমতিক্রমে আদিভাগের সকল পুস্তক গ্রীক ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল; কেননা আসল ইব্রীয় আদিভাগ এবং গ্রীক ভাষাতে তাহার ঐ তর্জ্জমা এখনও যিহূদীয় ও খ্রীষ্টিয়ানদের নিকটে আছে।

তাহারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহা সাবধান-রূপে রক্ষা করিয়াছে, অতএব তাহা যে কোন রূপে পরিবর্ত্ত হইয়াছে. ইহা নিতান্ত অসম্ভব; কারণ খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি খ্রীষ্টের বিষয়ে কোন কথা তন্মধ্যে লিখিত, তবে যিহূদীয়েরা অবশ্য তাহা প্রকাশ করিত; এবং যিহূদীয়েরা যদি তাহা পরি-বর্ত্ত করিত, তবে খ্রীষ্টিয়ানেরা অবশ্য তাহাদের প্রতিবাদী হইত; আর ধর্ম্ম বিষয়ে যিহূদীয় ও খ্রী-ষ্টিয়ান পরস্পর বৈপরীত্য ও শত্রুতা প্রযুক্ত তা-হারা উভয়ে প্রতারণা করণার্থে এক পরামর্শ হইয়া আদিভাগকে পরিবর্ত্ত করিয়াছে, ইহাও অসম্ভব। বিশেষতঃ ইতিহাসদ্বারা নিশ্চয় জানা যা-ইতেছে, তাহারা কোন কালেই এমত মেল করে নাই। অতএব এই সকল পুস্তকহইতে খ্রীষ্টের বিষয় কএকটি ভাবিবাক্য মনোনীত করিয়া পশ্চা-তে লিখি।

খ্রীষ্টের জন্মের সময় নিরূপণ। খ্রীষ্টের জন্মের ১৭০০ সতের শত বৎসর পূর্ব্বে যিহূদীয়দের পূর্ব্ব-পুরুষ যাকুব পশ্চাল্লিখিত কথাতে তাঁহার আগম-নের বিষয় জানাইয়াছিলেন, যথা;

"যাঁহার নিকটে লোকদের সংগ্রহ হইবে, সেই শী-

লোর (অর্থাৎ সান্ত্বনাকারির) আগমন যদবধি না হয়, তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না।" আ ৪৯। ১০।

পূর্ব্বোক্ত পদেতে যাঁহার আগমনের সংবাদ আছে, তিনিই মসীহ অর্থাৎ খ্রীষ্ট বটেন, ইহা যিহূদীয়েরাও স্বীকার করে, এখন বিবেচ্য এই, গত ১৮০০ আঠার শত বৎসরের মধ্যে যিহূদীয়-দের কেহ রাজা অথবা ব্যবস্থাপক হয় নাই; বরং তৎকালাবধি তাহারা অন্যান্য লোকদের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তাহাদের বশীভূত হই-য়াছে; এবং তাহাদের বংশাবলি সকল গোল-মাল হইয়াছে, কিম্বা হারাণ গিয়াছে, তাহাতে কে কোন্ গোষ্ঠীতে জন্মিয়াছে, এখন ইহা নির্ণয় করা অসাধ্য। অতএব নিশ্চয় জানা যায় যে খ্রীষ্ট ইহার ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে অবশ্যই আসিয়াছিলেন।

এতদ্বিষয়ে গাব্রিয়েল দূত দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তাকে এই কথা কহেন, যথা;

"আজ্ঞালঙ্ঘনের সমাপ্তি করিতে, ও পাপের শেষ করিতে, ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, ও নিত্যস্থায়ি ধর্ম্ম আনয়ন করিতে, এবং দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাক্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে, ও মহাপবিত্র ব্যক্তিকে অভিষেক করিতে, তো-মার লোকদের ও তোমার পবিত্র নগরের বিষয়ে সত্তরি

সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে। অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া বুঝ, যিরূশালমের পুনর্নির্ম্মিতি হওনের আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি মসীহ (অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাতা) অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ আর বাষষ্টি সপ্তাহ হইবে; এবং দুর্গতি বিশিষ্ট কালে চক ও প্রাচীর পুনর্ব্বার গ্রথিত হইবে। এবং বাষষ্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ত্রাতা দীনহীন হইয়া উচ্ছিন্ন হইবেন।" দা ৯। ২৪—২৬।

এই সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে অধিক কাল লাগিবে; এজন্যে সংক্ষেপে বলি; অর্ত্তসস্ত রাজের যিরূশালম নগর পুনর্নির্ম্মাণের অনুমতি দেওন সময়াবধি খ্রীষ্টের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সত্তরি সপ্তাহ অর্থাৎ ৪৯০ বৎসর * হইল। উপরি লিখিত কথার ফলিতার্থ এই, খ্রীষ্টকে পাপের জন্যে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে হইবে; এবং তদ্দ্বারাই ভবিষ্যদ্বাক্য মুদ্রাঙ্কিত অর্থাৎ সমাপ্ত হইবে, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার নিজ প্রেরিতগণের পরে আর কোন ভবিষ্যদ্বক্তা হইবে না।

হগয় ও মালাখি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এই সংবাদ দিয়াছিলেন, যিহূদীয়েরা † বাবিলহইতে ফিরিয়া আ-

---

* ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গণনানুসারে এক দিন এক বৎসরকে বুঝায়। যিহি ৪। ১—৮ দেখ। অতএব খ্রীষ্টের মরণ সময় উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

† হগয় ২। ১—৯। মালাখি ৩। ১—৩।

সিয়া যে মন্দির গাঁথিয়াছিল, সেই মন্দির থাকিতে খ্রীষ্ট আসিবেন। এখন ১৭০৫ বৎসরের অধিক হইল ঐ মন্দির সমূলোৎপাটিত হইয়াছে, অতএব খ্রীষ্ট তৎকালের পূর্ব্বেই কোন সময়ে আসিয়া থাকিবেন, ইহা সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে।

খ্রীষ্টের জন্মস্থান ও ক্রিয়াদির নিরূপণ। খ্রীষ্ট কোন্ বংশে ও কোথায় জন্ম গ্রহণ করিবেন, এ বিষয়ে মীখা এই ভাবিবাক্য কহিয়াছিলেন, যথা;

"হে বৈৎলেহম ইফ্রাথা, যদ্যপি তুমি যিহূদা দেশের সকল রাজধানীর মধ্যে ক্ষুদ্র হও, তথাপি অতিপূর্ব্বকাল বরং অনাদিকাল যাঁহার উৎপত্তি স্থান, তিনি আমার আজ্ঞাতে ইস্রায়েলের রাজা হওনার্থে তোমার মধ্যহইতে উৎপন্ন * হইবেন।" মী ৫। ২।

তিনি দায়ূদ বংশীয়া এক কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন; তিনি নানা প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবেন, যথা অন্ধকে চক্ষু, ও মৃতকে জীবন দিবেন ইত্যাদি; তিনি নম্র ও শান্ত হইবেন; যিহূদীয়দের কাছে অগ্রাহ্য হইবেন, ও দরিদ্রগণের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিবেন, এই সকল সংবাদ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্ত্তৃক † তদ্বিষয়ে কথিত হই-

---

* এ কথা মথির ২। ৫,৬ পদের সহিত তুলনা কর।

† আ ৩। ১৫। যিশা ৭। ১৪। ৫ ৯। ৬,৭। ও ১১। ১-১০। ও ৪২।

য়াছিল, এবং তাহার বিদ্ধ হওনের বৃত্তান্ত অন্ত-ভাগে লেখা আছে।

যিশায়িয়ের ৫৩ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎ কথা; বিশেষতঃ, তাঁহার নম্রতা, ও দুঃখভোগ, ও মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, ও কবরে শয়ন, এবং পুনরুত্থান, ও স্বর্গারোহণ, ও পাপিদের জন্যে মধ্যস্থালী করণ, ইত্যাদি লেখা আছে। এখন স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে যিশায়িয় ঐ সকল বাক্য খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন।

দায়ূদের গীতে খ্রীষ্টের বিষয়ে এই২ ভাবিকথা আছে, যথা; তাঁহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে পর হস্তগত করিবে, তাঁহার হস্ত ও পদ প্রেকেতে বিদ্ধ হইবে; লোকেরা তাঁহাকে পিত্ত ও অম্লরস পান করিতে দিবে; তাহারা তাঁহার বস্ত্রের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিবে; এবং তাঁহার শরীর কবরস্থ হইলেও ক্ষয় * পাইবে না।

যিশায়িয় পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে এই ভাবিবাক্য বলি-য়াছিলেন, যে দুষ্ট লোকদের সহিত তাঁহার কবর নিরূপিত হইলেও তিনি ধনি লোকদের সহিত কবর প্রাপ্ত হইবেন। তিনি এবং আর২ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ

* [illegible] ৫৩ । ১ [illegible] ২ । [illegible] ১৫ । ১০ [illegible] ১০ গী

দর্শাইয়াছিলেন, যে খ্রীষ্ট সকলের উপর রাজত্ব করিবেন; অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমুদয় ক্ষমতা তাঁহাকে দত্ত হইবে; এবং যিরূশালম আরম্ভ করিয়া জগতের সকল জাতির নিকটে পরিত্রাণ তাঁহার নামে প্রচারিত * হইবে।

খ্রীষ্টের রাজত্বের বিষয়। খ্রীষ্ট সকল দেশীয়দের নিকটে ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বার মুক্ত করিবেন, ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই কথা পূর্ণ হওয়াতে যিহূদীয় ও অন্য দেশীয়দের মধ্যে যে বিভিন্নতা এবং খ্রীষ্টের কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিদানাদি, পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছিল, সে সকল স্থগিত হইবে। ১১০ গীতে এই ভাবিকথা আছে, তিনি মল্কীষেদকের মতানুসারে রাজা ও যাজক উভয়ের কর্ম্ম করিবেন;” সুতরাং যাজকপদও পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ফলতঃ খ্রীষ্ট নিজে রাজা ও যাজক হইয়া হারোণের বংশকে ঐ পদহইতে চ্যুত করিলেন।

মালাখির পুস্তকে এই কথা লেখা আছে, যথা;

“সূর্য্যের উদয়াচল অবধি অস্তাচল পর্য্যন্ত অন্য জাতীয়দের মধ্যে আমার নাম গৌরবান্বিত হইবে, ও

---

* প্রেরিত ২। ২—৪। মাথি ২৮। ১৬—২০। ইত্যাদি।

প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ ও পবিত্র নৈবেদ্য উৎসর্গ হইবে; কেননা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, অন্য দেশীয়দের মধ্যে আমার নাম গৌরবান্বিত হইবে।" মালাখি ১। ১১।

ইহাতে নিশ্চয় অনুমেয় যে খ্রীষ্ট আসিয়া যিহূদীয়দের বিশেষ২ রীতি ও নৈবেদ্য উঠাইয়া দিবেন; কেননা তাহারা মূসা লিখিত পঞ্চ পুস্তকের আজ্ঞানুসারে যিরূশালম ব্যতীত আর কোন স্থানে ধূপ ও পবিত্র নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে * পারিত না।

---

* মালাখি ১। ১১। ও ১১০ গী। আর যিরি ৩১। ৩৪। ও দানিয়েল ৯। ২৪। ও মিখ ৭। ১৩—১৫। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য উপরি লিখিত কথার সহিত তুলনা করিয়া জানা যাইতেছে যে আদিভাগ আর অন্তভাগের মধ্যে কিছুমাত্র বিরুদ্ধতা নাই, সুতরাং ইহার দ্বারা তাহা খণ্ডন হয় না, বরং সিদ্ধ ও পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হয়। এই নিমিত্তে খ্রীষ্টীয়ানেরা আদিভাগকে অন্তভাগের সমান পরমেশ্বরদত্ত পুস্তক জ্ঞান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাহা পাঠ করে, আর তাহাতে যীশু খ্রীষ্টের আসিবার সমাচার অনুসন্ধান করে। তদ্ভিন্ন তাহারা তল্লিখিত পরমেশ্বরের আজ্ঞা জ্ঞাত হয়, এবং নোহ ইব্রাহীম প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণের চরিত্র বর্ণনা বিবেচনা করিয়া অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হয়। এই রূপে আদিভাগও বহু গুণ দায়ক বটে। কিন্তু তাহাতে যে সকল রীতি ব্যবহার কেবল যিহূদীয়দের জন্যে ঠাহরান গিয়াছিল, খ্রীষ্টীয়ানদের তাহা পালন করিবার কিছু প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক বালক আর যুবার মধ্যে যেমন ভিন্নতা তেমনি আদি ও অন্তভাগের মধ্যে হয়।

ইহাও সম্ভব বটে, কারণ সূর্য্যোদয় হইলে প্রদীপে আর প্রয়োজন কী? ও গঙ্গার ধারে কূপেতে কী আবশ্যক আছে? অতএব খ্রীষ্ট আপনাকে বলি-রূপে উৎসর্গ করিয়া পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপ-বিষ্ট হইলে পর যিহূদীয়দের মন্দির ও বেদি সকল নষ্ট হইল, এবং তাহারা আপন দেশ ও যিরূশালম-হইতে দূরীকৃত হইয়া তৎকালাবধি অন্য জাতীয়-দের মধ্যে ভ্রমণকারী হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তাহারা বিদেশে থাকিয়া ঐ সকল রীতি ব্যবহার পালন করিতে পারে না।

খ্রীষ্টের বিষয়ে আদিভাগে আরও অনেক ভবি-ষ্যদ্বাণী আছে, কিন্তু সে সকলের বর্ণনা হইতে পারে না। উপরি লিখিত যে ভাবিবাক্য সকল সংক্ষে-পে উল্লেখ করা গিয়াছে, ইহাতে প্রকাশ হইতেছে যে তাঁহার জন্ম, জীবন বৃত্তান্ত, আশ্চর্য্য ক্রিয়া, উপ-দেশ, ক্রুশে হত হওন, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ, মধ্যস্থালী করণ, এবং তাঁহার সুসমাচারের সর্ব্বত্র প্রচার হওন, এ সকল সংবাদ স্পষ্টরূপে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছিল। ফলতঃ খ্রীষ্টের বিষয়ে এত ভাবি সমাচার লেখা গিয়াছে, যে ভবিষ্যদ্বক্তৃ-গণের গ্রন্থহইতে প্রায় তাঁহার আজন্ম চরিত্র বিব-

রণ সংগ্রহ হইতে পারে। এই ভাবিবাক্য সকল যদি কেবল এক জনের দ্বারা কথিত হইত, তবে তাহা আশ্চর্য্য বিষয় হইত বটে; কিন্তু বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল কথা সমকালের দুই এক জনের নয়, কিন্তু ভিন্ন২ সময়ের নানা লোকেরা এই মহাপুরুষের আগমন ও ক্রিয়ার কথা অনেক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, ইহা-হইতে আর অধিক আশ্চর্য্য কী আছে?

ঐ সকল ভাবিবাক্য খ্রীষ্টের বিষয়ে কি আর কোন ব্যক্তির বিষয়ে কহা গিয়াছে, ইহাতে যদি কেহ সন্দেহ করে, তবে নিম্নে লিখিত কএকটি প্রস্তাব বিবেচনা করিলে বোধ হয় তাহা ভঞ্জন হইবে।

১। আদিভাগে এক জন উদ্ধারকর্ত্তা ভিন্ন অন্যের আসিবার কথা নাই।

২। ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমাণানুসারে সেই উদ্ধার-কর্ত্তা এক কুমারীর গর্ব্ভেতে জন্ম গ্রহণ করিবেন।

৩। তিনি যিহূদার গোষ্ঠীতে ও দায়ূদের বংশে উৎপন্ন হইবেন।

৪। তিনি যিহূদা প্রদেশস্থের বৈৎলেহম নগরে জন্মিবেন।

৫। তিনি দ্বিতীয় মন্দির বিনাশের পূর্ব্বে আসিবেন।

৬। তিনি নানা প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবেন।

৭। তিনি যিহূদীয়দের নিকটে অগ্রাহ্য, ও আপনার এক জন শিষ্যদ্বারা পরহস্তগত, এবং আর ২ শিষ্যগণকর্ত্তৃক ত্যক্ত হইবেন।

৮। তাঁহার হস্ত ও পদ বিদ্ধ হইবে; লোকেরা তাঁহার বস্ত্রের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিবে; এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করিবেন।

৯। যিরূশালম অবধি করিয়া সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার নামে সুসমাচার প্রচারিত হইবে; এবং অন্য দেশীয় লোকেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে।

এই সকল চিহ্ন যাঁহাতে পাওয়া যায়, তিনি সেই আগন্তব্য ব্যক্তি বটেন। ফলতঃ নাসরতীয় যীশু ভিন্ন আর কাহাতেও এই সকল চিহ্ন পাওয়া যায় না; অতএব নাসরতীয় যীশুই খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাতা বটেন।

৬। অন্তভাগে লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্য।

মূসা লিখিত গ্রন্থে এবং আদিভাগের আর ২

পুস্তকে যদ্রূপ ভাবিবাক্য, তদ্রূপ অন্তভাগেও অনেক আছে; কিন্তু এ স্থলে সকল না লিখিয়া কেবল কএকটি উল্লেখ করি।

খ্রীষ্ট আপন সর্ব্বজ্ঞতাদ্বারা বারম্বার আপন মৃত্যুর সমাচার দিয়াছিলেন, যথা কী রূপে ও কোথায় মরিবেন, এবং তাঁহাকে কাহারা বধ করিবে,* ইত্যাদি। তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন, অমুক শিষ্য আমাকে পরহস্তগত † করিবে, আর অমুক আমাকে অস্বীকার করিবে; এবং অবশিষ্ট শিষ্যগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন ‡ করিবে; এই সকল ভাবিবাক্য প্রকৃতরূপে পূর্ণ হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা মনে করুন, মনুষ্যদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে আপন মৃত্যুর বিশেষ ২ সংবাদ বলিতে পারে; অতএব এই প্রকার ভাবিবাক্য অত্যাশ্চর্য্য বটে। আর ইহাও বলিতে হইবে, ক্রুশদ্বারা হত করণ যিহূদীয়দের রীতি না হইয়া রোমীয়দের ছিল; এবং যখন রোমীয় শাসনকর্ত্তা যীশুকে বধ করণার্থে যিহূদীয়দের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিল, তখন তাহারা দৃঢ়রূপে

---

* ম ১৬। ২১। মার্ক ৯। ৩১। লূ ১৮। ৩১-৩৩। যো ১২। ৩২,৩৩।
† যো ১৩। ২১-২৭। ‡ ম ২৬। ৩১-৩৫। যো ১৬। ৩২।

অস্বীকার * করিল; তাহাতে যাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া দুঃখ দিতেছিল তাঁহারই ভাবিবাক্য তাহারা অজ্ঞাতসারে পূর্ণ করিল।

যিহূদীয়েরা ইহা স্থির করিয়াছিল যে আমরা নিস্তার পর্ব্ব নামে মহাপর্ব্বে তাঁহাকে ধরিব না; কিন্তু খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, তাহারা আমাকে ধরিয়া সেই দিবসে † বলিরূপে বধ করিবে। দেখ দেখি, এ বিষয়ে কাহার কথা সফল হইল, তাঁহার কিম্বা তাহাদের? ইহা শেষবিবরণে প্রকাশ পাইতেছে, বিশেষতঃ স্বধর্ম্মত্যাগি যে যিহূদার ভাবি বিশ্বাসঘাতকতা খ্রীষ্ট পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, সে যিহূদীয়দের নিকট খ্রীষ্টকে সমর্পণ করিতে স্বীকার করিবামাত্র তাহাদের ঐ অভিপ্রায় পরিবর্ত্ত হইল, অর্থাৎ পর্ব্বের দিবসেই তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ‡ বধ করিল। ইহাতেও তাহারা না জানিয়া খ্রীষ্টের সর্ব্বজ্ঞতা সপ্রমাণ করিল।

খ্রীষ্ট আপন পুনরুত্থানের কথা পূর্ব্বে বার২ কহিয়াছিলেন; আরও কহিলেন, পুনরুত্থানের পরে আমি গালীলীতে গিয়া শিষ্যগণকে দেখা ‖ দিব।

---

* যো ১৮। ৩১, ৩২। † ম২৬। ১-৫। ‡ ম ২৬ ও ২৭। ম ২০। ১৮, ১৯। যো ১৮ ৩১ ৩৪। ‖ ম ২৬। ৩২। ২৮। ১৬—২০।

তাঁহার শিষ্যগণের পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত * হওন, ও তাহাদিগকে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবার † ক্ষমতা দেওন, এ বিষয়ে তিনি ভাবিবাক্য কহিলেন।

যিরূশালমের ধ্বংস হওন, ও সেই ধ্বংসের সময়, বিশেষতঃ তৎকালীন লোকেরা জীবৎ ‡ থাকিতে তাহা ঘটিবে, ইহারও ভাবি কথা তিনি বলিলেন। আর রোমীয়েরা, যে তাহা নষ্ট করিবে, ইহাও বিদিত করিলেন; এবং কত দিন পর্য্যন্ত তাহা উজাড় ‖ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিবাক্য মিথ্যা করণাভিপ্রায়ে জুলিয়ান নামক খ্রীষ্টধর্ম্মত্যাগি রোমীয় সম্রাট তিন শত বৎসর পরে যিরূশালমের মন্দিরকে পুনর্নির্ম্মাণ করিতে বহু যত্ন করিলেন। বিশেষতঃ তিনি তাবৎ দেশহইতে অনেক যিহূদীয়দিগকে আনাইয়া ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করাইলেন। কিন্তু যৎকালীন তাহারা মন্দিরের পত্তন খনন করিতেছিল, এমত সময়ে ভয়ানক অগ্নির গুটিকা মৃত্তিকাহইতে নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতে কা-

* যো ১৪। ১৬,১৭,২৬। ১৫।২৬। ১৬। ৭—১৪। প্রে ১।৪,৫।
† মার্ক ১৬। ১৭,১৮। যো ১৪। ১২,১৩। প্রে ১।৮।
‡ লূ ১৯। ৪১—৪৪। ১৩। ৩৪,৩৫। ম ২৩। ৩৭—৩৯।
‖ ম ২৪। মার্ক ১৩। লূ ২১।

রিকর সকল ক্লিষ্ট ও ভীত হইয়া নিকটে যাইতে পারিল না; অবশেষে তাহাদের চেষ্টা বিফল হওয়াতে, তাহাদিগকে ঐ কর্ম্মহইতে ক্ষান্ত হইতে হইল। আমিয়েনস্ মার্সেলীনস্ নামে সম্রাটের এক পরম বন্ধু এই সাক্ষ্য দিয়াছেন। সেই সময়াবধি অদ্যপর্য্যন্ত খ্রীষ্টের বাক্য বৃথা করিবার জন্যে কেহ এমত দুষ্ট চেষ্টা করে নাই। ফলতঃ তিনি কহেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ * হইবে না।"

খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা ধর্ম্মের নিমিত্তে তাড়িত এবং অনেকে † হত হইবা।" এই কথা বিলক্ষণ পূর্ণ হইয়াছে, বরঞ্চ এক্ষণেও অনেকে খ্রীষ্টের কারণ স্থান বিশেষে তাড়না ও মৃত্যু ভোগ করিতেছে। তিনি আপন শিষ্যদিগকে তাহা সহ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যথা; "দেখ, কেন্দুয়া ব্যাঘ্র সমূহের মধ্যে যেমন মেষবৎস, তদ্রূপ তোমাদিগকে ‡ পাঠাইতেছি।" আর তাহাদিগের আশ্বাস জন্মাওনার্থে তিনি ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "পরলোকের দ্বারিগণ আমার মণ্ডলীকে || পরাজয় করিতে পারিবে না।" অর্থাৎ

* ম ২৪। ৩৫। † যো ১৫। ১৮-২১। ১৬ ২। ‡ লূ ১০। ৩। || ম ১৬। ১৮

শয়তান ও তাহার সৈন্যগণ খ্রীষ্টের ঐ ক্ষুদ্র পালকে কখন পরাভব করিতে পারিবে না। আঃ এ কেমন মহৎ কথা! ইহা কেমন আশ্চর্য্য সমাচার! খ্রীষ্ট আপন মতাবলম্বি লোকদিগকে ধর্ম্মের জন্য অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি বলিলেন, যে তাহারা অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত সমুদয় জগৎকে জয় করিবে। আহা কি আশ্চর্য্য! যদি কএকটি মেষবৎসকে কেন্দুয়া ব্যাঘ্রের মধ্যে পাঠান যায়, তবে তাহারা কত ক্ষণ জীবৎ থাকিবে? কিন্তু দেখ, আঠার শত বৎসর পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের মেষপাল কেন্দুয়া সমূহের মধ্যে বাস করিতেছে; তথাচ তাহাদের নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে২ তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে! আর ধর্ম্মপুস্তকে নিশ্চয় বলে; যে পর্য্যন্ত সমুদয় জগতে "এক পাল ও এক পালক* না হয়;" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তাবৎ দেশে এক ধর্ম্ম ও এক প্রভু ও এক জাতি না হয় সেই পর্য্যন্ত তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

জগতের মধ্যে খ্রীষ্টের রাজ্য উক্তরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে বাইবলের ভাবিবাক্য পূর্ণ হওনের প্রমাণ হইয়াছে তাহা কেবল নয়, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম যে ঈশ্বরকর্তৃক

---

* যোহ১০। ১৬।

ইহাও তদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়। আইস, এ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করি। দ্বাদশ জন মৎস্যধারী বিদ্যাবিহীন ও নির্দ্ধন এবং অরক্ষক হইয়াও আপনাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে সুসমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিল; তাহারা সকলকে বলিত, খ্রীষ্ট সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে কহিয়াছেন; এই আপদজনক ও অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিবার জন্য তোমাদিগকে সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে, বরঞ্চ তোমরা আপন বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকর্তৃক ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইবা, তাহাতে যদিও তাহারা তোমাদের হন্তা না হয়, তথাচ পরমশত্রু হইবে। সেই আশ্চর্য্য প্রভু আপন আশ্চর্য্য সেবকদিগকে এই কথা বলিলেন, "তোমরা সকলের ঘৃণাস্পদ * হইবা।" অর্থাৎ তোমরা আমার নামের জন্যে সকলের ঘৃণিত হইবা; তথাচ তোমরা আন্তরিক আনন্দ ও শান্তি ও সরল মনের সাক্ষ্য ব্যতীত এই জগতে আর কোন ফল প্রাপ্ত হইবা না। ফলতঃ মনুষ্যদের ত্রাণার্থে স্বর্গের নীচে খ্রীষ্ট ভিন্ন আর কোন নাম নাই, এই কথা নির্ভয়ে সকলের কাছে প্রচার কর; কেননা যে ধর্ম্ম প্রকাশার্থে তোমাদের প্রতি ভারা-

* ম ১০। ২২।

র্পণ করা গেল, তাহাতে যিহূদীয় ধর্ম্ম পূর্ণ হইলে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রীতি সকল লুপ্ত হইয়াছে; এবং জগতের মধ্যে আর২ যে ধর্ম্ম আছে, সে সকল বৃথা ও নিষ্ফলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ কথাতে যিহূদীয় ও অন্য দেশীয় লোক সকল যে খ্রীষ্টিয়ানদের অশাম্য শত্রু হইয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য্য কী? বাস্তবিক তাহাই ঘটিল।

আশ্চর্য্য এই, যে দিনে প্রেরিতেরা প্রথমে সুসমাচার প্রচার করিল, সেই দিনে তিন সহস্র লোক বিশ্বাস করিয়া তাহাদের মণ্ডলীতে ভুক্ত * হইল। দেখ, যে স্থানে ৫০ দিন হইল খ্রীষ্ট ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে অর্থাৎ যিহূদীয়দের রাজধানী যিরূশালমে ইহাই ঘটিল; আর বোধ হয়, খ্রীষ্টের বধকারিদের মধ্যেও কোন২ লোকেরা সেই দিনে পরামনন করিয়া তাঁহার আশ্রয় লইল। কিছু কাল পরে আরও † অনেক২ যিহূদীয়েরা বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইল। যদ্রূপ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ শত্রুরা তাহাদের প্রতি অনেক তাড়না করিল, তাহাতে তাহারা নানা দিগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সর্ব্বত্র সুসমাচার প্র-

---

* প্রে ২। ৪১। † প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণ দেখ।

চার করিতে লাগিল। ফলতঃ ভিন্নদেশীয় এত লোক তাহাদের প্রচারিত সুসমাচারে বিশ্বাস করিল যে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের ৮০ বৎসর পরে প্লিনি নামে পন্তস্ ও বিথুনিয়ার শাসনকর্ত্তা ট্রেজান মহারাজকে এ বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা; "এইক্ষণে আমার কী করা কর্ত্তব্য? কারণ সকলে স্ব২ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। স্ত্রী পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ, ভদ্রাভদ্র অনেকে অপবাদিত হইতেছে, ইহার পরেও হইবে। আর এই বৈধর্ম্ম্য কেবল নগরে২ প্রচলিত হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ক্ষুদ্র২ গ্রামেও ব্যাপিয়াছে। দেবগণের মন্দির সকল প্রায় লোককর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে, ও ধর্ম্মোৎসব স্থগিত হইয়াছে; এবং উৎসর্গের কারণ যে বলি হাটে আনা যায়, তাহা প্রায় কেহ ক্রয় করে না।" এই পত্রের কথা বিবেচনা করিলে, নিশ্চয় জানা যায়, যে পন্তস্ ও বিথুনিয়া দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম তৎকালে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল; এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে তদ্রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও আমরা সত্য ইতিহাসদ্বারা জ্ঞাত হইতেছি।

আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই, যে কোন ব্যক্তি

খ্রীষ্টিয়ান হইল, সে আপন পুরাতন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত নূতন রীত্যনুসারে চলিতে লাগিল। মনুষ্যগণ যে সকল বস্তুকে প্রিয়-জ্ঞান করে তাহা তাহারা ত্যাগ করিত, এবং অন্য লোকেরা যে দুর্ঘটনা এড়াইতে যত্ন করে তাহা তাহারা সানন্দে সহ্য করিত। তাহাদের প্রাণ ও সম্পত্তির এক দিবসের জন্যেও কেহ রক্ষা করিত না, এবং অসংখ্য লোক নিষ্ঠুর ও লজ্জাজনক মৃত্যু ভোগ করিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তাড়নারূপ অগ্নিতে ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হইয়াছিল। হিন্দু মহাশয়েরা ইহা বিবেচনা করিলে এ বিষয় ভাল বুঝিতে পারিবেন, যদি এতদ্দেশীয় রাজগণের কর্তৃত্বের সময়ে এই দেশের কোন লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তবে তাহার কী রূপ অবস্থা হইত? ফলতঃ মূসা অরণ্যে যে ঝোপকে জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের ভাল উপমা হইতে পারে। তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ঝোপ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে, তথাপি নষ্ট হয় না। তদ্রূপ অগ্নি এই ধর্ম্মকে দগ্ধ করিতে পারে না, জলে তাহা ডুবাইতে পারে না, মনুষ্য ও শয়তান তাহা নষ্ট করিতে পারে না,

বরঞ্চ তাহাদের তাবৎ চেষ্টাতে তাহা উত্তরো-
ত্তর বৃদ্ধি পায়।

ধর্ম্মপুস্তকহইতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাক্য উল্লেখ
করা গিয়াছে তাহা আদর্শস্বরূপ মাত্র। আদিভা-
গের মধ্যে আরও অনেক ভাবিবাক্য আছে, তদ্ভিন্ন
খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগণের প্রতি প্রেরিতবর্গের কতক গুলিন
পত্রে, এবং যোহনের প্রকাশিত বাক্য নামক বাই-
বলের শেষ পুস্তক, এ সকলেতেও অনেক ভাবি
বাক্য আছে; কিন্তু নিষ্প্রয়োজন প্রযুক্ত তাহা উক্ত
করিলাম না। অতএব ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের মহাচিহ্ন
যে ভবিষ্যদ্বাক্য, তাহা ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে নিঃস-
ন্দেহে পাওয়া যায়; সে সকল তাহার পৃষ্ঠাতে যেন
সূর্য্য কিরণতুল্য দেদীপ্যমান হইয়াছে, তাহাতে
আমাদের নিস্তেজ মসালদ্বারা তাহা উজ্জ্বল করা
আবশ্যক করে না। প্রথম মনুষ্য আদমহইতে ভাবি-
বাক্য আরম্ভ হইয়াছিল; তাহা জগতের শেষ পর্য্যন্ত
পৃথিবীস্থ ভিন্ন২ জাতির বিশেষতঃ ঈশ্বরের মনোনীত
লোকের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। একটি বৃক্ষের স-
হিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে, এই বৃক্ষ পৃথি-
বীতে গভীররূপে মূলবদ্ধ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত
আপন ডালপালা বিস্তার করে, এবং সমুদয় পৃথিবী

আচ্ছন্ন করে; যে কেহ তাহাদের ছায়াতে আশ্রয় না লয়, অর্থাৎ উক্ত ভবিষ্যদ্বাক্যে প্রতিজ্ঞাত ত্রাণকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস না করে, সে পুনরুত্থানরূপ সূর্য্যের প্রচণ্ড রৌদ্রে অনাবৃত থাকিবে; পরে নরকাগ্নিতে পড়িয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

সত্য ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণ ভূমিকাতে লেখা গিয়াছে, তদনুসারে আমরা এক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্মের পরীক্ষা শেষ করিলাম; তাহাতে এই ধর্ম্মে যে ঐ সকল লক্ষণ আছে, ইহা অখণ্ডনীয় প্রমাণদ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ পরমেশ্বর যে পবিত্র, ন্যায়কারী, দয়ালু, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যবাদী, সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় এবং নির্ব্বিকার, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে সপ্রমাণ হইতেছে; আর মনুষ্যের ও অন্যান্য বস্তুর যে সৃষ্টির বিবরণ এবং ঈশ্বরেতে ও মনুষ্যেতে যে প্রকার সম্বন্ধ তন্মধ্যে লিখিত আছে, তাহা ঈশ্বরের যোগ্য; বিশেষতঃ পাপিষ্ঠ মনুষ্যের পরিত্রাণের যে আশ্চর্য্য উপায় তাহাতে প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতার ও ন্যায্যের প্রতিরোধ না হইয়া আরো শোভাযুক্ত হইয়াছে; অবশেষে, সদ্ধর্ম্মের মোহর ও স্বাক্ষর, অর্থাৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া এবং ভবিষ্যদ্বাক্য কেবল এই ধর্ম্মে

আছে। অতএব খ্রীষ্টধর্ম্ম নিঃসন্দেহে সত্য এবং ঈশ্বরদত্ত বটে, ইহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি। ফলতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যদি সত্য, তবে অন্যান্য ধর্ম্ম সকল তদ্রূপ হইতে পারে না, অর্থাৎ মিথ্যা ও কল্পিত হয়; কারণ যীশু খ্রীষ্ট বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাই, ইহা বাইবলে পুনঃ২ সুস্পষ্টরূপে উক্ত আছে। এই জন্যে বলি, যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে আর২ সকল উপায় ত্যাগ করিয়া একান্তমনে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে হইবে; কারণ তিনি আপনিই দৃঢ়রূপে * বলিয়াছেন, "যে কেহ আমাতে বিশ্বাস না করে, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" হে প্রিয়পাঠকবর্গ, আমরা বিনতি করি, তোমরা আমাদের ন্যায় সুসমাচারে বিশ্বাস কর। আগামি ক্রোধহইতে পলায়ন করিয়া পাপিদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লও; কেননা তিনি তোমাদের পরিবর্ত্তে পাপের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এবং এক্ষণেও আপন আশ্রিত লোকদের জন্যে পিতা ঈশ্বরের নিকটে মধ্যস্থালী করিতেছেন। ধর্ম্ম পুস্তকের শেষ কথা এই, যথা;

---

* মার্ক ১৬। ১৬। যো ৩। ১৮-২১।

"আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস; এবং যে শ্রবণ করে সেও বলুক, আইস; এবং যে জন পিপাসিত হয় সে আইসুক; এবং যে কেহ ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।" প্রকা ২২। ১৭।

হে প্রিয় মহাশয়েরা, মনোযোগ পূর্ব্বক আমাদের নিবেদন শুন। আমরা সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহা তোমাদের নিকটে প্রকাশ করিতেছি; অতএব সরল অন্তঃকরণে তাহা গ্রাহ্য কর, তাহাতে তাহা তোমাদের চক্ষুর দীপ্তি ও শরীরের জীবনের ন্যায় হইবে। কিন্তু জ্ঞানান্ধ প্রযুক্ত যদি তাহা গ্রাহ্য না কর, তবে নৈরাশ সাগরে মগ্ন হইয়া জীবতেও মৃতস্বরূপ থাকিবা। আমরা যেন সকলে ইহকালে ও পরকালে সুখী হই, তন্নিমিত্তে ঈশ্বর তোমাদের ও আমাদের উভয়ের প্রতি আশীর্ব্বাদ করুন। আমেন

পঞ্চম খণ্ড।

খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়

অন্যান্য বিষয়ের বিচার।

সদ্ধর্ম্মের সকল লক্ষণ খ্রীষ্টধর্ম্মে থাকাতে তাহা যে ঈশ্বরদত্ত বটে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে; এবং তাহা ব্যতিরেকে আর সত্য ধর্ম্ম নাই, ইহাও দেখান গিয়াছে; অতএব যদিও তন্মধ্যে এমন কোন২ বিষয় থাকে যাহা বুঝিতে পারা যায় না, তথাচ যে কেহ পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে অবশ্য তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ফলতঃ আস্তিক মতাবলম্বিরা, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বর প্রকাশিত কোন ধর্ম্ম স্বীকার না করিয়াও বিশ্বাস করে, যে এক ঈশ্বর আছেন, এবং জগতের উপরে সম্পূর্ণ জ্ঞান, ন্যায্য ও পবিত্রতা বিশিষ্ট হইয়া রাজদণ্ড করিতেছেন, তাহাদেরও মতানুসারে এমন অনেক২ নিগূঢ় বিষয় আছে, যাহা তাহাদের বিবেকদ্বারা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াও বোধাগম্য হয়। অতএব যে ধর্ম্ম ঈশ্বরীয়রূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যস্থ কঠিন কথাতে আমাদের বিশ্বাসের বাধা

যেন না জন্মায়, কেননা তাহা হইলে অজ্ঞানতা মাত্র প্রকাশ হইবে।

পুনশ্চ, যাহারা মনোযোগপূর্ব্বক খ্রীষ্টধর্ম্ম বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয় জানিবে যে ইহাই সত্য ও অদ্বিতীয় ধর্ম্ম; সুতরাং আর২ ধর্ম্ম সকল মিথ্যা ও নিষ্ফল। কিন্তু ইহাহইতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আরও অনেক ও মহৎ উত্তম গুণ আছে; যে কেহ তাহা সরলরূপে গ্রহণ করে, তাহার নিকটে দিনে২ সেই সকল অধিক প্রকাশ পাইবে, এবং তাহার আচার ব্যবহারেও দৃষ্ট হইবে। অবশেষে যখন তাবৎ মনুষ্যই অন্তঃকরণের সহিত এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তখন এই জগৎ "ঈশ্বরের উদ্যানস্বরূপ হইবে।" তৎকালে সকলে পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ও পরস্পর আত্মতুল্য প্রেম করিবে; তাহাতে হিংসা, বিবাদ, হত্যা ও যুদ্ধ, ইত্যাদি স্থগিত হইবে; যেমন লিখিত আছে, যথা;

"তাহারা আপন২ খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল নির্ম্মাণ করিবে, ও বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্ত্যা গড়িবে; এবং এক দেশীয় লোক অন্যদেশীয়দের বিপরীতে খড়্গ আর চালন করিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না।" যিশা ২। ৪।

---

১ অধ্যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক আপত্তির কথা।

খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপরীতে যে কএকটি আপত্তি করা যায়, তাহার উত্তর লিখিতেছি।

১। মাংস ভক্ষণ ও সুরা পান করিবার বিষয়।

সকলে জ্ঞাত আছে যে হিন্দুগণ মাংস ভক্ষণের বিষয়ে, এবং মুসলমানেরা মদ্য পানের বিষয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের সহিত বাদানুবাদ করে। কিন্তু ঐ উভয় ধর্ম্ম যে ঈশ্বরদত্ত নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বিপরীত, ইহা নিশ্চয় করা গিয়াছে, অতএব যেমন তাহাদের ধর্ম্ম তেমন ঐ আপত্তি মিথ্যা ও নিষ্ফল, বলিয়া ত্যাগ করিলে করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া ধর্ম্মপুস্তকের আদেশানুসারে সকলের সহিত মেল করিতে ও তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে হিন্দু মহাশয়দিগকে বলি, যে চারি বেদ ও ছয় শাস্ত্র তোমরা আপনাদের ধর্ম্মের মূলস্বরূপ জ্ঞান কর, তাহাতেও মাংস ভক্ষণ ও সুরা পান করিতে নিষেধ করে না; ইহার প্রমাণ বিস্তারিতরূপে পূর্ব্বে * বলিয়াছি।

* হিন্দুধর্ম্ম পরীক্ষার ১০১—১০৩ পৃষ্ঠে দেখ।

আরো বলি, খ্রীষ্টধর্ম্মে মাংস ভক্ষণ করিতে বা না করিতে কিছু আজ্ঞা নাই; বরঞ্চ তাহাতে কেবল এই রূপ বিধি আছে, যথা;

"যদি কেহ ভক্ষণ করে, তবে সে দোষী নয়, এবং যদি না ভক্ষণ করে, তথাচ দোষী নয়।" রো ১৪।

সুতরাং কেহ ভক্ষণ করিলেও পাপী হয় না; যেমন লিখিত আছে, যথা;

"ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন বস্তুই অগ্রাহ্য হয় না, সকলই উত্তম; যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনাদ্বারা সে সকল পবিত্রীকৃত হয়।" ১ তী ৪। ৪,৫।

ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা অবগত হইতেছি, এই জগতের তাবৎ প্রাণী মনুষ্যের ব্যবহারের কারণ ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে সকল সৃষ্ট বস্তুর উপর কর্ত্তাস্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন; এবং মনুষ্যের আত্মা ব্যতীত জগতিস্থ সকল বস্তু নশ্বর। অতএব মাংস ভক্ষণ করিলে মনুষ্য পাপী হয় না, এবং না করিলেও তাহার কোন পুণ্য লাভ হয় না।

পুনশ্চ, বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হিন্দুশাস্ত্রে বলে মনুষ্যগণ জীব বধ না করিয়া বাঁচিতে পারে না। তন্ত্রেও লেখে যথা;

জলং জলচরৈর্মিশ্রং দুগ্ধং গোমাংস নিঃসৃতং।
অন্নানি মেদজাতানি নিরামিষ্যং কথং ভবেৎ।

অর্থাৎ "মৎস্য কূর্ম ইত্যাদি জলজন্তুদ্বারা জল মিশ্রিত আছে, এবং দুগ্ধ গোমাংসহইতে নিঃসরণ হয়, অন্ন সকল মাংসহইতে জন্মে, অতএব নিরামিষ আহার কী প্রকারে সম্ভবে?"

দেখ, মনুষ্যেরা ভূমিতে পদার্পণ অথবা এক ঢোক জল পান করিবা মাত্রে সহস্র২ জীব নষ্ট হয়। এ বিষয়ে মনু আপনি কহিয়াছেন, শাকসব্জীরও প্রাণ আছে, ও তাহাদের সুখ দুঃখভোগ করিবার ক্ষমতা আছে; তথাচ হিন্দুরা তাহা প্রত্যহ গ্রাস করে। তাহারা বলে, বস্তুমাত্রের ভিন্ন ভেদ করা কেবল অজ্ঞানতার কর্ম্ম; তবে খ্রীষ্টিয়ানেরা কিছুই ভিন্ন ভেদ না করিলে তাহাদিগকে কি সত্য জ্ঞানী বোধ করা উচিত নয়? ধর্ম্মপুস্তকে এই রূপ বিধি আছে, যথা; যে প্রাণী সকল তোমাদের বশে থাকে, তাহাদের প্রতি দয়া করিও, তাহাদিগকে যথেষ্ট আহার দিও, তাহাদের শক্তির অতিরিক্ত শ্রম করাইও না, এবং নিষ্প্রয়োজনে ক্লেশ দিও না; আর যদি তাহারা কোন কারণে বধ্য হয়, তবে অল্প কষ্ট দিয়া তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিও। কিন্তু হিন্দুরা ইহার নিতান্ত বিপরীত ব্যবহার করে; আর ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নহে, কারণ নিষ্ঠুরতা মিথ্যা দয়ার স্বভাবজাত সন্তান।

মদিরা অর্থাৎ দ্রাক্ষারস পানের বিষয়ে আমাদের এই কথা বক্তব্য; ঈশ্বর মনুষ্যের ব্যবহারার্থে তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং স্বাস্থ্যের কারণ পরিমিতরূপে তাহাকে *ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু মাতাল ব্যক্তিরা পারদারিক ও বেশ্যাগামি লোকদের সহিত গণিত হইয়া † নরকের অধিকারী হয়।

আরও বিবেচ্য এই, খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল এক জাতির জন্যে নয়, বরঞ্চ জগতের সমস্ত লোকের কারণ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন২ দেশ আছে যাহাতে শাকসবজী কিছুমাত্র পাওয়া যায় না, সুতরাং সে স্থানের লোকেরা যদি মাংস না খাইত, তবে ক্ষুধায় মরিত। অতএব ইহা নিতান্ত জ্ঞাতব্য এবং সকলের বিবেচ্য, যে ভোজন ও পানের বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মে কোন ব্যবস্থা স্থাপন করে নাই, কেবল পরিমিত আহার করিতে বলিয়াছে। ফলতঃ যাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহাদের মনুষ্যের প্রতি এই অনুমতি আছে, যথা;

---

* ১০৪ গীত ১৪,১৫। ১ তীম ৫।২৩।

† ১ কর ৬।৯,১০। ১ কর ৫।১১,১২।

"তোমরা ভোজন পান প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম কর, সে সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে কর।" ১ ক ১০। ৩১।

দেখ, খাদ্য ও পেয় দ্রব্য শরীরের কারণ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার সহিত বিনষ্ট হইবে; যেমত লেখা আছে, যথা;

"ভক্ষ্য উদরের নিমিত্তে, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন।" ১ ক ৬। ১৩।

পুনশ্চ অন্যত্র লেখে, যথা;

"খাদ্য কি পেয় এ সকল ঈশ্বররাজ্যের সার নয়; সার হইয়াছে পুণ্য ও শান্তি, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা আনন্দ।" রো ১৪। ১৭।

যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টিয়ানদের মত মদ্য মাংস পরিমিতরূপে ব্যবহার করিতে অনুমতি পাইয়াছিল; কেবল তাহাদিগকে বিশেষ২ জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ ছিল। কোন জন্তু স্বাভাবিক অপবিত্র, অথবা তাহার মাংস ভক্ষণে পাপ হয়, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের নিকটে নিষিদ্ধ হইয়াছিল এমত নয়; কিন্তু যিহূদীয়েরা যেন খ্রীষ্টের অবতার হওন সময় পর্য্যন্ত এক পৃথক্ জাতি থাকিতে পারে,

এই নিমিত্তে মূসা ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে তাহাদিগকে এমন বিধি দিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট আইলে পর ঐ সকল বিধি ব্যবহারের আর প্রয়োজন থাকিল না, এই কারণ অন্তভাগে মদ্য মাংস খাইতে বিধি নাই, নিষেধও নাই। বরং তাহাতে লেখে, যে ব্যক্তি খায় ও যে না খায় উভয়েই ঈশ্বরের নিকটে সমান, আর দুই জনকে তাঁহার স্থানে খাদ্য পানের নয়, কিন্তু স্বকৃত কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে। এ বিষয় পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করা গিয়াছে, তজ্জন্য এস্থলে ত্যাগ করা গেল।

২। ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক আপত্তি।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরের কি পুত্র আছে? তবে খ্রীষ্টিয়ানেরা কেন বলে যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র?

উত্তর। হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ঈশ্বর-হইতে নয়, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণীকৃত হওয়াতে আমরা যুক্তিসিদ্ধরূপে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ঈশ্বরের পুত্র আছে কি না, এ বিষয়ে তোমরা কি জানিতে পার? ধর্ম্মপুস্তক নামে যে শাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত হইয়াছে, তাহাতে খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে; অতএব ঐ কথা সর্ব্বতোভাবে বিশ্বসনীয় বটে।

ফলতঃ খ্রীষ্টকে যখন ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়, তখন এমন বোধ করা উচিত নয়, যে মনুষ্যের পুত্র যদ্রূপ জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি ঈশ্বরের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন। ইহা কখন সম্ভবে না, বরং এমত অনুমান করণে ঈশ্বরের নিন্দা করা হয়। কিন্তু যদ্রূপ ঐহিক পিতা ও পুত্র এক স্বভাব ও এক রক্তমাংসের অংশী হয়, তদ্রূপ স্বর্গীয় পিতা ও পুত্রের একই * ঈশ্বরত্ব ও গুণ আছে। ঈশ্বর নির্ব্বিকার, ইহা ধর্ম্মপুস্তকদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে; অতএব যখন খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলা গিয়াছে, তখন তিনি অনাদি কালাবধি তদ্রূপ বটেন, ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র কী রূপে হইতে পারে, এ প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে কেবল অজ্ঞানতা প্রকাশ হয়।

পুনশ্চ, খ্রীষ্ট পরমেশ্বরের পবিত্র আত্মার দৈবশক্তিতে † মরিয়ম কুমারীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, একারণ ঈশ্বরের পুত্র নামে খ্যাত হন।

অবশেষে ঈশ্বরকর্ত্তৃক আশ্চর্য্যরূপে মৃত্যুহইতে উত্থিত হওয়াতে এই নাম প্রাপ্ত ‡ হন, যেমন দ্বিতীয় [illegible] লেখা আছে, যথা;

* ইব্রী ১। ৩০। † লূ ১। ৩৫। ‡ প্রে ১৩। ৩৩। ইব্রী ১। ৪, ৫

"পরমেশ্বর আমাকে কহিয়াছেন, তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্যই তোমাকে জন্ম দিলাম।" ২ গী ৭।

এই তিন কারণ প্রযুক্ত ধর্ম্মপুস্তকে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র রূপে প্রসিদ্ধ হন।

৩। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আপত্তি।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদের পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়েও কেহ২ মিথ্যা আপত্তি করে। বুঝি তাহার কারণ এই হইবে, যে তাহারা পাপত্যাগ ও পরমেশ্বরের সহিত সম্মিলন করিতে চাহে না, তজ্জন্য কথায়২ আপত্তি করে।

দেখ, আপত্তিকারকেরাও বিশেষতঃ মুসলমানেরা স্বীকার করে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যদের আহারার্থে নির্দ্দোষি পশুগণকে হত্যা করিতে অনুমতি দিয়াছেন; এবং শাক সবজী প্রভৃতির সুখ দুঃখ বোধ আছে ইহা জানিয়াও হিন্দুরা আপন২ প্রাণ ধারণার্থে প্রত্যহ ঐ সকল নিরপরাধি বস্তুর প্রাণ নষ্ট করিয়া খাইয়া থাকে। তবে ঈশ্বর যে আমাদের আত্মার কল্যাণার্থে এক নির্দ্দোষি ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করান, ইহাতে কী আশ্চর্য্য? এই কথা দৃষ্টান্ত মাত্র বটে; কিন্তু খ্রীষ্ট কৃত প্রায়শ্চিত্তের ভূরি২ প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকে আছে।

৪। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তৃত হওন বিষয়ক আপত্তি।

অনেকে বলে, যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য বটে, তবে তাহা কেন সমুদয় পৃথিবীতে প্রকাশ হয় নাই?

উত্তর। এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মই সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার হয় নাই; তাহাতে সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওন যদি সত্য ধর্ম্মের চিহ্ন হয়, তবে জগতের মধ্যে অদ্যাপি সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সদ্ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ এ নয়; বরং যে সকল লক্ষণদ্বারা হিন্দু ও মুসলমানেরা এবং খ্রীষ্টিয়ানেরা সত্য ধর্ম্ম জানিবার উপায় স্থির করে, সেই সকল কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মে পাওয়া গিয়াছে, অতএব এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ ত্যাগ করা উচিত। যাহা হউক, যদ্দারা সরলান্তঃকরণ লোকেরা এই আপত্তিকে খণ্ডন করিতে পারে এমত কএকটা প্রসঙ্গ লিখি।

অন্তিভাগদ্বারা অবগত হইতেছি যে যীশু খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে সর্ব্বপ্রাণির নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাহারা প্রথমতঃ যথাসাধ্য বিশ্বস্ত ও সাহসিক রূপে সেই আজ্ঞা পালন করিল, তাহাতে এত ফল জন্মিল, যে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরে তিন শত বৎসর মধ্যে

পশ্চিম দেশ সমুদায়ে তাঁহার রাজ্য ব্যাপিয়া গেল। যদি সেই সময়ের পর খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনাদের প্রভুর মহাজ্ঞা বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া তৎপালনে শৈথিল্য করিল, তবে সে দোষ খ্রীষ্টের নয়, কিন্তু তাহাদের। পুনশ্চ, যদি তাহারা কোন স্থানে সুসমাচার প্রচার করিলে তত্রস্থ লোকেরা তাহা গ্রহণ না করে, তবে ঐ ধর্ম্মের প্রতি কোন প্রকারে দোষারোপ হইতে পারে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত বলি শুন; ভারতবর্ষে কোন মহামারী অতিশয় প্রবল হইলে যদি চীন্ দেশের রাজার নিকটে তাহার এমত ভাল ঔষধ থাকে যে রোগিরা তাহা খাইয়া অবশ্য আরোগ্য হয়; আর চিনাধিপতি ভারতবর্ষের এই দুঃখজনক অবস্থার সংবাদ শুনিয়া দয়াপূর্ব্বক একটি জাহাজ সেই ঔষধ বোঝাই করিয়া তদারোহি লোকদিগকে এই বিশেষ আজ্ঞা দেন, তোমরা ভারতবর্ষে গিয়া পৌঁছিয়া যত লোক পীড়িত আছে সকলকে এই ঔষধ দিবা। এমত আজ্ঞা পাইয়াও যদি রাজার ঐ দাসগণ পথে বিলম্ব করে, অথবা ভারতবর্ষে পঁহুছিয়া শৈথিল্যপূর্ব্বক ঐ ঔষধ বিতরণ করে; কিম্বা পীড়িত লোকেরা যদি তাহা

সেবন করিতে অস্বীকার করে, আর কেহ২ সে-বন করিয়াও চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে না চলিয়া মারা পড়ে; তবে ইহাতে ঐ ঔষধের কিম্বা তৎপ্রেরণকারি রাজার প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারে না। বরঞ্চ সকলেই বলিবে, রাজা পরমদয়ালু বটেন, এবং ঔষধও ভাল; কিন্তু যে দাসগণকে বিতরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল, আর যে পীড়িত লোকেরা ঐ ঔষধ অগ্রাহ্য করিল, অথবা তাহার নিয়মানুসারে না চলিল, তাহাদেরই সম্পূর্ণ দোষ আছে, কারণ যত রোগী ঐ ঔষধকে ব্যবস্থামতে ব্যবহার করিল সকলই স্বাস্থ্য পাইল।

আরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে নাস্তিকেরা তর্ক করিয়া যদি বলে, ঈশ্বর থাকিলে সকলে তাঁহাকে স্বীকার করিত, তবে বিদ্বান লোকেরা এ কথা যে-মন নিতান্ত অলীক জ্ঞান করেন, তেমনি খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্ম সত্য হইলে তাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইত, এ কথাও যুক্তি বিরুদ্ধ বলিতে হয়; এবং এমত আপত্তি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের হানি জন্মাইতে পারে না। অতএব হে প্রিয় পাঠকেরা, যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে আ-পনার হিতকারী হয়; কিন্তু যে কেহ তাহা তুচ্ছ করে, সে আপনি আপনার সর্ব্বনাশ ঘটায়।

যাহা হউক, এত লোক যে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বড় আশ্চর্য্য বিষয়, এবং তাহার সত্যতার এক দৃঢ় প্রমাণ বটে। এ ধর্ম্মে মনুষ্যদের শারীরিক সুখাভিলাষ প্রাপণের কিছু উপায় নাই; তাহাতে অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘাজনক বিধি নাই, বরঞ্চ তদ্বিপরীত সকল আজ্ঞা দেয়; যথা; কুইচ্ছা ত্যাগ করিতে ও অহঙ্কারকে পদতলে দলাইতে, ও প্রতিহিংসা লোভাদির সমূলোৎপাটন করিতে হয়; এবং তদ্বিপরীত সকল সদ্গুণ যত্নপূর্ব্বক পালন করিয়া প্রত্যেক কর্ম্ম পবিত্রতায় ভূষিত করিতে আজ্ঞা দেয়। ফলতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম পাপিষ্ঠ মনুষ্যের স্বভাবের এমত বিপরীত ও অসন্তোষক, যে ভালরূপে বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হইবে, তাহা এত দেশে বিস্তারিত হইয়াছে। দেখ, তিক্ত ঔষধ কে স্বচ্ছন্দে খাইবে? সুতরাং যুক্তিতে ইহা অনুমান হয়, পরমেশ্বরের বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকে এ ধর্ম্ম এত দিন থাকিত না, কিন্তু ইহার মধ্যে লুপ্ত হইত। আর এইক্ষণে খ্রীষ্টধর্ম্ম জগৎ সমুদায়ে প্রচারিত হইতেছে, এই কথা বাইবলের ভাবিবাক্যের সহিত তুলনা করিলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যতার আর এক বড় প্রমাণ পাওয়া যায়; কেননা ইহাতে ভবিষ্য-

দ্বক্তৃগণ এবং যীশু খ্রীষ্ট অনেক শত বৎসর হইল যে ভাবি কথা সকল কহিয়াছিলেন তাহা দিনে২ পূর্ণ হইতেছে। পরমেশ্বর করুন যেন সেই দিন শীঘ্র আইসে যাহাতে তাবদ্দেশীয় লোকেরা তাহা গ্রাহ্য করিলে বিবাদকারিদের মুখে মৌনতারূপ চাবি লাগান যাইবে, আর যেমন সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তেমনি পৃথিবী * পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেমেতে পূর্ণ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

খ্রীষ্টধর্ম্মের উত্তমতার বিষয়।

এই ধর্ম্মের অনেক অকথনীয় গুণ আছে, সে সকলের প্রতি ধ্যান করিলে অপক্ষপাতি ব্যক্তিরা নিশ্চয় জানিতে পারিবেন, যে যাঁহাহইতে প্রত্যেক উত্তম দান ও পূর্ণ বর নামিয়া আইসে, তাহা তাঁহারই দত্ত বটে। প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাহা সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের উপযুক্ত; এবং তাহার প্রত্যেক কথাতে ঈশ্বরের মহিমা ও সত্যতা দয়া ইত্যাদি গুণের প্রকাশ হয়। অতএব যে কেহ

---

* যিশ. ১১। ৯।

তাহার প্রতি দোষারোপ করে, সে নিজে দোষী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

১। খ্রীষ্টধর্ম্ম মনুষ্যের অবস্থার যোগ্য।

পরমেশ্বর বিশেষ২ অভিপ্রায়ে জগতের সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, যথা; চক্ষুর কারণ দীপ্তি, ও দীপ্তির কারণ চক্ষু; খাদ্য দ্রব্যের কারণ প্রাণি, ও প্রাণির কারণ খাদ্য দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইত্যাদি। অতএব যদ্রূপ মনুষ্যের বাহ্যিক অবস্থার কারণ এই জগৎ, এবং জগতের কারণ মনুষ্য, একই সর্ব্বজ্ঞ স্রষ্টাকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে; তদ্রূপ খ্রীষ্টধর্ম্ম মনুষ্যের আন্তরিক অবস্থার উপযুক্ত, এবং মনুষ্যের আন্তরিক অবস্থা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিরূপ বটে, যে কেহ ভালরূপে বিবেচনা করে, সে নিঃসন্দেহে ইহা জানিতে পারিবে। তাহাতে মনুষ্যের পারমার্থিক অবস্থাও তাহার অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, এবং তাহার সমস্ত দুঃখের কারণ দেখায়। এ জন্যেই নিশ্চয় হইতেছে, যিনি মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মেরও কর্ত্তা বটেন। ফলতঃ আর কোন ধর্ম্মে এ রূপ হয় না; বরঞ্চ সে সকলেতে মনুষ্যের অবস্থার অসংপূর্ণ ও অস্পষ্ট, অথচ মিথ্যা বর্ণনা করে, সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্ম

তাহার পক্ষে উপযুক্ত নহে। সেই কুধর্ম্মে মনুষ্যের দৌর্ব্বল্য, দুঃখ, ও পাপের বিষয়ে কিছু২ লেখা আছে বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ ও সম্পূর্ণ বিবরণ তাহাতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের প্রাথমিক পবিত্রতা ও সদ্‌গুণের বর্ণনা ও তাহার পাপী হইবার বৃত্তান্ত এবং পাপহইতে ত্রাণ পাইবার উপায়; অধিকন্তু সে কী প্রকারে পুনর্ব্বার উক্ত পবিত্রতা ও সুখাবস্থা পাইতে পারে; অথচ ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হয়; এই২ সকল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ ও তৃপ্তিজনক বিবরণ খ্রীস্টীয় মত ভিন্ন আর কিছুতে পাওয়া যায় না। কেবল এই ধর্ম্মে মনুষ্যের আদ্যন্ত বিবরণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে তাহার মানসিক মূর্ত্তির সম্পূর্ণ আকৃতি চিত্রিত হইয়াছে. তাহাতে যে কেহ সরল চক্ষুতে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা দেখে, সে অবশ্য স্বীকার করিবে যে এ আমার প্রতিমূর্ত্তি বটে। তাহাতে এই২ প্রকার উপদেশ লেখা আছে, যে পবিত্র হওয়া এবং সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে প্রেম করা মনুষ্যদের উচিত হয়, তাহা না হইলে তাহারা পরম সুখভোগ করিতে পারিবে না; কেননা পাপ প্রযুক্ত

তাহারা ঈশ্বরের এবং আপনাদের বিবেকের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছে; এই কারণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-গণ তাহাদের বিবেকের অনধীন হয়, এবং উত্তম বিষয়ের প্রতি অনুরাগ করে না। তাহাতে আরও লেখে, মনুষ্যগণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট হওয়াতে বুদ্ধি ও জ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণী হইয়াছে, তজ্জন্য এখনও জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইতেছে: তাহারা প্রত্যাশা অথবা আশঙ্কা পূর্ব্বক ভাবি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকে; এবং কোথাহইতে ও কী অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, এবং কোথায় যাইতেছি, ইহা জানিতে অতি যত্ন করে। ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগকে আরও জানায় যে মনুষ্যগণ এক গভীর গর্ত্তে পড়িয়াছে, তাহা-হইতে আপনাদিগকে কোনরূপে উদ্ধার করিতে পারে না; আর তাহারা রাজা বটে, কিন্তু রাজ্যচ্যুত হইয়াছে; তাহারা ক্লেশ ও দুঃখার্ণবে চালিত হইয়া এদিগে ওদিগে হস্ত বিস্তার করিয়া উদ্ধার পাইবার বহু যত্ন করিতেছে, এবং বিশ্রামরূপ কূল প্রাপ্ত না হইয়াও সে নিষ্ফল চেষ্টাহইতে বিরত হইতেছে না; তাহারা বোধ করে, যে তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর বিষয় বিবেচনা করিতে আমাদের ক্ষমতা আছে, তাহা কেবল নয়, বরং সৃষ্টিকর্ত্তার সত্ত্বা পর্য্যন্ত নিরূপণ

করিতে পারি, তথাচ তাহারা কীটের সহিত মৃত্তিকাতে হামাগুড়ি দেয়; তাহারা জগতকে ঘৃণা করে, এবং তাহার শ্রম ও বিড়ম্বনাহইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু পুনরায় তাহাদের সাংসারিক অভিলাষ ফিরিয়া উপস্থিত হয়, ও বন্যার ন্যায় পরীক্ষা আসিলে তাহাদিগকে ভাসাইয়া দেয়; তাহারা চিন্তা ও ধ্যানদ্বারা স্বর্গের দিগে উপরে উঠে, কিন্তু লোভাদি মন্দাভিলাষ সকল তাহাদিগকে টানিয়া নামায়; তাহারা রিপুগণের ভারেতে ডুবিয়া গিয়া পাপরূপ কর্দ্দমে গড়াগড়ি দেয়, এবং পশুগণহইতেও আপনাদিগকে জড়বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বশীভূত করায়; তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিয়াও সর্ব্বদা আপনাদিগকে অধার্ম্মিকরূপে প্রকাশ করে; এবং সত্যতার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করিয়াও মিথ্যা চর্চ্চা ত্যাগ করিতে পারে না; মনুষ্যেরা এ সকল কথা শুনিবামাত্র তাহাতে স্বীকৃত হয়।

এই রূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম দর্পণের ন্যায় মনুষ্যকে আপন প্রতিমূর্ত্তি দেখায়, এবং তাহা যে এক জন উত্তম চিত্রকরের হস্তে চিত্রিত হইয়াছে, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারে না, তাহাতে সে অনু-

যুক্ত ও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। যদ্রূপ সৎবৈদ্য পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহার রোগের অবস্থা বিশেষ২ রূপে বলিয়া আপনার প্রবীণতা প্রকাশ করেন, তাহাতে পীড়িত ব্যক্তিও চমৎকৃত হয়; তদ্রূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মনুষ্যের পারমার্থিক অবস্থা ও মানসিক পীড়া বিশেষতঃ তাহার বিবেক ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত কী প্রকার যুদ্ধ হয়; তাহা বাহুল্য রূপে প্রকাশ করে। অতএব পরে যেমন সেই পীড়িত ব্যক্তি ঐ কবিরাজের আদর করে, এবং তাঁহার ব্যবস্থাতে অতিশয় ভরসা রাখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার কথানুসারে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করে; তেমনি বাইবেলের মধ্যে আমাদের পাপরূপ রোগের অবস্থার যথার্থ বর্ণনা আছে, পাঠকবর্গ মহাশয়েরা ইহা জানিয়া সুস্থ হইবার জন্যে খ্রীষ্টস্বরূপ মহাবৈদ্যের নিকটে অবিলম্বে আগমন করুন।

পুনশ্চ, ধর্ম্মপুস্তকে মনুষ্যের প্রকৃত অবস্থা ও তাহার পাপরূপ পীড়া এবং দুঃখভোগ দর্শায়, তাহা কেবল নয়, বরঞ্চ তাহার ঔষধ অর্থাৎ খ্রীষ্টকৃত প্রায়শ্চিত্তকেও জানায়। ফলতঃ ঈশ্বর কী রূপে স্বীয় প্রেমের ভাণ্ডার খুলিয়া খ্রীষ্টদ্বারা নির্ধন পাপিদিগকে পুণ্যরূপ ধনে ধনবান করেন, এই সুস-

মাচার তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে। তাহাতে আ-
রও দেখায় যে মনুষ্য কী রূপে মৃত্যু এড়াইয়া
জীবন প্রাপ্ত হইবে; এবং ঐশ্বরিক প্রেমসাগরে
স্নান করিয়া শুদ্ধ ও নিষ্পাপ এবং দীপ্তিবাসি পবিত্র
লোকদের অধিকারের অংশ পাইবার যোগ্য পাত্র
হইবে। পবিত্র আত্মা পরামননকারি পাপির বুদ্ধি
উজ্জ্বল করেন, এবং স্বর্গসুখ ও নরকের যাতনা
দেখাইয়া এক ছাড়াইয়া অন্যকে প্রাপ্ত হইতে
শিক্ষা দেন; এবং তাহাকে বিনতি করিয়া বলেন,
এই অবধি তুমি অমর ও দায়ি প্রাণির ন্যায়
ব্যবহার কর, এবং আপনার আহ্বান ও মনো-
নীত করণ স্থির করিতে যত্ন কর। তিনি মনুষ্যের
উপযুক্ত ও গন্তব্য পথ দেখান, এবং এই বর্ত্ত-
মান কাল পরীক্ষার সময় আছে, কিন্তু পরমেশ্বর
যে এক সুখের স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে
প্রস্তুত হওনার্থে তাহাকে শ্রম করিতে হয়, ইহা
তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন, যেন সে আপনা-
কে খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের নিকটে সমর্পণ করিলে
তাহা নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়। যদ্রূপ দিবসিক খাদ্যের
জন্যে শ্রম করিতে হয়, তদ্রূপ স্বর্গহইতে আইসে
যে জীবনরূপ খাদ্য তাহার কারণ প্রার্থনা করিতে

আজ্ঞা পাইয়াছে; তাহা ভক্ষণ করিলে মনুষ্যেরা মরিবে না, কিন্তু *অনন্ত জীবন * পাইবে।

যে সকল পাপিরা সত্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদের আচার ও ব্যবহার পরিবর্ত্ত হয়। যথা; নিষ্ঠুর মনুষ্য দয়ালু, লোভী দানশীল, মাতাল মদত্যাগী, ও কামুক জিতেন্দ্রিয় হয়। এখন সং-ক্ষেপে বলি, যাহারা পূর্ব্বে সম্যক্ প্রকারে দুষ্ট ছিল, এই ধর্ম্ম গ্রহণানন্তর তাহাদের মনে ভদ্রতা, যাথার্থ্য ও আর২ সদ্গুণের বীজ রোপিত হই-লে তাহারা সদাচারি রূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের আর একটি উত্তম ফল এই, যে তাহা জগতিস্থ সকল জাতীয় লোকের কারণ উপযুক্ত ও ব্যবহার্য্য বটে। তাহাতে এমন কোন আজ্ঞা নাই, যাহা তাবৎ মনুষ্য মানিতে পারে না; আর এমন কোন উপদেশ নাই, যাহা সকলে জানিতে অথবা গ্রহণ করিতে পারে না, এবং এমন কোন বিধি নাই, যাহা কোন ব্যক্তিই আপন২ পদে থাকিয়া পালন করিতে অপারক হয়। এই রূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম সর্ব্বদা তাবদ্দেশীয় সর্ব্ব-সাধারণ লোকদের সমান উপযুক্ত হয়। দরিদ্র

* যো ৬। ২৭,৫৮।

এবং অবিদ্বান ব্যক্তিরা তাহাতে আনন্দ করিতে পারে; কেননা মহিমাধিকারি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে দরিদ্র মনুষ্য ছিলেন, আর হেয় ও দরিদ্র লোকদের সহিত বাস ও আলাপাদি করিতেন, এবং তাহাদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিতে ভাল * বাসিতেন। তথাচ দরিদ্রদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেও তাঁহাতে তাহাদের অহঙ্কার জন্মিতে পারে নাই; কেননা তিনি কর্ত্তা ও শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে অবজ্ঞা করিতে কদাচ শিক্ষা দিতেন না। অধিকন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম মহৎ এবং বিদ্বান লোকদের কারণও উপযুক্ত বটে, কেননা তাঁহারা যদি তাহার নির্ণয় করণে সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যা ব্যয় করেন, তথাচ তাহার মর্ম্ম সকল বুঝিতে পারিবেন না, বরং যৎপরোনাস্তি অনুসন্ধান করিলেও অপ্রকাশিত অনেক বিষয় দেখিতে পাইবেন। এ ধর্ম্মে মূর্খ এবং অবিদ্বান ব্যক্তি আপন ২ ক্ষমতার উপযুক্ত অথচ ত্রাণের নিমিত্তে প্রচুর শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; এবং তৎপ্রকাশিত ঈশ্বরীয় জ্ঞানদ্বারা মহা২ জ্ঞানি লোকেরাও চমৎকৃত হন। যাহাতে সুখ উৎপন্ন হয়, শিশুগণও ইহার মধ্যে

* ম. ১১। ৫।

তাহা পাইতে পারে; এবং বৃদ্ধ লোকেরা জগতের অনেকানেক বিষয়ে বহুদর্শী হইয়াও মনের পরিতোষ ও শান্তি পায়। এই ধর্ম্ম প্রত্যেক প্রকৃত বিদ্যার প্রতিপালক ও পোষণকারী হয়; এবং তাবৎ যুদ্ধ ও বিবাদ নিবৃত্ত করাইয়া রাজ্যের সৌভাগ্য ও পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তি অন্য সকল অপেক্ষা বিদ্বান, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অধিক বুঝিতে পারক হইবেন; সুতরাং তাহা ঈশ্বরের জ্ঞানহইতে উৎপন্ন হওয়াতে, জ্ঞানরূপ চক্ষুতে দৃষ্ট ও পরীক্ষিত হইলে তাহার কিছু মাত্র হানি জন্মিতে পারে না। খ্রীষ্টধর্ম্ম এমত এক দর্পণ সদৃশ, যাহাতে প্রত্যেক মনুষ্য আপন২ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়, এবং আপন চরিত্রের বিষয় ও মনের গুপ্ত কথা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতে পারে। ধর্ম্মপুস্তক যদ্যপি অনেক২ স্থানে কাব্য সৌন্দর্য্যে ও সদ্বক্তৃতারূপ ভূষণে ভূষিত হয়, তথাচ তাহার লিখনের ধারা সহজ এবং আশু বোধগম্য। তল্লেখকেরা পক্ষপাত পূর্ব্বক কাহারো মিথ্যা প্রশংসা বা নিন্দা করেন না; কিন্তু স্বাধীন ও নির্ভয় বিচারকের ন্যায় সকলের দোষাদোষ প্রকাশ করেন। সে মৃদু ও নম্রশীল লোকদিগকে

গন্তব্য পথ দেখায়, এবং কুজ্ঞানিদের ধূর্ত্ততা ধরিয়া তাহাদের কল্পিত মত সকল যে অজ্ঞানতা * মাত্র ইহা প্রকাশ করে। ফলতঃ সে কেবল আদেশ-দ্বারা নয়, কিন্তু দৃষ্টান্তদ্বারাও জানায়, যথা; আ-দম, কাবিল ও হাবিল, হনোক, নোহ, ইব্রাহীম যাকুব, মূসা, শৌল, এবং দায়ূদ, ইত্যাদির বি-বরণদ্বারা ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক শিক্ষা দেয়; উক্ত সদসৎ মনুষ্যদের বিবরণে তল্লিখিত বিধি ব্যবস্থা সকল জীবৎ অক্ষরে পাঠকদের মনের মধ্যে শক্তরূপে মুদ্রাঙ্কিত হয়। সে ধনি ও বিদ্বান লোকদিগকে এমন অনুমান করিতে দেয় না যে আমরা আপনাদের ধন ও বিদ্যা হেতুক ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হইব; কারণ তাঁহার কাছে ধনী ও দরিদ্র, বিদ্বান ও অবিদ্বান, সকলেই সমান। এরূপে ধনি লোকহইতে অহঙ্কার ও দম্ভ, এবং দরিদ্র লোকহইতে বিষাদ ও নিরাশ দূরীকৃত হয়। খ্রীষ্ট অনেক স্থলে এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন; বি-শেষতঃ অন্তভাগে লেখা আছে যে এক দিবস তিনি আপন শিষ্যদের সহিত যিরূশালমের মন্দি-রে বসিয়া উপদেশ দিতেছিলেন, এমত সময়ে

* ১ ক ১। ১৮—৩১।

"তিনি নিরীক্ষণ করিয়া ধনিলোকদিগকে আপন২ দান ভাণ্ডারে রাখিতে দেখিলেন; এবং এক দীনহীন বিধবাকেও সেই স্থানে দুই পাই রাখিতে দেখিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই দরিদ্রা বিধবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাখিল; কেননা উহারা সকলে আপন২ প্রচুর ধনের কিঞ্চিৎ২ ঈশ্বরোদ্দেশ্য দানের সহিত রাখিল, কিন্তু এই দীনহীনা দিনপাতের জন্যে আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তাহা সমুদয় রাখিল।" লূ ২১। ১-৪।

২। খ্রীষ্টধর্ম্মে পরামনন করণের উপযুক্ত কারণ এবং উপায় নির্ব্বাহ করে।

এই দুঃখময় জগতে পাপ হরণার্থে ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা ধর্ম্মপুস্তকেতে প্রকাশ করে। ঐ কর্ম্ম সাধন করণার্থে তিনি অনেক দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করিতেন, অবশেষে যাহারা তাঁহার প্রতি ফিরে, তাহাদিগকে পরামনন ও পাপত্যাগ করিবার ক্ষমতা দেওনার্থে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। তিনি এই রূপে ব্যবস্থার অভিশাপহইতে পাপিগণকে মুক্ত করিয়া আপনার ও আপন ব্যবস্থার পবিত্রতা, এবং আপন অসীম প্রেম তাহাদিগকে দেখান। যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের দয়াতে ইহা দেখে, তাহাদের মনে

স্বকৃত পাপ প্রযুক্ত অনুতাপ ও খেদ জন্মে; এই রূপে উদ্ধার পাওয়াতে তাহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে একেবারে লজ্জা ও কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয়। তাহাদের মন খেদিত ও নম্র হইলে কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, লোভ ইত্যাদি সকলে বশীভূত হয়; আর তাহারা এই শিক্ষা পায়, যে যিনি আমাদিগকে আহ্বান * করিয়াছেন, তিনি যেমন পবিত্র তেমনি আমরা পবিত্র হইবার জন্যে তৎকর্তৃক আহূত হইয়াছি। অতএব যে কেহ এই শিক্ষা বুঝিয়া প্রকৃতরূপে তাহা গ্রহণ করে, সে কি পাপকে ঘৃণা করিবে না? অবশ্যই করিবে; কেননা সে ঠেকিয়া টের পাইয়াছে যে পাপ কী পর্য্যন্ত মন্দ, ও তাহার দণ্ড এমন ভয়ানক, যে স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু পরমেশ্বর আপনি নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক বলিদানরূপে উৎসর্গ না হইলে তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইত না। ইহা জ্ঞাত হইয়া সে পরামননকারি ব্যক্তি মনে২ এই বিবেচনা করে; "পাপ এরূপ ভয়ানক ও ঈশ্বরের নিকটে এমত ঘৃণার্হ হইলে, সে কি আমার পক্ষে উত্তম ও প্রিয় হইবে? ইহা কখন হইতে পারে না। বরং

* ১ পি ১। ১৫।

এই অবধি আমি পাপের কর্ম্ম সকল অভিশাপ-জনক জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করিব; কারণ ঈশ্বরের দয়া না হইলে সে আমাকে এবং জগতের সমুদয় লোককে ইহকাল ও পরকালের নিমিত্তে বিনষ্ট করিত; অধিকন্তু তাহা আমার প্রভুর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর কারণ ছিল। অতএব পাপের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক যেন না হয়। যদ্রূপ আমার প্রভু পাপের জন্যে এক বার মরিয়া আর মরিবেন না, তদ্রূপ ঈশ্বর আমার সহকারী হওয়াতে আমি ইহার পরে আর পাপ করিব না। আহা! আমি মরি, সেও ভাল, তথাচ পাপ যেন না করি।”

হে প্রিয় হিন্দুগণ! এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাদের ধর্ম্মে ইহার কোন উপায় নাই, অর্থাৎ তাহাতে পরামননের কোন কারণ দর্শায় না। বেদ ও শাস্ত্র এবং পুরাণের কোন স্থলে ঈশ্বর পবিত্র অর্থাৎ নিষ্পাপ শাসনকর্ত্তারূপে প্রকাশিত হন নাই, অথচ তিনি যে পবিত্র ও ন্যায় ব্যবস্থাদ্বারা এই জগৎ সমুদয় শাসন করি-তেছেন, ইহা ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে লেখা নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যকে পরামনন ও পাপঘৃণা ও পবিত্র আচরণ করিবার শক্তি দেন, এ কথা হিন্দু শা-

স্ত্রের কোন স্থানে লিখিত নাই। অতএব যদি কোন হিন্দু লোক আপন পাপ স্মরণ করিয়া চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়, তবে সে কী করিতে পারে? সে পাপেতে জড়ীভূত হইয়াছে, এবং তাহার উপকারী কেহ নাই; বরং তাহার শাস্ত্রে কেবল এই কথা বলে, "যেমন কর্ম্ম করিয়াছ তেমনি ফল পাইবা।" ইহা ভাবিয়া সেই মনুষ্য পাপ সাগরে উদ্ধার পাইতে নিরাশ হইয়া তাহাতে আরো মগ্ন হয়; কিম্বা স্বীয় অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া আপনাকে এই রূপ প্রবোধ দেয়, "আমি কেন চিন্তিত হইব? আর কী নিমিত্তেই বা পাপকে ভয় করিব? আমি দুষ্ট বটি; কিন্তু দেবতাগণহইতে অধিক দুষ্ট নই; বরঞ্চ তাহাদের হইতে আমি অনেকানেক বিষয়ে ভাল, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি। দেখ, শিবের ন্যায় আমি কখন জাতিভ্রষ্ট হইয়া লোকদের নিকটে লজ্জা পাই নাই। আমি কখন ব্রহ্মার ন্যায় কামাতুর হইয়া আপন কন্যাতে আসক্ত হই নাই। আর বিষ্ণুর মত এক অসুরের ভার্য্যার সহিত পরদার করি নাই। কিম্বা তাহার সকল অবতারের মত আপন ব্রত ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নাই, ও নির্দ্দোষি লোকদিগকে

বধ করি নাই, আর কৃষ্ণের ন্যায় কাহাকে আপনার গুরু হত্যা করিতে উত্তেজনা করি নাই, ধার্ম্মিকগণকে প্রবঞ্চনা ও ভ্রান্ত করি নাই, এবং পাষণ্ডতা ও নাস্তিক মত প্রচার করি নাই। ইন্দ্রের ন্যায় আমি গুরুপত্নীকে হরণ করি নাই। আমি পাপ করিয়াছি বটে, কিন্তু পুরাণ ও শাস্ত্র অনুসারে তাহা ভারি বিষয় নয়। যদি কোন সময়ে মিথ্যা বলিয়া থাকি, তাহাতে গোরু ও ব্রাহ্মণদের কিছু উপকার হইয়াছে; কিম্বা আমার নিজের মঙ্গল হইয়া থাকিবে; আর বিষ্ণুর নাম স্মরণ করাতে আমার সেই পাপ কোথায়? যদি সাংসারিক ব্যাপারে আমি কখন অন্যায় করিয়া থাকি, তথাপি আমার লাভের কিয়দংশ দেবতাগণকে দিয়াছি, তাহাতে অবশিষ্ট অংশ পবিত্র হইয়াছে। যদি আমি কৃচিৎ পরদার কী ব্যভিচার করিয়া থাকি, তবে তাহাতে কেবল কৃষ্ণের পথগামী হইয়াছি; দেখ, তিনি মহান প্রযুক্ত তাঁহার তো ১৬০০০ রমণী ছিল, অতএব আমি যদি চারি বা পাঁচটা রাখি তাহাতে আমার দোষ কী? বোধ হয় আমি অধিক পাপ করি নাই; কিন্তু সে যাহা হউক, যে সকল পাপ কোন সময়ে আমাতে

সংলগ্ন হইয়া থাকে তাহা গঙ্গাতে স্নান করিলে ধৌত হইয়া যাইবে; এবং কিছু দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিলে দেবতাদের কোন এক স্বর্গে অবশ্য একটি স্থানপাইব। পরন্তু যদিও আমাকে পাপেতেই মরিতে হয়, তাহাতে কেন ভয় করিব? শাস্ত্রে বলে, স্থলে বিষ্ণু, জলে বিষ্ণু; এই সমুদয় জগৎই বিষ্ণু। আমাতে যে কথা কহে সেও তিনি; তবে কাহাকে নিকাশ দিতে ডাকিবেন? ও কাহাকে বা নরকে নিক্ষেপ করিয়া পাপের দণ্ড দিবেন? কি আপনাকে? হা২! তবে আমিই কেন পাপ করিতে ভয় করিব, ও তাহার জন্যে খেদিত হইব? পাপ পুণ্যদ্বারা এই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, আর যে কিছু করি তাহা অদৃষ্টানুসারে করি, সেই অদৃষ্টের অধীন ব্রহ্মাদি দেব সকলও অছেন, তবে আমি কী ছার? তাহা পরিবর্ত্ত করিতে আমার সাধ্য নাই, এবং ইচ্ছাও নাই, তবে যাহা হইবার তাহা হউক।” এই রূপ মিথ্যা তর্ক করত হিন্দু লোক আপন পাপের বোঝা মস্তকে লইয়া কাল কাটায়, এবং তাহার বিবেক ও অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকে, তাহাতে সে নিরাশ হইয়া পরামনন করিবার শক্তি ও উপায় রহিত হয়।

মুসলমানদের মতানুসারেও পাপির পরামনন করা অসাধ্য। ঈশ্বরের এবং তাঁহার ব্যবস্থার সত্যতা ও পবিত্রতা, ও মনুষ্যগণের পাপিষ্ঠতা, এবং পাপের দণ্ড, এ সকল বিষয় তাহাদের ধর্ম্মে উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয় না। তাহাতে কেবল এই প্রকার বিধি দেয়, খোদা ও নবীগণের উপর ঈমান রাখ, দিবসের মধ্যে পাঁচ বার নমাজ পড়, রোজা রাখ, ও খয়রাৎ কর, মদ ও শূকরের মাংস খাইও না, আর একেবারে চারি স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিও না, কিন্তু যত ইচ্ছা তত বাঁদী রাখিতে পারিবা। ইহা ছাড়া যদি মুসলমানেরা মক্কাতে হজ্ করে, এবং ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এক জন অবিশ্বাসিকে বধ করে, কিম্বা কাহাকে মহম্মদীয় দীনে আনে, তবে আরো ভাল; তাহা হইলে তাহাদের নজাৎ প্রাপণের বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আর মুসলমান ধর্ম্মে এই২ শিক্ষাও দেয়, যে নসীব (অর্থাৎ অদৃষ্ট) অটল আছে; এবং ঈশ্বর মনুষ্যকে দুর্ব্বল, অল্পবুদ্ধি, ও দুঃসাহসরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; বরঞ্চ তিনি পাপেরও উৎপাদক হন। আফ্সোষ! এই সকল শিক্ষার মধ্যে পরামননের স্থান কোথায়

প্রাপ্ত হইতে পারে? আরও এই ধর্ম্মানুসারে অতিশয় কামুক হইবার প্রয়োজন আছে; কারণ তাহা না হইলে মুসলমানেরা বেহেস্তের মধ্যে প্রত্যেকে ৭২ হূরী অর্থাৎ অপ্সরাকে কেমন করিয়া ভোগ করিতে পারিবে? পুনশ্চ, এই ধর্ম্মানুসারে মনুষ্যেরা স্ব২ কর্ম্মদ্বারা নজাৎ পায়, ইহা কোরানে বার২ লেখা আছে, যথাঃ "লোকেরা আপন২ কর্ম্মের বেতন পাইবে।" এমত শিক্ষাতে কাম, ক্রোধ, ও আত্মতুষ্টি ক্রমে২ বৃদ্ধি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পাপিরা তদ্দ্বারা পরামননের পথে এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না। ফলতঃ ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে যে মনুষ্য খেদ না করিলে পাপ ত্যাগ করিতে পারে না, এবং পাপ ত্যাগ না করিলে পবিত্র হইতে পারে না; সুতরাং পবিত্র না হইলে কেহই পবিত্রময় ঈশ্বরের সাক্ষাতে কদাচ বাস করিতে পাইবে না।

অতএব হে প্রিয় পাঠকবর্গ, মনোযোগ করিয়া দেখুন, এ বিষয়েও খ্রীষ্টধর্ম্মের উত্তমতা প্রকাশ হইতেছে; কেননা কেবল এই ধর্ম্মেতেই মনুষ্যদের পরামনন ও সমস্ত পাপ ত্যাগ করিবার প্রচুররূপে আয়োজন হয়।

৩। খ্রীষ্টধর্ম্ম কোন প্রকারই পাপ করিতে অনুমতি দেয় না, বরং সর্ব্বদা সৎক্রিয়ায় রত থাকিতে উপরোধ করে।

হিন্দুরা বলিয়া থাকে, কলি যুগে অন্তঃকরণের কুঅভিলাষ সকল পাপরূপে গণিত নহে; বরং তাহাদের ও মুসলমানদের ধর্ম্মে দেখা যায়, যে কখন২ পাপ পুণ্যরূপে গণ্য হয়, যথা; প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা ও চুরি আর হত্যা ও ব্যভিচার এবং আত্মঘাত ইত্যাদি করিলে দোষ হয় না; এবং কোন২ সময়ে সৎকর্ম্ম তাহাদের মতে পাপরূপে গণ্য হয়। পরন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মে এমত শিক্ষার লেশ মাত্র নাই। তাহাতে কোন প্রকার পাপ করিবার ব্যবস্থা নাই, এবং মনুষ্যের কুইচ্ছার পোষকতা কখন হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্ম মনুষ্যের তাবৎ ইন্দ্রিয়গণকে দমন করে, আর তাহাতে লৌকিক আচার ও কুতর্ক সকল দোষীকৃত হয়; তথাচ সেই ধর্ম্ম মনুষ্যগণের যথার্থ বন্ধু, কেননা তাহার অভিপ্রায় ও ফল এই, যে তদ্দ্বারা তাহাদের পারমার্থিক পীড়া সকল ও মনের মলিনতা দূর হয়, এবং তাহাদের মন ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিলে তাহারা স্বর্গ রাজ্যে যাইবার যোগ্য হইয়া উঠে।

পুনশ্চ, খ্রীষ্টধর্ম্মে যে কায়মনোবাক্যে পাপ করিতে নিষেধ করে, তাহা কেবল নয়, কিন্তু সর্ব্ব-প্রকার সদাচরণ করিতেও প্রচুর উপায় দেয়। তাহাতে অলস ভিক্ষুকগণকে * শক্তরূপে ভর্ৎসনা করে; আর যাহারা পরের মঙ্গল বিষয়ে অমনো-যোগী হইয়া আপন পরিবারকে ভরণ পোষণ না করিয়া বসে যায়, খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহাদিগকেও দোষি করে। খ্রীষ্টধর্ম্মে এইরূপ অনুমতি না দিয়া স্বীয় মতাবলম্বিদিগকে আপনাদের দীপ্তি ঢাকনার নীচু রাখিতে বারণ করিয়া এমত আজ্ঞা দেয়; "সকল লোকেরা যেন তোমাদের সৎকর্ম্ম দেখিয়া স্বর্গস্থ পিতার † ধন্যবাদ করে, তন্নিমিত্তে তোমরা আ-পন২ দীপ্তি উজ্জ্বল কর।"

পুনশ্চ, খ্রীষ্টধর্ম্মে রাজা ও শাসনকর্ত্তাদিগকে যথা-থার্থিক ও দয়ালু হইতে, এবং পবিত্রতা ও ন্যায্য পূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে, আর প্রজাগণের প্রতি আপন২ সন্তানদের ন্যায় সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেয়। আর প্রজাগণকে শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে থাকিতে ও সম্মানপূর্ব্বক তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা দেয়, এবং

* ২ থিষ ৩। ১০—১২। † মথি ৫। ১৪-১৬।

কেহ তাহাদের অনিষ্ট করিলে তাহা সহ্য করিয়া প্রভুর আগমনের অপেক্ষা করিতে আদেশ করে; ফলতঃ তৎকালে তিনি অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল এবং মনের চিন্তাও প্রকাশ করিলে রাজা ও প্রজা, মনিব ও দাস, প্রভৃতি তাবৎ মনুষ্য স্ব২ কর্ম্মানুসারে ফল পাইবে। আরও এই ধর্ম্মে নরবলির বিধি নাই, এবং শিশুগণকে হত্যা করা যায় না; ব্যভিচার দোষ ভিন্ন স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দিতে নিষেধ আছে; স্ত্রী জাতিকে অজ্ঞান ও অপমানের অবস্থায় রাখে না, বরং পুরুষগণের ন্যায় তাহারা নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ যোগ্য হয়। খ্রীষ্ট আপন আশ্রিত লোকদিগকে এক স্ত্রী থাকিতে অন্যাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দেন না। এ বিষয়ে ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে এক স্ত্রীকে বিবাহ করা আদি ব্যবস্থানুসারে বটে। দেখ, যখন আদম সৃষ্ট হইল, তখন ঈশ্বর তাহার জন্যে কেবল এক স্ত্রীকে সৃষ্টি করিলেন; সুতরাং অনেক স্ত্রী হইলে যদি তাহার পক্ষে ভাল হইত, তবে তিনি অবশ্য তাহাকে তৎকালে দিতেন। অধিকন্তু এই নিয়ম মনুষ্যের শারীরিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের উপকারজনক হয়; কারণ যে ব্য-

ক্তির চারি বা পাঁচ স্ত্রী থাকে, তাহার ঘরে ঈর্ষ্যা বিবাদ ও বচসা ইত্যাদি প্রায় সর্ব্বদা হয়। পুনশ্চ, স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিলে ও তাহাদের প্রতি যথোচিত আদর করিলে বড় উপকার হয়; বিশেষতঃ স্ত্রীগণকে দাসী ও মূর্খরূপে রাখিলে তাহারা কী প্রকারে আপন২ সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে ও শাসনাদি করিতে পারিবে? অধিকন্তু ইহাতে স্বামির সুখ ও সান্ত্বনা এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়ের নীতিশিক্ষা ও সদাচার ক্রমে২ বৃদ্ধিষ্ণু হয়। আরও বলি, এই ধর্ম্মে দরিদ্রগণকে শিক্ষা দিতে ও বৃদ্ধদিগকে সম্মান করিতে দৃঢ়রূপে আজ্ঞা দেয়, ইহাতে সর্ব্বসাধারণের মহা উপকার জন্মে। শরীরের আরামার্থে ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভজনার্থে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন নিরূপিত হইয়াছে; তাহাতে অতিদরিদ্র লোকেরাও ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হওনের সাবকাশ পাইয়া মরণান্তে স্বর্গে প্রবেশ করিবার জন্যে প্রস্তুত হইতে পারে। এই ধর্ম্মে শুভাশুভ দিনের নিরূপণ * নাই; এবং তাহার লক্ষণ মান্য করিতেও দৃঢ়রূপে নিষেধ আছে। আর কী প্রকারে মিত্র

* মন্দ কর্ম্ম করিবার জন্যে কোন দিন শুভ নয়, এবং ভাল করিবার নিমিত্তে কোন দিন অশুভ হয় না।

ও হিতৈষি ব্যক্তিদের সহিত বন্ধুতা করিতে হয় ইহাও খ্রীষ্টধর্ম্মে অবগত হইতেছি; তাহাতে খ্রীষ্টিয়ানেরা আপনাদের ত্রাণকর্ত্তার দৃষ্টান্তানুসারে এক জন অন্যের কারণ প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে আদিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা শত্রুতা সমূলোৎপাটন হইয়াছে, যেহেতুক খ্রীষ্ট এই আজ্ঞা দেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ২ প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করুক।" তদ্রূপে লিখিত আছে, যথা;

"আমরা খ্রীষ্টের প্রেমেতে আকর্ষিত হই; কারণ সকলের পরিবর্ত্তে যদি এক জন মরিলেন, তবে সকলেই মরিল, ইহা আমাদের স্থিরজ্ঞান হইল; আর তিনি কেন সকলের পরিবর্ত্তে মরিলেন? যাহারা জীবন পায়, তাহারা যেন আর আপনাদের নিমিত্তে জীবন ধারণ না করে, কিন্তু যিনি তাহাদের পরিবর্ত্তে মরিলেন ও কবরহইতে উঠিলেন, তাঁহারই নিমিত্তে যেন জীবন ধারণ করে, এই জন্যে।" ২ ক ৫। ১৪,১৫।

যে সকল লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাঁহারা এক ছাঁচে নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব ও আচার ব্যবহার একই প্রকার উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মপুস্তকে বলে, তাহারা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে নূতন মনুষ্য হওয়াতে এক আত্মা ও এক শরীরস্বরূপ পাইয়াছে। তাহাতে প্রতিহিংসা করা নিষিদ্ধ আছে;

এবং খ্রীষ্টিয়ানগণ এই শিক্ষা পায়, যথা; আদরণীয় লোককে আদর কর, এবং কাহারো পক্ষপাত বা মুখাপেক্ষা করিও না। তাহাতে অহঙ্কারি ও যুদ্ধার্থি স্বভাবের নয়, কিন্তু নম্রতা ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা হইয়াছে। খ্রীষ্ট নিজে যোদ্ধা ছিলেন না, এবং যুদ্ধ ও রক্তপাত করিতে উৎসাহ দেন নাই, বরং তিনি "শান্তির * রাজা" নামে বিখ্যাত হন; এই হেতুক ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধ করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছেন। স্বামিরা আপন২ স্ত্রীগণকে প্রেম করিতে, ও স্ত্রীগণ আপনাদের স্বামিদিগের সম্মান ও আজ্ঞাপালন করিতে, আর সন্তানেরা আপন২ পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাহাদের সম্ভ্রম করিতে এবং পিতা মাতাগণ আপন২ সন্তানদিগকে প্রভুর শিক্ষা ও চেতনা দিয়া প্রতিপালন করিতে, ধর্ম্মপুস্তকে উপদিষ্ট হইয়াছে। পরিবারস্থ সকলে ঐক্যতা এবং নগর ও দেশনিবাসি তাবৎ লোক পরস্পর বন্ধুতা রাখিতে শিক্ষিত হইয়াছে। যদ্রূপ খ্রীষ্ট আপন আশ্রিত লোকদিগকে প্রেম করিলেন, খ্রীষ্টিয়ানগণ তদ্রূপ পরস্পর প্রেম করিতে, এবং তিনি যাদৃশ তাহাদিগকে ক্ষমা

* যিশা। ৯। ২৬।

করিলেন, তাদৃশ পরস্পর ক্ষমা * করিতে আজ্ঞা পাইয়াছে।

অধিকন্তু, খ্রীষ্টধর্ম্মের উত্তম ফলের মধ্যে প্রধান ফল এই, যে তাহাতে কেবল উত্তম ব্যবস্থা দেয় তাহা নয়, কিন্তু সেই ব্যবস্থা পালন করিবার শক্তিও প্রদান করে, এবং যীশু খ্রীষ্টকে নমুনাস্বরূপ দর্শাইয়া তাবৎ খ্রীষ্টিয়ানগণকে তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে আজ্ঞা দেয়। ফলতঃ তিনি একই নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ আদর্শস্বরূপ হন; কেননা আর কোন ধর্ম্মে এতদ্রূপ আদর্শ দেখা যায় না। সুতরাং ভদ্রতা, দয়া, মৃদুতা, নম্রতা, জগতীস্থ বস্তুর প্রতি অনাদর, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ঈশ্বরাজ্ঞা পালনে স্থৈর্য্য, প্রবীণতা, প্রেম ও সর্ব্বহিতৈষিতা ইত্যাদি, খ্রীষ্টের তাবৎ গুণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়া তদাশ্রিত লোকদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

পরন্তু এ বিষয়ে কেহ২ আপত্তি করে, যে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তানুসারে চলে না। কিন্তু এ স্থলে এমত আপত্তি করা বৃথা; দেখ, ইহার আরম্ভে হিন্দু ও মুসলমান লোকদের পরীক্ষা নয়, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের পরীক্ষা লইয়াছি,

* রো ১২। ইফি ৪। ৫,৬।

অর্থাৎ তাহারা আপন২ শাস্ত্রের ব্যবস্থা পালন করে কি লঙ্ঘন করে ইহা বিচার না করিয়া ঐ সকল শাস্ত্র সত্য কি না কেবল ইহাই মীমাংসা করিয়াছি। তেমনি খ্রীষ্টিয়ানদের চরিত্র পরীক্ষা নয়, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের পরীক্ষা এই পুস্তকে করিয়াছি। এখন আমরা অতিশয় শ্রম ও চিন্তা-পূর্ব্বক এই পুস্তক লিখিয়া শেষ করিতেছি; ইহাতে ঈশ্বরের সত্য সেবকদের নয়, কিন্তু তাঁহার দত্ত পুস্তক, এবং তিনি মনুষ্যের জন্যে স্থাপন করিয়াছেন যে ধর্ম্ম তাহার নিরূপণ করিয়াছি। অতএব সেই ধর্ম্ম পাইয়া আমরা যদি মান্য না করি, তবে নিশ্চয় বিনাশযোগ্য হইব। খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রায় আপনাদের ধর্ম্মানুসারে চলে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু বিবেচনা করিতে গেলে ইহাতেই খ্রীষ্টধর্ম্মের মিথ্যাত্ব নয়, বরঞ্চ তাহার সত্যতা দৃঢ়রূপে সাব্যস্ত হইতেছে; কারণ ধর্ম্মপুস্তক যদি খ্রীষ্টিয়ানদের কল্পিত হইত, তবে তল্লিখিত উপদেশ সকল তাহাদের অহঙ্কার ও লোভকে প্রতিরোধ করিত না, আর তাহাতে পাপ ভয়ানকরূপে দর্শাইয়া তজ্জন্য তাহাদিগকে দোষি করিত না; বিশেষতঃ খ্রীষ্টিয়ানেরা যে সকল আজ্ঞা পালন না করে, তাহা তাহারা

তন্মধ্যে কখন লিখিত না। ফলতঃ মনুষ্য যে সম্পূর্ণ-রূপে পবিত্র হয়, এই ধর্ম্মপুস্তকের মূল অভিপ্রায়; ইহাতে নিশ্চয় জানা যায় যে কোন মনুষ্যই তাহার রচক নহে; কিন্তু পবিত্রময় ঈশ্বর তাহা দিয়াছেন; কারণ কোন বস্তু আপন নির্ম্মাণকর্ত্তা-হইতে উত্তম হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, যদ্যপি সকল খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে না চলে, তথাচ পৃথিবীস্থ অন্যান্য মতাবলম্বিদের অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রেমকারি অধিক লোক দেখা যাইতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেখ, পরের মঙ্গলার্থে খ্রীষ্টিয়ানদের মত আর কোন্ লোকেরা শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া থাকে? খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে যাদৃশ সত্যতা ও ন্যায্য প্রবল আছে, তাদৃশ আর কোন্ লোকদের মধ্যে হয়? তাহাদের মধ্যে অনেকে ধার্ম্মিক, পবিত্র, এবং দয়ালু হইয়া দুঃখি ও দরিদ্রদিগকে প্রচুররূপে দান করিয়া থাকে; এবং অন্য দেশীয় লোকদের উপকারার্থে আত্যন্তিক দুঃখ ও পরিশ্রম স্বীকার করত সমুদয় জগতে ভ্রমণ করে, ও বিদ্যা প্রদান ও শারিরীক দুঃখ নিবারণ করিবার নিমিত্তে এবং দেশে২ ঈশ্বরবিষয়ক

জ্ঞান প্রচার করিবার জন্যে তাহারা বৎসরান্তে কোটি২ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। ফলতঃ যাহাদের মঙ্গলার্থে তাহারা এতদ্রূপ শ্রম ও ব্যয় করে, তাহাদের হইতে এই মাত্র পুরস্কার চাহে, যে তাহারা সর্ব্ব প্রকার পাপ ত্যাগ করত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ও আপন২ প্রতিবাসিগণকে আত্মতুল্য প্রেম করে।

অতএব হে প্রিয় পাঠকবর্গ, খ্রীষ্টধর্ম্মের উত্তমতা এবং তাহার সত্যতার প্রমাণ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করিতে যত্নবান হও; এবং পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া দূতগণের সহিত এই কথা কহ, " সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি ও মনুষ্যের প্রতি মঙ্গলেচ্ছা হউক !"

আরও এই কথা তোমাদের স্মরণে রাখা উচিত, ঈশ্বর তোমাদিগকে সত্যতা নিশ্চয় করিবার শক্তি দিয়াছেন, এই জন্যে তাহা ব্যবহার করা তোমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ যে সকল বিষয় তোমাদিগেতে সমর্পিত হইয়াছে, তাহার হিসাব তিনি অবশ্য লইবেন। অতএব সত্যধর্ম্মের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া তাহা গ্রহণ কর। মনুষ্যের ভয়ে কিম্বা সাংসারিক লাভার্থে

মিথ্যা ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া থাকিও না; কিন্তু আপনাদের স্রষ্টা, প্রভু, ও ত্রাণকর্ত্তাকে মান্য করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার জন্যে যত্নবান হও। যদ্যপিও ধন ও প্রাণ যায়, তথাচ ঈশ্বরকে বিরক্ত করিও না, এবং পরকালের বিষয়ে বিস্মৃত হইও না।

শেষ কথা।

সত্যধর্ম্মে এই তিন বিষয় আবশ্যক আছে, যথা;

প্রথম। সদ্ধর্ম্ম পালন করিলে মনুষ্যের শারীরিক উপকার হইবে।

দ্বিতীয়। তাহাতে মনুষ্যের পারমার্থিক মঙ্গলও হইবে।

তৃতীয়। তাহা মনুষ্যের অবস্থার যোগ্য হইবে।

খ্রীষ্টধর্ম্মেতে যে এই সকল লক্ষণ পাওয়া যায়, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু আর কোন্ ধর্ম্মে এ সকল পাওয়া যাইতে পারে? যে ধর্ম্মে গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপাঃ করা, ও শীতকালে গলা পর্য্যন্ত শীতল জলে মগ্ন থাকা, ও ঊর্দ্ধবাহু হওয়া ও এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকা ইত্যাদি কঠিন ব্রত তপস্যা প্রভৃতি অসহ্য কর্ম্ম করিতে বলে; আর যাহাতে

এই শিক্ষা দেয়, যে মনুষ্যের শরীর তাহার কারাগার ও পরম শত্রুস্বরূপ: এবং প্রকৃত সুখ কেবল শরীরের বিনাশে হয়; এমত ধর্ম্ম কি মনুষ্যের শারীরিক মঙ্গল উৎপন্ন করিতে পারে? অথবা যে ধর্ম্মে আপন শাগেরদ্‌দিগকে কাফরদের সহিত বেঈমান প্রযুক্ত লড়াই আর তরবালদ্বারা আপন মত বিস্তার করিতে আজ্ঞা দেয়, ও লুঠের জিনীসকে ন্যায়লব্ধ বলে, এবং যুদ্ধে ধৃতা স্ত্রীগণকে উপপত্নী করিয়া রাখিতে অনুমতি দেয়; এমত ধর্ম্মে কি মানুষের শারীরিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হইতে পারে? পুনশ্চ বলি, যে ধর্ম্মে স্বীয় মতাবলম্বিদিগকে প্রতিহিংসা ও অহঙ্কার করিতে শিক্ষা দেয়, ও অন্য মতের অথচ নীচ জাতি লোক সকলকে তুচ্ছ ও নিন্দা করিতে উত্তেজনা করে, এবং এমত শিক্ষা দেয় যে মনুষ্যগণ আপন২ কর্ম্মদ্বারা ত্রাণ পাইবে, আর অদৃষ্ট তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, এবং পাপপুণ্য উভয় ঈশ্বরহইতে হয়, তাহা কেবল নয়, বরং যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রহ্ম জানে সে নিজেই ঈশ্বর হয়; এমত ধর্ম্ম কি মনুষ্যের পারমার্থিক ও মানসিক লাভের পক্ষে হিতদায়ক হইতে পারে? তাহাতে কি তাহার দুঃখের সময়ে

সান্ত্বনা ও মৃত্যুর সময়ে ভরসা জন্মিতে পারে? এই কথা নিতান্তই অসম্ভব। মনুষ্যমাত্র পাপপ্রযুক্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া রক্ষা ও উপকারহীন হইয়াছে। সে ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া দুর্ভাগ্য ও ক্লিষ্ট হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণের কারাগারে বদ্ধ ও দুঃখার্ত্ত হইয়া অশ্রুপাত করে। সে মৃত্যু ও তদুত্তর অবস্থার ভয় প্রযুক্ত কাঁপিয়া সমস্ত জীবনকাল বন্দির ন্যায় থাকে; এবং ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা কোন প্রকারে তাহার দশার উপযুক্ত হয় না।

খ্রীষ্টধর্ম্মে ইন্দ্রিয়গণকে নাশ করিতে নয়, কিন্তু দমন করিতে বলে; তাহাতে পরিমিতাচার করিতে অনুমতি দেয়, কিন্তু ক্ষুধায় মরিতে বলে না। এ ধর্ম্মে অদৃষ্টের বিষয়ে কিছু লেখা নাই; বরঞ্চ তাহাতে লেখে মনুষ্য আপন২ ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়া ঈশ্বরের নিকটে দায়ী হয়। এই ধর্ম্মে পরিত্রাণের যে উপায় উক্ত হইয়াছে তাহাতে পরমেশ্বর আপন গুণ ও চরিত্র এমত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, যে পাপি লোকদের ত্রাণ করণেও তিনি তাহাদের নিকটে সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল হন। যথা: বিশ্বাসকারিরা তাহাতে পরমেশ্বরের অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া আপনারাও প্রেমী হইতে শিক্ষিত হয়; ও

তাঁহার দয়া দেখিয়া দয়ালু হয়; এবং তাঁহার পবিত্রতা, ন্যায্য ও সত্যতা দেখিয়া পবিত্র, ন্যায়-কারী ও সত্যবাদী হয়। অধিকন্তু খ্রীষ্টরূপ অবতারে ঈশ্বরীয় তাবৎ গুণের অবতার দৃশ্য হয়। অতএব ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের নানা গুণ কেবল কথাতে নয়, কিন্তু ক্রিয়াতেও, বিশেষতঃ মনুষ্যদের পরিত্রাণের কর্ম্মে প্রকাশিত আছে। ইহা নিরন্তর ধ্যান করত বিশ্বাসকারি ব্যক্তি খ্রীষ্টের পদচিহ্নে গমন করে। এরূপে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ক্রমে২ সমস্ত উত্তম কর্ম্মে ভূষিত হইয়া অবশেষে স্বর্গে যাইবার কারণ প্রস্তুত হয়। যদ্রূপ দক্ষিণ চক্ষুর বাম চক্ষুর সহিত ঐক্য আছে, তদ্রূপ ধর্ম্মপুস্তক মনুষ্যের অবস্থার সহিত মেল রাখে; এবং এই ধর্ম্মের শিক্ষা সকল ঈশ্বরের গুণ ও স্বভাবের সহিত সেই প্রকারেও ঠিক মিলে। আর মনুষ্যের যদ্রূপ স্বভাব ও চরিত্রের আবশ্যক আছে, এই ধর্ম্মের শিক্ষা ও অভিপ্রায় তাদৃশ স্বভাব ও চরিত্র উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত হয়; তাহাতে যে কেহ সত্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহার খ্রীষ্টীয় স্বভাব জন্মে; এবং যে প্রকার সুখাবস্থা খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

তাহা ভোগ করিবার জন্যে তাহাদের মন এ ধর্ম্মে প্রস্তুতীকৃত হয়। কিন্তু বল দেখি, আর কোন্ ধর্ম্মে এমত ফল জন্মে? বিবেচনা কর, হিন্দুধর্ম্মে নম্র হওনের বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে বটে, কিন্তু জাতিরূপ অহঙ্কারাদি বিষয়ে তদ্বিপরীত বিস্তর শিক্ষাও দিয়াছে। তদ্রূপ মহম্মদীয় ধর্ম্মেতে পরিমিতাচার এবং ইন্দ্রিয় দমন করিতে কহিয়াছে, আবার যত ইচ্ছা তত স্ত্রী সম্ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছে; এবং বেহেস্তে চিরকাল পর্য্যন্ত অনেক সুন্দরী হূরীদের সহিত সুখভোগ, ও মদিরার নদী পান করিবার প্রত্যাশা দেয়। হে বন্ধুগণ! বিবেচনা করিয়া বল, উক্ত আদেশের সহিত এমত অপরিমিত সুখভোগের কী সম্পর্ক আছে? বরং যুক্তিদ্বারা এই বোধ হইতেছে, যে বেহেস্তের যোগ্য হইবার জন্যে এই জগতে অধিক স্ত্রীতে ও মদে আসক্ত হইতে হয়।

খ্রীষ্টধর্ম্ম ব্যতীত আর২ সকল ধর্ম্ম মনুষ্যের পাপিষ্ঠ স্বভাবের সহিত মিলিয়া তাঁহার পোষকতা করে। আদমের সমস্ত বংশ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্র জন্ম ও স্বভাব দোষে এক প্রকার দেবপূজক, কামুক ও অহঙ্কারী হয়। দেখ, যদ্যপি সকলে কাষ্ঠ ও

প্রস্তরাদি প্রতিমার সেবা না করিয়া থাকে, তথাচ তাহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে লোভরূপ বৃহৎ এক প্রতিমা আছে, এবং ঈশ্বরের সেবা ও প্রেম করণাপেক্ষা তাহারা তাহাকে অধিক প্রেম ও সেবা করে। মনুষ্যেরা যে কোন জাতি ও যে কোন বয়স্ক হউক না কেন, তাহাদের এমত ইচ্ছা নয় যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য, বরং যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের দীপ্তিতে তাহাদের মন উজ্জ্বলীকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা তাহার মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিলে আনন্দিত হয়; কারণ তাহারা ভালরূপে জানে, যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম সত্য হয়, তবে পাপ ত্যাগ না করিলে আমাদিগকে নিতান্ত নরকে যাইতে হইবে। এই ভাবনা প্রযুক্ত মনুষ্যেরা তাহার সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিতে অপারক হয়, কেননা যে ব্যক্তি বিচারিত হইবে সে কীরূপে ব্যবস্থার বিচার করিতে পারে? তদ্রূপ পাপি ব্যক্তিরা দুষ্টাত্মার কর্ত্তৃত্বের অধীন হওয়াতে পরমেশ্বরের সদ্ধর্ম্মের বিচার করিতে নিতান্ত অসমর্থ হয়। যে সূক্ষ্ম পথে অনন্ত জীবনে লইয়া যায়, সেই পথ তাহারা অতি কষ্টে পাইতে পারে, এবং পাইয়াও আরো কষ্টে তাহাতে চলে। অতএব যাহারা পবিত্র ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান পাইতে

একান্ত ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে নিত্য নম্রমনা, সতর্ক, ও প্রার্থনায় নিযুক্ত হইতে হয়। হে পরমেশ্বর! তুমি আপন অসীম দয়াতে তাবৎ মনুষ্যের চক্ষু খুলিয়া দেও, ও প্রতিবাদকদের মুখ বন্ধ কর, যেন তাহারা আপনাদিগকে তোমার দৃষ্টিতে পাপি জানিয়া বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টের স্মরণ লইয়া ধার্ম্মিকরূপে গণ্য এবং তোমার নিকটে গ্রাহ্য হয়!

হে প্রিয় পাঠকবর্গ, মনুষ্য যদি স্বকৃত পাপ প্রযুক্ত খেদিত হইয়া আপন দুর্ব্বলতা ও আপদ বিপদ বিষয়ে বিবেচনা করে, তবে সে এই ধর্ম্মের উত্তমতা বুঝিতে পারিবে। তোমরা আপনাদিগকে পাপেতে পীড়িত বুঝিয়া যখন ঘৃণাপূর্ব্বক তাহাহইতে ফির, তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম তোমাদের নিকটে গ্রহণীয় হইবে। যৎকালে সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানিতে ও তাঁহার সহিত মেল করিতে তোমাদের একান্ত ইচ্ছা হয়, তৎকালে তোমরা জানিতে সক্ষম হইবা, যে ঐ ধর্ম্মে বহুমূল্য উপকার প্রদান করে। অতএব ধর্ম্মপুস্তকরূপ দর্পণে আপনাদিগকে পাপি দেখিয়া পরামনন কর; আর যীশু খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের যে মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত প্রার্থনা ও ধ্যান কর;

তাহাতে তোমরা উত্তরোত্তর পবিত্র হইয়া উঠিবা; অবশেষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইলে তোমরা স্বর্গে নীত হইয়া চিরকাল প্রভুর সঙ্গে বাস করিবা।

হে ভ্রাতৃগণ! মনুষ্যের মন যদি ঈশ্বরের মন্দির-স্বরূপ হয়, তবে তোমাদের অন্তঃকরণ মায়া, মোহ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার, লোভ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপ-রূপ ময়লা ও বিষ্ঠাতে কি পূর্ণ আছে? হায়২! যদি এমন হয়, তবে তাহা বড়ই দুঃখের বিষয়। হে ভ্রাতৃগণ; তোমরা যদি আপন২ বাটী পরিষ্কার রাখিতে সাবধান থাক, তবে কি ঈশ্বরের মন্দির পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করিবা না? এ রূপ শৈথিল্যকে সকল ধর্ম্মে দোষি করে। অতএব পাপ-নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া আপনাদের মনোরূপ মন্দির পরিষ্কার কর; কেননা ঈশ্বর তোমাদের কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইবার জন্যে অপেক্ষা করিতেছেন।

দেখ, কত২ মহান্ ও পরাক্রান্ত লোক পূর্ব্বে এই জগতের মধ্যে ছিল! এখন তাহাদের অবশিষ্ট কী আছে? কেবল ধূলার রাশি দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদের ধন, মান, অনুচর, সজ্জা, এবং সঙ্গিগণ সকলেই তাহাদিগকে ত্যাগ করি-

য়াছে; এবং তাহারাও লোকান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদের কী গতি হইয়াছে, ও পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি কী করিয়াছেন, ইহা কে জানে? কে পরলোকে গিয়া তাহাদের সমাচার আনিতে পারিবে? আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ধন্যবাদ হউক, এমত এক জন আছেন যিনি মৃত লোকদের অদৃশ্য স্থানে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কবরহইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; আর যে পরলোকে আমরা সভাই ত্বরায় যাইব, তদ্বিষয়ে যাহা২ জানিবার আবশ্যক করে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত করাইয়াছেন; এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া সকল বিশ্বাসিগণের কারণ তাহার দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি কে, ইহা কি তোমরা জিজ্ঞাসা কর? তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। হে পাঠক সকল, তাঁহার উপর বিশ্বাস কর; তাহাতে ভবসমুদ্র পার হইয়া অনন্তকালস্থায়ি শান্তি ও সুখের স্থানে পদার্পণ করিবা। ইতি।

"যদি কেহ তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে চেষ্টা করে, তবে এই উপদেশ ঈশ্বরহইতে হয়, না আমি আপনাহইতে কহি, তাহা সে জানিতে পাইবে।" যোহন ৭। ১৭।

এই পুস্তকোল্লেখিত শাস্ত্রীয় বচনের নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠ।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠ।